তীর্থদর্শন।

(প্রথম অংশ)

শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ বসু কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত।

শ্রীহরিচরণ বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা

৭১ নং পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট্;

রামনারায়ণ যন্ত্রে শ্রীকালীপ্রসন্ন বসু দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শক ১৮১২।

PRINTED BY
K. P. BASU, AT THE RAMNARAYAN PRESS,
71, PATHURIAGHATTA STREET ;
CALCUTTA

উৎসর্গপত্র।

যাঁহার পিতৃনাম স্মরণে হৃদয় পবিত্র হয়; যিনি পিতৃভক্তি, স্বধর্ম্ম-প্রীতি,
স্বজাতি-প্রিয়তা এবং সহৃদয়তা-গুণে আত্মীয় স্বজনের পরম ভক্তি-
ভাজন হইয়াছেন; যাঁহার সদালাপ ও শিষ্টাচার, ন্যায়পরতা
ও ধর্ম্মপ্রাণতা, সামাজিকতা ও আতিথেয়তা, শত্রু মিত্র
মাত্রেই বিলক্ষণ অবগত আছেন; যিনি পরদুঃখকাতর,
দেবদ্বিজভক্তিতৎপর, মহৎ হইয়া উদার, ধনবান্
হইয়া দীনভাবাপন্ন; রাধাকান্তচরণাম্ভোজ মধু-
পানে যাঁহার চিত্তবৃত্তি সর্ব্বদাই অনুরক্ত; মায়া,
মমতা,শ্রদ্ধা, ভক্তি, স্নেহ, ভালবাসা, বন্ধুতা ও
সরলতা যাঁহার নিকট নিয়ত বিরাজমান;
যাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি, লাবণ্যজ্যোতিঃ এবং
বিশুদ্ধস্বভাব পরিদর্শন করিলে ইহ-
জীবনে অনেক শিক্ষা লাভ হয়;
সেই পূজনীয় ভক্তিভাজন
রাধাকান্ত-পদপরায়ণ

শ্রীলশ্রীযুক্ত রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুরের

করকমলে

ভক্তিভাবে সাদরে আমার এই অকিঞ্চিৎকর
দেবমহিমা-প্রকাশক সামান্য তীর্থদর্শন
গ্রন্থখানি অর্পণ করিলাম।

ভূমিকা।

তীর্থদর্শনের প্রথম অংশ প্রকাশিত হইল; ইহাতে দক্ষিণদেশের ১৭টি সুপ্রসিদ্ধ তীর্থের বিবরণ ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে এবং সকল স্থানের পুরাবৃত্ত, গবর্ণমেণ্ট রেকার্ড, স্থানীয় প্রবাদ ও ক্ষেত্র-বিবরণী হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। পুস্তকখানি পাঠোপযোগী ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে যত্নের ত্রুটি করি নাই; কৃপা করিয়া সাধারণে আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে শ্রম সফল বোধ করিব।

পরিশেষে নিবেদন! গ্রন্থ পাঠকালে পাঠকবর্গ 'আরূকড়ু' স্থানে 'অরূকড়ু' 'বৈশাখপত্তন' স্থানে 'বিশাখপত্তন' 'তাঞ্জোর' স্থানে 'তঞ্জাবুর' এবং 'ত্রিশীরাপল্লী' স্থানে 'ত্রিশিরাপল্লী' পাঠ করিবেন।

শ্রীব———

তীর্থদর্শন সম্বন্ধে।

তীর্থদর্শনের প্রথম অংশ শব্দকল্পদ্রুম ও দেবীভাগবতের বঙ্গীয় গ্রাহকগণকে উপহার স্বরূপ এক এক খণ্ড প্রদত্ত হইবে। অপর সাধারণকে মুদ্রাঙ্কণ ব্যয়স্বরূপ চারি আনা মূল্যে প্রদত্ত হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আর এক সুবিধা এই যে, যদি কোন ব্যক্তি একত্র এক নামে এক প্যাকেটে চারিখানি তীর্থদর্শন লন, তাহা হইলে তিনি একখানি ঈশ্বরোপাসনা উপহার স্বরূপ পাইবেন। আর একত্র এক নামে এক প্যাকেটে আটখানি তীর্থদর্শন লইলে, তিনি একখানি ঈশ্বরোপাসনা এবং একখানি গোপালতাপনীর বঙ্গানুবাদ উপহারস্বরূপ পাইবেন। যাঁহারা এই তীর্থদর্শন লইবার অভিলাষী, তাঁহারা সত্বর আমার নিকট আবেদন করুন। অতি অল্প সংখ্যক মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীহরিচরণ বসু।

সম্পাদক ও শব্দকল্পদ্রুম প্রোপ্রাইটর্।

শব্দকল্পদ্রুম কার্য্যালয়;

৭১ নং পাথুরিয়াঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আগষ্ট, ১৮৯১।

সূচীপত্র।

তিরুবন্নমলয়	...	...	...	১
কাঞ্চীপুর	...	...	...	৪১
হরিকাণ্ডম্-নেম্মুর	...	...	...	৬১
তিরুকোইলুর	...	...	...	৬৫
কিউলুর	...	...	...	৬৭
মান্দ্রাজ	...	...	...	৬৯
পুঁদিচারি	...	...	...	৮২
কডেলুর	...	...	...	৮৯
চিদম্বর	...	...	...	৯২
কুম্ভঘোণম্	...	...	...	১০১
তঞ্জাবুর	...	...	...	১০৮
মধুরাপুরী	...	...	...	১৪১
তুতকুড়ি	...	...	...	২১৯
তেনিবল্লী	...	...	...	২২২
ত্রিশিরাপল্লী	...	...	...	২২৬
শ্রীরঙ্গম	...	...	...	২৬০
জম্বুকেশ্বর	...	...	...	২৮৭

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭	১০	শ্রীঅরুণাচলের	শ্রীঅরুণাচলেশ্বরের
১৭	১	বেদ্যাধ্যায়ী	বেদাধ্যায়ী
১৯	৪	হস্তাকর্ণ	হস্তীকর্ণ
২০	১৪	আত্মবোধ তাঁহার	আত্মবোধভাষ্য তাঁহার
২২	১২	এরূপ মূর্ত্তি	অরূপ মূর্ত্তি
২২	২২	নমা বাসব।	নাম বাসব।
২৬	১৪	প্রতিষ্ঠাপিত করেন।	প্রতিষ্ঠিত করেন।
২৭	১৫	মেলকোটের	মেলকোট
৩৫	২০	অধিকাশ	অধিকাংশ
৪২	১	শোক্তশোল্লায়	শোক্যশোলায়
৪২	৯	বিক্রমপত্তের	বিক্রমপাণ্ড্যর
৪২	২২	৪৫০ খৃঃ	৩৫০ খৃঃ
৪৭	২২	মহাবল্লাপুর।	মহাবল্লীপুর।
৫১	১১	সাশন কর্ত্তার	শাসনকর্ত্তার
৫১	১৯	কতকখানি গ্রাম	কএকখানি গ্রাম
৫২	৪	বেন্নুরে	বেল্লুরে
৫২	৫	চিঙ্গলপুট	চিঙ্গলপুত্ত
৫৩	২২	হাউদার আলি	হাইদারআলি
৫৬	১০	খরচ করণ	খরচ কারণ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৭	২২	নকমং	নমকং
৭২	১৬	দুই জন	দুই ডজন
৮২	১৪	হদলি	বদলি
৯৪	৫	তেল্লাই	তিল্লৈ
৯৫	২	নামে কোন রাজা	নামে চোল ও চেরমণ্ডলের কোন রাজা
৯৬	২২	পিল্লি ইয়ার	পিল্লিয়ার
৯৯	৫	উপনয়নের পর	বিবাহের পর
৯৯	৬	উপনয়ন কার্য্য	বিবাহ কার্য্য
১০২	২১	অষ্টাদশ শত	সপ্তদশ শত
১০২	২১	শেষ ভাগে	মধ্যভাগে
১১০	৬	কুলুতুঙ্গ	কুলোত্তুঙ্গ
১১৪	২	দেলবায়	দলবায়
১১৮	৯	তুকোজীর	তুকাজী
১১৮	২২	করিয়াছে ;	করিয়াছেন ;
১১৯	৬	পালিগরের	পলিগারের
১২৪	১৮	ডিপ্রেকে	ডিপ্রিকে
১২৭	৮	তঞ্জাবু রাজের	তঞ্জাবুররাজের
১২৮	২।৩	তঞ্জাবুররাজা	তঞ্জাবুররাজ
১৩১	৩	বাৎরিক	বাৎসরিক
১৩৩	১২	তাঞ্জোরে	তঞ্জাবুরে

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩৪	২১	বৃদ্ধেশ্বর	বৃদ্ধীশ্বর
১৪১	১৮	১৪টি	৭৪টি
১৪৬	৬	শ্বতবর্ণ	শ্বেতবর্ণ
১৫০	৫।৬	সেই সেই	সেই
১৬৩	৬	কোলকে	চোলকে
১৬৯	১২	নাবক্কে	নায়ক্কে
১৭৪	৪।১১	পালৈয়াকরণের	পলৈয়াকরণের
১৭৫	১৩	পালৈয়াকরণ	পলৈয়াকরণ
১৭৮	২	লিঙ্গাযার	লিঙ্গাপ্পার
১৮৩	৩	ছিন্নেকাত্মির	ছিন্নাকোতীর
১৮৪	৩	চামরাজ উদৈয়া	চামরাজউদৈয়ার
১৮৪	৪	ঈর্ষ্যাপরবশ	ঈর্ষাপরবশ
১৮৪	১৪	ঈর্ষ্যাযুক্ত	ঈর্ষাযুক্ত
১৯১	১৯	মহীসুররাজ	মহিসুররাজ
১৯৬	১১	১৬২১	১৬৬১
২০৪	৫	মঙ্গম্মলের	মঙ্গম্মালের
২০৫	১৭	মঙ্গম্মল	মঙ্গম্মাল
২১৭	১২	দেবালয়	দেবালয়ে
২২৬	১৬	সুরবদিত্তনা	সুরবদিত্তান
২২৭	১৭	করিকাল	ক্রিমিকাণ্ড
২৩৯	৪	দলটনর'	দলটন' অগ্রসর হইয়া

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৭৫	২২	ও সনন্দ গণনাথ	সনন্দ ও গণনাথ
২৮৩	২	পোয়ী	পোগায়
২৮৩	৩	তামর পুষ্পে তুলা মাসে	তামর পুষ্পে কলির ১৮০৩ পূর্ব্বাব্দে তুলা মাসে
২৮৩	৯	মাধবীকুসুমে তুলা মাসে	মাধবীকুসুমে কলির ১৮০৩পূর্ব্বাব্দে তুলা মাসে
২৮৩	১৪	রক্তোৎপলে তুলা মাসে	রক্তোৎপলে কলির১৮০৩ পূর্ব্বাব্দে তুলা মাসে
২৮৩	১৯	গ্রামে মকর মাসে	গ্রামে কলির ১৮০৩ পূর্ব্বাব্দে মকর মাসে
২৮৪	৫	কুম্ভমাসে	কলির ২৮ গতাব্দে কুম্ভ মাসে
২৮৪	১৬	আন্দল্লা	অগুল্লা

তীর্থদর্শন।

বাঙ্গালায় তীর্থপর্য্যটন বলিলে বৈদ্যনাথে যাইয়া লিঙ্গের পূজা, ৺ গয়াধামে যাইয়া ফল্গুনদীতে স্নান ও বিষ্ণুপাদপদ্মে পিতৃপুরুষগণের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য, ৺ কাশীধামে গঙ্গাস্নান, বিশ্বেশ্বর-দর্শন ও অর্চ্চনাদি, প্রয়াগে ত্রিবেণীসঙ্গমস্নানাদি, হরিদ্বারে গঙ্গাস্নান, অযোধ্যায় সরযূনদীতে স্নান ও শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থানাদি দর্শন, বৃন্দাবনে বন-ভ্রমণাদি এবং আজমীরের নিকট পুষ্করতীর্থে স্নান বুঝায়। এতদ্ব্যতীত উত্তরপশ্চিমে আর যে সকল তীর্থস্থান আছে, সে সকল স্থানে সাধারণের যাতায়াতের সুবিধা না থাকায় অতি কম লোকেই পরিদর্শন করিয়া থাকেন।

এক্ষণে অনেক বৃদ্ধেরা কহিয়া থাকেন, রেল রাস্তা হইবার পূর্ব্বে ৺ কাশীধামে, গয়াক্ষেত্রে ও শ্রীক্ষেত্রধামে যাইতে হইলে অনেকে উইল[১] করিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইতেন। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের রাজত্বে রেলরাস্তা দ্বারা দূরাদূর গমনের সুবিধা হওয়ায়, অনেকেই ইচ্ছা করিলেই ২০ বিশ ঘণ্টায় কলিকাতা হইতে ৺ কাশীধামে যাইতে পারেন।

---

(১) Will.

উড়িষ্যায় ৺ শ্রীক্ষেত্রধামে অনেকে আজিকালি জাহাজ সুযোগে যাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বাঙ্গালীদের তাহাতে বিশেষ সুবিধা নাই, কারণ আহারাদির বিশেষ অসুবিধা হইয়া থাকে। সে বৎসর জাহাজ দুর্ঘটনায় কত যাত্রী অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল, তাহা সকলের মনে এখনও জাগরূক আছে। পরন্তু জাহাজে নিরীহ গরীব যাত্রীদিগের প্রতি সময়ে সময়ে কুব্যবহার হইয়া থাকে।

সুখের বিষয় বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে অতি সত্বরই খুলিবে। ঐ রেলের পাঁচপাড়া ষ্টেশন হইতে পুরী পর্য্যন্ত একটি শাখা-রেল[১] হইবার কল্পনা হইয়াছে ও তাহার প্রথম জরিপাদি কার্য্যও হইয়া গিয়াছে। ভগবানের ইচ্ছায় এইটি কার্য্যে পরিণত হইলে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ভারতবাসীর এই শ্রেষ্ঠ তীর্থদর্শনের বিশেষ সুবিধা হইবে। সম্প্রতি ষ্টেট্ সেক্রেটরী বেজওয়াড়া[২] হইতে কটক পর্য্যন্ত ইষ্টকোষ্ট[৩] নামে একটি রেলপথ তৈয়ার করিবার জন্য মঞ্জুর্ করিয়াছেন; ইহার জরিপাদি কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। বেজওয়াডা হইয়া ইল্লোর, রাজমন্দ্রী, তুনি, বৈশাখপতন, অনকপল্লী, বিজয়নগ্রাম, বেরহম্পুর, গঞ্জম, খুর্দ্দারোড, ভুবনেশ্বর ও নরাজ (কটকের অপর পার) পর্য্যন্ত ইহার কার্য্যারম্ভ হইতেছে।

হাবড়া মোগলসরাই রেল সার্ভের চৈবাছা হইতে মেদিনীপুর ও তথা হইতে কটক পর্য্যন্ত একটি রেল রাস্তার সার্ভে মঞ্জুর হইয়াছে, সম্ভবত সত্বরই সার্ভে কার্য্য আরম্ভ হইবে।

(১) Branch Rail. (২) Bezwada. (৩) East Coast Railway.

অধিকন্তু নেলুর[১] হইতে বেজওয়াড়া পর্য্যন্ত কর্ড[২] রেল হইবার কথা হইয়াছে; মান্দ্রাজ রেলওয়ে কোম্পানী উহার জরিপাদি (Survey) কার্য্য করিয়াছেন। সম্ভবত আর একটি সিধা রেলপথ মান্দ্রাজ হইতে বেজওয়াড়া পর্য্যন্ত হইবার প্রস্তাব হইয়াছে। মান্দ্রাজ রেল কোং দ্বারা ইহার জরিপাদি কার্য্য হইতেছে। এই কএকটি রেলপথ খুলিলে বাঙ্গালা বিভাগ হইতে মান্দ্রাজ বিভাগে আসিবার বড়ই সুবিধা হইবে ॥

(১) Nellore. (২) Chord Railway.

তিরুবন্নমলয়।

মান্দ্রাজ বিভাগে অনেকগুলি সুপ্রসিদ্ধ তীর্থ আছে, তাহা স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুদিগের দর্শনযোগ্য। আমি কার্য্যোপলক্ষে তিরুবন্নমলয় তালুকের অন্তর্গত তান্দ্রী নামক স্থানে এক বৎসর নয় মাস থাকি; এই সময়ে দক্ষিণদেশীয় যে কয়েকটি তীর্থস্থান দর্শন করিয়াছি, তাহার বিবরণ বোধ হয় অনেকেই জানিতে ইচ্ছুক হইবেন।

তিরুবন্নমলয়[১] একটি প্রধান তীর্থ, ইহা দক্ষিণ-আর্কট[২] জিলার অন্তর্গত বিল্বপুরম্[৩] হইতে ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার সংস্কৃত নাম অরুণাচল। এখানে মহাদেবের পঞ্চভৌতিক মূর্ত্তির অর্থাৎ ক্ষিতি-অপ্-তেজঃ-মরুৎ-ব্যোমের অন্যতম তেজোমূর্ত্তি বিরাজমান। এখানে যে গিরি-শৃঙ্গ আছে, তাহা সমুদ্রতল হইতে ২৬৬৪ ফুট ও সহর হইতে ২০১৫ ফুট উচ্চ। বলা বাহুল্য উক্ত শৃঙ্গের নাম হইতে সহরের নাম হইয়াছে।[৪]

---

(১) Tiruvannamalaya. (২) South Arcot. (৩) Villupuram.

(৪) বিল্বপুরম্ গণ্টাকুল ষ্টেট্ রেলপথ (**Villupuram Guntakul State Railway**) বিল্বপুরম্ হইতে তিরুকোইলুর (**Tirukoilur**), তান্দ্রী, তিরুবন্নমলয়, পোলুর ও বেল্লুর হইয়া মান্দ্রাজ রেলওয়ের কাটপাটি ষ্টেশনে মিলিবে। তিরুবন্নমলয়-ষ্টেশন সহর হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে ও অরুণাচল পাহাড়ের পূর্ব্বদিকে হইবে।

মহাদেবের তেজোমূর্ত্তির আবির্ভাব বিষয়ে যে একটি গল্প আছে, তাহা বড় বিস্ময়কর। কথিত আছে—"এক সময়ে হর-পার্ব্বতী কৈলাসের পুষ্পোদ্যানে বিচরণ করিতেছিলেন। পার্ব্বতী কৌতুক করিবার মানসে পশ্চাৎ হইতে আসিয়া মহাদেবের চক্ষু আবরণ করিয়া ধরেন, তখন বিশ্বসংসার অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া যায়। এই ব্যাপার হরপার্ব্বতীর পক্ষে নিমিষের কার্য্য হইলেও পৃথিবীতে এই অন্ধকার বহুকালব্যাপী হইয়াছিল। চন্দ্র, সূর্য্য গগনপথে আর দেখা দিলেন না। আলোক-অভাবে ত্রিভুবনের সকলে হাহাকার করিতে থাকিল, তখন মহাদেবের সন্নিধানে অব্যাহতি পাইবার জন্য সকলেই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সদাশিব সকল বিষয় অবগত হইয়া পার্ব্বতীদেবীর প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন এবং এই বলিয়া দেবীকে অভিসম্পাত করিলেন যে 'তাঁহা হইতে পৃথিবীর অমঙ্গল হইয়াছে এই নিমিত্ত ভূলোকে যাইয়া গঙ্গাতীরে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।' মহাদেবের অভিশাপে তিনি গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় অনেক বৎসর ধরিয়া তপস্যা করিলে, তাঁহার প্রতি আকাশবাণী হইল, তিনি কাঞ্চীপুরে যাইয়া তপস্যা করুন। তৎপরে পার্ব্বতী কাঞ্চীপুরে আসিয়া কামাক্ষীদেবী[১] নাম ধারণপূর্ব্বক অনেক বৎসর ধরিয়া তপস্যা করিতে থাকেন। পুনরায় আকাশবাণী হইল যে, তিরুবন্নমলয় নামক স্থানে যাইয়া তপস্যা করিতে হইবে। তিনিও তথা হইতে আদিষ্টস্থানে যাইয়া বহু

১ কাঞ্চীপুরের বিবরণ দেখ।

বৎসর ধরিয়া পঞ্চাগ্নির দ্বারা তপস্যা করিলে ভগবান্ মহাদেব দেবীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া জ্যোতির্ম্ময়রূপে পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে দেখা দিলেন। তখন দেবী প্রেমভরে হৃদয়মধ্যে তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। মহাদেব সদয় হইয়া পর্ব্বতের সন্নিকটে বাসস্থান স্থির করিয়া পার্ব্বতীর সহিত স্বয়ং তথায় বাস করিতে লাগিলেন।" এখন অরুণাচলে সেই মহাদেব ও মহাদেবী মূর্ত্তি রহিয়াছে। শিব তিরুবন্নমলয়েশ্বর অথবা অরুণাচলেশ্বর ও পার্ব্বতীদেবী অপীতকুচাম্বল বা উন্নমাল্লুই নামে অভিহিত হইতে-ছেন। এখানে বিশ্বেশ্বর, সুব্রহ্মণ্য, চণ্ডীকেশ্বর প্রভৃতি দেবমূর্ত্তিও আছে, তাঁহারাও পৃথক্ পৃথক্‌রূপে পূজা পাইয়া থাকেন।

শিবলিঙ্গই এই তীর্থের প্রধান বিগ্রহ। দেখিলাম, দক্ষিণা-ঞ্চলে প্রত্যেক বিগ্রহের দুইটী করিয়া মূর্ত্তি। একটী মূলমূর্ত্তি ও অপরটী উৎসবমূর্ত্তি। মূলমূর্ত্তি প্রস্তরের এবং উৎসবমূর্ত্তিটী ধাতু-নির্ম্মিত। এই বিগ্রহ কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ পাওয়া সুকঠিন। বোধ হয় চোলরাজাদিগের সময়ে এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে। সেই হিসাবে ৮।৯ শত বৎসরের পুরাতন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মন্দির গ্রেনাইট (Granite) পাথরের দ্বারা নির্ম্মিত। সুবৃহৎ প্রাঙ্গণসকল ঐ পাথরে নির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। দক্ষিণদেশের প্রায় সমস্ত মন্দিরই সুবৃহৎ দুরারোহ প্রাচীর দ্বারা পরিরক্ষিত। বোধ হয় পূর্ব্বকালে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত এইরূপে প্রস্তুত হইয়াছিল।

১৭৫৩ খৃঃ, মার্টিজ-আলি-খাঁ এবং মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি মুরারি রাও এই মন্দির অবরোধ করিয়াছিল, তখন কর্ণাটিকের নবাবের পক্ষ হইতে রক্ষা করা হয়। ১৭৫৭ খৃঃ ফরাসি-সৈন্যরা ইহা দখল করিয়া লয়, কিন্তু ১৭৫৮ খৃঃ, ত্রিয়াগারের কৃষ্ণরাও পুনরায় দখল করেন। ১৭৬০ খৃঃ, কাপ্তেন ষ্টিফেন কর্ণাটিক নবাবের পক্ষ হইয়া অধিকার করেন। ১৭৯০ খৃঃ, টিপু সুল্‌তান ইহা আপনার অধিকার ভুক্ত করিয়া লয়েন। ১৭৯৩ খৃঃ, টিপুর সহিত সন্ধি হইলে উহা ইংরেজরাজ প্রাপ্ত হয়েন। তদবধি ইংরেজরাজের অধীনেই আছে।

বাহিরের উচ্চ প্রাচীরে ৪টি প্রকাণ্ড গোপুর আছে। প্রত্যেক মন্দির স্বভাবতঃ এক সারিতে সাতটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। বাহির প্রকোষ্ঠকে উৎসবমণ্ডপ কহে; তাহা স্তম্ভ দ্বারা নির্ম্মিত। উৎসবমণ্ডপের পর ছয়টি প্রকোষ্ঠ আছে। ঐ প্রকোষ্ঠগুলি ক্রমান্বয়ে ছোট ও অন্ধকার হইতে অন্ধকারতম। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের দ্বারে দীপালোক দিবার বন্দোবস্ত আছে এবং দিবসেও ঐ স্থানে আলো দেওয়া হয়। সপ্তম প্রকোষ্ঠকে মূলস্থান কহে, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা ছোট ও সকলের শেষে। তথায় বিগ্রহের স্থাবরমূর্ত্তি বিরাজমান। মূলস্থানে বায়ু বা আলো প্রবেশের কোন পথ নাই, সর্ব্বদাই অন্ধকারময়। বিগ্রহ দেখিতে হইলে জ্যোতিঃ বা আলোকের প্রয়োজন হয়—মূলস্থানে পূজক ভিন্ন অপরের যাইবার নিষেধ। কোন যাত্রী বিগ্রহ দর্শন করিতে আসিয়া মূলস্থানের বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান

হয়েন এবং পূজক ভিতরে যাইয়া তাহাদের প্রতিনিধিরূপে অষ্টোত্তরশত বা সহস্রনাম দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। তৎপরে নারিকেল, কদলী, পান, সুপারি ইত্যাদি ভোগ দেওয়া হয়। পরে পূজক কর্পূর জ্বালিয়া বেদপাঠ করিতে করিতে আরতি করিয়া আগন্তুক যাত্রীগণকে কর্পূরালোকে বিগ্রহ দেখাইয়া থাকেন। ইহাতে বেশ প্রতীয়মান হইতেছে যে, যেমন পূজক কর্পূরালোক না ধরিলে মূলস্থানস্থিত বিগ্রহ কেহই দেখিতে পান না, সেইরূপ সাধক গুরুপ্রদর্শিত জ্ঞানরূপ জ্যোতি ভিন্ন অন্তরের অন্তস্থিত পুরুষরূপী পরমাত্মাকে দেখিতে পায় না। অতএব সাধকের পক্ষে গুরু পাওয়া আবশ্যক। সকলে ইচ্ছা করিলেই গুরু পায় না, গুরু পাইবার উপযুক্ত হইলে গুরু মিলে।

আমাদের দেশে গুরুর নিকট মন্ত্র লওয়া বিধি থাকিলেও প্রকৃত গুরু অতি বিরল। অনেকেই নিরক্ষর, নিজেই অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন, তবে শিষ্যকে আলোক প্রদানে কি প্রকারে সমর্থ হইবেন। সেই সকল ব্যক্তি গুরু নামাভিমানী মাত্র, গুরুপদবাচ্য নহে।

অরুণাচলেশ্বরের[১] গত বাৎসরিক উৎসবের শেষ দিবসে আমরা তথায় গিয়াছিলাম। প্রাতঃকালে জনতাপ্রযুক্ত অর্চ্চনাদির বন্দোবস্ত না হওয়ায় কর্পূরালোকে শ্রীঅরুণাচলেশ্বরের ও অপীতকুচাম্বল-দেবীর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আসি।

১ কার্ত্তিকী শুক্ল তৃতীয়া হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ব্রহ্মোৎসব হইয়া থাকে।

উৎসবকালে এখানে অধিক ভিড় হইয়া থাকে। গত বৎসর এই উৎসবোপলক্ষে ৬।৭ লক্ষ লোক একত্রিত হইয়াছিল। ডিষ্ট্রীক্ট মাজিষ্ট্রেট স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমি মন্দিরের সম্মুখে যাই, সেইখানে লোকে লোকারণ্য। পুলিস ইনিস্পেক্টর নিজে কন্‌ষ্টেবল সাহায্যে দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ভিতরের প্রবেশপথ রোধ করিতেছিলেন, ভিতরে এতলোক ছিল যে তথায় তিলার্দ্ধমাত্র স্থান ছিল না।

সাহেবদিগের বসিবার জন্য মণ্ডপের ছাদের এক অংশ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ছাদের উপরে লোকে লোকারণ্য। পুলিস ইনিস্পেক্টর কনেষ্টেবল সাহায্যে অনেককষ্টে উক্ত বসিবার স্থানে আমাকে পাঠাইয়া দেন; আরও ২।৩টি সাহেব ও বিবি উপস্থিত ছিলেন। আমি তাঁহাদিগের নিকটে বসিয়া উৎসব দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে, অরুণাচলেশ্বর ও অপীতকুচাম্বল-দেবীর উৎসবমূর্ত্তি মণিমুক্তাদি নানা অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া বাহকস্কন্ধে মন্দিরের উৎসবমণ্ডপে আনীত হইলেন। তখন একটি পাত্রে কর্পূর জ্বালিয়া মূলস্থানের সম্মুখে মন্ত্রপূত করা হইল। পরে উহা পরদা দ্বারা আবৃত করিয়া প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে আনিলে মন্দিরের দ্বার হইতে একটি হাউই ছুড়িল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ঐ কর্পূরালোকে আবরণ খুলিয়া দেওয়া হইল। হাউইটি উপরে উঠিলেই অমনি পর্ব্বতোপরি একটি আলোক জ্বলিয়া উঠিল। বলা বাহুল্য, পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে এক কুণ্ড আছে, তাহাতে ঘৃত কর্পূর নববস্ত্রাদি দেওয়া

হয় ও এক ব্যক্তি আলোক লইয়া তথায় উপস্থিত থাকে। নিম্ন হইতে হাউইটি যেমন উপরে উঠে সেই ব্যক্তি অমনি উপরের আলোক জ্বালিয়া দেয়। সেই আলোক বহুদূর হইতে অনেকেই দেখিতে পান। ঐ দিবস অনেকেই উপবাস থাকে ও সেই আলোক দেখিয়া জল গ্রহণ করে। এই মন্দিরের ব্যয়-কারণ ইংরেজ-রাজ হইতে বাৎসরিক নয় হাজার টাকা বরাদ্দ আছে। মন্দিরের অভিভাবক 'ধর্ম্মকর্ত্তা' নামে অভিহিত।

এইস্থানে গৌতম মুনি তপস্যা করিয়াছিলেন। এখানকার লোকের এখনও বিশ্বাস, যে তিনি এই পাহাড়ের কোনস্থানে থাকিয়া রাত্রিতে শ্রীঅরুণাচলের পূজা করিতে আইসেন।

২০ হইতে ৪০ টি ব্রাহ্মণকুমার বিনাব্যয়ে এইখানে বেদ অধ্যয়ন করিতে পায়। নিত্য নিয়মিত যে ভোগ দেওয়া হয়, সেই প্রসাদ আগন্তুক ব্রাহ্মণ ও পূজারিরা পাইয়া থাকেন।

দক্ষিণদেশের দেবালয়ে একটী নূতন প্রথা দেখিলাম, সেখানে নিয়মিত দেবনর্ত্তকী আছে। তাহারা মাসিক বৃত্তি পাইয়া থাকে। সকালে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যাকালে মন্দিরে আসিয়া নৃত্যাদি করিয়া থাকে। এখানে প্রায় ৫০টী নির্দ্দিষ্ট দেবনর্ত্তকী আছে। সরকার হইতে যে ৯০০০ হাজার টাকার বরাদ্দ আছে, তাহার অধিকাংশই পূজক এবং এই নর্ত্তকীগণের উদরপূরণার্থ খরচ হইয়া থাকে।

এখানে কতকগুলি ধর্ম্মছত্র আছে। তাহাতে ব্রাহ্মণযাত্রী তিনদিবস বিনা ব্যয়ে আহার পাইয়া থাকেন। শূদ্র জাতির

নিমিত্ত পৃথক্ ধর্ম্মশালা আছে, তাহাতে তাহারা স্থান পায় মাত্র. খাইতে পায় না। পাকের নিমিত্ত স্বতন্ত্র ঘরও আছে। এদেশের নটোকোটা শেঠিরা প্রধান ধনী; তাহারা প্রায় অনেক স্থানের দেবালয় সংস্কার করিয়া দিতেছেন ও যাত্রীদের সুবিধার জন্য স্থানে স্থানে নূতন ছত্র বা ধর্ম্মশালা তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন ও দিতেছেন।

মান্দ্রাজ বিভাগকে অনেকে অন্ধতমসাচ্ছন্ন বিভাগ কহে। কিন্তু কএকটি বিষয়ে মান্দ্রাজ বিভাগ অপেক্ষা বাঙ্গালা বিভাগকে অন্ধতমসাচ্ছন্ন কহা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে কএকটি বক্তব্য আছে।

প্রথম—মান্দ্রাজ বিভাগে যেরূপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দেবালয় আছে, তদ্রূপ একটিও বাঙ্গালা বিভাগে আছে কিনা সন্দেহ; অধিকাংশ দেবালয়ের বার্ষিক খরচপত্র সরকার হইতে নির্দ্দিষ্ট আছে। দেবালয়ের কার্য্যাদি অছি দ্বারা হইয়া থাকে। সেই অছি ধর্ম্মকর্ত্তা নামে অভিহিত হয়েন। সেই ধর্ম্মকর্ত্তারা দেবালয়ে আসিলে পূর্ব্ব প্রথানুসারে সম্মানস্বরূপ বাজনা বাজাইয়া আলো ধরিয়া লইয়া যাওয়া হয়।

প্রত্যেক দেবালয়ে ত্রিসন্ধ্যা বেদগানের বন্দোবস্ত আছে। ৪ জন হইতে ৩০।৩৫ জন ব্রাহ্মণ একত্র বেদপাঠ করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের ভরণপোষণের জন্য মাসিক বৃত্তি বরাদ্দ আছে। প্রধান আচার্য্য ব্রাহ্মণসন্তানদিগকে বিনা ব্যয়ে মণ্ডপে বসিয়া বেদশিক্ষা দিয়া থাকেন।

দ্বিতীয়—বাঙ্গালাদেশে ছত্র বা ধর্ম্মশালা দেখিতে পাওয়া যায় না। এ প্রদেশে প্রত্যেক সহরে ২টি হইতে ২০।২৫টি পর্য্যন্ত ছত্র আছে। কোন আগন্তুক আসিলেই তথায় থাকিতে পায়। ব্রাহ্মণ হইলে প্রত্যেক ছত্রে তিন দিবস উত্তম আহার পাইয়া থাকেন। শূদ্র হইলে আপন বন্দোবস্তে আহারীয় সংগ্রহ করিয়া লয়েন। এ প্রদেশে যে কএকটি ট্রঙ্ক রাস্তা[১] আছে, তাহার ধারে ৬ মাইল হইতে ১০ মাইল অন্তর হিন্দুদিগের জন্য ছত্র আছে। হিন্দু পথিক তথায় অনায়াসে রাত্রি যাপন করিতে ও আহারাদির সুবিধা করিয়া লইতে পারেন। এইরূপ বন্দোবস্ত থাকায় কোন পথিক রাস্তা চলিতে চলিতে কাহারও বাটীতে উপস্থিত হন না। পথ চলিতে হইলে এ দেশের ব্রাহ্মণদিগেরই বিশেষ সুবিধা, তাহাদিগের অবস্থাও ভাল। অনেকেই সংস্কৃত শাস্ত্রে অভিজ্ঞ। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই শ্রোত্রীয়ন্দার অর্থাৎ তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ শ্রুতি বা বেদ পাঠ করিতেন বলিয়া হিন্দু রাজাদিগের নিকট নিষ্কর ভূ-সম্পত্তি পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের বংশধরেরা বৈদিক না হইলেও উক্ত ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হইয়া শ্রোত্রীয়ন্দার নামে অভিহিত হইতেছেন। কখন ইহারা আবাদে ও কখন খাজানাতে বা কখন স্বয়ং লোক রাখিয়া ভাগে আবাদ করেন। অতএব যতদূর দেখিলাম অনেকেরই মোটা ভাত কাপড়ের বন্দোবস্ত আছে। যাঁহাদের এরূপ সুবিধা নাই তাঁহারাও তীর্থদর্শন উদ্দেশে এক রকম কাটাইয়া

(১) Trunk Road.

দিতে পারেন ও দিয়াও থাকেন। মনে কর কোন ব্রাহ্মণ-পরিবার উপায়াভাবে কাঞ্চীপুর[১] হইতে সপরিবার রামেশ্বরতীর্থাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে ৬ মাইল হইতে ১০ মাইল দূরে পান্থশালা থাকায় দশ মাইল হাঁটিয়া গিয়া পান্থশালায় পৌঁছিলেন ও তথায় বিনা ব্যয়ে তিন দিবস আহার করিলেন। তৎপরে পরবর্ত্তী ছত্রে উপস্থিত হইয়া উক্ত প্রকারে তিন দিবস খাইতে পাইলেন। এইরূপে ২।৩ মাসে রামেশ্বরে পৌঁছিয়া তথায় মাসাবধি থাকিয়া তীর্থ স্নানাদি করিতে থাকেন; পুনরায় দুই তিন মাসে পদব্রজে অনায়াসে বাটীতে ফিরিয়া আসেন, এইরূপ বিনা ব্যয়ে ছয় মাস কাটিয়া গেল। উক্ত ব্রাহ্মণ ইচ্ছা করিলে, অন্য দিকে তীর্থ দর্শনে যাত্রা করিয়া পুনবায় ছয় মাস কাটাইয়া দিতে পারেন। বল দেখি, এরূপ তীর্থদর্শনের সুবিধা বাঙ্গালাদেশে আছে কি? পূর্ব্বে হিন্দুরাজা রাস্তার ধারে ছত্র নির্ম্মাণ করিয়া দিতেন; অদ্যাপি তাহাদিগের অনেকগুলি বিদ্যমান আছে। আধুনিক ছত্রের অধিকাংশই এ প্রদেশের নটকোটা ধনী শেঠি বণিক্ দ্বারা স্থাপিত, উক্ত শেঠিরা এ দেশের প্রধান সওদাগর ও পোদ্দার। ইহারা বাণিজ্য ও রোকড়ের কারবার বেশ বুঝেন। এমন কি অনেক শেঠির নিকট এ বিষয়ে সেক্সপিয়ারের সাইলককেও পরাভূত মানিতে হইবে। কিন্তু যেমন উপার্জ্জন করিয়া থাকে, সেইরূপ ধর্ম্মের উপর তাহাদের প্রগাঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস আছে; তাহারা টাকার সদ্ব্যয় বুঝে; সাধারণের

(১) Kanchipuram.

সুবিধার জন্য স্থানে স্থানে ছত্র নির্ম্মাণ করিয়া বিগ্রহ স্থাপন করিয়া দিতেছে। কারণ, বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা না হইলে কোন ব্রাহ্মণ ছত্রে আসিবেন না। অনেকেই ছত্রের নিকটে ব্রাহ্মণদিগের আবাসবাটীও তৈয়ার করিয়া দেন।

আমি যৎকালে পুদিচারিতে[১] গিয়াছিলাম, তথায় কাইন্ব সদাশিব শেঠিয়ার ধর্ম্মশালার বাঙ্গালা বাটীতে ছিলাম। তথায় ভদ্রলোকদিগের জন্য ইংরেজী ধরণে সজ্জিত বৈঠকখানা ও শয়ন করিবার কারণ পার্শ্বঘর[২] আছে। সাধারণ লোকের নিমিত্ত আরও উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ঘর আছে। তথায় ব্রাহ্মণদিগের আহার প্রাপ্তি বিষয়ে কোন সংশয় নাই, কিন্তু শূদ্রেরা কেবল থাকিবার স্থান পায় মাত্র। বৈঠকখানার তিন দিকে পুষ্পোদ্যান ও বেড়া[৩] দিয়া ঘেরা, বেড়ার বাহিরে রাস্তার ধারে পুষ্করিণী। বৈঠকখানার উত্তরে প্রশস্ত রাস্তা, রাস্তার উত্তর, পূর্ব্ব ও পশ্চিম লম্বা এক সারি ঘর, তাহাতে ১০টি ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করিতেছেন। এই ছত্রবাটী বৃহৎ নারিকেল ও অন্যান্য বৃক্ষবেষ্টিত বাগান বাটীর মধ্যে অবস্থিত।

আমাদের দেশে ব্রাহ্মণস্থাপনের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা কন্যাদানানন্তর কুলীন জামাতাদিগের বাসের নিমিত্ত বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাও ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। এই পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণস্থাপনের পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে দক্ষিণদেশীয় শেঠিরা

(১) ইংরাজী Pandechary. (২) Side Room. (৩) Fencing.

অনেক অগ্রসর বলিয়া বোধ হইতেছে। আমি যে ছত্রে ছিলাম শুনিলাম, এই ছত্রনির্ম্মাতা নিঃসন্তান; বোধ হয়, সেই কারণে তিনি এই ছত্র নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

উক্ত শেঠিয়ার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আর একটী ছত্র বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তাহা অপেক্ষাকৃত ছোট হইলেও আমাদের দেশের অনেক বড়লোকের বাটীর সমকক্ষ।

তৃতীয়—দক্ষিণদেশে দ্রাবিড় (তামিল), ত্রৈলঙ্গী (তেলগু) মহারাষ্ট্রীয় ইত্যাদির মধ্যে স্ত্রীলোকের অন্তঃপুর প্রথা প্রচলিত নাই। বাঙ্গালা দেশের মত অন্দর এবং সদরমহল বলিয়া দুইটি প্রাঙ্গন নাই। স্ত্রীলোকেরা নয় গজ পরিমাণ সাটী পরিধান করিয়া থাকে। সাটী মাত্রেই রঙ্গীণ রেসম এবং সুতা নির্ম্মিত। তাহাতে জরির কাজও থাকে; এক এক সাটীর মূল্য ১০৲ টাকা হইতে ৮০৲ টাকা। কম মূল্যে ৫৲ হইতে ১০৲ টাকা। স্ত্রীলোকদিগের কাপড় পরিবার নিয়মও বেশ পরিষ্কার। তামিল স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগের মত কাছা দেয়, পরে কাছার উপরে এক ফের ঘুরাইয়া বামদিকে কোচা রাখে, পরে বামদিক্ দিয়া বেড় থাকে। মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রীলোকেরা কোমরে দুহারা ফের জড়াইয়া পুরুষদিগের মত কাছা দেয় ও সম্মুখভাগের কাপড়ের খানিকটা কোচা করে, অবশিষ্ট যাহা থাকে গাত্রে বেড় দেয়। ভদ্রাভদ্র সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোকই গাত্রে সর্ব্বদাই টাইট জামা বা কাঁচুলি ব্যবহার করিয়া থাকে ও উহা সাধারণ পোষাকের একটি অংশ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এদেশের

স্ত্রীলোকদিগের বস্ত্র দ্বারা মুখ আবরণের প্রথা নাই। সধবা স্ত্রীলোকেরা সিন্দূরের পরিবর্ত্তে কপালে কুঙ্কুমের টিপ লাগাইয়া থাকে। তামিল স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণের স্ত্রীলোকেরা ললাটের উপরিভাগে বিভূতি লাগাইয়া তাহার নীচে কুঙ্কুমের টিপ দেয়। মহারাষ্ট্রীয় উক্ত উপাসকেরা অর্দ্ধ ইঞ্চি লম্বা ১।০ ইঞ্চি প্রশস্ত কুঙ্কুমের টিপ, বিষ্ণু উপাসক স্ত্রীলোকেরা উর্দ্ধে ১।০ ইঞ্চি প্রস্থে ৩০ ইঞ্চি ফোঁটা করিয়া থাকে। বিধবা স্ত্রীলোকেরা বিভূতি ব্রক্ষণ ও মাসান্তে মস্তকমুণ্ডন করিয়া থাকে এবং শূদ্র-সধবারা গোল করিয়া কুঙ্কুমের ফোঁটা কাটে, শূদ্র-বিধবারা মস্তকমুণ্ডন করে না; সকল বর্ণের সধবারা মাথায় কাপড় দেয় না, কিন্তু বিধবারা উহা দিয়া থাকে; সধবাদিগের বামহাতে লৌহ বলয়ের পরিবর্ত্তে উভয় পদের মধ্যাঙ্গুলিতে ৩টা করিয়া রূপার বা কাঁসার কড়া থাকে। বিবাহকালীন তালিনামে ২টি মালা ধারণ করে, একটি পিতৃদত্ত অপরটি স্বামীদত্ত। বিষ্ণু উপাসকদিগের বিষ্ণুমূর্ত্তি ও ঈশ্বরোপাসকদিগের উক্ত তালিতে শিবলিঙ্গ অঙ্কিত থাকে। বিধবা হইলে পায়ের কড়া কাটিয়া ও গলার তালি খুলিয়া জলে নিক্ষেপ করিতে হয়।

ব্রাহ্মণেরা ৮হইতে ১২বৎসরের মধ্যে কন্যাদিগের বিবাহ দিয়া থাকেন। কিন্তু কন্যা পুষ্পবতী না হইলে শ্বশুরালয়ে যায় না।

অনেক সময়ে পুষ্পবতী হইবার অনেক দিন পরে ষোড়শ কর্ম্মান্তর্গত গর্ভসংস্কার শাস্ত্রবিধানে সম্পন্ন হইলে ভর্ত্তৃশয্যায় যাইতে পায়। এ প্রথা বাঙ্গালা প্রথাপেক্ষা সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট।

এ প্রদেশে অপরিপক্ক বয়স্কা বালিকা সহবাস প্রথা প্রচলন নাই। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বালিকা বিবাহ প্রথা থাকা সত্ত্বেও বালিকা বিবাহের অনিষ্ট অনেক কম দেখিলাম। কন্যার পুষ্পোৎসব পিত্রালয়েই মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। তবে আমাদের দেশের মত কাদামাটীর প্রথা নাই। অপর সধবা স্ত্রীলোকেরা সমবেত হইয়া গান করিয়া কন্যা ও বরকে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকে মাত্র।

মহারাষ্ট্রীয় ক্ষত্রিয় ও তামিল শূদ্রদিগের মধ্যে ৮ হইতে ১২ বৎসরের মধ্যে কন্যার ভাবী বরকে বাগ্দান করা হইয়া থাকে, কিন্তু অনেক সময়ে কন্যা পুষ্পবতী হইবার পর বিবাহ হইয়া থাকে।

স্ত্রীজাতিরা স্বভাবতঃ পরিশ্রমশীলা ও আপনারাই গৃহকর্ম্ম করিয়া থাকে। এদেশে ঢেঁকির ব্যবহার নাই। উদূখলের দ্বারাই সেই কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। অনেক গৃহস্থ নিজে নিজেই তদ্দ্বারা চাউল তৈয়ার করিয়া থাকে।

দক্ষিণদেশে ব্রাহ্মণেরা শূদ্রের জলগ্রহণ করেন না। ব্রাহ্মণী দেবীরা আপনারাই কূপ বা জলাশয় হইতে, আমাদের দেশের মত কক্ষে কলসী করিয়া জল আনিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ ও সৎশূদ্রের স্ত্রীলোকেরা পরস্পর পরস্পরের বাটীতে যাতায়াত করে। তাহাদের প্রকাশ্য স্থলের পথ দিয়া দুইবেলা দেবদর্শনে দেবালয়ে গমনাগমনে দোষ হয় না। দেবালয়ের উৎসব উপলক্ষে, দূরদূরান্তর হইতে অনেকেই পরিবারবর্গ সমভিব্যাহারে উৎসবদর্শনে

আসিয়াথাকে। রেলেরত কথাই নাই, গরুর গাড়ী দ্বারা অগু দিন ধরিয়া তীর্থ পর্য্যটনে যাতায়াত করে। এই সময়ে স্ত্রীপুরুষ একত্রেই যাতায়াত করিয়া থাকে।

অধিকাংশ ব্রাহ্মণ শূদ্রই তিনবার অন্ন আহার করিয়া থাকে।[1] প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্য করিয়া আপন আপন মতের তিলক ধারণ করিয়া পূর্ব্ব দিবসের বাসী ভাত কাঞ্জী (আমানি) সহিত ঘোল বা চাটনি দিয়া আহার করে। পরে এক গ্লাস কাফি (Coffee) পান করেন। বেলা ১টা হইতে ২টার মধ্যে স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণেরা প্রাতঃকালের তিলকাদি ধুইয়া মধ্যাহ্ন ভোজন পূর্ব্বক নূতন করিয়া স্মার্ত্ত স্মরণ ও তিলকের টিপ ধারণ করেন। উক্ত তিলক দৃষ্টে স্মার্ত্তেরা মধ্যাহ্ন আহার করিয়াছে কি না বুঝিতে পারা যায়। সন্ধ্যার সময় উক্ত তিলক প্রক্ষালন করিয়া প্রাতঃকালের মত বিভূতি মর্দ্দন করেন ও রাত্রি ৮টা হইতে ১০টার মধ্যে ভোজন করেন। শ্রীবৈষ্ণবেরা তিলক পরিবর্ত্তন করে না। অতএব তাহারা আহার করিয়াছে বা অনাহারে আছে তিলক দৃষ্টে জানিবার উপায় নাই। দক্ষিণদেশীয়েরা অধিকমাত্রায় লঙ্কা ব্যবহার করিয়া থাকে, অনেকে উহা ভাজিয়া আহার করেন। আমার মুহুরি (Clerk) দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ, স্ত্রীপুরুষে মাসিক বার আনা মূল্যের লঙ্কা থাইত। কেশিয়ার মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, তাহারা তিন জনে মাসিক আট আনা মূল্যের লঙ্কা খাইত। তেঁতুল বা ঘোলও যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার

(১) অবশ্য বৃদ্ধেরা তিনবার আহার করে না।

করিয়া থাকে। এমন কি ভাতে, দালে ও সকল তরকারিতে তেঁতুল ব্যবহার করে, ফলতঃ যশোহরের ন্যায় যমদূতিকাই ইহাদের প্রাণদায়িনী হইয়া থাকে। দুগ্ধ প্রায়ই খায় না। কিন্তু কাঁচা ঘৃত যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে। দক্ষিণদেশে সরিষার তৈল নাই। তিলের তৈলে তরকারি প্রস্তুত, গাত্রে মর্দ্দন ইত্যাদি সকল কার্য্যই হইয়া থাকে। অরহর ও মাষ কলাই দালের পিষ্টক যথেষ্ট পরিমাণে খাইয়া থাকে।

দক্ষিণদেশীয় ব্রাহ্মণ ও শূদ্রেরা পলাণ্ডু, হিঙ্গু ও রসুন যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করে। শূদ্র বৈষ্ণবেরা ছাগ, কুক্কুট, মেষ, মৎস্য ইত্যাদি ভক্ষণ করে।

এ অঞ্চলে তরকারি বঙ্গদেশেরই মত পাওয়া যায়—বার মাসই বেগুন, শজনা ডাটা ও পাতিনেবু, আম, কাঁঠাল, তাল, আনারস, পেয়ারা, আতা, নারিকেল, রম্ভা ও নানা প্রকার দাড়িম্ব ইত্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়।

শ্রমজীবিরা প্রত্যহ রাগী ও কম্বু আহার করে। অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় ও পর্ব্ব উপলক্ষে তাহারা অন্ন আহার করে মাত্র।

ব্রাহ্মণের স্ত্রীলোকেরা প্রত্যহই রুক্ষ স্নান করেন। কেবল প্রতি বৃহস্পতিবারে তৈল হরিদ্রা মাখিয়া থাকেন। পুরুষেরা ঐরূপ প্রত্যহ রুক্ষ স্নান করেন, সপ্তাহে একদিন তৈল মাখিয়া থাকেন।

দক্ষিণদেশের ব্রাহ্মণেরা চারিমতে বিভক্ত—১ম স্মার্ত্ত, ২য় লিঙ্গায়ৎ, ৩য় শ্রীবৈষ্ণব, ৪র্থ মাধ্ব।

প্রথম স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণেরা বেদ্যাধ্যায়ী অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বী ও শিবোপাসক, ইহারা কপালে বিভূতির ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করেন। শিবোপাসক হইলেও তাঁহাদিগকে শৈব বলিলে তাঁহারা অপমানিত মনে করেন। এদেশে শূদ্র শিবোপাসক মাত্রেই শৈব নামে অভিহিত। এই শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া থাকে। ইহাদের গুরুগণ দ্বিজ বলিয়া পরিগণিত নহে। স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণেরা শিবোপাসক হইলেও বিষ্ণুমন্দিরেও গিয়া অর্চ্চনাদি করিয়া থাকে।

শ্রীশঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব সময় এখনও স্থির হয় নাই, আদিয়ার লাইব্রেরীর পণ্ডিত নং—ভাষ্য। আচার্য্য তাঁহার সময় নিরূপিত করিবার উদ্দেশে গবেষণাপূর্ণ তিনটী প্রবন্ধ থিয়সফিষ্ট নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছেন; ৩৫০—৫৯০ খৃঃ মধ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রাদুর্ভূত হন। তিনি মলবর দেশের কালাড়ি নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পিতার নাম শিবগুরু।[১] উপনয়নের অব্যবহিত পূর্ব্বেই পিতার মৃত্যু হয়; ৫ বৎসরের সময় তাঁহার উপনয়ন হইয়াছিল। অষ্টম বৎসরের সময় গৃহত্যাগ করিয়া গুরু পাইবার উদ্দেশে উত্তরাভিমুখে গমন করেন। নর্ম্মদা নদীতীরে গোবিন্দ যোগী নামে কোন সিদ্ধপুরুষকে গুরু পাইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেন ও গুরুর নিকট সর্ব্বদর্শন অধ্যয়ন করেন। অতঃপর পাঠ সমাপ্ত করিয়া গুরুর অনুজ্ঞা লইয়া কাশীধামে গমন করেন।

(১) বিধবার পুত্র বলিয়া শঙ্করবিজয়ে যে উল্লেখ আছে তাহা মিথ্যা।

'তথায় সনন্দ নামে কোন বেদপারগ পণ্ডিতকে স্বমতে আনয়ন করেন। তথায় যেরূপ চণ্ডালরূপী শঙ্করকর্ত্তৃক অদ্বৈতমতে উপদিষ্ট হইয়াছিলেন তাহার সারাংশ প্রদত্ত হইল।

কোন দিবস আচার্য্য গঙ্গাস্নান করণান্তর কমণ্ডলু হস্তে আবাসাভিমুখে আসিতে আসিতে চারিটি কুকুরের গলরজ্জু-ধারী এক চণ্ডালকে পথিমধ্যে দেখিয়া পথ পাইবার নিমিত্ত কহিলেন "গচ্ছ দূরং" চণ্ডাল তদুত্তরে রাস্তা না ছাড়িয়া নির্নিমেষ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে করিতে কহিল "নিগমান্ত উপনিষদ্ কহিয়া থাকে পরব্রহ্ম, অদ্বিতীয়, অনবদ্য, অসঙ্গ, সত্য ও বোধরূপী, আহা! তোমাতে ভেদবুদ্ধি দেখিয়া আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। কেহ কেহ বাক্‌পটু অথচ জ্ঞান-গন্ধরহিত হইলেও কাষায়বস্ত্র পরিধান করিয়া হাতে দণ্ডকমণ্ডলু লইয়া গৃহস্থদিগকে বঞ্চনা করিয়া থাকে। হে বিদ্বন্! আপনি কহিলেন 'গচ্ছ দূরম্' আপনি দেহ বা দেহীর সংস্পর্শ ভয় করিতেছেন? যদি বলেন দেহের আবরণ আপনার ও আমার অন্নময় দেহে কি প্রভেদ। হে যতিপুঙ্গব! যদি বলেন দেহীর সংস্পর্শের ভয় করিতেছেন। তবে আপনার ও আমার সাক্ষীতে' কোন প্রভেদ আছে কি? প্রত্যগাত্মা সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালে প্রভেদ কি? সুরনদীতে ও সুরাতে প্রতিবিম্বের কোন প্রভেদ আছে কি? হে মুনিবর! তোমাতে মিথ্যা অভিমান কেন? পুরাণ পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন শরীরে অবস্থিতি করিলেও এক,

(১) অর্থাৎ আত্মাতে।

অশরীরী ও পূর্ণ; আপনি তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া অবজ্ঞা করিতেছেন মাত্র। সেই পরমাত্মা, অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অনন্ত, আদ্য এবং বিমল। অজ্ঞান মোহবশতঃ আপনি ভ্রমে পতিত হইতেছেন। হস্তাকর্ণ সদৃশ দোলায়মান, ক্ষণভঙ্গুর কলেবরে আপনার অহম্ভাব কেন? অনেকে মুক্তিপ্রদ জ্ঞান শিক্ষা করিয়াও তুচ্ছ জনসঙ্গ বাসনা করিয়া থাকেন, অহো! কি আশ্চর্য্য মহাত্মারাও মোহবশতঃ মায়ারূপ বিবরে পড়িয়া থাকেন।

শঙ্করাচার্য্য চণ্ডাল বাক্য শুনিয়া বিস্মিতচিত্ত হইয়া ভাবিলেন, এ প্রকৃত চণ্ডাল না ছদ্মবেশী মহাপুরুষ। পরে কহিলেন, হে তনুভৃৎপ্রবর! আপনি যাহা কহিলেন তাহা সত্য; সম্প্রতি আপনার উপদেশপূর্ণ বাক্যে জানিলাম আপনি আত্মবিৎ। অতএব আপনি অন্ত্যজবংশীয় নহেন তাহা বেশ জ্ঞাত হইয়াছি। সর্ব্ব উপনিষদ শিক্ষা করিয়া জিতেন্দ্রিয় হইয়া সর্ব্বদাই মনে মনে পরমাত্মার চিন্তা করিয়াও লোককে অভেদ বুদ্ধি হইতে দেখা যায় না। ব্রাহ্মণ বা চণ্ডাল হউক না কেন, যে কেহ আপন দৃঢ়-বুদ্ধি বলে সর্ব্বপ্রাণিকে আত্মসম জ্ঞান করিতে পারেন তিনি আমার বন্দ্য ও আরাধ্য। পুত্তিকার চেতন হইতে চিন্ময় পরমপুরুষকে যাঁহার একই বলিয়া জ্ঞান আছে ও যিনি আপনাকে তাহারই অংশ জ্ঞান করিতে পারেন, তিনি চণ্ডাল হইলেও আমার গুরু।

শঙ্করাচার্য্য বাক্য শেষ করিয়াই পথিমধ্যস্থ চারিটী কুক্কুর সহিত চণ্ডালের পরিবর্ত্তে সম্মুখে চতুর্ব্বেদের সহিত চন্দ্রমৌলিকে

দেখিলেন। তখন তিনি পুলকিত হইয়া তাঁহার স্তব করিলেন। মহাদেব তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া কহিলেন তোমার তপোনিষ্ঠায় পরিতৃপ্ত হইলাম। বাদরায়ণসদৃশ তুমি আমার অনুগ্রহ পাত্র, তুমি ব্যাস-সূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করিবার উপযুক্ত। অন্য-মতাবলম্বী ব্যক্তি ব্রহ্ম-সূত্রের যে সকল ভাষ্য রচনা করিয়াছে তাহাতে প্রকৃত অর্থ সঙ্গতি হয় নাই। তুমি উপনিষদ্-পারগ, যুক্তি ও শ্রুতি দ্বারা বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মসূত্রভাষ্য প্রণয়ন কর। এইরূপ আদেশ করিয়া মহাদেব অন্তর্হিত হইলেন। একমাত্র পরব্রহ্মই সত্য, অপর সমস্ত মিথ্যা এই উপদেশ বাক্য প্রচার করিবার অভিপ্রায়ে শঙ্করাচার্য্য গঙ্গাতীরে অবস্থান সময়ে সুপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, উপনিষদ্ভাষ্য, গীতাভাষ্য, সহস্রনাম-ভাষ্য ও সনৎসুজাতীয় ভাষ্য সঙ্কলন করিয়াছিলেন। নৃসিংহ-তাপিনীভাষ্য, উপদেশসাহস্রী, দৃশ্যদৃগ্‌দৃশ্যবিবেক, অপরোক্ষানু-ভূতি, আত্মানাত্মবিবেক, বিবেকচূড়ামণি ও আত্মবোধ তাঁহার লেখনিপ্রসূত বলিয়া কথিত হইলেও তিনি উহা প্রণয়ন করেন নাই; কারণ ঐ সকল গ্রন্থে যে সকল সিদ্ধান্ত দেখিতে পাওয়া যায় তাহা তাঁহার সূত্র, উপনিষৎ ও গীতাভাষ্যের স্থির সিদ্ধান্তের বিপরীত; অতএব উক্ত কএকখানি গ্রন্থ তাঁহার পর-বর্ত্তী আচার্য্যেরা লিখিয়া তাঁহার নামে প্রকাশ করিয়া থাকি-বেন। বেদান্তসূত্রের ২।১।১৮। ভাষ্যে জানা যায় তিনি পাটলি-পুত্রে পূর্ণবর্ম্ম রাজার অভিষেক দেখিয়াছিলেন। উক্ত রাজা প্রায় ৫৯০ খৃঃ সময় রাজত্ব করিয়াছিলেন। জেনারেল কনিংহেম

সাহেবের মতে চীন পরিব্রাজক হুয়েংসিয়াং উক্ত পূর্ণবর্ম্মা রাজার নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তবে উক্ত পরিব্রাজকের পূর্ব্বে শঙ্করাচার্য্য বর্ত্তমান ছিলেন ইহা একপ্রকার স্থির। ভাষ্যাদি গ্রন্থ রচনার পর প্রয়াগ, মাহিষ্মতী ও শ্রীবলী হইয়া মহিস্থরের অন্তর্গত শৃঙ্গেরিতে সূত্রভাষ্যাদি পাঠের বন্দোবস্ত করিয়া, কালহস্তীতে ভগবান্ ঈশ্বরের বায়ুলিঙ্গ দর্শনান্তর, তিরুপতির বঙ্কেটেশ দেবদর্শন করিয়া, কাঞ্চীপুর ক্ষেত্রে ভগবান্ ঈশ্বরের ক্ষিতিরূপ লিঙ্গদর্শন করিয়া, কান্নান অথবা বিষ্ণুকাঞ্চিতে শ্রীবরদা রাজস্বামীর পূজা করিয়া চিদম্বরে, মহাদেবের আকাশ মূর্ত্তি দেখিয়া, কুম্ভকোণে কুম্ভেশ্বর দর্শন করিয়া শ্রীরঙ্গমে শ্রীরঙ্গনাথ ও জম্বকেশ্বর দর্শনপূর্ব্বক মধুরাপুরী হইয়া রামেশ্বরে স্নান করিয়া রামেশ্বর মহাদেব দর্শন করণান্তর শিষ্যদিগের নিকটে রামেশ্বর-মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করিতে করিতে রামেশ্বর শব্দে তৎপুরুষ, বহুব্রীহি ও কর্ম্মধারয় সমাস করিয়া ব্যাখ্যা করেন; তদনন্তর উত্তরদিকে গমন করিয়া গোকর্ণ, উজ্জয়িনী, বাহ্লীক হইয়া কাশ্মীরে শারদাপীঠে কিছুদিন অবস্থান পূর্ব্বক বদরিকাশ্রমে গমন করেন ও তথা হইতে কেদারনাথ যান। পরে কাঞ্চিপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও তথায় ৩২ বৎসর বয়ঃক্রমসময় স্বস্বরূপ নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়েন। তথায় কামাক্ষীদেবীর মন্দিরে তাঁহার সমাধি হইয়াছিল। সমাধিস্থানে তাঁহার মূর্ত্তি অদ্যাপি রহিয়াছে ও সেই মূর্ত্তির প্রত্যহ পূজা হইয়া থাকে। এই স্থানে একটি শাখা মঠ ছিল, উহা এক্ষণে কুম্ভকোণে উঠিয়া গিয়াছে। একমাত্র

পরব্রহ্মই সত্য, অপর সমস্ত মিথ্যা এই উপদেশ বাক্য প্রচার করিবার জন্য তিনি সর্ব্বস্থানে বিরোধি মতের সহিত তর্ক করিয়া তাঁহাদিগকে আপন মতে আনয়ন করেন। তাঁহার সময়ে ১৮টি মত প্রচলিত ছিল।

১। অদ্বৈত ২। দ্বৈত ৩। গাণপত্য ৪। শাক্ত ৫। সৌর ৬। কাপাল বা যতি ৭। বামাচার ৮। অগ্নিমন্ত্র ৯। রবি ১০। চার্ব্বাক্ ১১। ক্ষপণক ১২। মল্লারি ১৩। মন্মাধব ১৪। চন্দ্রমথ ১৫। লিঙ্গধারী ১৬। চতুর্মুর্খ ১৭। বিশ্বকৃসেন ১৮। কুবের।

তন্মধ্যে প্রথম ৬টি তিনি গ্রাহ্য করিয়াছিলেন, অবশিষ্ট কএকটি অগ্রাহ্য করেন। তাঁহারমতে সাধারণ লোকে পরমাত্মার এরূপ মূর্ত্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ, অতএব প্রথম তাহারা ঈশ্বর, বিষ্ণু, গণপতি, শক্তি, সৌরমূর্ত্তি পূজা করিতে পারে কিন্তু তাহাদের জ্ঞানলাভ হইলেই পরব্রহ্মের স্বরূপ হৃদয়ে ধ্যান করিবে মাত্র। তাঁহার মতে পরব্রহ্ম নির্গুণ ও অব্যক্ত, তবে তাঁহাকে চিন্তার বিষয়ীভূত করিবার নিমিত্ত সগুণ ও ব্যক্ত মনে করিবে মাত্র। তাঁহার প্রণীত ভাষ্যে তাঁহার মত বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে; তথাপি ক্রমে তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে মতভেদ ঘটিয়াছিল।

দ্বিতীয় মতাবলম্বীরা লিঙ্গায়ৎ নামে অভিহিত তাহাদের অপর নাম "বীরশৈব" ও 'জঙ্গম' তাঁহাদিগের মত প্রবর্ত্তকের নাম বাসব। দক্ষিণ মহারাষ্ট্র দেশের অন্তর্গত বেলগোম্

নামকস্থানে ১১৩০ খ্রীঃ তিনি জন্মগ্রহণ করেন, বিদর্ভ হইতে ৩৫ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে 'কল্যানম্' নামক স্থানে তথাকার জৈনরাজের মন্ত্রী ছিলেন। তৎসময়ে জৈন, শৈব, বৈষ্ণব ইত্যাদি মত বিধিপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়া লিঙ্গপূজাই একমাত্র শ্রেষ্ঠ পূজা বলিয়া স্থির করেন, অতঃপর স্বীয় মন্ত্রিত্বপদ ত্যাগ করিয়া সেই মত প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার মতাবলম্বীরা ধাতুলিঙ্গ গলায় ধারণ করিয়া থাকে বলিয়া তাহারা 'জঙ্গম' নামে অভিহিত হয়েন। তাহারা লিঙ্গভিন্ন অন্য দেবের পূজা করে না। বেদ, ভগবদ্গীতা ও শঙ্করের মত মানিয়া চলে কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত, ও রামায়ণ প্রভৃতি স্বীকার করে না। পুরাণের মধ্যে লিঙ্গপুরাণই তাহাদিগের গ্রাহ্য। তাঁহাদিগের গুরুরা "আরাধ্য" নামে অভিহিত।

বাসব প্রথম যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়া বর্ণবিভেদ উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। লিঙ্গায়েৎ ব্রাহ্মণ গোদাবরী ডিষ্ট্রীক্ট এবং বৈশাখপত্তন প্রভৃতি স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা মৃত শবদাহ না করিয়া মঠেতে সমাধি দিয়া থাকে[১]।

---

১ শঙ্করবিজয় নামে তিনখানি পুস্তক আছে। (ক) একখানি আনন্দগিরির, (খ) দ্বিতীয়খানি চিদ্বিলাসয় তীর্থের, (গ) তৃতীয়খানি মাধবাচার্য্যের লেখনীপ্রসূত বলিয়া কথিত হয়। উক্ত তিন গ্রন্থ সম্বন্ধে এন ভাষ্যাচার্য্য যাহা বলিয়াছেন, তাহা থিয়সফিষ্ট (Theosophist.) একাদশ বালামের ১২২ সংখ্যায় ১০৪—১০৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

তৃতীয় মতাবলম্বী শ্রীবৈষ্ণব নামে অভিহিত হয়। বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদী শ্রীরামানুজাচার্য্য এই মতের প্রবর্ত্তক। তিনি কলির ৪১১৮ অব্দে (খৃঃ ১০১৭ অব্দে) চিঙ্গলপুত জেলার অন্তর্গত শ্রীপরম্বদুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, ৪২৩৮ কলিযুগাব্দে শ্রীরঙ্গমে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়েন। তিনি কেশব সমাজীর পুত্র, হারিতাসা গোত্রোদ্ভব, যজুর্ব্বেদী এবং আপস্তম্ব গৃহসূত্রাবলম্বী ছিলেন। ১৫ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত নিজ পিতার নিকট বেদাধ্যয়ন করেন; ঐ সময় পিতার মৃত্যু হইলে সুবিখ্যাত কাঞ্চীপুর তীর্থে যাইয়া যাদবপ্রকাশ মিশ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বেদাদি অধ্যয়ন করেন; তথা হইতে শ্রীরঙ্গমে যাইয়া মহাপূর্ণাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বেদবেদাঙ্গাদি পাঠ সমাপন করেন। তদনন্তর চিঙ্গলপুত জেলার অন্তর্গত মধুরন্তক নামক স্থানে বৈষ্ণবমতে দীক্ষিত হন। পুনরায় গুরুদেবের সহিত কাঞ্চীপুর যাইয়া শ্রীবরদরাজ স্বামীর মন্দিরে অনেক দিন থাকিয়া বিশিষ্টাদ্বৈত মত প্রচার করিয়াছিলেন।

কাঞ্চী হইতে তিরুপতিতে আসিয়া বেনকট্ গিরির উপর বিয়দগঙ্গা তীর্থের ধারে তপস্যা করিয়া সিদ্ধ হইয়া বেঙ্কটেশ শ্রীনিবাসজীউর পূজাপদ্ধতি পরিবর্ত্তন করেন। তদনন্তর

আনন্দগিরির শঙ্করবিজয়ে জানা যায়, তিনি কাঞ্চিতে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়েন। চিদ্বিলাস তীর্থের মতে, তিনি দত্তাত্রয়ের সহিত বদরি হইতে কৈলাসে যাইয়া শিবশরীরে বিলীন হন। মাধবাচার্য্যের শঙ্করবিজয়ের মতে, কেদারক্ষেত্র হইতে কৈলাসে দেবকর্ত্তৃক নীত হয়েন। যাহাই হউক তাঁহার সমাধি কাঞ্চিপুরে রহিয়াছে।

শ্রীরঙ্গমে যাইয়া বৈষ্ণব-মত প্রচার এবং অপরকে ঐ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে থাকেন।

এই সময়ে ত্রিশীরাপল্লী প্রদেশের শাসনকর্ত্তা কৃমিকান্ত চোলের বিষনয়নে পতিত হন। তিনি আত্মরক্ষার কারণ শ্রীরঙ্গ ত্যাগ করিয়া মহিসুরের অন্তর্গত যাদবপুরী বা মেলকট নামক স্থানে বল্লাল নামে জৈনরাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

কথিত আছে, এই সময়ের কিছু পূর্ব্বে জৈনরাজের কন্যাকে ব্রহ্মদৈত্য পাইয়াছিল। রাজা অনেক দূরদূরান্তর হইতে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়া বিস্তর যাগযজ্ঞ করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই স্বীয় কন্যাকে ব্রহ্মরাক্ষসের হস্ত হইতে মুক্ত করিতে না পারায় সাতিশয় দুঃখিত ছিলেন। এই সময়ে রামানুজাচার্য্য উক্ত রাজার সকাশে আশ্রয় প্রার্থনা করণান্তর রাজাকে অভয়দান করিয়া কহেন, যে তিনি রাজকন্যাকে ব্রহ্মদৈত্যের হস্ত হইতে মুক্ত করিবেন। তৎপরে যাগ-যজ্ঞ করিয়া মন্ত্র প্রয়োগ করিলে ব্রহ্মদৈত্য রাজকন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে; রাজকন্যাও স্বাস্থ্যলাভ করিলেন। বল্লাল-রাজ রামানুজের অসাধারণ অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হয়েন। পরে আপন জৈনমত ত্যাগ করিয়া শ্রীরামানুজাচার্য্যকে গুরুত্বে বরণ করেন এবং তাঁহার নিকট বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে আচার্য্য রাজাকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তাঁহার বিষ্ণুবর্দ্ধন নাম দেন। তখন জৈন পুরোহিতেরা রাজাকে স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত দেখিয়া আচার্য্যের

প্রতি বিশেষ সংক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। গুরুর আদেশে রাজা বিষ্ণুবর্দ্ধন রায় সমস্ত জৈনপণ্ডিতদিগকে আপনার অভিনব গুরুর সঙ্গে বিচার করিবার নিমিত্ত এক সভায় আহরণ করিলেন। সে সভায় অনেক জৈন ও জৈনপণ্ডিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনেক দূরদূরান্তর হইতে দিন ধরিয়া রামানুজাচার্য্যের সহিত জৈন-পণ্ডিতদিগের বিচার চলিলে আচার্য্য বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, প্রভৃতি বিচার করিয়া জৈনমত খণ্ডন করিয়া জৈনপণ্ডিতদিগকে পরাস্ত করেন। তখন অনেক জৈন তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন। জৈনদিগের মধ্যে যে কএকটি গোঁড়া জৈন ছিল তাহারা স্বমত ত্যাগ না করিয়া রামানুজের ভয়ে রাজার রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইল।

রামানুজ যাদবপুরীর[১] জৈনমন্দির ভাঙ্গাইয়া তথায় নারায়ণ স্বামীর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া, নারায়ণ স্বামীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপিত করেন। অদ্যাপি সেই স্থান তেজ-নারায়ণপুর নামে অভিহিত হইতেছে।

যাদবপুরীতে রামানুজের বাস করিবার সময় নারায়ণস্বপ্নে দেখা দিয়া তাঁহাকে আদেশ করেন যে, "তুমি মেলকোটে যাইয়া রমাপ্রিয় নামে বিগ্রহের মন্দির সংস্কার কর।" পর দিবসই তিনি মেলকোটে যাইবার কারণ বহির্গত হইলেন। তথায় গিয়া শুনিলেন দিল্লীর-বাদশাহের সৈন্যাধ্যক্ষ লুণ্ঠিত দ্রব্যের সহিত চলুগরায় বা রমাপ্রিয় বিগ্রহকেও দিল্লীতে পাঠাইয়া দিয়াছে।

১ যাদবপুরী বর্ত্তমান টোন্নার, শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে ১২মাইল দূরে অবস্থিত।

তখন রামানুজ তথা হইতে দিল্লীতে আসিয়া বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করণানন্তর আপন উদ্দেশ্য জানাইলে বাদশাহ আপন মন্ত্রীকে আদেশ দেন, যেন সমস্ত অপহৃত বিগ্রহ রামানুজকে দেখান হয়। যখন সমস্ত বিগ্রহ দেখান হইল, তখন রামানুজ আপন বিগ্রহ দেখিতে না পাইয়া উদ্বিগ্ন হইলেন। তৎপরে ধ্যানে জানিলেন যে, সেই বিগ্রহ বাদশাহকন্যার খেলার জন্য দেওয়া হইয়াছে, দিবসে সেই বিগ্রহ বাদশাহকন্যার খেলনা রূপে হাতে হাতে ফিরেন, রাত্রিতে মানবদেহ ধারণ করিয়া বাদশাহকন্যার সহিত সহবাস করেন। রামানুজ বাসায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সংযতচিত্তে মন্ত্রবলে বিগ্রহের আরাধনা করিলে রমাপ্রিয় তাঁহার সমক্ষে আবির্ভূত হইলে রামানুজ তাঁহাকে জড়াইয়া ধরেন এবং অদৃশ্যভাবে দিল্লী হইতে মেলকোটে ফিরিয়া আইসেন। এই ব্যাপার সম্বন্ধে অপর কিম্বদন্তী আছে, যথা—বাদশাহ-কন্যা রমাপ্রিয়ের অদৃশ্যত্ব জানিতে পারিয়া অশ্বারোহণে রামানুজের পশ্চাৎবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন এবং মেলকোটের পাহাড়ের নিকট তাঁহার সন্নিকটবর্ত্তিনী হইলে বাদশাহকন্যার শরীর রমাপ্রিয়েতে বিলীন হইয়া যায়। মেলকোট পাহাড়ের সন্নিকট যে স্থানে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, বাদশাহকন্যার স্মরণার্থ এখনও সেই স্থানে একটি স্তম্ভ বিদ্যমান রহিয়াছে।

রামানুজাচার্য্য মেলকোটের পূর্ব্বমন্দির সংস্কার করিয়া চলুগরায় বা রমাপ্রিয়কে উক্ত মন্দিরে পুনঃ স্থাপিত করিলেন। এই স্থানে নিজে ১২ বৎসর থাকিয়া আপন মত প্রচার করিতে

লাগিলেন। এই মেলকোট বা যাদবগিরি শ্রীবৈষ্ণবদিগের প্রধান তীর্থ। ইহা শ্রীরঙ্গপত্তন (Srirangopatam) হইতে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত। ১২ বৎসর বাস করিবার পর শাসনকর্ত্তা কৃমিকান্ত চোলের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন এবং শ্রীরঙ্গনাথ স্বামীর পূজাপদ্ধতি সংস্কার করিয়া সকলকে আপন মতে দীক্ষিত করিতে থাকেন। যখন দেখিলেন তাঁহার মত তথায় সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে আপন মত প্রচার করিবার জন্য বহির্গত হয়েন। প্রথম তিরুপতি, তথা হইতে মহারাষ্ট্র দেশের মধ্য দিয়া আপন মত প্রচার করিতে করিতে গুজরাটের অন্তর্গত গির্ণার নামক গিরির নিকট দত্তাত্রেয় ক্ষেত্রে পৌছিয়া দ্বারকাতীর্থে গমন করেন। তথা হইতে পূর্ব্বাভিমুখে প্রয়াগে, প্রয়াগ হইতে বারাণসী, তথা হইতে মথুরা এবং মথুরা হইতে হরিদ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

হরিদ্বারে কিছু দিন অবস্থান করিয়া বদরিকাশ্রমে, তৎপরে কাশ্মীরস্থ শ্রীনগরে উপস্থিত হন। এখানে শারদাপীঠ নামে একটি প্রসিদ্ধ মঠ ছিল, সেই মঠে উত্তম উত্তম গ্রন্থ থাকিত। মঠাধ্যক্ষেরা বিপক্ষ মতের গ্রন্থ রাখিত না। রামানুজাচার্য্য আপন মতের গ্রন্থ উপহার দিতে চাহিলে অনেক তর্কবিতর্কের পর মঠাধ্যক্ষেরা তাঁহার উপহার গ্রন্থ গ্রহণ করেন।

কিম্বদন্তী—এই সময় সরস্বতী তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বেদান্তের কএকটি কূট প্রশ্ন করিয়াছিলেন। শ্রীরামানুজা-

চার্য্যের প্রত্যুত্তরে সরস্বতী দেবী সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভাষ্যকার উপাধি ও মহাবিষ্ণুর হয়গ্রীব মূর্ত্তি প্রদান করেন। তখন হইতে তিনি শ্রীভাষ্যকার নামে অভিহিত হইলেন। তথা হইতে আপন মত প্রচার করিতে করিতে কুরুক্ষেত্রের মধ্য দিয়া অযোধ্যায় আসেন, অযোধ্যায় কিছু দিন বিশ্রাম করিয়া গয়াক্ষেত্রে গমন করেন। তথা হইতে সুন্দরবনের সাগরদ্বীপে কপিলাশ্রমে যাইয়া সাগরসঙ্গমে গঙ্গাস্নান করণানন্তর পুরুষোত্তম দর্শনাভিলাষে জগন্নাথপুরী যাত্রা করেন। তথা হইতে করমণ্ডল উপকূল হইয়া পদ্মনাভ, সিংহাচল, কাঞ্চীপুর প্রভৃতি পরিদর্শন করিতে করিতে শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। জীবনের অবশিষ্ট কাল তথায় অবস্থান করেন। এই স্থানে ১২০ বৎসর বয়সে তাঁহার মোক্ষলাভ হয়।

জীবদ্দশায় তাঁহার অনেক শিষ্য হইয়াছিল। তিনি আপন মতে দীক্ষিত করিবার জন্য ৭৪ জন বিদ্বান্ শিষ্যকে আচার্য্যপুরুষ বা পীঠাধিপতি নামে অভিহিত করেন। তাঁহারা সকলেই গার্হস্থ্যধর্ম্মাবলম্বী। তাঁহাদের বংশধরেরা এখনও আচার্য্য উপাধিধারী ও শ্রীবৈষ্ণবদিগের গুরু*।

---

* শ্রীরামানুজাচার্য্য ৭৪ জন আচার্য্যপুরুষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাদিগের নাম নিম্নে দেওয়া গেল।

১ শোটৈনম্বি। ২ পুণ্ডরীকর্। ৩ তেরুক্কান্। ৪ সুন্দরত্তোলুডৈয়ান্। ৫ রামানুজম্পিল্লৈ। ৬ ভট্টর্। ৭ কণ্ডাডৈয়াণ্ডান্। ৮ নডুবিলাম্বান্। ৯ গোমঠত্তাম্বান্। ১০ তিরুক্কোবলূরাম্বান্। ১১ তিরুমোগূরাম্বান্। ১২ পিল্লৈপিল্লৈয়াম্বান্। ১৩ নডাধুরাম্বান্। ১৪ ঐঙ্গলাম্বান্। ১৫ অনন্তাম্বান্। ১৬ মিলকাম্বান্। ১৭ নেয়্যাণ্ডাম্বান্। ১৮ শেট্টলূর্-শিরিয়াম্বান্।

১৯ বেদান্তিয়াণ্ডান্। ২০ কোয়িলাণ্ডান্। ২১ উক্কলাণ্ডান্। ২২অরণপুরত্তাণ্ডান্। ২৩ ঐণ্ডার। ২৪ কিড়াম্বিয়াচ্চান্। ২৫ কণিয়াশুর-শিরিয়াচ্চান্। ২৬ ঈচ্চম্বাড়িয়াচ্চান্। ২৭ কোঙ্গিলাচ্চান্। ২৮ ঈচ্চম্বাড়ি-জিয়ার্। ২৯ তিরুমালৈনল্লান্। ৩০ নঁট্টুম্বল্লিজিয়ার্। ৩১ তিরুবেল্লরৈজিয়ার্। ৩২ আক্কোণ্ডবিল্লিজিয়ার্। ৩৩ তিরুনকরিল্লিল্লৈ। ৩৪ করান্তিসোমযাজিয়ার্। ৩৫ অলঙ্কার-বেঙ্গড়বর্। ৩৬ নম্বিকরন্দেবর্। ৩৭ শিরুপল্লি-দেবরাজভট্টর্। ৩৮ পিল্লৈয়ুরৈনৈ-যুডৈয়ার্। ৩৯ তিরুক্কুরকৈপ্পিরাম্বিল্লান্। ৪০ পেরিয়কোল-য়িল্বল্ললার্। ৪১অম্বুরিপেরুমাল্। ৪২ তিরুকণ্ণপুরত্তাচ্চান্। ৪৩ মুনিপ্পেরুমাল্। ৪৪ অম্মঙ্গিপ্পেরুমাল্। ৪৫ মারুদি-পেরিয়াণ্ডান্। ৪৬ মারোম্বিল্লামরুত্তিয়াণ্ডান্। ৪৭ সোমাসিয়াণ্ডান্। ৪৮জিয়ারাণ্ডান্। ৪৯ঈশ্বরাণ্ডান্। ৫০ঈয়ুন্নিপ্পিল্লৈয়াণ্ডান্। ৫১ পেরিয়াণ্ডান্। ৫২ শিরিয়াণ্ডান্। ৫৩ কুরিঞ্জিপুরং-শিরিয়াণ্ডান্। ৫৪ অম্মঙ্গিয়াণ্ডান্। ৫৫ আডবন্দারাণ্ডান্। ৫৬ অরুলালপ্পেরুমাল্-এম্বেরু-মানার্। ৫৭ তোণ্ডনুর্-নম্বি। ৫৮ মরুদুর্ নম্বি। ৫৯ মলুবুর্-নম্বি। ৬০ তিরুক্কুরঙ্গুডি-নম্বি। ৬১ কুরুব-নম্বি। ৬২ মুডুম্বৈ-নম্বি। ৬৩ বড়ুগনম্বি। ৬৪ বঙ্গিপুরত্ত্ নম্বি। ৬৫ শ্রীপরাঙ্কুশ নম্বি। ৬৬ অম্মঙ্গিযম্মাল্। ৬৭ পরিত্তি-কোল্লৈযম্মাল্। ৬৮ উক্কলম্মাল্। ৬৯ শোট্টৈনম্মাল্। ৭০ মুডুম্বৈয়ম্মাল্। ৭১ কুমাণ্ডুর্ পিল্লৈ। ৭২ কুমাণ্ডুরিল্লৈয়বল্লি; ওরফে বালধন্বী। ৭৩ কিডাম্বি পেরুমাল্। ৭৪ আর্কাট্টু পেল্লান্।

কএকটি আচার্য্য পুরুষবংশের সঙ্ক্ষেপ বিবরণ দেওয়া হইল।

২ নং। পুণ্ডরীকর্; ইনি মহাপূর্ণ আচার্য্যের পুত্র ছিলেন, রামানুজা-চার্য্য ইঁহার নিকট বেদাধ্যয়ন করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার তামিল নাম পেরিয়-নম্বি। ইহাদিগের বংশ তেন্নিবল্লী জেলায় বাস করেন।

৪ নং। সুন্দরত্তোলুডৈয়ান্; ইহার পিতা তিরুমলয়ৈয়ানের নিকট রামানুজাচার্য্য দ্রাবিড় বেদান্ত শিক্ষা করেন। ইহার বংশীয়েরা মথুরা হইতে দশ মাইল দূরে আলঘর তিরুমালৈ নামক দেবালয়ের স্থানাচার্য্য তাহাদের শিখা পুরশ্চূড় অর্থাৎ তাহারা মস্তকের সামনের দিকে শিখা রাখিয়া থাকে।

৫ নং। গোমঠত্তাণ্ডান্; ইহার পিতা পেরিয়-তিরুমালৈনম্বি, রামানুজা-চার্য্যের মাতুল ছিলেন। ইহার বংশধরেরা তিরুমালৈ নামে অভিহিত, তাহারা

দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছেন; একের নাম বড়্গলৈ (অর্থাৎ সংস্কৃত বেদাধ্যায়ী।) অপরের নাম তেঙ্গলৈ (অর্থাৎ দ্রাবিড় দিব্য প্রবন্ধগ্রন্থধ্যায়ী।) দক্ষিণদেশে প্রায় সকল জেলাতেই ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়।

৬ নং। ভট্টর; ইহার পিতার নাম কুরেশ ওরফে কুরত্তাঘ্বান্, ইহারা শ্রীরঙ্গমে বাস করিতেছেন।

৭ নং। কণ্ডাডৈয়াণ্ডান্। ইনি রামানুজাচার্য্যের মাতুল কন্যার পুত্র, দশরথির ওরফে মুদলিয়াণ্ডানের সন্তান ছিলেন। এই বংশীয়েরা কণ্ডলৈ নামে অভিহিত; এই বংশে অপ্পন্ ও অপ্পন্ দুই সহোদর খ্যাতনামা হইয়াছিলেন ও মনবালমা মুনির প্রতিষ্ঠিত অষ্টদিগ্‌গজের অন্যতম ছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা শ্রীরঙ্গমে এবং কাঞ্চীপুরে বাস করিতেছেন।

৮ নং। নডুবিলাঘ্বান্; ইহার বংশধরেরা আনিয়ুর নামে অভিহিত হইলেও অপ্পন্ নামে কোন এক পত্তঙ্গি-পরবস্তু-পট্টর্পি রান্ নামক গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করায় তাহারা (অপ্পন্) ওয়ারিষ গার্গগোত্র-পরবস্তু নামে অভিহিত হইয়াও কাঞ্চীপুরে বাস করিতেছেন। এই বংশের আর এক শাখা পিল্ললোকম্ নামে অভিহিত।

৯ নং। গোমঠত্তাঘ্বান্; ইহার বংশ গোমঠম্ নামে অভিহিত।

১৩ নং। নড়াদুরাঘ্বান্; তাহার বংশধরেরা নড়দুর নামে অভিহিত কুম্ভঘোনমে বাস করিতেছেন।

১৪ নং। ঐঙ্গলাল্বান্; ইহার অপর নাম বিষ্ণুচিত্ত। ইনি বিশিষ্টাদ্বৈতমতে বিষ্ণুপুরাণের টীকা করিয়াছিলেন, ইহার বংশধরেরা পরশ্চূড়া ধারণ করেন।

১৫ নং। অনন্দাল্বান্; ইহার বংশীয়েরা অনন্দাম্বিল্লৈ নামে অভিহিত হইয়া কাঞ্চীপুর, মহীসুর, ও তঞ্জাবুরে (তাঞ্জোর) বাস করিতেছেন।

১৮ নং। শেট্টলুর্—শিরিয়াল্বান্; ইহার বংশীয়েরা শেট্টালুর নামে অভিহিত।

২২ নং। অরণপুরত্তাল্বান্; ইনি ভরদ্বাজ গোত্রোদ্ভব ও সামশাখী ছিলেন, তাহার বংশীয়েরা পত্তথী-পরবস্তু নামে অভিহিত, এই বংশে পট্টর্পিরাম্ ওরফে গোবিন্দদাসর্ অপ্পন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও পূর্ব্বোক্ত

শ্রীরামানুজাচার্য্যের মৃত্যুর পর শ্রীবৈষ্ণবেরা দুই সম্প্রদায় বিভক্ত হইয়াছিল। একের নাম বড়গলৈ অপরের নাম তেঙ্গলৈ।

অষ্টদিগ্গজের অন্যতম ছিলেন। বিশাখপত্তনের মহামহোপাধ্যায় শ্রীপরবস্তু বেঙ্কট রঙ্গাচার্য্য আর্য্যাবর গুরু এই বংশীয় ও তাঁহারি পুত্রের নিকট হইতে আচার্য্য পুরুষদিগের নাম ও বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি।

২৩ নং। ঐস্বার্; ইহার বংশ ঐস্বার নামে অভিহিত হইয়া তঞ্জাবুরে বাস করিতেছেন।

২৪ নং। কিডাম্বি-রাচ্চান্; ইহার বংশীয়েরা কিডাম্বি ওরফে ঘটাম্বু নামে অভিহিত।

২৬ নং। ঈচ্চাম্বাডিয়াচ্চান্; এই বংশীয়েরা ঈচ্চাম্বাড়ি নামে অভিহিত ও বড়গলৈ ও তেঙ্গলৈ সম্প্রদায়ে বিভক্ত।

২৯ নং। তিরুমালৈ-নল্লান্; ইহার বংশীয়েরা নল্লান্ চক্রবর্ত্তী নামে অভিহিত।

৩৯ নং। তিরুকুরুকৈপ্পিরাম্বিল্লান্; ইনি সর্ব্ব প্রথমে রামানুজাচার্য্যের শ্রীভাষ্য শিষ্যদিগকে শিখাইয়াছিলেন।

৪১ নং। অসুরিপেরুমাল্; ইহার বংশ আসুরি।

৫০ নং। ঈয়ুন্নিপ্পিল্লৈয়াণ্ডান্; ইহার বংশ ঈয়ুন্নি।

৬২ নং। মুডুম্বৈনম্বি; ইহার বংশ মুডুম্বৈ, এই বংশে অন্নান্ প্রতিবাদি ভয়ঙ্কর নামে খ্যাত হয়েন ও অষ্টদিগ্গজের অন্যতম ছিলেন। অন্নার বংশীয়েরা প্রতিবাদি ভয়ঙ্কর নামে অভিহিত হইয়া কাঞ্চীপুর, তঞ্জাবুর, মহিসুর ইত্যাদি স্থানে বাস করিতেছেন।

৬৪ নং। বঙ্গিপুরত্তুনম্বি; ইহার বংশীয়েরা বঙ্গিপুরম্ নামে অভিহিত হইতেছেন।

৭২ নং। কুমাণ্ডুরিয়ৈয়বল্লি ওরফে বালধম্বি; ইহার বংশীয়েরা কুমাণ্ডুর্ অথবা ইলয়বল্লি নামে অভিহিত।

৭৩ নং। কিড়াম্ভিপেরুমাল্; ইহার বংশীয়েরা কিড়াম্বি।

প্রথমোক্ত সম্প্রদায়গণ বেদশাস্ত্র ও শ্রীভাষ্য মানিয়া চলে ইহারা সাদা রঙ্গের উর্দ্ধপুণ্ড্র তিলকধারী, তাহা ইংরেজী অক্ষর U (ইউর) মত ও তাহার মধ্যে কুমকুমের উর্দ্ধরেখা। দ্বিতীয় সম্প্রদায় চারি হাজার সংখ্যকশ্লোক সমন্বিত দিব্যপ্রবন্ধ নামক তামিল গ্রন্থের মতে চলিয়া থাকেন। তাহাদের উর্দ্ধ তিলক Y (ওয়াই) সদৃশ ও ভিতরে কুংকুমের উর্দ্ধরেখা। এই উভয় সম্প্রদায় ৪ শত বৎসরের উর্দ্ধকাল বিদ্যমান আছে।

বড়গলৈরা কহিয়া থাকেন সৎকর্ম্ম করিলে ভগবানের প্রসাদ পাওয়া যায়। তেঙ্গালাইরা কহেন মনুষ্য সৎকর্ম্ম দ্বারা ভগবানের প্রসাদ পাইতে পাবে না।

বড়গলৈরা কহেন, লক্ষ্মী বিষ্ণুর শক্তি ও বিভু, অতএব তিনি মুক্তি দিতে সমর্থ। তেঙ্গালৈরা তাহা অস্বীকার করেন, তাহারা কহেন যে, তিনি কেবল মুক্তি দিবার কারণ বিষ্ণুকে কহিতে পারেন মাত্র। বড়গলৈরা কহেন অজ্ঞাত পাপে ভগবান্ লক্ষ্য রাখেন না। তেঙ্গালৈরা কহেন ভগবান্ অজ্ঞাত পাপও ধরিয়া লয়েন; তবে মানব জাতির উপর ভগবানের ভালবাসা আছে বলিয়া পাপ হইতে মুক্তি পাইতে পারে। বড়গলৈদিগের বিশ্বাস নীচ বর্ণের কোন ব্যক্তি জ্ঞানোপার্জ্জন করিলেও তাহার নীচত্ব ঘুচে না। তেঙ্গালৈরা বলে জ্ঞানী ও নিষ্ঠাবান্ শূদ্র স্বধর্ম্মবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

বড়গলৈরা পিতৃপুরুষদিগের বাৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে পুরোহিতের পদ ধোয়াইয়া পাদোদক গ্রহণ করে, তেঙ্গালৈরা

তাহা করে না। বড়গলৈরা একাদশীতে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণ ভোজন করায়। তেঙ্গালৈরা একাদশীতে শ্রাদ্ধ না করিয়া উপবাস করিয়া কাটায় মাত্র। বড়গলৈদিগের বিধবা মস্তক মুণ্ডন করে, কিন্তু তেঙ্গালৈরা তাহা করে না। বড়গলৈরা প্রত্যহ স্নান করিয়া থাকে ও মনে করে স্নানে শরীরের পাপ অপসৃত হয়। তেঙ্গালৈরা কহে স্নানে শরীর পরিষ্কার হয় মাত্র, স্নান করিলে শরীরের পাপ নষ্ট হইতে পারে না। উক্ত দুই সম্প্রদায় পরস্পরের মত বিরোধ ৪০০ বৎসর হইতে চলিয়াছে। কেহ কাহারো বাটীতে জলগ্রহণ করে না এবং পরস্পরে বিবাহাদি প্রথাও প্রচলিত নাই।

শ্রীরামানুজ মতাবলম্বীরা শ্রীবৈষ্ণব নামে অভিহিত। বৈষ্ণব বলিতে গেলে বিষ্ণু যাহাদের ইষ্টদেবতা বা বিষ্ণু উপাসককে বুঝায়। এক্ষণে প্রায় ২৬ সম্প্রদায়ের ও অধিক বৈষ্ণব বর্ত্তমান আছে।

উত্তর ভারতে শ্রীবৈষ্ণবেরা শ্রীসম্প্রদায় নামে খ্যাত। শ্রীবৈষ্ণব-বিশিষ্টাদ্বৈত মতে পরব্রহ্ম নিত্য, সত্য, জ্ঞান, অনন্ত বিভু, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি। উক্ত মতে পরব্রহ্মই বিশ্বের উপাদান, নিমিত্ত, ও সহকারী-কারণ। তিনিই বেদে ও উপনিষদে সৎ, আত্মা, ব্রহ্ম, ঈশ, বিষ্ণু, নারায়ণ, পুরুষোত্তম, বাসুদেব ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। শাস্ত্রে চিৎ ও অচিৎ পরব্রহ্মের শরীর রূপে অভিহিত হয় ও পরব্রহ্মকে শরীরী কহে। চিৎ বলিতে জ্ঞান ও অচিৎ বলিতে কাল, মূলপ্রকৃতি, ও শুদ্ধ সত্ব

বুঝায়। মূলপ্রকৃতির অপর নাম প্রকৃতি, প্রধান, অব্যক্ত, ও মায়া; উহা দ্বারা কখন কখন তমঃ, অক্ষর ও ব্রহ্মকেও বুঝায়। অদ্বৈত অর্থে এক ভিন্ন অপর নাই, বিশিষ্ট অর্থে বিশেষণ অর্থাৎ চিৎ ও অচিৎ শরীরীরূপে ব্যাপ্ত। বিশিষ্টাদ্বৈতের অর্থ এক সত্য দ্বিতীয় নাই, পরব্রহ্ম, যিনি চিৎ ও অচিতের সহিত শরীরীরূপে বর্ত্তমান থাকেন।

শ্রীবৈষ্ণবেরা বিষ্ণুর ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তির পূজা করেন। ঈশ্বর মন্দিরে প্রায় যান না, এমন কি মহাদেবের পূজাও করেন না। শ্রীবৈষ্ণব ব্রাহ্মণেরা নিরামিষভোজী।

এখানকার শ্রীবৈষ্ণব শূদ্রেরা কুক্কুট মাংস ভোজনে দোষ বিবেচনা করে না। মহারাষ্ট্রীয় ক্ষত্রিয়েরা, পঞ্জাবী ক্ষত্রী ও শিখেরাও কুক্কুট ভোজন করিয়া থাকে। শাস্ত্রে কোথাও কুক্কুট ভোজন নিষেধ আছে কি না জানি না। কিন্তু হিন্দু বৈদ্যগ্রন্থে কুক্কুট মাংসের পথ্য ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, বাঙ্গালায় যে কুক্কুট ভোজন নিষেধ তাহা বোধ হয় দেশাচার-বিরুদ্ধ; কিন্তু শাস্ত্রে নিষেধ বলিয়া বোধ হয় না। কেহ এরূপ মনে করিবেন না যে, আমি কুক্কুট ভোজনের পক্ষপাতী; দক্ষিণদেশের শূদ্র বৈষ্ণবদিগের আচারাদি দেখানই আমার উদ্দেশ্য। আমি নিরামিষ ভোজনের পক্ষপাতী। বাঙ্গালায় অধিকাংশ ব্রাহ্মণেরা মৎস্যাদি খাইয়া থাকেন কিন্তু দক্ষিণদেশে সমস্ত ব্রাহ্মণেরা নিরামিষভোজী হইলেও দেশাচার ভিন্ন আর কিছুই নহে।

চতুর্থ মতের নাম দ্বৈত বা মাধ্ব মত। শ্রীমান্ মধ্বাচার্য্য এই মতের প্রবর্ত্তক ছিলেন। তিনি দক্ষিণ কানাড়ার অন্তর্গত তুলব দেশের উড়ুপীর নিকট অনন্তেশ্বর পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন।

শৈশবাস্থায় তিনি বসুদেব আচার্য্য নামে অভিহিত হইতেন; সন্ন্যাস গ্রহণের পর মধ্বাচার্য্য ওরফে আনন্দতীর্থ নাম প্রাপ্ত হয়েন; সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া দশমতি ও পূর্ণপ্রজ্ঞ নামধারী হইয়াছিলেন। দ্বৈতদিগের মতে তিনি বায়ুর তৃতীয় অবতার। তাঁহার পিতার নাম মধ্যগেহ ভট্ট। শৈশবকাল হইতেই তিনি অসাধারণ মেধা ও বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি কলির ৪২২০ অব্দে (১১১৯ খৃঃ অব্দে) আবির্ভূত হন।

৯ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার উপনয়ন হয়, এবং তৎপর হইতেই বেদ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন, উপনয়নের কিছু দিন পরেই অচ্যুতস্বামির নিকট সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া বেদবেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিতে থাকেন। এই সময়ে তিনি তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করেন। কিছু দিন পরে তাঁহার গুরুর কাল হইলে তিনি গুরুর পদে অভিষিক্ত হন।

মধ্বাচার্য্য ১৭ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া হরিদ্বারে আইসেন। তথা হইতে বদরিকায় শ্রীবেদব্যাস-আশ্রমে গমন করেন। তথায় কিছুকাল থাকিয়া বেদ-

ব্যাসের নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়া উড়ুপীতে ফিরিয়া আইসেন।[১]

আসিবার সময় ৮ তিনি আটটি শালগ্রাম আনেন; একটি উড়ুপীতে আর ১টী মধ্যতলে ও অপর ৬টী সুব্রহ্মণ্য নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি উড়ুপীতে শ্রীকৃষ্ণজীর মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি শিষ্যদিগকে আপন দ্বৈতসিদ্ধান্ত মত প্রচার করিতে নিয়োগ করেন এবং প্রত্যেক মঠে এক এক জন মঠাধিকারী স্থাপন করেন। তিনি ৩৭ খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে ঋক্‌ভাষ্যদর্শন, উপনিষৎ-ভাষ্য, গীতা-ভাষ্য, ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, ভারততাৎপর্য্যনির্ণয়, কৃষ্ণামৃত-মহার্ণব, তন্ত্রসার ও অনুবেদান্ত প্রধান। ৭৯ বৎসর বয়সের সময়, ১১২০ শালিবাহন অব্দে (১১৯৮ খৃঃ) তিনি পুনরায় বদরিকায় গমন করেন ও তথা হইতে আর প্রত্যাবৃত্ত হন না। তাঁহার

(১) এই বিশ্বমণ্ডলে জন্ম লইলেই মৃত্যু হইবে, তবে অগ্রপশ্চাৎ মাত্র। বেদের হিসাবে মনুষ্যায়ু শত হিম (বৎসর) হইলেও একশত বিশ বৎসর পর্য্যন্ত কেহ কেহ জীবিত থাকেন। দেবতারা মনুষ্য অপেক্ষা অনেক গুণে দীর্ঘায়ু বলিয়া অমর নামে অভিহিত হন। ঋষিরাও যোগবলে অমরত্ব লাভ অর্থাৎ দীর্ঘায়ু হইয়া থাকেন। ব্রহ্মারও আয়ুপরিমাণ ব্রহ্ম পরিমাণে শতবর্ষ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এখন তাঁহার এক পঞ্চাশৎ বৎসরের প্রথম দিবস চলিতেছে। বেদব্যাস সিদ্ধপুরুষ যোগ প্রভাবে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। শঙ্করদিগ্বিজয়ে কথিত আছে যে, তিনি (বেদব্যাস) শঙ্কর আচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। মাধ্বমতাবলম্বীদিগের বিশ্বাস, তাঁহাদিগের মত-প্রবর্ত্তক যোগপ্রভাবে অমরত্ব লাভ অর্থাৎ দীর্ঘজীবী হইয়া বদরিকাশ্রমে রহিয়াছেন। যোগপ্রভাবে ঐ রূপ দীর্ঘায়ু হইবারও আশ্চর্য্য নাই!

শিষ্যদিগের বিশ্বাস অদ্যাপি তিনি বেদব্যাসাশ্রমে বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

তিনি যে দ্বৈতসিদ্ধান্ত-মত প্রচার করেন, তাহা নূতন নহে, অতি পুরাকাল হইতেই ছিল। তবে অজ্ঞানবশতঃ মানবগণ ভুলিয়া যাওয়াতে, সেই মত সংশোধন করিয়া দিবার কারণ তাঁহার আবির্ভাব আবশ্যক হইয়াছিল। পরমাত্মার ব্যক্তমূর্ত্তি হংস এই মতের প্রথম প্রবর্ত্তক। তাঁহা হইতে চতুর্ভুজ ব্রহ্মার উৎপত্তি ও চতুর্ভুজ ব্রহ্মা হইতে সনকাদি ঋষিগণ দেবগণ ও দুর্ব্বাসা ঋষির উৎপত্তি; এই দুর্ব্বাসা ঋষির শিষ্য শ্রীজ্ঞাননিধি, শ্রীজ্ঞাননিধির শিষ্য শ্রীগুরুদেববাহন। ইহার শিষ্য কৈবল্যতীর্থ উহার শিষ্য জ্ঞানেশতীর্থ, উহার শিষ্য বরতীর্থ, তৎশিষ্যসত্য-প্রজ্ঞ, উহার শিষ্য মধ্বাচার্য্য ছিলেন। তাঁহার শিষ্য পরম্পরায় এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তাহারা মাধ্বনামে অভিহিত হইতে-ছেন। দ্বৈতসিদ্ধান্তমতে বিষ্ণুই পরমদেবতা বা পরমব্রহ্ম এই জন্য এই মতাবলম্বারা বৈষ্ণব নামে অভিহিত। বিষ্ণু, জড় প্রকৃতি হইতে এই বিশ্ব উৎপাদন করেন। অতএব তিনি বিশ্বের নিমিত্ত-কারণ মাত্র জড়প্রকৃতি উপাদান-কারণ। বিষ্ণু, প্রকৃতি, ও জীব এই তিন অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান আছে। তাহারা সৎ (অনাদি ও নিত্যরূপে নিয়ত বিদ্যমান অর্থাৎ কেহ তাহাদিগকে নির্ম্মাণ করে নাই) ও নিধনহীন (অর্থাৎ তাহারা কথন ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে না।) তাহারা পরস্পর পরস্পর হইতে বিভিন্ন। কিন্তু প্রত্যেকেই একটি একটি পৃথক্ পৃথক্ সৎ; তাহারা কথন

বিনষ্ট হইবে না, (Reality of Being) প্রকৃতি ও জীব বিষ্ণুর সম্পূর্ণ অধীন। (Absolute Subordinate and Dependent)। জীব, প্রকৃতির সৎ ও অসৎ গুণে আবদ্ধ হইয়া নানা প্রকার কর্ম্ম করিয়া থাকে এবং সেই কর্ম্মবন্ধের ফলস্বরূপ জীবের জন্ম, মৃত্যু ও পুনর্জ্জন্ম হইয়া থাকে।

এই কর্ম্ম ক্ষয় হইলে জীব মুক্ত হয় অর্থাৎ কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্ত হয়। এই মুক্তির প্রধান উপায় ভক্তি, ভক্তি বলিতে বিষ্ণুর সতত মনন ও তাঁহাতে একাগ্রচিত্ততা বুঝায়। ভক্তি দ্বারা মহাবিষ্ণুর প্রসাদ লাভ হয়, সেই প্রসাদ হইতে মানবগণ মুক্তি বা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।

তবেই দেখা যাইতেছে যে দ্বৈতসিদ্ধান্তমতে একই ঈশ্বর। তবে ভিন্নভিন্ন সৃষ্টির কারণ ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়েন। সেই জন্য তাঁহাকে এক ও বহু কহা গিয়া থাকে; তিনি সত্য, নিত্য, জ্ঞানময়, অনন্ত; তাঁহাকে অসৎ, সর্ব্ব, অব্যক্ত, ব্যক্ত, হিরণ্যগর্ভ, নারায়ণ, নির্ণয়, নির্গুণ ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয় মাত্র। দ্বৈতসিদ্ধান্তমতাবলম্বীরা অন্য দেবদেবীর পূজা করে না। উক্ত মতাবলম্বী ব্রাহ্মণই দেখা গিয়াছে, শূদ্র অতি বিরল।

অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত ও লিঙ্গায়ৎ মতে কর্ম্মবন্ধের ফল স্বরূপ জীবের জন্ম, মৃত্যু ও পুনর্জ্জন্ম হইয়া থাকে। পুনর্জ্জন্মের স্ত হইতে নিবৃত্তি পাওয়া যায়। এমত নূতন নহে; অতি রাকাল হইতে আমাদের দেশে উহা বর্ত্তমান রহিয়াছে।

এই মত যীশুখ্রীষ্ট ও মহম্মদীয় মত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দুঃখের বিষয় আজকাল অনেকেই হিন্দুদিগের প্রকৃত মত না জানিয়া অপর ধর্ম্মীদিগের মতের পোষকতা করিয়া থাকেন।

স্মার্ত্ত, শ্রীবৈষ্ণব ও মাধ্ব ব্রাহ্মণ পরস্পর পরস্পরের সহিত আহারাদি কার্য্য করে না, আদান প্রদানও এক প্রকার নাই বলিলেও চলে।

কাঞ্চীপুর।

১৮৮৯ খৃঃ মার্চ্চ মাসে কোন কার্য্যোপলক্ষে আমাকে আরকোনম্ (Arkonam) যাইতে হয়, তথা হইতে ফিরিবার সময় পুণ্যভূমি কাঞ্চীপুর (Congeveram) দেখিতে যাই।

চিঙ্গলীপুত (Chinglput) হইতে আরকোনম্ এস, আই, আর (S. I. R.) রেল কোম্পানীর যে শাখা রেল আছে; তাহা কাঞ্চীপুর হইয়া গিয়াছে। ইহা মান্দ্রাজ হইতে পশ্চিম দক্ষিণদিকে ৪৫ মাইল দূরে অবস্থিত। কাঞ্চীপুরের সংস্কৃত নাম কাঞ্চীপুরম্ অর্থাৎ স্বর্ণময় সহর,* ইহা করমণ্ডল (কোলমণ্ডল) উপকূলের একটি পুরাতন সহর। পূর্ব্বে এটি বৌদ্ধদিগের আবাস স্থান ছিল; চালুক্যবংশীয় পুলিকেশ (১) রাজার এক অনুশাসনপত্রে জানা যায় উক্ত রাজার রাজধানী কল্যাণনগর ছিল। এই রাজার সময় সম্ভবতঃ ৪৮৯ খৃঃ স্থিরীকৃত হইয়াছে।

ইনি বৌদ্ধদিগের অমরাবতীর মঠ ধ্বংস করেন। বোধ হয় সেই উদ্দেশে কাঞ্চীপুরেও আসিয়া ছিলেন, তখন কাঞ্চীপুরে বৌদ্ধদিগের একটি প্রধান মঠ ছিল। সার ওয়ালটর ইলিয়ট হাইদ্রাবাদের জৈনগুরু মহেন্দ্রশাস্ত্রের নিকট যে অনুশাসন দেখেন, তাহাতে জানা যায়, পূর্ব্বোক্ত পুলিকেশ রাজার

* কাঞ্চধাতু = উজ্জ্বল, পুর = নগর।

প্রপৌত্র কীর্ত্তিবর্ম্মরাজার পৌত্র শোক্কশোলায় রাজার পুত্র চারিদিকের রাজগণকে সংগ্রামে পরাজয় করিয়া শ্রীপরমেশ্বর শ্রীবিক্রমবল্লভনাথ নাম গ্রহণ করেন। তিনি দক্ষিণদেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মুক্ত কটিস্বরূপ কাঞ্চীপুর আপন বাসরূপে মনোনীত করেন। এই অনুশাসন ৬২০ খৃঃ অব্দের; ইহাতে বেশ জানা যাইতেছে যে কাঞ্চীপুর তখনও শৈবমতাবলম্বী চালুক্য রাজাদিগের শাসনে ছিল।

মধুরার বিবরণে জানা যায় তথাকার অষ্টম রাজা বিক্রম পন্তের সময়ে কাঞ্চীপুরের ক্ষপণকমতাবলম্বী চোলরাজা মধুরাপুরী আক্রমণ করেন। তথাকার দ্বাদশ রাজা কুলভূষণের রাজত্বকালে কাঞ্চীপুরের চোলরাজা শৈবমতাবলম্বী ছিলেন, তিনি মধুরাপুরীর সুন্দর লিঙ্গ দর্শন করিতে যান। পঞ্চষষ্টি-তম রাজা জগন্নাথ পাণ্ড্যের সময় কাঞ্চীপুরের চোলরাজ বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন, তিনি চিদম্বরে আসিয়া মধুরার বৃদ্ধমন্ত্রী মাণিক্যবাচকের নিকট শৈবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, বোধ হয় সেই সময় হইতে কাঞ্চীপুরের চোলরাজগণ শৈব হন।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সময়ে কাঞ্চীপুর একটি প্রধান শৈবতীর্থ ছিল। কারণ তিনি তাহার জীবনের শেষ অংশ একাম্বরনাথের মন্দিরে অতিবাহিত করেন; তথায় ৩২ বৎসর বয়ঃক্রম কালে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইলে কামাক্ষীদেবীর মন্দিরে তাঁহার সমাধি হয় ও সেই সমাধির উপর তাঁহার মূর্ত্তি অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ৪৫০ খৃঃ

হইতে ৬০০ খৃঃ অব্দের মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন। সে সময়ে কাঞ্চীপুরে বৌদ্ধমতাবলম্বী রাজা থাকিলেও হিন্দুশৈবেরা আপন মতের হিন্দুমন্দির স্থাপন করিয়া দেবদেব মহাদেবের অর্চ্চনা করিতেন।

৬৬০ খৃঃ, চীনদেশীয় বৌদ্ধপরিব্রাজক হিউএনসিয়ং আপন ভারতভ্রমণ-বৃত্তান্তে কাঞ্চীপুর উল্লেখ করিয়াছেন সেই সময়ে এই স্থানে বৌদ্ধদিগের একটি আবাস স্থান ছিল। এখন যাহাকে বিষ্ণুকাঞ্চী কহে, তাহাই তাহাদিগের বাসস্থান বলিয়া বোধ হয়। কোন্ সময়ে তথা হইতে বৌদ্ধেরা প্রস্থান করে তাহা জানিবার উপায় নাই। সহরের একপার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র বৌদ্ধ মন্দির আছে, কেহ কেহ কহিয়া থাকেন তাহা জৈন মন্দির। তথায় যাইতে হইলে জোলাপাড়ার ভিতর হইয়া যাইতে হয়। এই জোলাপাড়ায় বহুসংখ্যক জোলার বাস ও তাহাদের উপজীবিকা বস্ত্র বয়ন, তাহারা দেশীয় রেসমী শাটী, রুমাল, দোপাট্টা, পাগড়ীর কাপড় প্রস্তুত করিয়া থাকে। কাপড়ের টানা দেওয়ার ও বোনার প্রথা বঙ্গদেশের তাঁতিদিগের মতন। রেসমী কাপড় ৩৲ টাকা গজ ও প্রত্যেক রুমাল ১৲ টাকায় পাওয়া যায়।

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের সুন্দরের বাটী কাঞ্চীপুরে কথিত হইয়াছে; কিন্তু কোন সময় এবং কোন বংশে সুন্দর প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা বলা হয় নাই এখানে সে সম্বন্ধে কোন প্রবাদ নাই।

কাঞ্চীপুর দুই অংশে বিভক্ত শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী। শিবকাঞ্চীতে কোন সময়ে শৈবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা জানিবার উপায় নাই। স্মার্ত্তদিগের মতে শিবকাঞ্চী বারাণসী-সদৃশ। শিবকাঞ্চীর উৎপত্তির বিষয় স্থলপুরাণের এক স্থানে আছে, মহাদেব পার্ব্বতীকে পুণ্যতীর্থের বিষয় বলিতে বলিতে বলেন যে, "বারাণসী, রামেশ্বর ও শ্রীক্ষেত্র ইত্যাদি পুণ্যক্ষেত্র হইতে কাঞ্চীপুর সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এখানে যাহারা বাস করে, যাহারা দর্শন করে বা ইহার বিষয় শ্রবণ করে এবং ইহার বিষয় মনে করে বা আন্দোলন করে, এমন কি যে সকল পশু পক্ষী এখানে বাস করে তাহারাও মুক্তি লাভ করিয়া থাকে।

এই সহরের মধ্যস্থানে সমস্ত শাস্ত্রকে আম্রবৃক্ষরূপে এবং আপনাকে লিঙ্গরূপী একাম্বরনাথ নামে অভিহিত করিয়া মহাদেব বাস করিতেছেন। এই কাঞ্চীপুরে বাস করিলে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি লাভ হয়।

কাঞ্চীসহর চারিদিকে পঞ্চযোজন-বিস্তৃত; একাম্বরনাথ কহিয়াছেন যে ইহার মধ্যে পূর্ব্ব পশ্চিমে ও উত্তর-দক্ষিণে আড়াই ক্রোশ স্থানের মধ্যে আমি সর্ব্বদাই বিরাজমান থাকিব। এমন কি প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে, উহা আমার ত্রিশূলের উপর রাখিব। অতএব ইহার কখনই বিনাশ নাই; ইহা আমার আকৃতি জানিবে।"

উপরোক্ত বিষয় স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণেরা বিশ্বাস করিয়া থাকেন। বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধারা মুক্তি পাইবার উদ্দেশে এই স্থানে আসিয়া জীবনের শেষ অংশ অতিবাহিত করেন।

শিবকাঞ্চীতে মহাদেব একাম্বরনাথের পঞ্চভৌতিক মূর্ত্তির অন্যতম ক্ষিতি-অপ্-তেজঃ-মরুৎ-ব্যোমের ক্ষিতিমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। ক্ষিতিমূর্ত্তি বলিয়া এই লিঙ্গ মৃত্তিকায় গঠিত। অন্যান্য দেবালয়ের ন্যায় এখানে জলাভিষেক হয় না; কারণ তাহা হইলে মৃত্তিকা গলিয়া ধুইয়া যাইবে।

একাম্বরনাথের মন্দির অতি পুরাতন বলিয়া বোধ হয়। একবারে এক সময়েই ইহা নির্ম্মিত হয় নাই, ক্রমে ক্রমে ইহা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। এই মন্দিরের দেয়াল পরস্পর সরলভাবে স্থাপিত নহে। একটি ঘর অপরটির সম্মুখে নহে। মূলস্থান চোল-রাজাদিগের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। গোপুর বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণরায়ালু কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া কথিত হয়। এই মন্দির প্রাঙ্গণে একটি পুরাতন আম্রবৃক্ষ আছে, তাহা তিন চারিশত বৎসরের হইবে; এই আম্রবৃক্ষের চারিটি ডালে চারি রসের আম্র হইয়া থাকে; যথা মিষ্ট, কটু, তিক্ত ও অম্ল। যাহারা উক্ত বৃক্ষের চারি ডালের আম্র খাইয়াছেন, এ বিষয়ে তাহারা সাক্ষ্য প্রদান করেন। অর্চ্চকেরা কহিয়া থাকেন যে পূর্ব্বে ঐ আম্রবৃক্ষ হইতে প্রত্যহ একটি করিয়া পাকা আম্র পাওয়া যাইত ও সেই আম্র ভোগ দেওয়া হইত; সেই কারণ মহাদেব একাম্রনাথ নামে অভিহিত হইয়াছেন। পণ্ডিত নটেশশাস্ত্রী কহেন স্কন্দ-পুরাণে মহাদেবের নাম একাম্বরনাথ বলিয়া স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। এখন আর প্রত্যহ আম্র পাওয়া যায় না।

কামাক্ষীদেবীর আবির্ভাব বিষয়ে স্কন্দপুরাণে যে বিবরণ

আছে তাহা তিরুবন্নমলয়ের অপিতকুচাম্বলদেবীর উৎপত্তি-সদৃশ। কোন সময়ে পার্ব্বতীদেবী কৌতুক করিবার ছলে পশ্চাৎ হইতে হস্ত দ্বারা মহাদেবের চক্ষু আবরণ করায় বিশ্ব-সংসার অন্ধকারময় হইয়া যায়। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য মহাদেবের আদেশে দেবী মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া কাঞ্চী-পুরের একাম্বরনাথের মন্দির প্রাঙ্গণে কম্পানদী নামক তীর্থে ছয় মাস কামাক্ষীদেবীরূপে তপস্যা করিলে মহাদেব তাঁহাকে পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়াছিলেন ; তদবধি দেবী উক্ত নামে পৃথক্ মন্দিরে বিরাজিতা আছেন। ফাল্গুনমাসের পঞ্চদশ দিবস ব্যাপিয়া যে মহোৎসব হইয়া থাকে, তাহার দশম দিবসে উক্ত ঘটনার স্মরণচিহ্ন স্বরূপ কামাক্ষীদেবীর ভোগমূর্ত্তিকে একাম্বর স্বামীর ভোগমূর্ত্তির সহিত রাত্রিকালে এক ঘরে রাখা হয়।

কামাক্ষীদেবীর মন্দির অপেক্ষাকৃত ছোট। এই মন্দির-প্রাঙ্গণে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সমাধি রহিয়াছে।

শিবকাঞ্চীতে অনেকগুলি লিঙ্গ আছে, ঐ সকল লিঙ্গ সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে যে, কোন সময়ে একাম্বরনাথ এক মুষ্টি বালুকা ছড়াইয়া ছিলেন তাহাতে যতগুলি বালুকাকণা ছিল প্রত্যেক বালুকাকণা এক একটি লিঙ্গরূপে পরিণত হয় ; এখন সমস্ত লিঙ্গের পূজা হইয়া থাকে কি না সন্দেহ।

এই দেবালয়ের ব্যয়কারণ ১১০০৲ শত টাকা আয়ের কয়েকখানি গ্রাম ও নগদ ৭০৫৲ টাকা কালেক্টর হইতে বরাদ্দ আছে।

এখানকার পূজাপদ্ধতি তিরুবন্নমলয়ের শিবমন্দিরের মত, প্রত্যহ বেদপাঠ ও বেদগান হইয়া থাকে। আমরা উৎসবের সময় দর্শন করিতে গিয়াছিলাম; উৎসব মূর্ত্তি মণিমুক্তাদি দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া বাহকস্কন্ধে রথাভিমুখে নীত হইতেছে, পশ্চাৎ পশ্চাৎ ব্রাহ্মণেরা বেদগান করিতে করিতে চলিয়াছে। যতক্ষণ বিগ্রহ রথে থাকিয়া ঘুরিবেন ততক্ষণ ব্রাহ্মণেরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ বেদগান করিতে করিতে আসিবেন। সময়াভাবে রথের টান দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু মূলস্থানে যাইয়া মূলবিগ্রহ দর্শন ও অর্চ্চনাদি করিয়াছিলাম।

এই দেবালয় কর্ণাটিক যুদ্ধের সময় কথন সৈন্যনিবাস কথন বা হাঁসপাতাল রূপে ব্যবহৃত হইত। এই দেবালয়ের পূর্ব্বদিকের দরজার উপর একটি গোলার দাগ অদ্যাপি রহিয়াছে।

এথান হইতে ৪ মাইল দূরে বিষ্ণুকাঞ্চীতে শ্রীবরদারাজ স্বামীর (বিষ্ণু) মন্দির দেখিতে যাই। ইহা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীদিগের এক প্রধান আড্ডা। এই মন্দিরোৎপত্তির বিষয় স্থলপুরাণে কথিত আছে,—"যে কোন সময়ে সরস্বতীদেবী ব্রহ্মার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া পৃথক্‌রূপে বাস করিতে থাকেন। সেই সময় ব্রহ্মা অন্তরের অন্তর পরমাত্মাকে দেখিবার কারণ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। কাঞ্চীপুরে একটি যজ্ঞ করিলে শত যজ্ঞের ফল হয় বলিয়া তথায় যজ্ঞস্থল নিরূপিত হইল। সেই যজ্ঞের উত্তরদ্বার নারায়ণবন, পশ্চিমদ্বার বিরিঞ্চীপুর, দক্ষিণদ্বার চিঙ্গালিপুত, পূর্ব্বদ্বার মহাবল্লাপুর। যজ্ঞ আরম্ভ হইলে মুনিবর নারদ

ব্রহ্মলোকে যাইয়া সরস্বতী দেবীর সহিত অন্যান্য কথার পর ব্রহ্মার যজ্ঞসম্বন্ধে কথা কহেন। তিনি তৎশ্রবণে সাতিশয় কুপিত হন। তখন তিনি নদীরূপ ধারণ করিয়া যজ্ঞস্থল ভাসাইয়া দিবার উদ্দেশে আসিতে থাকেন। ব্রহ্মা তাহা জানিতে পারিয়া বিষ্ণুর সাহায্য প্রার্থনা করেন। বিষ্ণু আসিয়া দুই স্থানের নদী* রোধ করিলে অন্তঃসলিলা হইয়া নদী বহিতে লাগিল। বিষ্ণু তখন অনন্যোপায় হইয়া উলঙ্গাবস্থায় এদোক্কোরি নামক স্থানে নদীর সম্মুখে পতিত হন। তখন সরস্বতী দেবী লজ্জায় অধোমুখী হইয়া পূর্ব্বাভিপ্রায় ত্যাগ করেন।"

এখনো সেই স্থানে একটি উলঙ্গমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বিষ্ণুরূপে পূজা পাইয়া থাকেন। (অনেকে মনে করেন ঐ উলঙ্গমূর্ত্তিটি বৌদ্ধদেবমূর্ত্তি।) যাহা হউক, সরস্বতীদেবী নিবৃত্ত হইলে বিষ্ণু তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বর দেন যে, দক্ষিণ দেশে গঙ্গাসদৃশ ইহা পুণ্যধারা বলিয়া বিখ্যাত হইবে। অতএব সেই ধারা বেগবতীয়ার নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ধারা এখন দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই স্থানে একটী পুষ্করিণী আছে। সকল যাত্রী সেই বেগবতী ধারারূপিণী পুষ্করিণীতে সঙ্কল্পাদি করিয়া স্নান করিয়া থাকেন, আমরাও তাহাই করিলাম।

"এদিকে যথাসময়ে যজ্ঞীয় অশ্বমাংস আহুতি দেওয়া হইলে বিষ্ণু সেই হুত মাংস খাইতে খাইতে যজ্ঞীয় অগ্নি হইতে আবির্ভূত হন। এইরূপে ব্রহ্মার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। ঋত্বিক্ এবং

* পলিকণ্ডাইয়ের বিবরণ দেখ।

অন্যান্য ঋষিরা তদ্দর্শনে প্রীত হইয়া নারায়ণকে সেই স্থানে অবস্থিতির জন্য প্রার্থনা করেন। বিষ্ণু তাহাতে স্বীকৃত হইয়া সেই অবধি কাঞ্চিপুরে শ্রীবরদারাজ স্বামী বলিয়া অভিহিত হইতেছেন।"

এই স্থানের বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণ বিষয়ে আর একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে তাহা এই :—

একাদশ শতাব্দে গঙ্গাগোপাল রাও নামে এক ব্যক্তি কাঞ্চীপুরের শাসনকর্ত্তা ছিল। তিনি নিঃসন্তান থাকায় পুত্র কামনায় অনেক যাগযজ্ঞ করিয়াছিলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে নিজে লিঙ্গায়ৎ হইলেও বিষ্ণুকে মানসিক করেন যে যদি তাঁহার কৃপায় তাঁহার সন্তান হয় তবে তিনি (শাশনকর্ত্তা) শ্রীবরদারাজ স্বামির মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন। যাহা হউক বিষ্ণুর কৃপায় কিছু দিন পরে তাঁহার এক পুত্র জন্মিলে নিকটস্থ এক শিবমন্দির ভাঙ্গিয়া সেই ইষ্টক প্রস্তরাদি লইয়া শ্রীবরদারাজ স্বামির মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

আমরা শ্রীরামানুজাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনীতে দেখিয়াছি, যে তিনি ১০১৭ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫ বৎসর বয়সে কাঞ্চীপুরে বিদ্যাশিক্ষার্থ আইসেন। তথা হইতে শ্রীরঙ্গমে যাইয়া বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া পুনরায় কাঞ্চীপুরে আসিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতমত প্রচার করেন; বোধ হয় সেই সময় গঙ্গা-গোপাল রাও শ্রীবরদারাজ স্বামির মন্দিরের পরিবর্দ্ধনাদি

করিয়া দিয়া থাকিবেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য শিবমন্দির ভাঙ্গিয়া মশালাদি লইয়া যাইবার কারণ গঙ্গাগোপাল রাওকে উত্তেজিত করিয়াও থাকিতে পারেন। মূলস্থান পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল; যাহা হউক শ্রীরামানুজাচার্য্য আপন বিশিষ্টাদ্বৈতমত প্রথমে কাঞ্চীপুরে প্রচার করেন ও তথায় অনেক দিন বাস করেন। বরদারাজ স্বামির পূজাপদ্ধতি তাঁহারই দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত গঙ্গাগোপাল রাও পালার নদী হইতে যে খালটি খনন করেন তাহা বিরুদেশ্বর নামে অদ্যাপি অভিহিত হইতেছে।

চোলরাজাদিগের বিবরণে অবগত হওয়া যায়, কুলতুঙ্গ চোলরাজার জারজ পুত্র অদণ্ডী চক্রবর্ত্তী কাঞ্চীপুরে আপন রাজধানী স্থাপন করেন। কেহ কেহ কহেন কুলতুঙ্গ চোলা খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হয়েন; কিন্তু ডাক্তার বুর্নেলের চোলরাজদিগের তালিকায় উক্ত রাজা ১০৭৯ খৃঃ রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। আমরাও উক্ত সময়ই ধরিয়া লইলাম। অদণ্ডী কর্বেথ নগর, মানভুর, উত্তর অরুকত্বর অন্তর্গত তিরূপত্তী, চন্দ্রগিরি ও অন্যান্য কয়েকটী দেশ আপন বশে আনিয়া উক্ত সমস্ত দেশকে তোণ্ডমণ্ডলম্ নামে অভিহিত করেন ও আপনি অদণ্ডী বা তুণ্ডীমান রাজচক্রবর্ত্তী নাম গ্রহণ করেন।

চোলরাজাদিগের সময়ে কাঞ্চীপুর জঙ্গলে পূর্ণ ছিল ও অদণ্ডী জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া নূতন সহর পত্তন করেন ইত্যাদি বর্ণনা অতিরঞ্জিত ভিন্ন আর কিছুই নহে।

তৃণ্ডীমানের বংশধরেরা কাঞ্চীপুরে রাজত্ব করিতেন, কিন্তু তাহাদের ক্ষমতা ক্রমে কম হইয়া আইসে। উহাদের বিশেষ বিবরণ কিছুই পাওয়া যায় না।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যকালে কেশরীবংশীয় উৎকল রাজা কাঞ্চীপুর লুঠ করিয়াছিল। প্রায় ১৪৭৭ খৃঃ, দক্ষিণদেশীয় ব্রাহ্মণিবংশীয় মুসলমান রাজা মুহম্মদ কাঞ্চিপুর লুঠপাট করিয়া আপন বশে আনিয়াছিল। সেই অবধি কাঞ্চিপুরব্রাহ্মণি রাজাদিগের অধীনে থাকে। বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের পিতা নরসিংহ রায় ব্রাহ্মণি রাজাদিগের নিকট হইতে কাঞ্চীপুর ও জিঞ্জী অধিকার করিয়া লয়েন। তিনি বীর বসন্ত রায়ারকে কাঞ্চিপুরের সাশনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করেন। কৃষ্ণদেব রায়ার ১৫০৮ অব্দে রাজপদে অভিষিক্ত হন ও ১৫১৫ অব্দে কাঞ্চিপুরে আইসেন। বিষ্ণুমন্দিরে তাঁহার যে অনুশাসন খোদিত আছে তাহার তারিথ ১৪৩৮ শকের পৌষমাসের শুভ সপ্তমী বুধবার। উক্ত অনুশাসনের লিখিত আছে তিনি পুন্নিকোট্টি বিমানের জন্য নগদ ১ হাজার পেগোদার দান করেন ও বরদারাজ জিউর সাংবৎসরিক ব্যয় কারণ বাৎসরিক ১১ শত টাকা আয়ের বিশরা, তিরূপ্য কদালু, উপম্বগাল এবং গোবিন্দ বদি প্রভৃতি কতকথানি গ্রাম প্রদান করেন। ডাক্তার বার্নেল কহেন উক্ত রাজা শতস্তম্ভমণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এবং শিবমন্দিরেরও সংস্কার করিয়া দেন।

১৫৬৫ খৃঃ রাইচুরের নিকট তলিকটের সংগ্রামে বিজাপুর

কর্ত্তৃক বিজয়নগরের রামরাজা পরাভূত হইয়া বন্দীরূপে নিহিত হইলে ও বিজয়নগর এক প্রকার ধ্বংস হইলে রায়ার বংশীয় প্রতিনিধিরা প্রথম পেন্নকোণ্ডা নামক স্থানে কিছুদিন থাকিয়া বেল্লুরে আসিয়া বাস করেন। ১৬২৫ খৃঃ তদ্বংশীয় রামরাজা চিঙ্গলপুট, কাঞ্চীপুর, চন্দ্রগিরি ও জিঞ্জীর উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৬২৯ খৃঃ উক্ত রায়বংশীয় শ্রীরঙ্গরায় মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্টকে বর্ত্তমান সেণ্ট জর্জস্ দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দেন। ১৬৪৬ খৃঃ চন্দ্রগিরির রাজপ্রতিনিধি পলিগারদিগের ষড়যন্ত্রে মহিসুরে পলাইয়া যাইতে বাধ্য হন। ১৬৫৬ খৃঃ বেল্লুরের শেষ হিন্দুরাজা নরসিংহ রায়ার দক্ষিণদেশীয় মুসলমান্ সুবেদার ইদলখাঁ কর্ত্তৃক পরাভূত হইলে কাঞ্চিপুর জিঞ্জী সুবেদারের রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। তিনি পরে নবাব উপাধি দিয়া এক ব্যক্তিকে উক্ত প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। সেই অবধি কাঞ্চিপুর নবাবদিগের অধীনে থাকে।

১৬৭৭ খৃঃ মহারাষ্ট্রীয় কুলতিলক শিবজী কর্ণাট দেশ জয় করিবার উদ্দেশে আইসেন। ১৬৭৮ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে কাঞ্চিপুর দখল করিয়া ১৫ শত অশ্বারোহীর সহিত তথায় অবস্থান করেন কিন্তু শিবজী তথা হইতে মহিসুরাভিমুখে যাত্রা করিলে, নবাব মির্জ্জা ইব্রাহিম খাঁ কাঞ্চিপুর আপন বশে আনেন ও লিঙ্কাপ্প নামে এক ব্যক্তিকে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠান। ১৫৮৫ খৃঃ জানুয়ারি মাসে ৭ হাজার মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহী কর্ণাটিক লুঠ করিতে করিতে আসিয়া কাঞ্চীপুর

লুণ্ঠন করণান্তর এই পুণ্যধাম পোড়াইয়া দেয়, সেই বৎসরই অরঙ্গজেব গোলকুণ্ডা জয় করিয়া কর্ণাটিক ও চিঙ্গলপুত আপন বশে আনেন ও প্রধান সেনানায়ককে দক্ষিণ দেশের শাসন ভার দিয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেনানায়ক নিজাম নাম গ্রহণ করিয়া স্বয়ং গোলকণ্ডায় থাকিতেন; কর্ণাটিক শাসন জন্য একজন নবাব নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত নবাবেরা প্রথম জিঞ্জীতে থাকিত পরে অৰ্কতে থাকিয়া শাসন করিতেন।

১৭৪০ খৃঃ মহারাষ্ট্রসেনানায়ক রঘুজী ভন্সে নবাব দোস্ত আলিকে পরাভূত করিয়া কাঞ্চিপুর ও তিরুবল্লুর লুঠ করেন ও নুতন নবাব সফ্দার আলির নিকট হইতে নগদ টাকা লইয়া ত্রিশারাপল্লী অভিমুখে প্রস্থান করেন।

১৭৫১ খৃঃ লর্ড ক্লাইব অৰ্কড্ যাইবার সময় কাঞ্চিপুরের মধ্য হইয়া যান। তার পর রাজা সাহেব ও ফরাসিরা শিব পেগোড়ায় আড্ডা করিয়া বাহিরের দেয়াল সুদৃঢ় করেন। ১৭৫২ খৃঃ ক্লাইব তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া উহা অধিকার করিয়া লয়েন। ১৭৫৪ খৃঃ হইতে ১৭৫৯ খৃঃ পর্য্যন্ত কর্ণাটিক সমরের সময় কাঞ্চিপুর ইংরেজদিগের সৈন্য নিবাস স্থান হইয়াছিল। সেই বৎসর মোজাফার বেগ শিব পেগোড়ায় সৈন্য নিবাস করিলে নরম্যাল সাহেব তাহাকে পরাস্ত করিয়া ইংরাজ বশে আনেন। ১৭৬০ খৃঃ ফরাসি সৈনাধ্যক্ষ কাউণ্ট লালি কাঞ্চীপুর আক্রমণ করে, কিন্তু কিছু করিতে পারেন নাই। হাউদার আলি বেলি সাহেবকে ১৭৮০ খৃঃ পল্লিলোরে পরাস্ত

করিয়া কাঞ্চীপুরের উদ্দেশে অগ্রসর হইবে মনে করিলে স্যার্ হেক্টর মনরো ভয়ে কামান ও রসদাদি পেগোডার মধ্যস্থিত তীর্থে বা পুষ্করিণীতে ফেলিয়া দিয়া কাঞ্চীপুর হইতে পলায়ন করেন।

তদনন্তর হাইদার আলি কাঞ্চীপুরাভিমুখে আসিতে থাকিলে ব্রাহ্মণেরা দেবতার উৎসবমূর্ত্তি ও আভরণাদি রক্ষা করিবার উদ্দেশে চারিপায়ার উপর উহা রাখিয়া কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া মৃতদেহ বহনসদৃশ করিয়া কাঞ্চীপুর হইতে ত্রিশিরাপল্লীর অন্তর্গত উদৈয়ার-পলেয়ম্ নামক স্থানে রক্ষা করিয়াছিলেন। তৎকালে কামাক্ষীদেবীর স্বর্ণমূর্ত্তি ও তানজোর রাজার নিকট রক্ষা করিয়াছিলেন।

১৭৯২ খৃঃ চিত্তকালীরাও নামে অৰ্কট নবাবের কোন মন্ত্রী অম্বির নামক গ্রামের নিকট হইতে জলপ্রণালী খনন করিয়া পুষ্করিণীতে জল পূরিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

১৭৯৯ খৃঃ টীপু সুলতানের মৃত্যু হইলে পূর্ব্বোক্ত উৎসবমূর্ত্তি ও আভরণাদি নিভৃত স্থান হইতে কাঞ্চিপুরে পুনরানয়ন করা হয়।

বিষ্ণুকাঞ্চির বিষ্ণুমন্দিরের দেবীমহলের এক স্তম্ভে ১৭৩২ শালিবাহন অব্দের পুষ্পম মাসের ৩০ শে শনিবার তারিখের যে অনুশাসন খোদা আছে তাহাতে অবগত হওয়া যায় সেই দিবস আথনজীর নামক কোন বৈষ্ণব গুরুর আদেশে লোল্‌ন তন্ত্র মল্লোজী নামে কোন ব্যক্তি উদৈয়ার-পলেয়ম্ হইতে বরদা

রাজের মূর্ত্তি বিষ্ণুকাঞ্চিতে আনয়ন করেন। সেল্লাম্বত্তুর নামে এক ব্রাহ্মণ শিবমূর্ত্তি পুনরানয়ন করিয়াছিল বলিয়া কথিত হয়।

সহরের মধ্যে ছোট বড় ৭টি তীর্থ আছে। প্রত্যেকটি এক একটি বারের নামে অভিহিত হয়। যে বারের যে তীর্থ সেই বারে তাহাতে স্নান করিলে মনস্কামনা পূর্ণ হয়। রবি তীর্থে স্নান করিলে দেহ কাঞ্চন বর্ণ হয়। সোমতীর্থে স্নান করিলে ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। মঙ্গলবারে মঙ্গলতীর্থে স্নান করিলে সর্ব্ব-কামনা পূর্ণ হয়। বুধবারে বুধতীর্থে স্নান করিলে সর্ব্ব মর্ন-বেদনা দূর হয়। বৃহস্পতি বারে বৃহস্পতিতীর্থে স্নান করিলে মোক্ষ লাভ হয়। শুক্রবারে শুক্রতীর্থে স্নান করিলে জ্ঞানোদয় হয়। শনিবারে শনিতীর্থে স্নান করিলে জীব সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। শিব কাঞ্চিতে দেবালয়ের নিকট সর্ব্বতীর্থ নামে যে তীর্থ আছে তাহার চারিপাড় গ্রেনাইট্ প্রস্তরের ধাপে বাঁধান। অম্বি জলধারা হইতে যে পয়ঃপ্রণালী কাঞ্চিতে আসিয়াছে তাহা হইতে এই তীর্থে জল আসিবার বন্দোবস্ত আছে। কাজেই এই তীর্থের জল অপরাপর তীর্থের জল অপেক্ষা পরিষ্কৃত। একাম্বরে-শ্বরের জলক্রীড়োৎসব এই তীর্থে হইয়া থাকে। বিষ্ণু ও শিব পেগোডার ভিতর যে কয়েকটি তীর্থ আছে তাহার জল সবুজ বর্ণ ও অপরিষ্কার।

বিষ্ণু মন্দিরের দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে শতস্তম্ভমণ্ডপ বিদ্যমান আছে। উক্ত মণ্ডপের স্তম্ভ সকল এক এক খানি গ্রেনাইট্

প্রস্তর কাটিয়া তৈয়ার হইয়াছে ও ইহার প্রত্যেকটিতে বিষ্ণুর অবতারের একটি মূর্ত্তি পরিষ্কার খোদা আছে। অপর যে সকল মণ্ডপ আছে তাহার মধ্যে বাহনমণ্ডপ ও কল্যাণমণ্ডপ শ্রেষ্ঠ, তাহাদিগের গঠনপ্রণালীতে বেশী দিনের বলিয়া বোধ হয় না, কেহ কেহ কহেন রাজা কৃষ্ণরায়ালু শতস্তম্ভ মণ্ডপ নির্ম্মাণ করেন, আর অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাহির দেয়াল নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া কথিত হয়।

এই মন্দিরের ব্যয়কারণ ৩ তিন হাজার টাকার আয়ের একএকটি গ্রাম আছে ও সরকার বাহাদুর হইতে ৯৯৬১ নয় হাজার নয়শত একষট্টি টাকা বাৎসরিক খরচ করণ বরাদ্দ আছে ও উইলদত্ত ধনের সুদের স্বরূপ ২২৯০৲ আয় আছে। সর্ব্বসমেত ১৫২৫১৲ পনের হাজার দুইশত একান্ন টাকা এই দেবালয়ের আয় আছে। বরদারাজ স্বামীর পেগোডা দক্ষিণ-দেশের একটি সমৃদ্ধিশালী দেবালয় ইহার মণি মুক্তাদি নিতান্ত কম নহে, মণি মুক্তাদির মূল্য একলক্ষ সাত হাজার টাকা হইবে ও বাহনাদির মূল্য প্রায় ৩৪ হাজার টাকার হইবে। কথিত আছে লর্ড ক্লাইভ ৩৬৬১ টাকা মূল্যের মক্রাস্তি নামক একখানি গলার অলঙ্কার দিয়াছিলেন। কলেক্টর প্লেস্ সাহেব ৩০৩২ টাকা মূল্যের একটি অলঙ্কার দেন। করনেল গারো সাহেব ৩৭১০৲ মূল্যের চন্দ্রহার দেন।

বেঙ্কটশাস্ত্রী নামে কোন ব্রাহ্মণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, যে দেবতার নামে প্রত্যহ ১০৲ দশ টাকা উপায় না করিয়া জল-

গ্রহণ করিবে না। সেইরূপ উক্ত উপায়ে কমবেশ তিনি ২৪ হাজার টাকা উপায় করিয়াছিলেন। সেই টাকা হইতে শ্রীবরদারাজ স্বামীর ও দেবীর মুকুট কিনিয়া দেওয়া হয়।

বৈশাখ মাসে ১০ দিন ব্যাপিয়া প্রধান উৎসব হইয়া থাকে। প্রত্যেক দিবসে বরদারাজস্বামী ভিন্ন ভিন্ন বাহনে শিবকাঞ্চী সন্নিধানে যান। সেই সঙ্গে অন্যান্য দেবতারা গিয়া থাকেন; সেই উপলক্ষে উক্ত দেবতারা শিব দর্শন ও সম্ভাষণ করেন। ষষ্ঠ দিবসে শিবকাঞ্চির শিবমন্দির প্রদক্ষিণ ও মহাদেবের সহিত সাক্ষাদাদির পর ফিরিয়া আইসেন।

বিষ্ণুকাঞ্চিতে যাত্রীগণের কারণ কএকটি উত্তম ছত্র বা আবাসস্থান থাকায় যাত্রীদিগের বিশেষ কষ্ট হয় না।

এই স্থলে বলা আবশ্যক যে, সমস্ত বিষ্ণুমন্দিরে নিত্য পূজার প্রধান অঙ্গ পুষ্পাভিষেক। জলাভিষেক শুক্রবারে হইয়া থাকে মাত্র। অভিষেকের সময়ে পুরুষসূক্ত পাঠ হইয়া থাকে। প্রথমে দেবের আভরণ খুলিয়া দেওয়া হয়, তৎপরে তৈল মর্দ্দন, তীর্থ জলে স্নান অতঃপর বস্ত্র দ্বারা জল মুছাইয়া দেওয়া হয়। বস্ত্র পরাইয়া আভরণ যথাস্থানে বিন্যস্ত হইলে ফুলের গড়ামালা দেবকণ্ঠে অর্পিত হয়। তৎপরে নাম লাগাইয়া দেয়। ইহাকে শুক্রবারের অভিষেক কহে। শুনিলাম অভিষেক দর্শনে পুণ্য অধিক, এ জন্য অনেকেই অভিষেক দর্শনে আইসেন।

শিবালয়ে নিত্যপূজার প্রধান অঙ্গ তীর্থাভিষেক। এই সময়ে নকমং ও চমকং নামে বেদমন্ত্র পাঠ হইয়া থাকে। তৎপরে

বিষ্ণুমন্দিরের প্রথামত সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হয়, তবে নামিনের জায়গায় ত্রিপুণ্ড্রক দেওয়া হয়। কোন কোন শিব মন্দিরে তিনবার করিয়া প্রত্যহ জলাভিষেক হইয়া থাকে।

দেবীর মন্দিরে প্রতি শুক্রবারে জলাভিষেক হয়, অপর বারে পুষ্পাভিষেক হইয়া থাকে। প্রথম আভরণ ও কাপড় খুলিয়া লওয়া হয়; তৎপরে হলুদ মাখাইয়া তীর্থজলে স্নান করাইয়া দেওয়া হয়। তৎপরে গাত্রজল মুছাইয়া নববস্ত্র পরিধান করাইয়া অলঙ্কৃত ও পুষ্পমালা দ্বারা পরিশোভিত হইয়া কপালে কুঙ্কুমের তিলক ধারণ করেন। এই সময়ে শ্রীসূক্ত ও ভূসূক্ত পাঠ হইয়া থাকে; তৎপরে আরতী হয়।

অভিষেকের পর ষোড়শোপচারে পূজা এবং রন্ধনদ্রব্যের নৈবেদ্য দ্বারা প্রধান ভোগ হইয়া থাকে। সেই ভোগ উপস্থিত ব্রাহ্মণেরা পাইয়া থাকেন; অনেকেই তৎক্ষণাৎ উহা উদরসাৎ করেন, এমন কি, অনেকে উদরসাৎ করিয়া হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিতেও সময় পান না।

বাঙ্গালায় প্রবাদ আছে, শ্রীক্ষেত্রে আহার্য্য দ্রব্যের বিচার নাই। কিন্তু কেবল পুরুষোত্তমে কেন, দক্ষিণদেশের প্রায় সমস্ত দেবালয়ে উপস্থিত লোকমাত্রেই রন্ধন করা দেবপ্রসাদ উদরসাৎ করিয়া থাকেন। আমরা এই কাঞ্চীপুরে বরদারাজ স্বামীর মন্দিরে, পদ্মনাভে পদ্মনাভ স্বামীর ও মাধবস্বামীর মন্দিরে, সিংহাচলে নৃসিংহদেব মন্দিরে উক্ত ব্যবহার দেখিয়াছি এবং নিজেও প্রসাদ পাইয়াছি। শ্রীরঙ্গনাথের গত ব্রহ্মোৎসবের

সময়ে উপস্থিত ছিলাম। আমরা উৎসব দেখিবার জন্য পূর্ব্বে বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলাম, তাই উক্ত দিবসে মন্দিরের এক স্থানে বাসা পাইতে কষ্ট স্বীকার করিতে হয় নাই। সেই দিন যথাসময়ে অপেক্ষা করিতেছি, দেখিলাম ২৪ জন সমবেশ-ধারী ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন; শুনিলাম, তাঁহাদিগের স্কন্ধে চড়িয়া শ্রীরঙ্গনাথ স্বামী বাহির হইবেন। তাঁহাদের পরিধানে, পাগড়ীতে ও স্কন্ধে এক জাতীয় পট্টবস্ত্র রহিয়াছে। ক্ষণপরে কয়েক ধামা ভোগ আসিল ও এক জন ব্রাহ্মণ তাঁহা-দের হস্তে এক এক থাবা প্রসাদ দিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহারাও বিনা বাক্যব্যয়ে পাইবামাত্র উদরদেবীকে অর্পণ করিতে লাগিলেন। কার্য্য সমাধা হইলে সকলেই আপন আপন হস্ত স্কন্ধস্থিত বস্ত্রে মুছিয়া লইলেন এবং তথা হইতে দেবমূর্ত্তি বহন করিতে চলিলেন। আমার পথপ্রদর্শকরূপে ষষ্টিবর্ষের কোন ব্রাহ্মণ ছিলেন; তিনি কোন পুলিস ইনস্‌পেক্টরের পিতা। অতএব তিনি গণ্যমান্য ও পরিচিত লোক। তিনিও উক্ত প্রসাদের ভাগ পাইতে বঞ্চিত হয়েন নাই ও পাইবামাত্র উদরসাৎ করিতেও ভুলেন নাই। এক জায়গায় ভোগ বিক্রয় হইতে দেখিলাম। তথায় হাজার হাজার লোক উহা ক্রয় করিয়া আপন আপন উদরদেবীর সেবা করিতেছেন।

পূজান্তে "মন্ত্রপুষ্প" নামে বেদমন্ত্র পাঠের পর পুষ্প প্রদান করিয়া পূজা সমাধা হইয়া থাকে।

আগন্তুকের ভাগ্যে সকল সময়ে অভিষেক সন্দর্শন ঘটে না।

তবে অষ্টোত্তর বা সহস্র নাম অর্চ্চনা, কর্পূরালোকে আরতি ও মন্ত্রপুষ্প প্রদান ঘটিতে পারে। শিবপূজায় পুষ্প ও বিল্ব-দল, বিষ্ণু অর্চ্চনায় পুষ্প ও তুলসী ও দেবী অর্চ্চনায় কুঙ্কুম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কথিত আছে দেবী কুঙ্কুম দ্বারা অর্চ্চনায় বড় সন্তুষ্ট হয়েন। এদিকে ব্রাহ্মণীরা ও শূদ্রাণীরাও কুঙ্কুম-তিলক অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিয়া থাকেন।

আমরা বেগবতীর ধারাতে (এক্ষণে পুষ্করিণীতে) স্নানান্তর বিষ্ণুকাঞ্চিতে গমন করিয়া শ্রীবরদারাজস্বামীর মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। পরে মন্দিরপ্রাঙ্গণস্থিত তীর্থের জলে হস্তপদাদি প্রক্ষালনপূর্ব্বক মন্দির প্রদক্ষিণান্তর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া বিষ্ণুদেবের তুলসী অর্চ্চনা ও নিত্যাভিষেকাদি দর্শন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলাম। পরে নিত্যভোগাদি দর্শন ও প্রসাদ পাইয়া পরিচিত বন্ধুবরের সহিত বেলা ১ঘটিকার সময় বাসায় আসিয়া পৌছিলাম। ঐ দিবস ও রাত্রি পবিত্র তীর্থস্থানে বাস করিয়া পরদিবস প্রাতে আপন গন্তব্য স্থানে যাইবার কারণ কাঞ্চিপুর ষ্টেসনে গাড়ীতে উঠিয়া বিল্বপুর ষ্টেসনে বেলা ১॥০ ঘটিকায় নামিলাম। তথা হইতে ৩২ মাইল গরুরগাড়ী যোগে দক্ষিণ আরকাড়ুর অন্তর্গত তিরুবন্নমলয় তালুকের অধীন তান-দ্রাই গ্রামে পৌছিলাম।

হরিকাণ্ডম্-নেল্লুর।

হরিকাণ্ডম্ নেল্লুর (Villupuram Guntakal State Ry.) বিল্বপুর হইতে ২২ মাইল অন্তর হইবে। এইস্থান একটী সামান্য পল্লী হইলেও পৌরাণিক বিষয়ে প্রসিদ্ধ। ইহা পেন্নার' (সংস্কৃত পিণাকিনী) নদীর বামতীরে অবস্থিত; নদীর ধারে গ্রেনাইট (Granite) পাহাড়ের উপর একটি শিবমন্দির আছে, তাহার দক্ষিণ ভাগে পাহাড়ের ভিতরেই দুইটি জলাশয়। একটির নাম ভীমতীর্থ, অপরটির নাম দ্রৌপদীতীর্থ, ভীমতীর্থ অপেক্ষাকৃত ছোট, ভীমতীর্থের জলে বিগ্রহের পূজাদি হইয়া থাকে বলিয়া উহাতে কাহাকেও অবগাহনাদি করিতে দেওয়া হয় না। দ্রৌপদীতীর্থের জল অতি পরিষ্কার, সাধারণ লোকে স্নান ও আহার কারণ উহা ব্যবহার করে। ইহা অতি গভীর এবং সকল ঋতুতেই জল প্রায় সমভাবে থাকে বর্ষাকালে একটু বাড়িয়া থাকে মাত্র। এই তীর্থের উত্তর ভাগে পাহাড়ের গায় ৬টি গুহা আছে, তাহা 'পাণ্ডবগুহা' নামে খ্যাত। এখানকার লোকে কহে যে, পাণ্ডবেরা বনবাস কালে এই স্থানে আসিয়া গুহা কাটাইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। তৎসময়ে বাসুদেব হরি এই নির্জ্জন স্থানে আসিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত

(১) Penner. (Pinakini.)

নিভৃতে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা হরিকাণ্ডম্' নামে অভিহিত হইতেছে। বর্ত্তমান মন্দির পাহাড়ের পশ্চিম ভাগে। এখানে ধান্য অধিক পরিমাণে জন্মায় বলিয়া উহা 'হরিকাণ্ডম্ নেল্লুর' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

গুহা ছয়টি গ্রেনাইট পাহাড় কাটিয়া প্রস্তুত হইয়াছে, এখনও তাহাতে ছেনির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। রাজতরঙ্গিণীর মতে পাণ্ডবেরা কলির ৬৫৩ বৎসর গতে আবির্ভূত হন ; এক্ষণে কলির ৪৯৯১ বৎসর গত হইয়াছে। অতএব উপরোক্ত প্রবাদ সত্য হইলে ৪৩০০ বৎসরের পূর্ব্বে ঐ গুহা পাণ্ডবদিগের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। পাথরের উপর ৪হাজার ৩শত বৎসরের ছেনির দাগ এখনো দেখিতে পাওয়া যায়, লোকে শুনিলে হাসিয়া উঠিতে পারে ; কিন্তু ইহা নিতান্ত বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয় না। এই হরিকাণ্ডম্-নেল্লুরের ৪।৫ মাইল আশপাশে ভগ্নাকার সমাধি দেখিতে পাওয়া যায়, উহা বালিরাজার ছাউনি বলিয়া খ্যাত। এই প্রকার সমাধি অসংখ্য আছে। ইহার গঠনপ্রণালী দীর্ঘে ৮ফুট হইতে ৬ফুট এবং গর্ত্তের গভীরতা ৫ফুট হইতে ৭॥• সাড়ে সাত ফুট পরিমাণ, এবং ঐ গর্ত্তের তিন দিকে ৩ খানি, ও উপরে ঐ পরিমাণের একখানা গ্রেনাইট প্রস্তরের শ্লেট দ্বারা ঢাকা। ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে অতি পুরাকালে ঐ সকল স্থানে মনুষ্যজাতির আবাস ছিল। উহাদের কতকগুলি রেল লাইনের উপর পড়ায়

(১) কাণ্ডম্ নির্জ্জনস্থানমিতি মেদিনী।

আমরা খুদিতে বা উঠাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। মাটির ভিতরে জেল্লাদার হাঁড়ী, কলসী ইত্যাদি ও কোন কোন স্থানে নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। উক্ত শ্লেটের অনেক পাথরে ছেনির দাগ দেখা গিয়াছে। এই শ্লেট কোন সময়ে কর্ত্তিত হইয়া এই-রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহা নিদ্ধারণ করিবার উপায় নাই।

যদি প্রবাদ মানিতে হয়, তবে পৌরাণিক গণনায় বালী-রাজার সময় ত্রেতার সন্ধিতে, এখন হইতে ৮লক্ষ ৭০ হাজার বৎসরের উপর হইবে; কিন্তু এই শ্লেট এতদিনের কিনা কে বলিয়া উঠিতে পারে? তবে ইহা যে অতি পুরাকালের এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে।

সিংহল দ্বীপের পুরাতন রাজধানী অনুরাধাপুরে লোহা-মাহাপয়া নামক যে বৃহৎঅট্টালিকা আছে তাহা দত্মগমনি দ্বারা ১৪১ খৃঃ পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল, উহাতে এখনও সুস্পষ্ট ছেনির দাগ দেখা যায়। ধর্ম্মাশোক বর্ত্তৃক পাথরের জয়স্তম্ভের উপর অনুশাসন খোদা আছে। তাহা খৃঃ ৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বের হইলেও অনেক স্থানের অনুশাসনলিপি পাঠোপযোগী ও সুস্পষ্ট আছে। গোয়ালিয়র দুর্গের উপর তেলি মন্দির নামে যে সুবৃহৎ মন্দির আছে। তাহা ক্রেগরায় নামক সুপ্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রীয় পুরাবেত্তার মতে, খৃঃ পূর্ব্ব ৪শত বৎসরেরও উপর হইবে। জেনারেল কনিংহেম সাহেব (আপন অর্চিওলজিকেল্ সর্বে রির্পোটে) উক্ত মন্দিরের বিবরণ দিয়াছেন; তাঁহার মতে উহা খৃঃ প্রথম শতাব্দিতে নির্ম্মিত হইয়াছে। ১৮৮০খৃঃ গোয়ালিয়র

মুরার কেণ্টন্‌মেণ্টে থাকিবার সময় আমরা উক্ত মন্দির অনেক বার দেখিয়াছিলাম, উহা সেণ্ডষ্টোন[১] শ্লেট দ্বারা বিনা মশলায় গাঁথা। প্রথম তলের[২] কএক খানি শ্লেট ভাঙ্গিয়াছিল। মেজর কিথ্ সাহেবের যত্নে উক্ত মন্দিরের মেরামত হইয়া মিউজিয়মে পরিণত হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি উক্ত মন্দিরের গাত্রের পাথরে অর্থাৎ বহিঃদিকের পাথরের কোণ ও কিনারা অতি পরিষ্কার আছে।

পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তে অনুমান করিতে পারা যায়, হরিকাণ্ডম্ নেল্লু-রের ৬টী পাণ্ডবগুহা ৪হাজার ৩শত বৎসরের হইতে পারে, তবে যে মহাত্মারা হিব্রু কালতত্ত্বে[৩] বিশ্বাস করিয়া পৃথিবীর বয়ঃক্রম খৃঃ পূর্ব্ব৪০০৪বৎসরমাত্র মানিয়া থাকেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।

পূর্ব্বোক্ত গ্রেনাইট পাহাড়ের উপর যে শৈবমন্দিরের কথা বলিয়াছি তাহা নিতান্ত আধুনিক বলিয়া বোধ হয় না। কিউ-লুরের শৈবমন্দিরের সম-সাময়িক হইবে। ঈশ্বরের ও পার্ব্বতী দেবীর পৃথক পৃথক মন্দির ব্যতিত একটি উৎসবমণ্ডপের কার্নিসের গঠনপ্রণালী নিতান্ত মন্দ নহে। গোপুরের উপর ইষ্টকনির্ম্মিত।

হরিকাণ্ডম্ নেল্লুরে ব্রাহ্মণের বাস নাই। অর্চ্চকেরা পিণা-কিনী নদীর পরপারে কিউলুর গ্রামে বাস করেন। প্রত্যহ নদী পার হইয়া আসিয়া মহাদেবের পূজা করেন।

---

(১) Sand Stone Slate. (২) First-Floor.

(৩) Hebrew chronology.

তিরুকোইলুর।

দক্ষিণ আর্কডু[১] জেলার তিরুকোইলুর তালুকের অন্তর্গত তিরুকোইলুর সহরে শ্রীবৈষ্ণবদিগের এক প্রসিদ্ধ বিষ্ণুমন্দির আছে। এই মন্দিরের গঠনপ্রণালী, তিরুবন্নমলয়ের শিবমন্দির অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। উৎসবমণ্ডপের স্তম্ভে উৎকৃষ্ট কারুকার্য্য রহিয়াছে। বহিঃপ্রকোষ্ঠের দেয়ালের উপর তিনটি ও মন্দিরের দরজার উপর একটি গোপুর বিদ্যমান আছে। কিউলুরের শিবমন্দির অপেক্ষা এটি নূতন বলিয়া বোধ হইল। বিষ্ণুমূর্ত্তি দণ্ডায়মান, তাঁহার হস্তে শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম, কণ্ঠে ১০৮ শালিগ্রাম মালা, বক্ষে মহালক্ষ্মী বিরাজমান, বাম পদের উপর ভর রাখিয়া দক্ষিণ পদ ব্রহ্মলোকাভিমুখে বাড়াইয়া দিয়াছেন; অদূরে পদ্ম-যোনি ও সনকাদি ঋষিরা পূজা করিতেছেন, আমরা অনেকবার স্বামীর দর্শন ও অর্চ্চনা করিয়াছিলাম। বাৎসরিক উৎসব মাঘ মাসের শুক্ল পঞ্চমী হইতে আরম্ভ হইয়া পূর্ণিমায় শেষ হয়। গরুড় বাহনোৎসব, তেপ্পনকুল উৎসব, দোলোৎসব, রথোৎ-সবাদি অতি সমারোহে সম্পন্ন হয়। নিত্য বেদপাঠ ও দেব-

(১) Arukadu, যাহাকে এক্ষণে Arcot কহে, উহা দুই অংশে বিভক্ত N. Arcot এবং S. Arcot আরকডুর বিবরণ দেখ।

নর্ত্তকীগণের নৃত্য হইয়া থাকে। প্রতি শুক্রবারে অভিষেকাদি উৎসব হইয়া থাকে, তজ্জন্য বহুলোকের সমাবেশ হয়।

গবর্ণমেণ্ট হইতে এই মন্দিরের ব্যয় কারণ ১৮ শত টাকা নির্দ্দিষ্ট আছে। ধর্ম্মকর্ত্তা উক্ত টাকা লইয়া দেবসেবা ও উৎসবার্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। পেন্নার বা পিণাকিনী নদীর বাম ভাগে দেবমুর নামক গ্রামের পার্শ্বে বিল্বপুর-গুণ্টাকুল-রেলওয়ের যে ষ্টেসন হইতেছে তাহা তিরুকোইলুর নামে অভিহিত হইবে।

স্থলপুরাণের মতে পুরাকালে বালখিল্য মহর্ষিরা দেবমুর গ্রামের সন্নিকটে পিণাকিনী তটে তপস্যা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা কোন স্থানে থাকিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহা নির্দ্ধারণ করা যায় না।

পূর্ব্বে জিঞ্জীর হিন্দু রাজাদিগের অধীনে আরূকদ্ ছিল, পরে বিজয়নগরের রাজাদিগের অধীনে হয়। প্রায় ১৬৫৪ খৃঃ, গোলকণ্ডার সুবা বেল্লুরের নরসিংহ রায়কে পরাভূত করিয়া জিঞ্জী মুসলমান-রাজ্যভুক্ত করিয়া লয় ও তথায় নবাব নামে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। ১৬৭৭ খৃঃ মহারাষ্ট্রবীর শিবজী জিঞ্জী অধিকার করিয়া দুর্গ সংস্কার করেন এবং ইহার প্রাকার দেয়াল অনেক স্থানে নূতন করিয়া তৈয়ার এবং গড়খাইর পঙ্কোদ্ধার করিয়া স্থানে স্থানে প্রশস্ত করেন। স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে শাসনকর্ত্তা রাখিয়া যান, কিন্তু তাঁহার গমনের অব্যবহিত পরেই মুসলমান শাসনকর্ত্তা পুনরায় জিঞ্জী অধিকার

করিয়া লয়। জিঞ্জীর হিন্দু রাজাদিগের দ্বারাই তিরুকোইলুরের বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

টিণ্ডীবনম্[১] রেল ষ্টেসন হইতে তিরুবন্নমলয় দিকে ১৮ মাইল দূরে জিঞ্জীর[২] ভগ্নাবশিষ্ট দুর্গ এখনও অনেকে দেখিতে যান। আমরা সময়াভাবে উহা দেখিতে পারি নাই।

কিউলুর।

হরিকাণ্ডম্ নেল্লুরের পশ্চিম পিণাকিনী বা পেন্নার নদীর দক্ষিণ তীরে পূর্ব্বোক্ত তিরুকোইলুরের বিষ্ণুমন্দিরের অর্দ্ধ মাইল দূরে কিউলুর নামক গ্রাম। এখানে একটি পুরাতন শিবমন্দির আছে, ইহা পাঁচ শত বৎসরের উপর হইবে। এই মন্দির এবং পূর্ব্বোক্ত হরিকাণ্ডম্ নেল্লুরের শিবমন্দিরের ব্যয় কারণ গবর্ণমেণ্ট হইতে বাৎসরিক ৯ শত টাকা বরাদ্দ আছে। উক্ত টাকা মন্দিরের ধর্ম্মকর্ত্তার তত্ত্বাবধানে নিত্যসেবায় ও বাৎসরিক উৎসবে ব্যয় হইয়া থাকে। কিউলুরের মন্দিরের নিত্যসেবায় বন্দোবস্ত উত্তম ও খরচ অধিক হইয়া থাকে। ফাল্গুন মাসে উৎসবকালীন বৃষভ ও রথোৎসব অতি সমারোহেই সম্পন্ন হয়। সেই সময়ে চারিদিক্ হইতে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

(১) Tindivonam. (২) Gingee.

মান্দ্রাজ।

১৮৮৬ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে কয়েক দিবস মান্দ্রাজে আসিয়াছিলাম, তদনন্তর ১৮৮৮ খৃঃ নবেম্বর ও ডিসেম্বরে কয়েক দিবস মাত্র মান্দ্রাজে থাকি। পুনরায় ১৮৯০ খৃঃ জুন ও আগষ্ট মাসে তথায় গিয়াছিলাম। প্রত্যেকবারে মান্দ্রাজে যাহা দেখিবার উপযুক্ত তাহা দেখিয়াছিলাম। কলিকাতার সদৃশ সমৃদ্ধিশালী না হইলেও মান্দ্রাজ সহর সমুদ্রতীরে বলিয়া স্বাস্থ্যকর তাহার সন্দেহ নাই।

সহরটি ব্লাকটাউন বা সহর ও শ্বেতসহর নামে দুই ভাগে বিভক্ত। ব্লাকটাউনে অবশ্য দেশীয়েরা বাস করিয়া থাকেন; রাস্তা অপ্রশস্ত হইলেও পরিষ্কার। শ্বেত সহরে ইংরেজরাই বাস করিয়া থাকেন; এখনকার রাস্তা সুপ্রশস্ত ও পরিষ্কার এবং প্রত্যেক বাটীতেই উত্তম ও সুদৃশ্য উদ্যান দেখিতে পাওয়া যায়।

১৬৩৯ খৃঃ ফ্রান্সিস্ ডে নামক জনৈক ইংরেজ ছিন্নাপ্পা নামক জনৈক দেশীয় রাজকর্ম্মচারির সাহায্যে চন্দ্রগিরির রাজা শ্রীরঙ্গ রায়লের নিকট হইতে এইস্থানে বন্দর স্থাপন করিবার জন্য এক সনন্দ প্রাপ্ত হয়েন এবং ছিন্নাপ্পা রাজকর্ম্মচারির সাহায্যে ঐ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া ছিন্নাপ্প-পাটনম্[১]

---

(১) Chinnappa-patnum.

নামে অভিহিত হয়; এখনও অনেকানেক দেশীয় লোক সহরকে ঐ নামে ডাকিয়া থাকেন। কোন্ সময় হইতে উহার মান্দ্রাজ নাম হইয়াছে, তাহা জানিবার অন্য উপায় নাই; সামান্য বন্দর হইতে আরম্ভ হইয়া ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী বিভাগরূপে পরিণত হয়। ১৭০২ খৃঃ অরঙ্গজেব বাদশাহের সেনানায়ক দাউদখাঁ মান্দ্রাজ অবরোধ করিয়াছিল। ১৭২৩ খৃঃ দুর্গের ভিতর এক টাকশাল (Mint) স্থাপিত হয়; ১৭৪০খৃঃ দুর্গ সুদৃঢ় করিবার পুনঃপ্রস্তাব হয়, ১৭৪১ খৃঃ মহারাষ্ট্রীয়েরা সহর লুঠ করিলে পর ১৭৪৩ খৃঃ ঐ দুর্গের সংস্কার ও বিস্তার করা হয়; ১৭৪৬খৃঃ ফরাসিরা দুর্গ অধিকার করিয়া সেই দুর্গ পুনর্ব্বার সংস্কার করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু সংস্কার পূর্ণ হইতে না হইতেই ১৭৪৮খৃঃ দুর্গ ও বন্দর ইংরেজরাজকে প্রত্যর্পণ করেন। ফরাসিরা যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল, ইংরাজেরা তাহা সম্পূর্ণ করেন; তদবধি দুর্গ সেই অবস্থাতেই আছে। ১৭৫৮ খৃঃ, ফরাসি গবর্ণর কাউণ্ট লালি[১] সাহেব দুইমাস দুর্গ অবরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইংরাজদিগের কয়েকখানি রণতরী আসিয়া পৌছিলে অবরোধ ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হন, তদবধি মান্দ্রাজ দক্ষিণ ভারতে ইংরাজদিগের রাজধানী রূপে স্থায়ী রহিয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট হাউস (রাজভবন), মেমোরিয়ল হল,[২] পচ্চাপ্পা হল,[৩] সিনেট হাউস, চিপক রাজভবন,[৪] কলেজবাটী, সেক্রেটরি-

---

(১) Count Lally. (২) Memorial Hall.

(৩) Patchappah. (৪) Chipak Palace.

য়ট বাটী, মান্দ্রাজ সেণ্ট্রাল রেলওয়ে ষ্টেসন[১], নূতন হাইকোর্ট বাটী, মান্দ্রাজ ক্লব, পোষ্টআফিস ও টেলিগ্রাফ বাটী, নূতন আর্ট-স্কুল ও মিউজিয়ম্ (যাদুঘর) ইত্যাদি দেখিবার উপযুক্ত স্থান।

সেণ্টজর্জ দুর্গের ভিতর চর্চ্চ[২] কাউন্‌সেল হাউস[৩] ও ব্যারাক নিতান্ত মন্দ নহে। পিপেলস্‌পার্ক,[৪] নেপিয়র্‌স্ পার্ক, রবিন্‌সনস্ পার্ক ও ত্রিপ্লিকেন পার্ক এবং বন্দর উত্তম স্বাস্থ্যকর স্থান, তথায় প্রাতে এবং অপরাহ্নে পরিভ্রমণে স্বাস্থ্যলাভ হয়।

দুর্গের ভিতর কাউন্সেল রুম ও লাট সাহেবের ভবনের সম্মুখে বলরুম ইহা ভারতেশ্বরীর প্রিন্স-অব-ওয়েলসের, মান্দ্রা-জের গবর্ণর ও কমাণ্ডর-ইন্-চিপ্ ও দেশীয় রাজাদিগের পূর্ণাকৃতি অয়েলপেন্‌টিং প্রতিমূর্ত্তি দ্বারা সুশোভিত; উভয় গৃহই সকল সময় দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু লাট সাহেবের প্রসাদ গবর্ণরের অনুপস্থিতি সময়েই দেখিতে পাওয়া যায়।

নূতন হাইকোর্ট বাটী দুর্গের পূর্ব্বভাগে ও মধ্য রোডের উত্তরদিকে প্রস্তুত হইতেছে; এই বাটীতে হাইকোর্ট উঠিয়া আসিলে পুরাতন হাইকোর্ট বাটী হারবার ট্রষ্ট কমিশনরদিগকে দেওয়া হইবে, তখন উহা কমর্শিয়েল হাউস্ রূপে পরিণত হইবে। পুরাতন হাইকোর্টের সম্মুখেই মান্দ্রাজ বন্দর সমুদ্র বেষ্টন করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে, ইহাতে যে কত অর্থ ব্যয় হইয়াছে

---

(১) Madras Central Railway Station.

(২) Church. (৩) Counsel Room.

(৪ People's, Napiar's, Robinson's.

তাহার সীমা নাই। এরূপ সমুদ্র ঘেরিয়া বন্দর তৈয়ার বোম্বাই করাচি প্রভৃতি অন্যান্য স্থানে কোথাও নাই। এইটি দেখিবার উপযুক্ত, হারবার হইতে মধ্য রোড সেণ্টজর্জ দুর্গের সম্মুখ হইয়া চিপক্ প্রাসাদ, কলেজ ও পবলিকওয়ার্কস্ বাটী হইয়া ত্রিপ্লীকেন্দিকে গিয়াছে; সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে বায়ু সেবনার্থ (গবর্ণর) লাট বাহাদুর, কাউন্সলের মেম্বর, হাইকোর্টের জজ বাহাদুর প্রভৃতি বড় বড় রাজকর্ম্মচারী ও সম্ভ্রান্ত ইংরেজ এবং দেশীয় ব্যক্তিগণ আসিয়া থাকেন। ১৮৮৬ খৃঃ ডিসেম্বরে বিচ্‌রোড ও সমুদ্র জলের মধ্যস্থলে কেবল বালুচর দেখিয়াছিলাম কিন্তু এখন তাহা উদ্যানে পরিণত হইয়াছে। সন্ধ্যার প্রাক্‌-কালে এই স্থানে আসিলে লাট বাহাদুর হইতে অধস্তন সমস্ত রাজকর্ম্মচারীদিগের দর্শন লাভ হয়, অথচ বিশুদ্ধ বায়ুসেবনও হইয়া থাকে।

পিপলস্‌পার্কের মধ্যস্থলে নূতন টাউনহল প্রস্তুত হইয়াছে তাহাও দেখিবার যোগ্য। ১৮৮৭ সালের ১লা জানুয়ারীতে এই পার্কের নিউইয়ার্স ডের উৎসব উপলক্ষে (ফেন্‌সিফিয়ার বাজারে) আগুন লাগিয়া কমবেশ ৩তিন শত মনুষ্য কালের করালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল, এবং তদপেক্ষাও কত মনুষ্য যে জখম হইয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই দিবস ঈশ্বরের কৃপায় ফেনসিফিয়ার বাজারে যাইতে ও উক্ত ঘটনার দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ইভিনিং (সন্ধ্যায়) বাজারে কার্য্যোপ-লক্ষে গমন করিতেছিলাম, সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে মধ্য পথ দিয়া

আবাসে প্রত্যাগমন করিতে করিতে কুমনদীর সেতুর উপর আসিয়া অগ্নিকাণ্ডের দীপশিখা অকস্মাৎ দেখিতে পাইলাম। তখন অগ্নিকাণ্ড এত গুরুতর হইয়াছে বুঝি নাই।

পর দিবস মধ্য পথ দিয়া সহরাভিমুখে আসিতে আসিতে সমুদ্রতীরবর্ত্তী শ্মশানে শত শত চিতা জ্বলিতেছে দেখিয়া অনুসন্ধানে জ্ঞাত হইলাম পূর্ব্ব রাত্রে পিপলস্ পার্কের অগ্নিকাণ্ডে যে সকল হতভাগ্যেরা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, তাঁহাদেরই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইতেছে, তখন অতি গুরুতর বলিয়া জানিতে পারিলাম; পিপলস্পার্কের নিকট আসিয়া দেখিলাম, পূর্ব্ব দিবসের বাজারের পরিবর্ত্তে অঙ্গার পড়িয়া রহিয়াছে, কোথাও বা অল্প অল্প ধূমশিখা উঠিতেছে, সেই সকল স্থানে মিউনিসিপলিটীর লোক জল ঢালিতেছে, জেনারল হাঁসপাতালের সম্মুখে আসিয়া দেখিলাম লোকে লোকারণ্য ভিড় ঠেলিয়া যায় কাহার সাধ্য, সকলেই আত্মীয়ের জন্য হাহাকার করিতেছে; ভিতরে যাইয়া তাহাদিগকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইতেছে; কিন্তু হাসপাতালের দ্বার বন্ধ, দ্বারের সম্মুখে দুইজন পুলিস প্রহরী থাকিয়া লোকের গতিরোধ করিতেছে। শুনিলাম হাসপাতালের অর্দ্ধেক স্থান অর্দ্ধমৃত দগ্ধ মনুষ্যাতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। এইরূপ মনিগার ছত্রের নিকটও হইয়াছিল। সহসা অগ্নিকাণ্ড হইবার কারণ এ পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই, কেহ কেহ কহিয়া থাকেন সহসা অগ্নি লাগে, কিন্তু অন্যে কহিয়া থাকে যে বদমাইস লোকে লুঠ করিবার মানসে অগ্নি প্রদান করিয়াছিল।

অগ্নি লাগিবার সময় ভদ্রমহিলাগণের গাত্র আভরণ ও ভদ্রলোকদিগের চেন ঘড়ী ইত্যাদি অলঙ্কার যে কাড়িয়া লইয়াছিল তাহাও সত্য। পর দিবস প্রাতে মৃত ব্যক্তিদিগের সনাক্ত করিবার জন্য অপর প্রায় তিন চার হাজার ব্যক্তি তথায় সমবেত হইলে কয়েকটী কুচক্রী ব্যক্তি জনরব করিল যে অসাবধানবশতঃ বাগান হইতে একটি ব্যাঘ্র পিঞ্জরা হইতে বাহির হইয়া লোক আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে; সেই সংবাদে সমস্ত লোক চারিদিগে পলায়ন করিতে লাগিলে, বদমাইসগণও সুযোগ পাইয়া পুনর্ব্বার গাত্র হইতে আভরণাদি সজোরে কাড়িয়া লইয়াছিল। যাহাই হউক উক্ত দুই দিবস মান্দ্রাজ সহরে অতি দুর্দিন বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।

মিউজিয়মটী দেখিবার উপযুক্ত, এই স্থানে বিবিধ প্রকার পক্ষী, সরীসৃপ, মৎস্য, শম্বুক, পতঙ্গ ইত্যাদির আদর্শ সংগৃহীত হইয়াছে। সকল প্রকার বীজের আদর্শ রাখা হইয়াছে, খনিজ পদার্থের আদর্শও যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ হইয়াছে, নানাবিধ নানা দেশীয় অস্ত্র, শস্ত্র, তীর, ধনুক, বন্দুক ও সকল দেশের এবং সকল সময়ের স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র মুদ্রার সংগ্রহ দেখিলাম, ভারতীয় শিল্পকার্য্যের আদর্শ দেখিয়া সন্তোষ লাভ করিলাম। উক্ত মিউজিয়ামে যে পুস্তকালয় আছে তাহাতে সাতহাজারের উপর গ্রন্থ সংগৃহীত আছে।

এখানে যে অব্জারভেটারি আছে তাহার মেরিডিয়েন হইতে ভারতবর্ষের সমস্ত রেলওয়ের সময় গণনা হইয়া থাকে;

ইহাকে সচরাচর মান্দ্রাজ টাইমস্ কহে; কলিকাতা মান্দ্রাজের পূর্ব্ব বলিয়া কলিকাতায় ১২।৩৩ মিনিট হইলে মান্দ্রাজে ঠিক ১২টা হইবে।

১৮০৮ খৃঃ মনিগার[১] চোলট্রী নামে দরিদ্র আবাস প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহাতে জাতি নির্ব্বিশেষে গরিব, অনাথ ও জরাতুরদিগকে আশ্রয় ও আহার এবং বস্ত্রাদি দেওয়া হইয়া থাকে। এই চোলট্রিতে অনেক ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ আছে, যে মহাত্মারা সকল নির্ম্মাণের ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন উক্ত প্রকোষ্ঠ তাঁহাদেরই নামে অভিহিত হইতেছে। ২৫০টি গরিবদিগের বাসোপযোগী ও ১১১টি রোগী থাকিবার স্থান আছে; আউটডোর (বাহিরের) রোগীও যথেষ্ট হইয়া থাকে। সম্প্রতি গরীব গর্ভিণীদিগের জন্য লাইংইন্[২] হসপিটেল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহাতে মাসিক অন্ততঃ ৪০। ৫০টি গরীব গর্ভিণী প্রসবার্থ আশ্রয় পাইয়া বিনা ব্যয়ে তৎকালের আহারীয় ও অন্যান্য আবশ্যকীয় সমস্তই পাইয়া থাকে। ইহা অল্প সুবিধার বিষয় নহে, এই চোলট্রির ব্যয় মাসিক চাঁদা ও গবর্ণমেণ্ট সাহায্য হইতে নির্ব্বাহ হয়।

জেনারেল হসপিটেল নামে যে বড় হসপাতাল সেণ্ট্রেল ষ্টেশনের নিকট আছে তাহাতে ২৪০ রোগী থাকিবার নিয়ম থাকিলেও ইংরেজেরাই থাকিতে পায়।

পাটচেপ্পা শেটীয়ার নামে কোন মহাত্মা নিঃসন্তান ছিলেন, তিনি মরণকালে আপন সম্পত্তি অছির হস্তে ন্যস্ত করিয়া যান;

(১) Manigor Choultry. (২) Lying-in Hospital.

সেই ষ্টেটের ফণ্ড হইতে মান্দ্রাজকলেজ, স্কুল এবং অন্যান্য স্থানে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে বিনা বেতনে বালক ও বালিকা-দিগকে শিক্ষা দেওয়াহইতেছে,পাটচেপ্পা কলেজের অন্তর্গত যে বৃহৎ বৃহৎ হল তাহাই পাটচেপ্পা হল নামে অভিহিত হইতেছে ; এই হলে সভা ও বক্তৃতাদি হইয়া থাকে। এই হলে কয়েক বৎসর হইতে থিয়সফিষ্টিক সোসাইটীর বাৎসরিক উৎসব হইয়া আসিতেছে।

চিঙ্গেলরাও নায়ক নামে এক সমৃদ্ধিসম্পন্ন সওদাগর মৃত্যুকালে পোষ্যপুত্র থাকিতেও আপন সম্পত্তি ট্রষ্টীর হস্তে ন্যস্ত করিয়া যান। তাঁহার উত্তরাধিকারী ব্যয় কারণ মাসিক বৃত্তি পাইয়া থাকেন মাত্র ; সম্পত্তির আয় হইতে দুইটী স্কুল চলি-তেছে ও ত্রিপ্লিকেনের পার্থসারথী স্বামীর নিত্য ভোগের বন্দোবস্ত আছে। তাঁহার এক প্রশস্ত গোলাপ পুষ্পোদ্যান আছে, সেই উদ্যানস্থ সমস্ত পুষ্পই পার্থসারথী স্বামীর সেবার্থ অর্পিত হইয়া থাকে।

১৮৭০ খৃঃ মারমালঙ্গ[১] পোলের নিকট মাউণ্টরোডের উপর কৃষিবিদ্যালয়[২] স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত বিদ্যালয়ে কৃষিকার্য্যের নূতন প্রণালী ও বিষয় সকল সুচারুরূপে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, এই বিদ্যালয়ের অন্তর্গত কয়েকটি মডেল ফরম্‌ও আছে, কিন্তু এই প্রকার মডেল ফরম্ বহুল পরিমাণে হওয়া আবশ্যক। একটি পশুচিকিৎসালয় ইহার মধ্যে আছে, এখানে গো মহি-ষাদির চিকিৎসা ও চিকিৎসার উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে।

---

(১) Marmalang. (২) Agricultural School.

ইহা হইতে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। কৃষির উপযোগী নানাবিধ বীজের সংগ্রহ ও হইয়াছে।

এই সহরে আর্টস্কুল আছে তাহা সকলেরই দেখিবার উপযুক্ত; এখানে সূত্রধর, স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, চিত্রকর, খোদকারিকর,[১] ভাস্কর ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর কার্য্যের উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে। কুম্ভকার বিভাগে নানাপ্রকার ফোলরিংটাইন জিল্লাদার[২] মাটীর ঘড়া, কুঁজা, বাটী ইত্যাদি মৃত্তিকার বাসন সকল প্রস্তুত হইতেছে। সূত্রধর বিভাগে নক্সাওয়ালা চেয়ার, খাট, পালঙ্ক, ব্রাকেট আদি প্রস্তুত হইতেছে। স্বর্ণকার বিভাগে দেশীয় অলঙ্কারের উপর নক্সাদি কারুকার্য্য হইতেছে। চিত্রকর বিভাগে ছাত্রেরা আদর্শ দেখিয়া চিত্রকার্য্য প্রস্তুত করিতেছে। কারপেট, আসন ইত্যাদি পশমের কার্য্যও হইতেছে।

মান্দ্রাজ হইতে ছয় মাইল দূরে আদিয়ার নদীর উপর আদিয়ার সেতুর অব্যবহিত পরে প্রশস্ত উদ্যানের মধ্যে সুবৃহৎ অট্টালিকায় থিয়সফিষ্টদিগের প্রধান আফিস; এই স্থানে মহাত্মা কর্ণেল অলকট সাহেব থাকেন। আদিয়ার লাইব্রেরী-নামে কয়েক বৎসর হইতে যে পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে অমূল্য দেশীয় সংস্কৃত, তামিল, তেলুগু, প্রাকৃতিক, সিংহলী জাপানিজ হস্তলিপি পুস্তকসংগ্রহ হইয়াছে ও হইতেছে;

---

(১) Engraver. (২) Glazer.

এই পুস্তকাগার ক্রমে অমূল্য রত্নের ভাণ্ডার হইবে। অনেকেই এই পুস্তকালয় দেখিতে আইসেন।

ত্রিপ্লিকেন নামক অংশে কর্ণাটিকের পেন্‌সন্ ভোগী নবাব ও অন্যান্য বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তিরা বাস করেন এবং তথায় পার্থসারথি স্বামীর সুবৃহৎ মন্দির ও মন্দিরের সম্মুখে চতুষ্কোণ সুপ্রশস্ত সুপ্রশান্ত তেপ্পনকুলম্ নামক পুষ্করিণী, এই পুষ্করিণীটির চারিদিক্ প্রস্তর দ্বারা বাঁধান। মন্দিরটি গ্রেনাইট প্রস্তরের দ্বারা নির্ম্মিত। মন্দিরে পূজাদির ব্যবস্থা মন্দ নহে, প্রতি শনিবারে বিশেষ সমারোহের সহিত পূজাদি হইয়া থাকে, উক্ত দিবসে বহুলোক দেবদর্শনার্থে আইসেন; অতএব যাঁহারা শাস্ত্রসম্মত পূজা ও অর্চ্চনাদি করিতে ইচ্ছুক অপর দিবসে দেবদর্শনে আসিয়া পূজাদি করিতে পারেন।

মাইলাপুর নামক অংশে ঈশ্বরস্বামীর মন্দির ও মন্দিরের সম্মুখে তেপ্পনকুলম্ নামক পুষ্করিণী, ত্রিপ্লিকেন তেপ্পনকুলম্ পুষ্করিণীর ন্যায় ইহারও চতুর্দ্দিক প্রস্তর দ্বারা বাঁধান; এই পুষ্করিণীতে রাত্রিকালে তেপ্পন্ অর্থাৎ বৃহৎ মঞ্চের উপর দেবকে বসাইয়া পুষ্করিণীর চারিদিকে লইয়া যাওয়া হয়। এই উৎসবকে তেপ্পন্ উৎসব কহে। রথ উৎসব নিয়মে সকল বিগ্রহেরই তেপ্পন্ উৎসব হইয়া থাকে এবং সকল দেবালয়েই তেপ্পনকুলম্ নামে এক একটি পুষ্করিণী ও সুবৃহৎ কাষ্ঠময় রথ বিদ্যমান রহিয়াছে; রথ ও তেপ্পন্ উৎসব ভিন্ন ভিন্ন দেবালয়ে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হইয়া থাকে। আমাদের দেশে আষাঢ়ী শুক্লদ্বিতীয়ায়

রথযাত্রা হইয়া থাকে, তাহা পুরুষোত্তমের জগন্নাথদেবের রথযাত্রার অনুকরণে সম্পাদিত হয়; দক্ষিণদেশে তামিল অঞ্চলে আমরা জগন্নাথ দেখি নাই। বৈশাখপত্তন[১] নামক সহরে শ্রীজগন্নাথদেবের প্রতিমূর্ত্তি ও দেবালয় বিদ্যমান আছে, এই স্থানে আষাঢ়ী শুক্ল দ্বিতীয়ায় রথোৎসব হইয়া থাকে।

পার্থসারথী স্বামীর মন্দির শ্রীবৈষ্ণবদিগের ও ঈশ্বর স্বামীর মন্দির স্মার্ত্তদিগের উপাসনার স্থান। ব্লাকটাউনে লিঙ্গশেটী[২] ও থম্বুশেটী ষ্ট্রীটে দুইটি মন্দির আছে, তাহাও দেখিবার উপযুক্ত।

মান্দ্রাজে পূর্ব্বে বাঙ্গালী ছিল না, সম্প্রতি জনাঞ্জী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এখানে কয়লার কার্য্যোপলক্ষে একটি আড্ডা করিয়াছেন। ১৭৯ নং লিঙ্গাশেটী ষ্ট্রীটে তাঁহার কার্য্যালয়। উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী ও রমাপ্রসাদ রায় মহাশয় প্রভৃতি ২।৩ বাঙ্গালী বাবু তথায় থাকেন। সম্প্রতি আর কয়েকটি বাবু মান্দ্রাজ আইস (Madras Ice Co.) কোং লক্ষ্ণৌ সহর হইতে বদলী হইয়া আসিয়া বাস করিতেছেন। উক্ত কোং একাউণ্টেণ্ট বাবুর নাম শরচ্চন্দ্র ঘোষ, নিবাস গরিফা শ্যামনগর।

কলিকাতা হইতে মান্দ্রাজ আসিতে হইলে কোষ্টিং ষ্টীমারে ৬ দিবসে এবং মেল ষ্টীমারে (Mail Steamer) ৪ চারি দিনে

(১) Vaisakha-Pattanam, City of Vaisakha or Kartikeya, Corrupted into Vizagapatam.

(২) Linga Chetty and Thumbu Chetty.

আসিতে পারা যায়। অথবা রেলগাড়ী দ্বারা হাবড়া হইতে চাপিয়া এলাহাবাদ হইয়া জব্বলপুর জংসন, মানমার জংসন, খুন্দ জংসন, রাইচুর জংসন তাহার পর আরকোনম্ জংসন হইয়া মান্দ্রাজে আসিতে পারা যায়। জাহাজে আসিলে কষ্ট কম হয়, কিন্তু হিন্দুদিগের পক্ষে আহারাদির অসুবিধা, তবে অহিন্দুদিগের পক্ষে স্বতন্ত্র। গাড়ীতে আসা অধিক কষ্টকর, তবে স্থানে স্থানে নামিয়া বিশ্রাম করিলে কষ্টের লাঘব হইতে পারে; সে বিষয়ে ২।১টী কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

প্রথমতঃ এলাহাবাদে নামিয়া বিশ্রাম করিলে ভাল হয়, তথায় ষ্টেশনের নিকট রমানাথ হালদার নামে জনৈক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য একটী বোর্ডিং (Boarding House) করিয়াছেন। তথায় আহারাদির ও শয়নের সুবিধা আছে। আহারাদির জন্য তিনি যে নিয়ম করিয়াছেন তাহা অতিরিক্ত বলিয়া বোধ হয় না; ইহা ব্যতীত আরও ২।১ টী স্থান আছে।

অপরাহ্নে আহারাদি সমাপন করিয়া জব্বলপুর একষ্টেন্সনের (Jubbulpur Extention) দিকে ৭।২২ মিনিটে মেল ট্রেনে রওনা হইলে পর দিবস প্রাতে ৫।২৫ মিনিটে জব্বলপুরে আসিয়া পৌছে। সহরটি ষ্টেশন হইতে ৩ মাইল দূর হওয়ায় আহারাদির সুবিধা নাই, এখানে গাড়ী প্রায় এক ঘন্টা থাকে, তৎপরে মানমারতে রাত্রি ৪।২০ মিনিটে আসিয়া পৌছে, তখন এখানে নামিয়া ষ্টেশনের বাহিরে সরাইতে গিয়া থাকিলে ক্ষতি

নাই; কিন্তু ১ ঘণ্টা পরে মানমার হইতে ধুন্দের গাড়ী ছাড়ে, তদনন্তর বেলা ১টার সময় ধুন্দ নামক স্থানে আসিয়া পৌছে; এই স্থানে বোম্বাই হইতে জি, আই, পি রেলওয়ের ডাকগাড়ী রাত্রি ১১টার সময় আসিয়া পৌছে, অতএব বিশ্রামের নিমিত্ত ১২ ঘণ্টা সময় পাওয়া যায়। ষ্টেসনের ২ হাজার ফুট ব্যবধানে ধর্ম্মশালা নামে হিন্দুদিগের একটী বিশ্রামগৃহ আছে। তথায় জলের পাইপ ও হাইড্রেণ্টের বন্দোবস্ত দেখিলাম, সেই স্থানে যাইয়া বিশ্রাম করিয়া রন্ধন করিয়া খাইলে অনায়াসে হইতে পারে; অথবা মানমারতে রাত্রি ৪।২০ মিনিটে নামিয়া সরাইয়ে যাইয়া আহারাদি করিয়া মানমার হইতে অপরাহ্নে যে গাড়ী ধুন্দেতে আইসে তাহাতে আসিলেও চলিতে পারে। এই গাড়ী জি, আই, পি রেলওয়ের মেল (ডাক) গাড়ী ধুন্দ ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিবার ১ ঘণ্টা পূর্ব্বে আসিয়া থাকে; ধুন্দ হইতে রাত্রি ১১টার সময় উঠিয়া পর দিবস বেলা ১১টার সময় রায়চুর জংসনে আসিয়া পৌছে; এই জংসন ষ্টেশনে জি, আই, পি, রেলওয়ের গাড়ী হইতে মান্দ্রাজ রেল কোং গাড়ীতে চাপিতে হয়। জি, আই, পি রেলওয়ে গাড়ী আসিবার ১ ঘণ্টা পরে মান্দ্রাজ রেল কোং গাড়ী মান্দ্রাজ অভিমুখে যাত্রা করে, অতএব বিশ্রাম জন্য ১ ঘণ্টা মাত্র সময় পাওয়া যায়।

দেওয়ান বাহাদুর[১] আর রঘুনাথ রাওর যত্নে রায়চুর রেল

(১) Dewan Bahadur R. Raghu Nath Raw.

ষ্টেশনে হিন্দুদিগের নিরামিষ আহারের বন্দোবস্ত হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীর আহার ।৵০ আনা, দ্বিতীয় শ্রেণী ।০ আনা, তৃতীয় শ্রেণী ৵০ আনা এইরূপ আহারের নিরিখ নির্দ্ধারিত হইয়াছে; বিশ্রাম ঘরে তিন ঘণ্টার অতিরিক্ত বিশ্রাম করিলে ।০ আনা ভাড়া স্বরূপ দিতে হয়; যদি কেহ দিবা রাত্র বিশ্রাম করিতে চাহেন তবে ॥০ আনা দিতে হয়। যদি কোন যাত্রী এলাহাবাদ হইতে আসিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়েন এবং রায়চুর ষ্টেশনে ১ ঘণ্টা মধ্যে আহারাদি সমাপন করিয়া লইতে না পারেন তবে তিনি পুরা এক দিবস বিশ্রাম করিয়া পর দিবস ১২।৪৫ মিনিটে মান্দ্রাজ রেল কোং ডাকগাড়ীতে মান্দ্রাজ আসিতে পারেন। তিনি ইচ্ছা করিলে ॥০ আনা দিয়া ষ্টেশনের হিন্দু বিশ্রামাগারে থাকিতে পারেন, অথবা রায়চুর ধর্ম্মশালায় গিয়াও থাকিতে পারেন।

রায়চুর সহরে পাহাড়ের উপর একটি পুরাতন দুর্গ আছে, ঐ দুর্গের পশ্চিমদিকের দেওয়ালের ফটকের নিকট ৪১ ফুট লম্বা এক থান পাথরে সংস্কৃত ভাষায় যে অনুশাসন খোদিত আছে তাহাতে জানা যায় ১২৯৪ খৃঃ অব্দে রাজা বিটল সেই দুর্গের ভিতরের রেম্পার্ট[১] নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দুর্গ মধ্যে ২১ ফুট লম্বা এক কামান্ আছে, উক্ত অনুশাসন ও কামান্ দেখিবার উপযুক্ত; যিনি এক দিবস এখানে বিশ্রাম করিবেন তিনি উক্ত কামান্ ও দুর্গ দেখিয়া প্রীত হইবেন সন্দেহ নাই।

(১) Rampart.

রায়চুর নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত একটি পুরাতন সহর, এখানে জেল্লাদার মাটীর বাসন উৎকৃষ্ট তৈয়ার হয়।

রায়চুর হইতে ১২।৪৫ মিনিটে গাড়ী ছাড়িয়া পর দিবস প্রাতে ৬।১৫ মিনিটে মান্দ্রাজ পৌছে, মান্দ্রাজে সাহেবদিগের জন্য অবশ্য উত্তম হোটেল আছে, হিন্দুযাত্রীরা কাল-সহরে (Black Town) এবং ইগ্‌মোর নামক স্থানে যে সকল ছত্র আছে তাহাতে থাকিতে পারেন; অহিন্দুরা হোটেলে থাকিতে পারেন; রেলপথে আসিতে কষ্ট ও সময় সাপেক্ষ।

মান্দ্রাজ সম্বন্ধে মান্দ্রাজ গাইড ও হাণ্টার সাহেবের গেজেট দেখ।

পুঁদিচারি।

১৮৮৮ অব্দের ডিসেম্বর মাসে বড়দিন উপলক্ষে ফরাসিদিগের প্রধান আবাস ও ফরাসি অধিকারের রাজধানী পুঁদিচারি দেখিতে যাই, পুনরায় ১৮৯০খৃঃ জুন মাসে দক্ষিণ আরুকড় জিলা হইতে উত্তর আরুকড়তে হদলি উপলক্ষে উক্ত সমুদ্রতীরবর্ত্তি সহর দেখিয়াছিলাম। এইটি করমণ্ডল উপকূলের প্রধান বন্দর। ১৬৭৪ খৃঃ ফ্রান্কা মার্টিন নামে ফরাসি এই স্থানে প্রথম আবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। দিনামারেরা ১৬৯৩ খৃঃ ফরাসিদিগের

নিকট হইতে উহা কাড়িয়া লইয়াছিল, ছয় বৎসর পরে ফরাসিরা উহা পুনঃপ্রাপ্ত হয়। কার্ণাটিক যুদ্ধের সময় ইংরেজেরা তিন দফায় পুঁদিচারি কাড়িয়া লয়। ১৭৫১ খৃঃ জানুয়ারি মাসে সার-আয়ার-কুট[১] পুঁদিচারি দখল করিয়া ইহার দুর্গের প্রাচীর সমস্ত ভাঙ্গিয়া ফেলে। ১৭৬৩ খৃঃ সন্ধি হইলে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট উহা ফরাসিদিগকে প্রত্যর্পণ করেন।

দ্বিতীয় কার্ণাটিক যুদ্ধের সময় ১৭৭৮ খৃঃ সার-হেক্টর-মন্‌রো উহা দখল করেন ; সাত বৎসর পর ১৭৮৫ খৃঃ সন্ধি হইলে ফরাসিরা উহা পুনঃপ্রাপ্ত হয়েন। ফরাসি বিপ্লবের সময় ইউরোপে পেনুন্‌সুলা-যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ১৭৯৩ খৃঃ ইংরেজ সেনা পুঁদিচারি দখল করিয়া লয়, ২৩ বৎসর ইংরেজরাজ আপন দখলে রাখেন। ফরাসিবিপ্লব থামিলে ১৮১৬ খৃঃ ফরাসিরা উহা পুনঃপ্রাপ্ত হয় এবং তদবধি উহা ফরাসিদিগের ভারতে রাজধানী হইয়া রহিয়াছে।

পুঁদিচারি সহর একটি নহর দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত, শ্বেত ও কৃষ্ণ নামে অভিহিত। শ্বেতসহর সমুদ্রতীরবর্ত্তি, তথায় ফরাসিরা বাস করে। কৃষ্ণসহরে দেশীয় লোকে বাস করিয়া থাকে। স্থানটি অতি স্বাস্থ্যকর, রাস্তা বেশ পরিষ্কার ও প্রশস্ত, রাস্তার ধারে ধারে বহুল পরিমাণে নারিকেল বাগান। অনেকে জল বায়ু পরিবর্ত্তন হেতু এই স্থানে আসিয়া বাস করিয়া থাকেন।

গবর্ণর বা রাজপ্রতিনিধির প্রাসাদ, ক্রেন মিসনচর্চ্চ ও পেরিস

---

(১) Sir Eyre Coote.

চর্চ্চ নামে গির্জ্জাদ্বয়, দুইটী পেগোডা, নূতন বাজার, ক্লকটাউর, বাতিঘর (লাইট হাউস), টাউন হল প্রভৃতি ভবন, কএকটি আর্টিজেন কূপ ও জেটী দেখিবার উপযুক্ত। সমুদ্রতীরে জেটীর সম্মুখে ডিউপ্লে (Dupleix) সাহেবের প্রস্তরময় মূর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। ইনি এক সময়ে ইংরেজদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দক্ষিণ ভারতে তুমুল সংগ্রাম বাধাইয়াছিলেন।

সমুদ্রতীরে বিচ্ নামক রাস্তা অতি পরিপাটী ও প্রশস্ত, তথায় প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে বায়ু সেবনের নিমিত্ত বসিবার বেঞ্চ সকল রহিয়াছে। এখানে কমবেশ ৪০টি আর্টিজেন কূপ আছে, তন্মধ্যে ৪।৫টি প্রধান। উক্ত কূপ হইতে জল আপনা আপনি উপরে উঠে। কূপ অবশ্য খনন করিতে হয়, ৫ হইতে ১০ ইঃ পরিমাণ লোহার নল দ্বারা বাঁধান হইয়া থাকে। পৃথিবী স্তরে স্তরে নির্ম্মিত, যে স্তর সমতল নহে যোড়ের মধ্য দিয়া জলীয় পদার্থ অল্পে অল্পে যাইতে পারে; জলীয় পদার্থের সাধারণ গুণ যে সমতল হইয়া থাকে অর্থাৎ দুই স্থানের জলীয় পদার্থ সমতল না থাকিলে কোন নল দ্বারা উক্ত দুইস্থলে যোজনা করিয়া দিলে নলের ভিতর দিয়া উর্দ্ধের জলীয় পদার্থ নিম্নগামী হইতে থাকিবে, ক্রমে নিম্ন সমতলের জল বাড়িয়া থাকিবে, এই নিয়মে আর্টিজেন কূপ হইতে জল আপনা আপনি উঠিয়া থাকে।

মনে কর একটি পাহাড়ের নিকট জল-অবস্থিতিস্তরের সমতল, সমুদ্র সমতল হইতে ১০০০ ফুট উপর, ও সেই স্তর ক্রমে

নীচু হইয়া পুঁদিচারির নিকট সমুদ্র সমতল হইতে ২০০ ফুট নীচু হইয়াছে এখন এই ১২০০ ফিট উচু হইতে নীচু হইবার দরুন জল প্রস্তরের ভিতর দিয়া গড়াইয়া আসিতে চেষ্টা করিবে। যদি পুঁদিচারিতে ১ একটী ২০০ শত ফুট কুপ খনন করিয়া পূর্ব্বোক্ত জল অবস্থিতিপ্রস্তরের সহিত লোহার নল দ্বারা যোজনা করিয়া দেওয়া হয় স্বভাবতঃ নলের ভিতর দিয়া জল উপরে উঠিবে, ইহাকেই আর্টিজেন কুপ কহিয়া থাকে। জেনারেল হস্‌পিটেল গৃহপ্রাঙ্গণে ১৮৫৩ খৃঃ একটি আর্টিজেন কুপ নির্ম্মিত হয়, কিন্তু তাহাতে জল অতি অল্প পরিমাণে উঠিয়া থাকে।

১৮৭০ খৃঃ কুনি চম্বথু-লক্ষ্মণ-স্বামী[১] শেটির পুরাতন তুলার কল বাটীর প্রাঙ্গণে ১৭৬ ফুট গভীর একটি আর্টিজেন কুপ তৈয়ার হয়, ইহাতে ৭॥০ ইঃ পাইপ দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইতে জমির উপর ৬ ফুট পর্য্যন্ত জল উঠিয়া থাকে। ইহা হইতে যে জল নির্গত হইতেছে উহা টিঞ্চার ইষ্টীল জলের আস্বাদনস্বরূপ অর্থাৎ ঐ জলে লোহমিশ্রিত আছে। যে সকল ব্যক্তি বহুমূত্রে ও সাধারণ দৌর্ব্বল্যে কষ্ট পান, উক্ত জল তাহাদিগের পক্ষে বড় উপকারী, বহুমূত্র রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ উক্ত জল ব্যবহার করিবার জন্য পুঁদিচারিতে আসিয়া বাস করিতেছেন। আপাততঃ কলটি বন্দ থাকাপ্রযুক্ত কল বাটীর ষ্টাফ্ কোয়াটারে (Staff Quarter) অনেকেই স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তন কারণ বাস করিতে যান। কলবাটীর প্রাঙ্গণ অতি বৃহৎ, আপাততঃ বাগান রূপে পরিণত

(১) Cooni Chambuttu Lakshman Swamy Setti.

হইয়াছে। ইহা ইংরাজি প্রথায় নানাবিধ পুষ্প, লতা, গুল্ম বৃক্ষাদি দ্বারা পরিশোভিত, অপর পার্শ্বে উত্তম উত্তম আম্র ও নানাবিধ উৎকৃষ্ট ফলের বৃক্ষ সকল রোপিত হইয়াছে। উক্ত আর্টিজেন কূপ দেখিতে যাইয়া দেখিলাম এক ভদ্র পরিবার স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত তথায় আট মাস বাস করিতেছেন। তাহারা স্নান, পান ও রসুই করিবার জন্য উক্ত টানিক জল ব্যবহার করিয়া সুচারু রূপে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। তথা হইতে পিপ্লস্ উদ্যান দর্শনার্থ গমন করি, উদ্যানটি অধিক দিনের না হইলেও অতি প্রশস্ত এবং নানাবিধ ফল ফুলে ও লতা গুল্মাদিতে পরিশোভিত। বাগানের মধ্যস্থলে একটি আর্টিজেন কূপ আছে, উক্ত কূপের জল হইতে উদ্যানের বৃক্ষা-দিতে সেচন হয়। কূপ হইতে জল অতি ধীরে ধীরে উঠিতেছে; বাগান পরিদর্শন করিয়া সহরের মধ্যস্থল হইয়া রাস্তার উপরি উক্ত বাটী ও দোকান সন্দর্শন করিতে করিতে কলবাই-দাশিব-শেটীয়ার ছত্র বাটীতে আসিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলাম। এই ছত্র বাটীর সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ১৮৭৯ খৃঃ পুঁদিচারি হইতে ৫ মাইল দূরে মুডিলিয়ারপেট[১] নামক স্থানে ৭০ ফিট গভীর একটি আর্টিজেন কূপ খনন হয়, ইহা হইতে অধিক পরিমাণে জল উঠিয়া থাকে। ইষ্টক নির্ম্মিত নালী বা একুইডক্ট[২] দ্বারা উক্ত জল পুঁদি-চারিতে আসিতেছে ও সহরের সকল রাস্তায় শাখা নল দ্বারা

(১) Modeliorpett, (২) Aqueduct.

উক্ত জল বিতরণ হইতেছে, ইহাই এখানকার ওয়াটার-সপ্লাই-স্কিম্ নামে খ্যাত। ওয়াটার সপ্লাইমেণ্টেনেন্স্ বলিয়া কোন খরচ নাই। জল সর্ব্বদাই নিম্নগামী হইয়া আসিতেছে ইহা কম সুবিধার বিষয় নহে।

নগ্নপত্তন[১] বন্দরে আর্টিজেন কূপ হইতে জল যোগাইবার বন্দোবস্ত আছে। লক্ষ্ণৌ ও তুতকুড়ি[২] সহরেও ঐ প্রকার কূপের সাহায্যে জল সরবরাহের প্রথা মঞ্জুর হইয়াছে এবং ঐ দুই স্থানে উক্ত প্রকার কূপ খনন হইতেছে। অম্বালা সহরে একটি আর্টিজেন কূপের নিমিত্ত ৬ শত ফুটের উপর খনন করা হইলেও জলস্থিতি স্তর মিলে নাই।

পুঁদিচারি সহর ছোট হইলেও বেশ সমৃদ্ধিশালী, সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের শাখা লাইন প্রস্তুত হওয়া অবধি এখানে বাণিজ্য বিস্তার হইয়াছে। মালগাড়ী মধ্যরোডে আসিয়া অপেক্ষা করে এবং ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যাদি সকল রপ্তানি হইয়া থাকে। দক্ষিণ আরুকত্ জিলায় বহুল পরিমাণে মাট্ বাদাম উৎপন্ন হইয়া থাকে, এই বাদামের তৈল ও খইল অধিক পরিমাণে, কলিকাতা, মরিসস্ রেঙ্গুন প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হইয়া থাকে।

এখানে খোলা ভাটীর কর না থাকা প্রযুক্ত দেশী মদ অতিশয় সস্তা, কাজেই অনেকেই পানে রত হইয়া থাকে।

---

(১) Negapatam in English. (২) Tuticorin.

এইটি ফরাসি গবর্ণমেণ্টের কলঙ্ক। ফরাসি চন্দন্‌ নগরেও ঐরূপ খোলা ভাটীর কলঙ্ক আছে তাহা অনেকেই অবগত আছেন।

ইউরোপীয়দিগের থাকিবার নিমিত্ত কয়েকটি উত্তম উত্তম হোটেল আছে ও হিন্দু আগন্তুকদিগের থাকিবার কারণ পূর্ব্বোক্ত কল্‌বাই-সদাশিব-শেটীয়ার ও তাঁহার ভ্রাতার ছত্র বাটী ভিন্ন অপর কয়েকটি ছত্রও আছে, সে সকল উক্ত শেটীয়ার ছত্রবাটীর সদৃশ না হইলেও সাধারণ লোকের থাকিবার উপযুক্ত, বিশেষতঃ আগন্তুকদিগকে বাটী ভাড়া হিসাবে একটী পয়সাও দিতে হয় না।

ব্রিটীশষ্টীম্‌ নেবিগেসন কোং কোষ্টীং ষ্টীমার পুঁদিচারি বন্দরে ধরিয়া থাকে অতএব জাহাজে করিয়া আসিলে একবারে পুঁদিচারিতে উপস্থিত হওয়া যাইতে পারে।

এখানকার ভাষা তামিল ও ফরাসি। এখানে এক কলোনিয়ল কলেজ ও কয়েকটি স্কুল, সাধারণ পুস্তকাগার, কেথলিক মিশনস্কুল, দুইটি অনাথবন্ধু বালকবালিকা-বিদ্যালয় বিদ্যমান আছে।

---

(১) পুঁদিচারির ইংরাজী তিন প্রকার যথা,—Pondicharri, Puducheri, Pulcherie. অতএব পুঁদিচারি হইবে কি পুদুচারি, কিন্তু সাধারণ লোকে পুঁদিচারি বলিয়া থাকে।

কড়েলুর।

দক্ষিণদেশে পর্ব্ব উপলক্ষে অবকাশ বড় কম, এখানে শারদীয়া মহাপূজাও নাই আর বারদিন অবকাশও নাই। মহাপূজার পরিবর্ত্তে এখানকার দ্রাবিড় লোক নবরাত্র ব্রত করিয়া থাকে, তজ্জন্য এক দিবস মাত্র অবকাশ আছে; দ্রাবিড় দেশে পেগোডার উৎসবই প্রধান উৎসব; যখন যে পেগোডায় উৎসব হয় তখন সেই ডিষ্ট্রীক্টের লোকই কেবল অবকাশ পাইয়া থাকে। বড়দিন উপলক্ষে ২৪শে ডিসেম্বর হইতে ১ জানুয়ারি পর্য্যন্ত সাধারণ অবকাশ পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবকাশে হিন্দুরা তীর্থ পর্য্যটনে দিন অতিবাহিত করিয়া থাকেন; আমরাও গতবারে সে সুবিধা লইতে ক্রটী করি নাই।

উক্ত অবকাশে কয়েক দিবসের জন্য কডেলোর,[১] চিদম্বর[২] কুম্ভঘোনম্,[৩] তঞ্জাবুর,[৪] তিরুবাদী,[৫] মধুরাপুরী,[৬] তুতকুড়ি,[৭] তেনিবল্লী,[৮] ত্রিশিরাপল্লী,[৯] শ্রীরঙ্গ,[১০] ও জম্বুকেশ্বর,[১১] দর্শন করিয়াছিলাম।

(১) Cuddalore. (২) Chidamberam.
(৩) Combaconam (Kumbbaghonam.) (৪) Tanjore.
(৫) Tirubadi. (৬) Madura. (৭) Tuticorin.
(৮) Tinnivelly. (৯) Trichinapolli. (১০) Srirangam.
(১১) Jambukeswaram.

২৩ ডিসেম্বর হরিকাণ্ডম্ নেলুর হইতে বেলাষ্ট ট্রেনে বিল্ল-পুরম্ (Villupuram) নামক এস, আই, আর (S. I. R.) ষ্টেশনে আসিয়া খালি গাড়ীতে রাত্র যাপন করি; লোকেল ট্রেন রাত্রি ৪ টার সময় আসিলে তাহাতে ৬৷৩০ মিনিটে নূতন কডে-লুর (New Cuddalore) নামক ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম; ইহা দক্ষিণ-আর্‌কট্ জিলার সহর, এবং সমুদ্রতীরবর্ত্তী একটি বন্দর; ১৬৮৩ খৃঃ এই স্থানে ইংরাজেরা প্রথমে উপস্থিত হন এবং ১৬৯০ খৃঃ মহারাষ্ট্রীয় সম্রাটের নিকট হইতে এখানকার দুর্গ খরিদ করেন। ১৭৫২ খৃঃ করমণ্ডল তীরে ইহা প্রধান বন্দর ছিল; ১৭৫৮ খৃঃ ফরাসিরা দুর্গ অধিকার পূর্ব্বক নষ্ট করিয়া-ছিলেন ও কডেলুর বন্দর ১৭৫৮ খৃঃ পর্য্যন্ত ফরাসিদিগের অধি-কারে থাকে। সার-আইয়ার-কুট পুঁদিচারি অবরোধ করিলে ফরাসিরা কডেলুর পরিত্যাগ করিয়া যায়, তখন ইংরাজরাজ পুনরায় অধিকার করে; ১৭৮২ খৃঃ হাইদার আলির সাহায্যে ফরাসিরা কডেলুর অধিকার করিয়া ৩ বৎসর পরে ইংরাজ-দিগকে প্রত্যর্পণ করে।

এখানে ডিষ্ট্রিক্ট জজ, মাজিষ্ট্রেট, মুন্সেফ, পূর্ত্তবিভাগের ইঞ্জিনিয়ার, জঙ্গল বিভাগের (Forest Department) কন্‌সার-ভেটার, সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের রেসিডেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার থাকেন।

এখানকার জলবায়ু বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যকর; সহরটি বৃহৎ, বহু প্রজাবিশিষ্ট ও সমৃদ্ধিশালী। এখানে আমার প্রিয় সুহৃদ্ শিবজী

রাওর বাস, তিনি পূর্ব্বেই আমাদের আগমন সংবাদে তাঁহার পুত্রকে পাঠাইয়াছিলেন; অতএব বন্ধুবরের পুত্র পূর্ব্বাহ্ণে ষ্টেশনে আসিয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

গাড়ী হইতে নামিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারে তাঁহাদের বাটীতে পৌঁছিলাম; পরে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া স্নানান্তে তিরুপাপুলিয়ুর শিবমন্দির দর্শনে যাত্রা করিলাম; এখানে পড়লেশ্বর মহাদেব বিরাজমান, আমরা মন্দিরে যাইয়া দর্শন পূজা অর্চ্চনাদি সমাপনান্তে সহরের শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে বন্ধুবরের আবাসে প্রত্যাগমন করিলাম।

এখানে জজ সাহেবের কাছারি, কালেক্টরের কাছারি, জেলখানা, সেণ্ট জোসেফকলেজ, জিলা-স্কুল, ইংরেজ চর্চ্চ বা ভজনালয় ইত্যাদি কয়েকটী প্রধান প্রধান বাটীও বাঙ্গলা আছে এবং সহরের মধ্যে অন্যান্য যে সকল বাটী আছে তাহাদের গঠন প্রণালী অতি উত্তম, পথ অতি প্রশস্ত ও পরিষ্কার, সমুদ্রতীরেই সেণ্টডেবিড দুর্গের ভগ্নাবশিষ্ট এবং তাহার সম্মুখেই ক্লাইব সাহেবের পুরাতন বাঙ্গলা বাটী সন্দর্শন করিলাম; কথিত আছে ক্লাইব সাহেব এই বাঙ্গলায় থাকিতেন।

এখানে অনেকগুলি পেন্‌সনভোগী সিপাহী এবং রাজকর্ম্মচারি বাস করিয়া থাকেন। এখানে ৫০ হাজার লোকেরও অধিক বাস করে। অতঃপর বন্ধুবরের বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করণান্তর আহারাদি সমাপন করিয়া ৩।২৩ মিনিটের ট্রেনে চিদম্বর উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

চিদম্বর।

১৮৮৯ সালে ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে অপরাহ্নে ৫ টার সময় চিদম্বর রেল ষ্টেশনে নামিয়া দেখি আমাদের জন্য বুলক গাড়ি অপেক্ষা করিতেছে। প্রিয় সুহৃদ শিবজীরাওর বন্ধু এখানকার তহশীলদার, তিনি আমাদের আসিবার কথা পূর্ব্বেই তাঁহার বন্ধুবরকে জানাইয়াছিলেন অতএব তাঁহারই প্রেরিত বুলক গাড়িতে উঠিয়া সহরে আসিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিলাম। আমাদের বাসার কারণ আলাহিদা একটি বাটী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর চিদম্বরেশ্বর মহাদেব দর্শনে যাইলাম। মন্দিরে যাইয়া দর্শন, পূজা ও অর্চ্চনাদি করিয়া অতি সন্তোষ লাভ করিলাম।

চিদম্বরেশ্বর অর্থ জ্ঞানাকাশ-ঈশ্বর। চিদম্বর কডেলুর হইতে দক্ষিণে ২৬ মাইল দূরে স্থিত। এখানে ১৫ হাজার লোকের বাস। মহাদেবের পাঞ্চভৌতিক মূর্ত্তির অন্যতম আকাশ মূর্ত্তি এখানে বিরাজমান, স্থলপুরাণের মতে পঞ্চম মনু বৃদ্ধাবস্থায় আপন রাজ্য সন্তানদিগকে বিভাগ করিয়া দেন, শ্বেতবর্ণ নামে তাঁহার যে পুত্র ছিল তাঁহাকে গৌড়দেশ অর্পণ করেন। সেই শ্বেতবর্ণ শ্বেতকুষ্ঠ রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। অতএব রাজ্য গ্রহণ না করিয়া তীর্থপর্য্যটন ও নানা দেশ দর্শন

করিবার নিমিত্ত বহির্গত হয়েন, ক্রমে দক্ষিণ দেশাভিমুখে ভ্রমণ করিতে করিতে কাঞ্চীপুরে উপস্থিত হইয়া কোন ব্যাধের মুখে শুনিলেন যে, চিদম্বর নগরে ব্যাঘ্রপদ[1] নামে কোন ঋষি বাস করিতেছেন। শ্বেতবর্ণ তৎশ্রবণে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ঐ ব্যাধকে পথ প্রদর্শক করিয়া ঋষিবরকে দেখিবার অভিপ্রায়ে চিদম্বরের নিকট আসিয়া পৌছেন। এই জঙ্গলের মধ্য স্থানে একটি সামান্য মন্দিরে আকাশরূপী ভগবান্ শঙ্করদেব বিরাজমান ছিলেন, এই মন্দিরের সন্নিকটেই মুনিবর ব্যাঘ্রপদ বাস করিতেন। শ্বেতবর্ণ আসিলেই ব্যাঘ্রপদ তাহা জানিতে পারিলেন। ঋষিবর ভগবান্ মহাদেবের আদেশে শ্বেতবর্ণ রাজাকে হেম নামক তীর্থে স্নান করিতে আদেশ করিলেন। সেই তীর্থে স্নান করিবা মাত্রই রাজার ধবল-রোগ অপসারিত হইয়া তাঁহার বর্ণ স্বর্ণ সদৃশ হইল। সেই অবধি তিনি শ্বেতবর্ণের পরিবর্ত্তে হিরণ্যবর্ণ নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। তখন তিনি আকাশরূপী মহাদেবের নূতন করিয়া উৎকৃষ্ট কবিল[2] নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

আকাশরূপী মহাদেবের মন্দির মধ্যে কোন বিগ্রহ বা লিঙ্গ নাই। দেবালয়ের সম্মুখে একটী পর্দ্দা থাকে সেই পর্দ্দায় আকাশ-লিঙ্গ লেখা আছে। কোন আগন্তুক যাত্রী দেবদর্শনে আসিলে, অর্চ্চকেরা পর্দ্দা উঠাইয়া ধরেন তখন দেওয়াল মাত্র দেখিতে

(১) হস্ত পদ ব্যাঘ্র সদৃশ বলিয়া উক্ত নামে অভিহিত।

(২) কবিল অর্থে মন্দির।

পাওয়া যায়, কারণ আকাশরূপী লিঙ্গ মানবচক্ষুর গোচর হয় না। এই লিঙ্গ চিদম্বর-রহস্য নামে কথিত হইয়া থাকে ও তাহা হইতেই সহরের নাম চিদম্বর হইয়াছে।

এখানকার ব্রাহ্মণেরা দীক্ষিত নামে অভিহিত হন। ক্ষেত্র-মাহাত্ম্যের মতে পদ্মযোনির আদেশে তাঁহারা তেল্লাই হইতে বারাণসীতে গমন করিয়া বাস করিতে থাকেন। চিদম্বরের যে স্থানে তাঁহারা পূর্ব্বে বাস করিতেন, এখন তাহা তেল্লাই-বলগুার-পেটা নামে অভিহিত হয়। তাহাদের সংখ্যা ৩,০০০ হাজার ছিল।

হিরণ্যবর্ণ চিদম্বর-রহস্য দেবের অনুমতি ক্রমে বারাণসী হইতে উক্ত তিন হাজার দীক্ষিত ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করিয়া পাঠান। রাজা আহ্বান করিয়া পাঠাইলে, তাঁহারা প্রত্যেকে এক এক খানি গাড়ি করিয়া আইসেন। ক্রমে সকল গাড়ী আসিয়া পৌঁছিলে দেখা হইল ২৯৯৯ খানি গাড়ি আসিয়াছে। তখন কে আসেন নাই ইহা জানিবার নিমিত্ত রাজা অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন সভা-নায়কেশ্বর নামে কোন দীক্ষিত আসেন নাই। তজ্জন্য তিনি দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে আকাশবাণী হইল যে, মহাদেব নিজেই সেই অনাগত দীক্ষিত।

টেলার সাহেবের মতে দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে বীর-কোলরায়ার চোলরাজকর্ত্তৃক কনকসভা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মথুরার স্থলপুরাণোক্ত পুন্ ওরফে সুন্দরপাণ্ড্য চিদম্বরে আসিয়া কনকসভা দেখিয়া যান।

মেকেঞ্জী সাহেব কৃত হস্তলিপি অনুবাদ অনুসারে ৯৩৭-৯৯৭ খৃঃ মধ্যে কোন সময়ে বিজয়রাজ আদিত্যবর্ম্মা নামে কোন রাজা চিদম্বরের কালী দেবীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। অপরাপর মন্দির কোন সময়ে ও কাহার দ্বারা নির্ম্মিত হয় তাহা জানিবার উপায় নাই। মধুরাপুরীর খ্যাতনামা বিশ্বনাথ নায়কের পৌত্র পেরিয়-বিরপ্পা ১৫৭৩-৯৫ খৃঃ মধ্যে বাহিরের বৃহৎ রেমপার্ট(১) নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয় তিনি অবশ্য কোন মন্দির অথবা সহস্র-স্তম্ভ-মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন।*

১৭৮৫ খৃঃ কোন বিধবা স্ত্রীলোক ২ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া মন্দিরের চতুর্দ্দিকে দুইটি প্রাচীর সংস্কার ও চারিটি গোপুর নির্ম্মাণ করিয়া দেন। বাহিরের প্রাচীরটী ৩০ ফুট উচ্চ, উহা প্রস্তর নির্ম্মিত, ভিতরের প্রাচীর প্রায়ই ইষ্টক নির্ম্মিত, ইহার উচ্চতা প্রায় ২৮ ফুট।

মন্দিরের ভিতর চারিটি বড় বড় মণ্ডপ আছে। প্রথমটী চিৎসভা, ২য়টী কনকসভা, ৩য়টী দেবসভা, ৪র্থটী নিবর্ত্ত্য সভা। অপর একটি বৃহৎ মন্দিরে নটেশ্বর মহাদেব বিরাজমান আছেন। কথিত আছে কোন সময়ে ভগবান্ মহাদেব দেবীর সহিত নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া একপদে নৃত্য করিয়া দেবীকে পরাজয় করিয়াছিলেন; অতএব সেই সময় হইতে নটরাজ বা নটেশ্বর নামে অভিহিত হইয়া নটমূর্ত্তিতে এইস্থানে অবস্থান করিতে-

(১) Rampart.

ছেন। মূর্ত্তি মনুষ্যাকৃতি দুই হস্ত দুই পদ; এক পদে দণ্ডায়মান ও অপর পদ উপরে উঠাইয়া রাখিয়াছেন। এই স্থানে প্রধান পূজা হইয়া থাকে। এই নটেশ্বরের মূর্ত্তি অন্যান্য দেবালয়েও দেখিতে পাওয়া যায়।

এই নটেশ্বরের মন্দির ও মূর্ত্তি কোন সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা স্থির করা সুকঠিন, মধুরাপুরীর স্থলপুরাণের মতে মধুরাপুরীর নির্ম্মাণকর্ত্তা কুলশেখর পাণ্ড্যের পৌত্রীর বিবাহ-সভায় ব্যাঘ্রপদ মুনি উপস্থিত ছিলেন, তিনি চিদম্বর হইতে তথায় গিয়াছিলেন, চিদম্বরে নটরাজের নৃত্য দর্শন করিয়া তিনি প্রত্যহ জলগ্রহণ করিতেন, মধুরাপুরীতে রাজকন্যার বিবাহের পর অপর ব্রাহ্মণেরা আহার করিতে বসিলে তিনি আহার করিতে অস্বীকৃত হন, সুন্দরলিঙ্গ তাহা জানিতে পারিয়া ভক্তের কষ্ট দূর করণার্থ মধুরাপুরীর রজত-মণ্ডপে নৃত্য সন্দর্শন করাইলে তিনি জল গ্রহণ করিয়াছিলেন। কোন কোন ইতিহাসবেত্তার মতে কুলশেখর রাজার পৌত্রীর বিবাহ খৃঃ ৫০০ শত বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল, কিন্তু স্থলপুরাণের মতে শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ব্বে ত্রেতাযুগে হইয়াছিল, অতএব নটেশ্বর সুন্দর-লিঙ্গের পূর্ব্বে না হইলেও সমসাময়িক বলা যাইতে পারে। এখানকার আর একটি মন্দিরে বিষ্ণুর শেষশায়িনী মূর্ত্তি বিরাজমান, মূর্ত্তিটী শ্রীরঙ্গমের শ্রীরঙ্গনাথের সদৃশ। এখানেও শেষশায়ী বিষ্ণুর পূজাদি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

প্রাঙ্গণের অপরদিকে পিন্নি-ইয়ার নামক মন্দিরে বিঘ্নেশ্বরের

অতি বৃহৎ মূর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রাঙ্গণের আর এক ধারে শিবগঙ্গা বা হেমতীর্থ নামক একটী পুষ্করিণী আছে, ইহা দীর্ঘে ১৫০ ফুট প্রস্থে ১০০ ফুট চারিদিকে পাথর দিয়া বাঁধান।

ক্ষেত্রমাহাত্ম্যের মতে হেমতীর্থের উপরেই এই তীর্থ নির্ম্মিত হইয়াছে ইহাতে এখন স্নান করিলে হেমবর্ণ না হইলেও ইহা অতি পুণ্যতীর্থ, ও সকল যাত্রী ইহাতে স্নান করিয়া থাকে, সেই কারণ জলের বর্ণ সবুজ। পানীয় জলের কারণ চারিটি কূপ আছে।

মন্দিরটি দুই নদীর পলি জমির উপরে নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরের অনেক দূর পর্য্যন্ত পাথরের খনি না থাকিলেও বাহিরের প্রাচীর পরিষ্কার পাথরের দ্বারা নির্ম্মিত, সমস্ত প্রাঙ্গণ গ্রেণাইট্ পাথরের দ্বারা বাঁধান।

সহস্র স্তম্ভমণ্ডপের প্রত্যেক স্তম্ভ এক একটি বৃহৎ প্রস্তরে নির্ম্মিত, উক্ত মণ্ডপের সম্মুখের প্রাঙ্গণে ৭০টি গ্রেনাইট্ থাম বিদ্যমান আছে; তাহার উপর উৎসবকালীন পাণ্ডাল[১] তৈয়ার হইয়া থাকে।

গোপুর সকল ৩০ ফুট পর্য্যন্ত বড় বড় পাথরের দ্বারা নির্ম্মিত; ঐ সকল পাথর অন্ততঃ বেল্লারু[২] নদীর পর পার হইতে আনয়ন করা হইয়া থাকিবে, নিবর্ম্ম-সভামণ্ডপে যে এক স্তম্ভ আছে তাহার কার্য্য অতি পরিষ্কার।

---

(১) তামিল পাণ্ডাল অর্থে আটচালা।

(২) Veilaru River.

কর্ণাটিক যুদ্ধের সময়ে কখন ফরাসিরা কখনও বা ইংরাজেরা এই দেবালয়ের প্রাঙ্গণ অধিকার করিয়া সৈন্য সমাবেশ করিত। ১৭৫৩ খৃঃ ফরাসিরা ইহা দখল করে। ১৭৫৯ খৃঃ ইংরাজেরা ফরাসিদিগের নিকট হইতে লইবার চেষ্টা করিলেও সমর্থ হয় নাই। কিন্তু ১৭৬০ খৃঃ মেজর-মনস্থন ইহা অধিকার করিয়া লয়েন।

১৭৮০ খৃঃ হাইদার আলি আসিয়া উহা দখল করিয়া পুঁদি-চারির সহিত খবরাখবর রাখিবার কারণ এই স্থানে কতকগুলি সৈন্য রাখিয়াছিলেন, ১৭৮১ খৃঃ সার্ আইয়ার কুট্ ইহা দখল করিবার কারণ আসিলে হাইদার আলির সৈন্য কর্তৃক পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়েন।

কর্ণাটিক যুদ্ধের সময় সকল মন্দিরেরই পূজার ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। ১৭৯৩ খৃঃ টিপুসুলতানের সহিত সন্ধি হওয়া অবধি সকল মন্দিরেরই দেবসেবা নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া আসিতেছে।

পৌষমাসের শুক্লপঞ্চমী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই দেবালয়ের বাৎসরিক উৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং উৎসবকালীন চারিদিক্ হইতে ৩০ হাজার হইতে ৪০ হাজার পর্য্যন্ত লোক আসিয়া থাকে। লোকের বিশ্বাস, উৎসবকালীন দেবদর্শনে অধিকতর ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় এইরূপ অন্যান্য মন্দিরেও ঐ সময়ে উৎসব হইয়া থাকে।

দীক্ষিতেরা আপন আপন সভা করিয়া মন্দিরের কার্য্য করিয়া থাকেন, কোন কার্য্য করিতে হইলে সকল দীক্ষিতেরা

মন্দির-প্রাঙ্গণে 'একত্রিত হইয়া সকলে আপন আপন মত দিলে ও তর্ক বিতর্কের দ্বারা সকলের একমত হইলে তবে তাহা কার্য্যে পরিণত হয়, তাহাদের মধ্যে যদি একটীরও মত বিরোধ হয় তবে তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। বালকেরাও উপনয়নের পর হইতেই উক্ত সভার সভ্যভুক্ত হইয়া থাকে। সেই কারণে ৫ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে না হইতেই উপনয়ন কার্য্য সমাধা হয়। দীক্ষিতেরা আপনাদিগের মধ্যে আদান প্রদান করিয়া থাকে।

আমরা ক্রমে নটরাজ, আকাশরূপী চিদম্বরেশ্বর, মহাবিষ্ণু, মহাকালী ও বিশ্বেশ্বরের পূজাদি যথারীতি করিলাম, পরে বালকদিগের বেদাবৃত্তি শুনিয়া রাত্রি ৯৷৷০ ঘটিকার সময়ে নির্দ্দিষ্ট আবাসে ফিরিয়া আসিলাম। পর দিবস প্রাতে অপর কয়েকটি মন্দিরে যাইয়া দেবদর্শন ও পূজা করণানন্তর সহরের অবশিষ্টাংশ পরিদর্শন করিয়া সত্বর স্নান আহারাদি সমাপনপূর্ব্বক কুম্ভঘোণ নামক পুণ্যতীর্থে গমনেচ্ছুক হইয়া রেলওয়ে ষ্টেসনে আসিলাম।

এই পুণ্যভূমিতে আমরা ১৬ ঘণ্টা মাত্র ছিলাম; অতএব মন্দিরাদির গঠনপ্রণালী পুংখানুপুংখরূপে দেখিবার ও দেবালয়ের আয় ব্যয়াদি ও দেবতাদিগের আভরণ ও বাহনাদির মূল্যের সংবাদ লইবার অবকাশ পাই নাই।

কুম্ভঘোণম্।

২৫শে ডিসেম্বর ১৮৮৯ সালে বেলা ৯টার প্রাক্‌কালে আমাদের চিদম্বর ষ্টেসনে আসিবার পূর্ব্বেই লোকেল ট্রেন্ আসিয়া পৌঁছিয়াছিল আমরা সত্বর হইয়া আপন আপন স্থানে বসিলাম অনতিবিলম্বে গাড়ী ফুৎকার দিয়া সজোরে ছাড়িয়া দিল, আমরাও উভয়দিকে প্রকৃতির শোভা বিশেষের বিকাশক আবাদী ধান্য দেখিতে দেখিতে চলিলাম। বেলা ১।৩০ মিনিটের সময় ট্রেন কুম্ভঘোণম্ ষ্টেসনে পৌঁছিল; গাড়ী হইতে নামিয়া আমার পূর্ব্ব-পরিচিত ত্রিশীর-পল্লীর ষ্টেসন মাষ্টারের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় বুঝিলাম সম্প্রতি তিনি এখানে বদলী হইয়া আসিয়াছেন, গাড়ী চলিয়া গেলে তাঁহার সহিত আলাপ করিলাম। তাঁহার নিকট শুনিলাম ষ্টেসন হইতে পাঁচ মাইল দক্ষিণদিকে বিলঙ্গিমান্[১] নামক ক্ষুদ্র সহরে গোবিন্দ শেটী[২] নামে এক জ্যোতিষবেত্তা বাস করেন, সে ব্যক্তি আগন্তুককে প্রশ্ন না করিয়া নাম, ধাম, মনের ভাব, নষ্টদ্রব্যের উদ্ধারের উপায় বলিতে পারেন। আমরা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহার ক্ষমতা দেখিবার উদ্দেশে জটকা-যোগে বিলঙ্গিমানের দিকে চলিলাম। তথায় পৌঁছিয়া শুনিলাম সে ব্যক্তি আহারে বসিয়াছে। অতএব আমরা অপেক্ষা করিতে

(১) Vilangiman.

(২) দক্ষিণদেশে শেটীরা চেটিনামে অভিহিত।

থাকিলাম। আঁহারান্তে সন্নিকটে আসিয়া সে ব্যক্তি আমাদিগকে তাঁহার আফিস ঘরে লইয়া যাইল। ইহা একটি সামান্য চালা ঘর মাত্র, একখানি বেতের চেটাই (মাতুর) ফরাসের কারণ বিছানা আছে, ২।১ পুরাণ চেয়ার, পুরাণ তামিলগ্রন্থও ২।৪ খানি তথায় দেখিলাম। আমরা আসন গ্রহণ করিলে, তথায় আমাদের আসিবার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করায় প্রত্যুত্তরে কহিলাম, "তিনি গণনায় ঠিক করিয়া লইলেই ভাল হয়;" তখন আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তিকে কাগজ কলম লইয়া কতক গুলি হরণ পূরণ করিতে দিয়া নিজে মুখে মুখে তাহার অঙ্ক করিয়া ফল মিলাইতে থাকিল। এইরূপ দেড় ঘণ্টা করিবার পর এক টুক্‌রা কাগজে কএক পঁক্তি অস্পষ্ট তামিল অক্ষরে লিখিয়া আমার সঙ্গীর হস্তে দিয়া কহিল আপনাদের উদ্দেশ্য লিখিয়াছি এখন উহা ব্যক্ত করিয়া মিলাইয়া লউন। তখন আমাদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া কাগজে লিখিত কএক পংক্তি পড়ায় বুঝিলাম, তাহা ভাবে কতক কতক মিলে। যাহাহউক তাঁহার পরিশ্রমের স্বরূপ ৪৲ টাকা প্রদান করিয়া ষ্টেসন অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। ষ্টেসনে পৌঁছিতে প্রায় সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছিল, বস্ত্রাদি ত্যাগ ও নিত্য সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাধা করিয়া দেবদর্শনে চলিলাম।

কুম্ভঘোণম্ তঞ্জাবুরের রাজাদিগের অধীনে বরাবর ছিল। ইহা অতি পুরাতন ও প্রসিদ্ধ স্থান। স্থলপুরাণের মতে প্রলয়ের সময় সিকায় করিয়া এক ঘড়া অমৃত মহামেরুর

গায়ে ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল; জল ক্রমে বাড়িয়া সিকার উপর পর্য্যন্ত উঠিলে, কলস ক্রমে জলে ভাসিতে থাকিল, বায়ু প্রভাবে তথা হইতে ভাসিতে ভাসিতে দক্ষিণদিকে আইসে ও প্রলয়ান্তে জল শুকাইলে কুম্ভ এইস্থানে পতিত হইয়া কুম্ভের নাসা অর্থাৎ কাণার এক অংশ ভাঙ্গিয়া অমৃত গড়াইতে থাকে। তখন ভগবান্ শশিশেখর যে স্থানে অমৃত পড়িয়াছিল তথায় আপনি অধিষ্ঠান হইয়া কুম্ভেশ্বর নাম গ্রহণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন ও সেই স্থান "কুম্ভঘোণ" অর্থাৎ কুম্ভের নাসা ও কাণা নামে অভিহিত হইল। এই স্থান এক সময়ে চোলরাজাদিগের রাজধানী ছিল। করিকাল রাজা এইস্থানে শাসনকর্ত্তা ছিল ও সুন্দরপাণ্ড্য চিদম্বরের কনকসভায় যাইবার সময় এই স্থান হইয়া যান।

এখানে ৬টি প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। যথা,—

১ম। কুম্ভেশ্বর স্বামী।

২য়। সোমেশ্বর স্বামী।

৩য়। নাগেশ্বর স্বামী।

৪র্থ। শার্ঙ্গপাণি স্বামী।

৫ম। চক্রপাণি স্বামী।

৬ষ্ঠ। রাম স্বামী।

তঞ্জাবুরের নায়কবংশীয় শিবাপ্পা নায়কের পৌত্র রঘুনাথ নায়ক অষ্টাদশ শত খৃঃ অব্দের শেষভাগে রামস্বামীর পেগোডা নির্ম্মাণ করেন। নায়ক রাজারা বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন,

অতএব চতুর্থ ও পঞ্চম দেবালয়ও তাহাদেরই কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। চোলরাজারা শিবমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন, তাঁহাদের রাজত্ব কালে অপর তিনটি শৈবমন্দির সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। কমবেশ ৫ শত বৎসর পূর্ব্বে লক্ষ্মীনারায়ণ স্বামী নামে কোন ব্যক্তি শৈবমন্দিরের সংস্করণ ও পরিবর্দ্ধন করিয়ছিলেন ও দেবসেবার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নিষ্কর জমি ক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার প্রস্তরময় মূর্ত্তি অদ্যাপি দেবালয়ে রহিয়াছে। অর্চ্চকেরা প্রত্যহ তাঁহারও পূজা করিয়া থাকেন।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য দক্ষিণদেশে পরিভ্রমণের সময় এই স্থানে আসিয়া কয়েক দিবস অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। এই সহরটি অতি বৃহৎ ও বহু প্রজাবিশিষ্ট ১৮৮১ খৃঃ লোকসংখ্যার তালিকায় জানা যায় যে, সহরে ৪৭,৯০৮ জন হিন্দু, ইহার মধ্যে শতকরা ২০ ব্রাহ্মণ; ১২২৮ জন মুসলমান, ৯০৮ খ্রীষ্টীয়ান, ৫৪ জন অন্য লোক, একুনে ৫০,০৯৮। ইহা তঞ্জাবুর হইতে পূর্ব্ব উত্তর ২৩ মাইল দূরে। ইহা কাবেরী নদীর তীরবর্ত্তী পুণ্যভূমি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এই স্থানে ব্রাহ্মণদিগের আধিপত্য বেশ প্রবল। ব্রাহ্মণদিগের সংখ্যা শতকরা ২০র উপর হইবে। এখানে যে কালেজ (College) আছে তাহা অতি প্রসিদ্ধ। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য স্বামীর প্রসিদ্ধ শৃঙ্গেরি মঠের শাখা মঠ এই স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে। মঠাধ্যক্ষ শঙ্করাচার্য্য নামে অভিহিত হন।

প্রতি বৎসর দেবালয়ের অনেকগুলি উৎসব হইয়া থাকে।

১। বৈশাখ বা (মেষ) মাসে চৈত্র উৎসব।

২। জ্যৈষ্ঠ বা ঋষভ মাসে ১০ দিন ব্যাপিয়া বসন্ত উৎসব হইয়া থাকে। এই সময় ভগবান্ বসন্তবায়ু সেবন করিয়া থাকেন।

৩। কর্কট মাসে ৭ দিন ধরিয়া "পবিত্র" উৎসব হইয়া থাকে।

৪। আশ্বিন বা কন্যা মাসে নবরাত্র উৎসব হইয়া থাকে।

৫। কার্ত্তিক বা তুলা মাসে ১০ দিন ব্যাপিয়া ঝুলান উৎসব হইয়া থাকে।

৬। পৌষ বা ধনু মাসে ২০ দিন ব্যাপিয়া বেদাধ্যয়ন ও রথ উৎসব হইয়া থাকে।

৭। মকর বা মাঘ মাসে তেপ্পন্ বা জলক্রীড়া উৎসব হইয়া থাকে।

৮। মীন মাসে ৯দিবস ব্যাপিয়া পুঙ্গল উৎসব হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত প্রতি ১২ বৎসরে মাঘমাসে মহামাঘ নামে প্রধান উৎসব হইয়া থাকে।

দেবালয়ের কার্য্য চারিজন ধর্ম্মকর্ত্তা দ্বারা পরিচালিত হয়। দেবালয়ের ভূসম্পত্তির বাৎসরিক আয় ১০ হাজার টাকার উপর। মণি, মুক্তা জহরৎ ইত্যাদির মূল্য ৪০,০০০ হাজারের উপর।

কুম্ভেশ্বর, চক্রপাণি, শার্ঙ্গপাণি ও রামস্বামীর মন্দিরে যাইয়া দর্শন ও অর্চ্চনাদি করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম।

কুম্ভেশ্বর লিঙ্গাকৃতি, চক্রপাণি দণ্ডায়মানা বিষ্ণুমূর্ত্তি এবং শার্ঙ্গ-পাণি শেষনাগ-শয্যায় অর্দ্ধশয়ান, বামহস্তে শার্ঙ্গধৃত শেষনাগ পঞ্চ ফণা বিস্তার করিয়া ভগবানের মস্তক রক্ষা করিতেছেন শ্রীরামলক্ষ্মণ ধনুর্ব্বাণ হস্তে দণ্ডায়মান ও তৎপার্শ্বে সীতাদেবী বর্ত্তমানা।

এখানে যাত্রীদিগের থাকিবার কারণ ৮টি ছত্র ও ২০টি হোটেল আছে, ব্রাহ্মণ পাচিত-অন্ন ৵০ হিসাবে প্রত্যেক ব্যক্তি এক বেলা পাইয়া থাকে।

পর দিবস ২৬শে ডিসেম্বর ১৮৮৯ খৃঃ প্রাতে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের শাখামঠ দেখিতে যাই। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তীর্থ পর্য্যটনে দক্ষিণদেশে গিয়াছিলেন, অতত্রব তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তি চারিটি শঙ্করাচার্য্যের সমাধি দেখিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। পূর্ব্বে এই মঠ কাঞ্চীপুরে ছিল। কার্ণাটিকের যুদ্ধের সময় হাইদার আলি কাঞ্চীপুর দখল করিবার পূর্ব্বেই সকল বিগ্রহের উৎসব মূর্ত্তি তথা হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, তাহা কাঞ্চীপুরের বিবরণে দেওয়া হইয়াছে। তৎসময়ে তঞ্জাবুরের মহারাষ্ট্রীয় মহারাজ প্রতাপসিংহের যত্নে এই শঙ্করাচার্য্যের মঠ কুম্ভঘোণে উঠিয়া আইসে। বর্ত্তমান মঠাধিকারী ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞ, তাহার গোঁড়ামি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। শৃঙ্গেরিমঠের অধ্যক্ষ শঙ্করাচার্য্য বিলাত প্রত্যাগত কোন দ্রাবিড় ব্রাহ্মণকে শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। কুম্ভঘোণের শঙ্করাচার্য্য সেই

মতের পোষকতা করিয়া আপন মঠে উক্ত ব্যক্তিকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে দেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার মানবলীলা শেষ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার পদে একটি দ্বাদশবর্ষীয় বালক অভিষিক্ত হইয়াছেন।

অতঃপর প্রধান রাস্তা দিয়া সহর দেখিতে দেখিতে কলেজ প্রাঙ্গনে আসিলাম, ইহা কাবেরী নদীর উপরে স্থিত; প্রাঙ্গনটি অতি সুবৃহৎ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, নানাবিধ বৃক্ষাদি দ্বারা সুশোভিত। কলেজবাটী অতি বৃহৎ, গঠনপ্রণালী উত্তম ও মান্দ্রাজ সহরের প্রেসিডেন্সী কলেজবাটী সদৃশ। মান্দ্রাজ বিভাগে অন্য কোন জেলায় এরূপ প্রসিদ্ধ কলেজবাটী নাই। দক্ষিণ ভারতে ইহাকে অক্সফোর্ডসদৃশ কহে। ইহা ১৮৫৪ খৃঃ সাধারণ স্কুলরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় ও ১৮৬৭ খৃঃ কলেজ রূপে পরিণত হয়। প্রেসিডেন্সী কলেজের পরেই এই কলেজ হইতে অধিক সংখ্যক বালক এন্‌ট্রেন্স, এলে, বি, এ, পাস হইয়া থাকে। কলেজ হইতে তিনটি বৃত্তি ও দুইটি মেডেল প্রদত্ত হইয়া থাকে। কপিস্থলনিবাসী চন্দ্রাকাশ মুপ্পনার দুইটি, দুই বৎসরস্থায়ী মাসিক ৭৲ টাকা বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন। এডওয়ার্ড বার্ড এস্কোয়ার অবশিষ্ট দুই বৎসর স্থায়ী মাসিক ৫৲ টাকা বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন। মহাত্মা চন্দ্রাকাশ মুপ্পনার বাৎসরিক একশত টাকা মূল্যের স্বর্ণ মেডেল ও মহাত্মা বোশাম এস্কোয়ার ৫০৲ টাকা মূল্যের স্বর্ণ মেডেল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

কলেজের অবকাশ সময়ে আমরা গিয়াছিলাম। ছাত্র ও

শিক্ষক দেখিতে পাই নাই, ক্লাস্ ও লাইব্রেরিঘর দেখিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইতে শুনিলাম তিন মাইল দূরে একটি সামান্য মঠে কোন দিগম্বর মৌনব্রতধারী সন্ন্যাসী অবস্থান করিতেছেন; কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে মঠাভিমুখে চলিলাম, তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম এক দিগম্বর বেশধারী মহাত্মা কাষ্ঠাসনের উপর উবু হইয়া বসিয়া রৌদ্রসেবন করিতেছেন, তাঁহার দেহ দীর্ঘায়ত ও বলিষ্ঠ; মূর্ত্তি প্রশান্ত ও গম্ভীর, চক্ষুঃদীর্ঘ, উজ্জ্বল ও জ্যোতিঃবিশিষ্ট, মস্তক মুণ্ডন। আমরা তাঁহার সম্মুখে আসিলে তিনি আমাদিগের প্রতি ফিরিয়া দেখা বা অন্য কোন ভাব প্রকাশ করিলেন না; পূর্ব্বের ন্যায় আপন মনে পা চুল্‌কাইতে থাকিলেন। তাঁহার সেবা শুশ্রূষার কারণ মঠাধিকারী দুইজন লোক নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন, তাহারা প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া যাইলে মল, মূত্র ত্যাগ করেন; অপর সময়ে কখন কখন বসিবার স্থানেও মূত্র ত্যাগ করিয়া থাকেন; আহারের সময়ে খাদ্য সম্মুখে ধরিলে ইচ্ছাপূর্ব্বক যৎসামান্য আহার করিয়া থাকেন; সন্ধ্যার সময় শয্যায় লইয়া গেলে নিদ্রা যান। এই মঠে মৌনাবস্থায় তাঁহার ১০ বৎসর অতীত হইয়াছে; এপর্য্যন্ত কেহ তাঁহার পূর্ব্ব বিবরণ জানিতে সমর্থ হন নাই, তিনিও কাহার সহিত বাক্যালাপ করেন না। মঠাধিকারী কহিলেন রাস্তায় তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া মহৎব্যক্তি মনে করিয়া আপন মঠে আনিয়াছি। তিনি যে পুণ্যাত্মা তাহার সন্দেহ নাই, তাঁহার ন্যায় নিষ্কাম মহাত্মা-

দিগকে দর্শন করিলেও পুণ্য আছে। তাঁহাকে দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম ও আহারাদি সমাধা করিয়া তঞ্জাবুর আসিবার উদ্দেশে লোকেল ট্রেনের আগমন প্রতীক্ষা করিতে থাকিলাম, লোকেল ট্রেন বেলা ১।৩০ মিনিটের সময় আইসে। এই পুণ্যস্থানে চব্বিশ ঘণ্টা মাত্র ছিলাম। ট্রেন আসিলে গাড়ীতে উঠিয়া তঞ্জাবুরাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

তঞ্জাবুর।

১৮৮৯ খৃঃ ২৬ ডিসেম্বর তারিখে বেলা ১।৩০ মিনিটের ট্রেনে কুম্ভঘোণম্ হইতে ২।৫২ মিনিটের সময় তঞ্জাবুরে পৌঁছিলাম। তথায় আসিবার পূর্ব্বে সংবাদ থাকা প্রযুক্ত তঞ্জাবুরের তহসিলদার রাজাদিগের বাগান বাটীতে আমাদের বাসা স্থির করিয়া রাখেন। আমাদের জন্য ষ্টেশনে যে গাড়ী পাঠাইয়াছিলেন আমরা সেই গাড়ী করিয়া উক্ত বাগান বাটীতে আসিয়া পৌঁছিলাম, পরে শুনিলাম, তিনি আমাদের জন্য রাজবাটীতে অপেক্ষা করিতেছেন, অতএব আমরা সত্বর হইয়া হস্ত পদাদি প্রক্ষালন করিয়া তথায় উপস্থিত হইলাম।

সংস্কৃত তঞ্জাবুর-মাহাত্ম্যে তঞ্জাবুরের উৎপত্তির যে বিবরণ আছে তাহা এই, তনজান্ নামে কোন রাক্ষস ঐ স্থানে নিয়ত

দৌবাত্ম্য করিত, বিষ্ণু তাহাকে বধ করেন, সে মৃত্যুকালে বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল যে তাহার নামে এই নগর হয়; ভগবান্ বিষ্ণু 'তাহাই হইবে' এই বলিয়া প্রস্থান করেন, সেই রাক্ষসের নাম হইতে সংস্কৃত নাম তঞ্জাপুর ও তামিল তঞ্জাবুর' হইয়াছে।

এখানে তঞ্জাবুর রাজবংশের পূর্ব্ব কথা বলিতে বোধ হয় অযৌক্তিক হইবে না।

অতি পুরাকাল হইতে ১৫০০ শত খৃঃ পর্য্যন্ত চোলরাজারা এইস্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইহা কোন্ সময়ে তাঁহাদিগের রাজধানী রূপে পরিণত হইয়াছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। চোলরাজারা ত্রিশীরাপল্লীর নিকট ওরেইয়ুর নামক স্থানে এবং ইহার ধ্বংস হইবার পরে কুম্ভঘোণমে রাজধানী করিয়াছিলেন। তঞ্জাবুরে বৃহদীশ্বর মহাদেবের মন্দিরে যে অনুশাসন খোদা আছে তদ্দৃষ্টে জানা যায় যে, রাজা কুলোত্তুঙ্গ উক্ত অনুশাসন প্রদান করিয়াছেন। তথন বেশ অনুমান করা যাইতে পারে যে রাজা কুলোত্তুঙ্গ চোল কিম্বা তাহার পিতা আপনরাজধানী তঞ্জাবুরে উঠাইয়া আনেন, অতএব ১০২৩ খৃঃ হইতে ১০৮০ খৃঃ মধ্যে তঞ্জাবুর সহর রাজধানীতে পরিণত হইয়া থাকিবে।

ডাক্তার বুরনেল সাহেব[২] অনুশাসন সাহায্যে ১০২৩—১২৩৫ খৃঃ পর্য্যন্ত চোলরাজাদের যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাতে জানা যায় রাজ-রাজা বা নরেন্দ্র চোল ১০২৩ খৃঃ

(১) Tanjore. (২) Dr. Burnell.

হইতে ১০৬৪ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন, তাহার পর বীর ওরফে কুলোত্তুঙ্গ ১০৬৪ খৃঃ হইতে ১১১৩ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন, তাহার পর বিক্রমচোল ১১১৩ খৃঃ হইতে ১১২৮ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজা ছিলেন, পরে দ্বিতীয় কুলোত্তুঙ্গচোল ১১২৮ খৃঃ রাজা ছিলেন, তৎপরে বিক্রমদেবচোল ১২৩৫ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

১০৮০ খৃঃ বীর ওরফে কুলুতুঙ্গ চোল দেবসেবার নিমিত্ত দেবোত্তর অনেক ভূসম্পত্তি অর্পণ করেন। ডাক্তার বুরনেল সাহেব অনুমান করেন বৃদ্ধীশ্বরের মন্দির তাঁহারই দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। সেই হিসাবে বৃদ্ধীশ্বরের মন্দিরও ৮০০ শত বৎসরের অধিক হইবে।

এই বীর চোলরাজা কাবেরীর উপর কুম্ভঘোণম্ হইতে তিন মাইল পূর্ব্বদিকে আনিকাট[১] প্রস্তুত করিয়া লহর খোদাই করিয়া দেন, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে ও বীর-চোলারু নামে অভিহিত হইতেছে। বিক্রম-চোল রাজা একটি লহর প্রস্তুত করেন, তাহা অদ্যাপি বিক্রমারু নামে অভিহিত হইতেছে।

দ্বিতীয় কুলোত্তুঙ্গচোলের রাজত্বকাল হইতে তঞ্জাবুরের চোলবংশের অধঃপতন আরম্ভ হইতে থাকে ও চোল-রাজলক্ষ্মী ক্রমে চঞ্চলা হয়েন। তঞ্জাবুর-বৃহ্নবারি-চরিত নামক হস্তলিপিতে জানা যায় চোলবংশীয় শেষ রাজার নাম বীরশেখর চোল;

---

(১) Anicut,

ইনি প্রভূত বিক্রমশালী ছিলেন, এমন কি ত্রিশীরাপল্লী ও মধুরাপুরী আপন বশে আনিয়া অধিকারভুক্ত করেন। মধুরাপুরীর চন্দ্রশেখর পাণ্ড্যরাজা বীরশেখর কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়া বিজয়নগরের রাজার সাহায্য প্রার্থনা করেন; তখন কৃষ্ণরায় (১৫০৮—১৫৩০ খৃঃ) বিজয়নগরের রাজা ছিলেন। তিনি কতিয়ান নাগা-নায়ক নামক জনৈক সৈনিকের অধিনায়কত্বে তাঁহাকে মধুরাপুরীতে পুনঃ স্থাপন করিবার জন্য এক দল সৈন্য পাঠাইয়া দেন। মধুরাপুরীর সন্নিকটে উভয় পক্ষের তুমুল সংগ্রামের পর তঞ্জাবুরের রাজা বীরশেখর মৃত্যুগ্রাসে পতিত হন; তাহাতে মধুরাপুরী, ত্রিশীরপল্লী ও তঞ্জাবুর নায়ক রাজাদিগের অধীনে আইসে।

১৫৩০ খৃঃ রাজা কৃষ্ণরায়ের মৃত্যু হইলে অচ্যুতরায়ালু বিজয়নগরের সিংহাসনারূঢ় হয়েন। তাহার স্ত্রীর নাম তিরুমলয়াম্মা। মূর্ত্তিয়াম্মা নামে রাজ্ঞীর এক ভগিনী ছিল, সেব্বাপ্পা নায়কের সহিত ইহার বিবাহ হয়। সেই সম্বন্ধে অচ্যুত রায় সেব্বাপ্পা নায়ককে তঞ্জাবুরের ও ত্রিশীরাপল্লীর শাসনকর্ত্তা পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠান। ইহা হইতে তঞ্জাবুর নায়ক রাজবংশের উৎপত্তি। ইহার পুত্র অচ্যুতপ্পা রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন; ইহার পুত্র রঘুনাথ, রঘুনাথের পুত্র বিজয়রাঘব। ইহারা প্রথমে বিজয়নগরের অধীনে রাজত্ব করিতেন। কিন্তু ১৫৬৪ খৃঃ বিজাপুর কর্ত্তৃক বিজয়নগরের রাজাদিগের ধ্বংস হইলে, সেই সময় হইতে১৬৬২খৃঃ পর্য্যন্ত উক্ত রাজগণ স্বাধীনভাবে তঞ্জাবুরে

রাজত্ব করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত,সংস্কৃত হস্তলিপি পুস্তকে জানা যায়, ইহাদের রাজত্ব সময়ে নিম্নের কয়েকটি দুর্গ ও মন্দির নির্ম্মিত হয়।

তঞ্জাবুরের পুরাতন দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সেব্বাপ্পা নায়ক যে দুর্গ প্রস্তুত করেন তাহা অদ্যাপি শিবগঙ্গে-দুর্গ নামে অভিহিত হইতেছে। দুর্গের বহির্ভাগে তিনি যে বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করেন তাহা অদ্যাপি সেব্বাপ্পা-নায়েকন্-কুল্লং নামে উক্ত হইতেছে।

রঘুনাথ নায়ক কুম্ভঘোণমে রামস্বামীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

বিজয়রাঘব নায়ক নিম্নের লিখিত দুর্গ ও মন্দির প্রস্তুত করেন। যথা,—

১ম। তঞ্জাবুর-দুর্গের পুনঃ সংস্কার।

২য়। অরুণতোঙ্গার দুর্গ।

৩য়। পট্টকোট্টে দুর্গ[১]।

৪র্থ। কৈলানিবাই[২]।

৫ম। তিরুপাত্তুর দুর্গ[৩]।

৬ম। মনোরগুদী নামক স্থানে রাজগোপাল স্বামীর মন্দির ও তাহার সন্নিকট হরিদ্রাই[৪] নদী নামে বৃহৎ হ্রদ।

---

(১) Patta-Kottia. (২) Kailanibi.
(৩) Tiru Puttor. (৪) Haridrai Nadi.

৭ম। মায়াবরম্ নামক স্থানে পুষ্পমণ্ডপ নামে এক উৎসবমণ্ডপ।

৮ম। বীরকোল হ্রদের দক্ষিণ পারে মধ্যার্জ্জুন নামক স্থানে আর একটি উৎসবমণ্ডপ।

এতদ্‌ব্যতিরেকে বেল্লাম্, তিরুকতুপল্লী, সকটী ও দেবীকোট নামক স্থানে তত্তৎ নামের দুর্গ ও তিরুবাদী, কুম্ভঘোণম্, তিরুভঙ্গাদাই এবং তিরুবারুর নামক স্থানে বৈষ্ণব মন্দির তঞ্জাবুরের নায়ক রাজারা তৈয়ার করিয়াছিল বলিয়া প্রথিত আছে। এই নায়ক রাজাদের রাজত্বকালে ১৬১২ খৃঃ পর্ত্তুগীজরা নগ্নপত্তনে আবাস স্থাপন করিয়াছিল। ১৬২০ খৃঃ দিনামারেরা ট্রান্‌কুইবার নামক স্থানে বন্দর স্থাপন করেন। ১৬৬০ খৃঃ দিনামারেরা পর্ত্তুগীজদিগের নিকট হইতে নগ্নপত্তন কাড়িয়া লয়।

বিজয়রাঘব রাজা নিজে সাহসী পুরুষ হইলেও তাঁহার অধিকাংশ সময় দেবসেবায় অতিবাহিত হইত। সুতরাং রাজকার্য্য দেখিতেন না। তিনি বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। গোবিন্দদীক্ষিত তাহার মন্ত্রী ও সৈন্যাধ্যক্ষের কার্য্য করিতেন। ইনি উত্তমরূপ সংস্কৃত শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা এবং শিল্পকার্য্যের উন্নতি বিষয়ে যত্নশীল থাকিলেও সৈন্যাধ্যক্ষ কার্য্যের পদে সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিলেন। এই সুযোগ পাইয়া রাজা মধুরার শোক্যনাথ নায়ক তঞ্জাবুর আক্রমণ করিবার ছল খুঁজিয়া তঞ্জাবুর রাজকন্যার কর প্রার্থনা করিয়া দূত পাঠান। রাজা তাহা অগ্রাহ্য করিলে তিনি সেই ছলে ১৬৬৭ খৃঃ দেলবায় বেঙ্কট্ কৃষ্ণপ্প-

নায়কৃকে একদল সৈন্য লইয়া তঞ্জাবুর জয় করিতে পাঠান। গোবিন্দ দীক্ষিত বাধা দিলেও দেলবায় তাঁহাকে পরাজব করিয়া তঞ্জাবুর দুর্গ অধিকার করিলেন এবং রাজবাটীর সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বিজয়রাঘব ধ্যানে ছিলেন। বিপক্ষেরা দুর্গ অধিকার করিয়া রাজবাটীর সম্মুখে আসিয়াছে তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। ধ্যানভঙ্গের পর এই ব্যাপার শুনিয়া স্থির করিলেন যে, শত্রুর হস্ত হইতে পরিত্রাণের কোন উপায় নাই। মন্নারু নামে তাঁহার বীরপুত্রকে আজ্ঞা দিলেন; মহলের সমস্ত মহিলাদিগকে এক গৃহে রাখিয়া তাহার চতুঃপার্শ্বে বারুদ সংগ্রহ করিয়া রাখ, সঙ্কেত পাইলে তাহাতে অগ্নি দিয়া অসিহস্তে যুদ্ধার্থে বাহিরে আসিবে। পুত্রও পিতার অনুজ্ঞারূপ কার্য্য করিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি নিজে অসিহস্তে যুদ্ধার্থ দ্বারদেশে আসিলেন এবং অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর নিহত হইলেন। এদিকে পুত্র পিতার নিধনবার্ত্তা জানিয়া অন্দর মহলের বারুদে অগ্নিপ্রদান করিয়া অসিহস্তে যুদ্ধ করিতে আসিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে নিধনপ্রাপ্ত হইলেন। ওদিকে বারুদ জ্বলিয়া অন্দর মহল উড়িয়া গেল ও তৎসঙ্গে সমস্ত রাজপরিবার ভস্মীভূত হইল। আলাউদ্দীন কর্ত্তৃক চিতোর আক্রমণ সময় রাজপুত মহিলাদিগের যেরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল, এখানেও ঠিক সেই প্রকার ঘটিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রাজবাটীর দক্ষিণ পশ্চিম কোণে এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল সেই অংশ এখনও সেইরূপ ভগ্নাবস্থাতেই থাকিয়া সেই দুর্ঘটনা অদ্যাপি

স্মরণ করিয়া দিতেছে। রাজবাটীর সেইদিক পড়িয়া রহিয়াছে, ভূতের ভয়ে কেহ সেই দিকে যায় না।

বারুদে অগ্নি দিবার পূর্ব্বে পাটরাণী আপন আভরণ সমেত নাবালক সন্তানকে দাসীর হস্তে সমর্পণ করিয়া পলায়ন করিতে আদেশ দেন। দাসীও গুপ্তদ্বার দিয়া শিশু রাজকুমারকে লইয়া পলাইতে সমর্থ হইয়াছিল। তঞ্জাবুর এইরূপে অধিকৃত হইলে শোক্যনাথনায়ক একস্তনপায়ী এলাগিরিকে তথাকার শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত করেন। এলাগিরি প্রথমে শোকানাথের অধীনে তঞ্জাবুর শাসন করিত, কিয়ৎকাল পরে কোন কারণবশতঃ মনান্তর হইলে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। এদিকে ধাত্রী রাজা বিজয়রাঘবের শিশুপুত্রকে লইয়া নগ্নপত্তনে পলায়ন করে। তথায় কোন শেটীর আলয়ে থাকিয়া শিশুকুমারকে লইয়া লালনপালন করিতে থাকে। সেই পুত্রের নাম সিঙ্গমাল দাস। এইরূপে ৫।৭ বৎসর তথায় কাটিয়া গেলে, বেনকন্না নামে কোন নিয়োগী ব্রাহ্মণ বিজয়রাঘব রায়ের রয়সম্ (সেক্রেটরী) ছিলেন। তিনি কোন প্রকারে জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার প্রভুর একটি সন্তান রক্ষা পাইয়া নগ্নপত্তনে অবস্থিতি করিতেছেন। তখন, প্রথমে রাজ্য উদ্ধার করিবার মানসে সেতপতির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া অকৃতকার্য্য হইলে ৺ স্বর্গীয় রাজা বিজয়রাঘব রায়ের কয়েক জন আত্মীয়ের সাহায্যে উক্ত বালক ও ধাত্রীকে লইয়া বিজাপুরে যাইলেন। তথায় সুলতানের নিকট আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত

করিলে, তঞ্জাবুরের নায়কদিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া সুলতান আশ্বাস প্রদান করিলেন। শাহজার তৃতীয় পুত্র মহারাষ্ট্রীয় বীর শিবজীর কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা একোজী বিজাতরফ সেনানায়ক রূপে বাঙ্গালায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। বিজাপুরের সুলতান একোজীকে অনুজ্ঞা পাঠাইলেন যে, এলাগিরিকে তঞ্জাবুর হইতে দূর করিয়া দিয়া সিঙ্গমালদাসকে তঞ্জাবুরের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দাও।

একোজী ১২ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত আসিয়া সহসা তঞ্জাবুর আক্রমণ না করিয়া সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি জানিতে পারিলেন এলাগিরি শোকানাথের সহিত বিরোধ করিয়াছে। তখন একোজী কালবিলম্ব না করিয়া এলাগিরিকে আয়ামাপটী নামক স্থানে পরাজয় করিয়া সিঙ্গমাল দাসকে তঞ্জাবুরের রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন।

এদিকে শেটী ও বেনকন্না উভয়েই মন্ত্রিত্ব পাইবার জন্য প্রার্থনা করিলে ধাত্রীর অনুরোধে শেটীই মন্ত্রিত্ব পাইল; তাহাতে বেনকন্না অসন্তুষ্ট হইয়া একোজীকে রাজ্যগ্রহণ করিতে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করে। বুরুবারি হস্তলিপিতে লিখিত আছে যে, একোজী অনেকবার বেনকন্নার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। অতঃপর বিজাপুরের সুলতানের মৃত্যু সংবাদ আসিলে, একোজী আপনাকে স্বাধীন মনে করিয়া তঞ্জাবুর রাজ্য গ্রহণ মানসে সসৈন্যে তদভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এদিকে বেনকন্না রাজবাটীতে এইরূপ রটাইয়া দিল, যে সমূহ বিপদ্

উপস্থিত। অদূরদর্শী কাপুরুষ রাজা তৎশ্রবণে ভয়ে তথা হইতে পলাইয়া কোলরুণ নদীর পরপারে আরিয়ালুরের পলিগারের নিকট আশ্রয় লইলেন। একোজী বিনা রক্তপাতে তঞ্জাবুরের দুর্গ অধিকার করিয়া সমস্ত দেশ আপন বশে আনিলেন। এইরূপে তঞ্জাবুরে মহারাষ্ট্রীয় রাজবংশ স্থাপিত হইল। বোধ হয় ১৬৭৪ খৃঃ মধ্যে এই ঘটনা হইয়া থাকিবে।

একোজীর পিতামহের নাম মল্লোজী, মল্লোজীর দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠপুত্র শাহজী ১৫৯৪ খৃঃ জন্মগ্রহণ এবং ১৬৬৪ খৃঃ মানবলীলা সম্বরণ করেন। শাহজীর দুই স্ত্রী, প্রথম স্ত্রীর গর্ভে শম্ভুজী ও শিবজী জন্মগ্রহণ করেন। শাহজী প্রথম স্ত্রী জীজীবাইয়ের মুখরতা দোষে বিরক্ত হইয়া ১৬৩০ খৃঃ দ্বিতীয় পত্নী তুকাবাইয়ের পানিগ্রহণ করেন;এবং তাহার গর্ভে একোজী জন্মগ্রহণ করেন। শাহজী ১৬৩৮খৃঃ বিজাপুরের সুলতানের দ্বিতীয় সৈন্যাধ্যক্ষ ভার লইয়া কার্ণাটিক জয় বাসনায় সসৈন্যে যাত্রা করেন। আসিবার সময় জ্যেষ্ঠপুত্র শম্ভুজী ও দ্বিতীয় পত্নী তুকাবাইকে সঙ্গে লইয়া আইসেন। ১৬৫৩ খৃঃ চন্দ্রগিরির দুর্গ অধিকার করিতে যাইয়া শম্ভুজী মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। কার্ণাটিক জয় হইলে,শাহজী বাঙ্গালোর জায়গীর পাইয়াছিলেন। জীবনের অবশিষ্ট ভাগ তথায় অতিবাহিত করেন; ১৬৬৪ খৃঃ শাহজীর মৃত্যু হইলে একোজী পিতার পদে অভিষিক্ত হন। পরে যেরূপে তঞ্জাবুর অধিকার করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

একোজীর রাজত্ব সময়ে তঞ্জাবুরে বিশেষ কিছু দুর্ঘটনা

হয় নাই। একোজীর তিন পুত্র "১ম শাহজী, ২য় শরভোজী, ৩য় তুক্কাজী। ১৬৮৭ খৃঃ একোজীর মৃত্যু হইলে ১ম পুত্র শাহজী রাজপদে অভিষিক্ত হন, তিনি ২৫ বৎসর নিষ্কণ্টকে রাজত্ব করিয়া ১৭১১ খৃঃ মানবলীলা সম্বরণ করেন, তাঁহার উত্তরাধিকারী পুত্র না থাকায় শরভোজী রাজপদে অভিষিক্ত হন। তিনিও ১৬ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৭২৭ খৃঃ মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহারও পুত্রাদি না থাকায় তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা তুক্কাজী রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া ৮ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া ১৭৩৫ খৃঃ পরলোক গমন করেন। তুকোজীর ৫ পাঁচ পুত্র ১ম বাবাসাহেব, ২য় শৈয়াজী, ৩য় আন্নাসাহেব, ৪র্থ নানাসাহেব, ৫ম প্রতাপসিংহ।

প্রথম দুই পুত্র বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত, অপর তিনটি অবিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভোৎপন্ন। তুকাজীর মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র বাবাসাহেব রাজপদে অভিষিক্ত হন। ১৭৩৬ খৃঃ বাবাসাহেবের মৃত্যু হইলে তাঁহার স্ত্রী সুজানাবাই রাজপদ গ্রহণ করেন; কিন্তু দুই বৎসর রাজত্ব করিবার পরে, শর্ভাইশাহজী নামক জনৈক একোজীর ২য় পুত্র শর্ভোজীর উত্তরাধিকারী বলিয়া রাজ্যগ্রহণে আপত্তি করে। শর্ভোজীর স্ত্রী অপরূপবাই বন্ধ্যা ছিলেন, তুকোজীর সন্তান থাকা প্রযুক্ত রাজ্য তাহাদিগের হস্তে যাইবে, এই মনে করিয়া জনরব করিয়া দিল যে, তাহার গর্ভ হইয়াছে। পরে সময়ক্রমে গোপনে একটি সদ্যজাত শিশু আনাইয়া প্রচার করিয়া দিল যে, সে এই পুত্রটি প্রসব করিয়াছে; সেই পুত্রই

পরে শর্ভাইশাহজী নামে অভিহিত হন; পরে শর্ব্বোজী ইহা জানিতে পারিয়া কৃত্রিম স্বত্বাধিকারী পুত্রকে বধ করিতে আজ্ঞা দেন। বাবাসাহেবের মৃত্যু হইলে কোহানজী-ঘাণ্টগে নামে কোন সচিব জনৈক রূপী নাম্নী স্ত্রীলোকের পুত্রকে পূর্ব্বোক্ত শর্ভাইশাহজী বলিয়া স্থির করিয়া উদিয়ার-মাল্লুইয়ম্[১] নামক স্থানের পালিগরের নিকট লইয়া যায় এবং তাহারও সৈয়দ নামক কোন মুসলমান কেল্লাদারের সাহায্যে সুজানবাইকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া রাজপদ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়; কিন্তু রাজপদ প্রাপ্ত হইয়া অধিকদিন ভোগ করিতে পারিলেন না, কারণ অপরাপর রাজমন্ত্রীগণ কোহানজীর ষড়্‌যন্ত্র জানিতে পারিয়া সকলে মিলিত হইয়া কৃত্রিম শর্ভাইশাহজীকে রাজ-সিংহাসন হইতে অপসারিত করিয়া তুক্কাজীর দ্বিতীয় পুত্র শৈয়া-জীকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। ইনি দুই বৎসর রাজত্ব করিলে পর তুক্কাজীর কনিষ্ঠ পুত্র প্রতাপসিংহ ১৭৪০ খৃঃ কয়েক রাজসচিবের সাহায্যে তাঁহাকে তাড়াইয়া আপনি রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া ২৩ বৎসর রাজত্ব করেন।

প্রতাপসিংহের রাজ্যাভিষেক হইবার পরেই রঘুজী ভোন্‌স্লে বৈল্লুরের নিকট অরূকহূর নবাব দস্তআলিকে পরাভূত করিয়া তাহার পুত্র সর্‌ফর্দ্দারআলির নিকট হইতে নগদ টাকা পাইয়া তঞ্জাবুরের উপর দিয়া ত্রিশীরাপল্লী গমন করেন। রাজা প্রতাপ-সিংহ তাঁহাকে কিছু নজর দিয়া আপন রাজ্য রক্ষা করিয়া-

(১) Udayarpatamya.

ছিলেন। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে অরুকড়ুর নবাবের সহিত দুইবার যুদ্ধ হয়, উভয় যুদ্ধেই প্রতাপসিংহ পরাভূত হইয়া নবাবকে সাত লক্ষ টাকার খত লিখিয়া দিতে বাধ্য হয়েন।

১৭৪৯ খৃঃ, পদচ্যুত শৈয়াজী সেণ্টদেবিদ[1] দুর্গের গবর্ণরের নিকট উপস্থিত হইয়া রাজ্য উদ্ধারের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া প্রতিশ্রুত হন যে, ইংরাজ গবর্ণর সাহায্য করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে রাজ্য দেওয়াইলে তিনি যুদ্ধের সমস্ত ব্যয় বহন করিবেন ও দিব্যকোট নামক দুর্গ দিবেন। প্রতাপসিংহ উপস্থিত বিপদ অবগত হইয়া ইংরাজদিগের সহিত গোপনে সন্ধি করেন যে, যদি তাঁহাকে রাজপদে থাকিতে দেওয়া হয় তবে তিনি দিব্যকোট নামক দুর্গ ইংরাজরাজকে প্রদান করিবেন এবং উপস্থিত যুদ্ধ আয়োজনের ব্যয় স্বরূপ ৬ হাজার পেগোডা এবং শৈয়াজীর খরচের জন্য বাৎসরিক ৪০০০ চারি হাজার পেগোডা দিবেন[2]।

১৭৪৯ খৃঃ ২৫ জুনে এই সন্ধি স্থাপন হইলে শৈয়াজী ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সেণ্টডেভিদ দুর্গে নজরবন্দী হইয়া বাৎসরিক চারি হাজার পেগোডা বৃত্তি পাইতে থাকেন।

এই সময়ে ফরাসিদিগের সাহায্যে চাঁদসাহেব কার্ণাটিকের নবাব নাম গ্রহণ করেন। তিনি ১৭৪৯ খৃঃ অক্টোবর মাসে ত্রিশীরাপল্লীর অভিমুখে সসৈন্যে যাত্রা করিবার সময় পথিমধ্যে তঞ্জাবুরে আড্ডা করিয়া রাজা প্রতাপসিংহকে ডাকাইয়া ভয়

---

(১) Fort St David in Cuddallore.

(২) এক পেগোডার মূল্য ৩॥০ সাড়ে তিন টাকা।

প্রদর্শন দ্বারা টাকা লইবার চেষ্টা করেন। রাজা নানা প্রকার ওজর আপত্তি করিয়াও ডিসেম্বর মাসে বাকী পেশকাষ' হিসাবে ৭০ সত্তর লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করেন। ফরাসিদিগকে দুই লক্ষ টাকা নগদ ও নবাবকে ১ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা আয়ের ৮১টি গ্রাম দিতে বাধ্য হন। রাজা বাকী পেশকাষ ৭০ সত্তর লক্ষ টাকার মধ্যে ৫৬ লক্ষ টাকার এক খত দিয়া বক্রী টাকা নগদ দিতে স্বীকার করেন। ইতিমধ্যে হাইদ্রাবাদের নিজাম উল্‌মূলকের ২য় পুত্র নাজীর জঙ্গবাহাদুর তাঁহাকে শাসন করিতে আসিতেছে শুনিয়া চাঁদসাহেব খত লইয়া পুঁদিচারি অভিমুখে পলায়ন করেন।

আরকডুর নবাব আনওয়ার-উদ্দীন সাহেবের ২য় পুত্র মহম্মদআলি চাঁদসাহেবের ভয়ে ত্রিশীরাপল্লী যাইয়া ইংরাজদিগের আশ্রয় গ্রহণ ও সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইংরাজেরা তাঁহার পক্ষ হইয়া চাঁদসাহেবকে দমন করিবার জন্য ত্রিশীরাপল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন।

এই সময়ে রাজা প্রতাপসিংহ ৩০০০ হাজার অশ্বারোহী ও ২ দুই হাজার পদাতিক সৈন্য মঙ্কোজীর অধিনায়কত্বে নবাবের সাহায্যার্থ ত্রিশীরাপল্লীতে প্রেরণ করেন।

১৭৫২ খৃঃ জুন মাসে চাঁদসাহেব রসদ অভাবে শ্রীরঙ্গমে মঙ্কোজীর নিকট আত্ম সমর্পণ করিয়া তৎকর্ত্তৃক নিহত হইলেন। তাহাতে প্রথমে এইরূপে প্রথম কার্ণাটিক যুদ্ধ শেষ হইল। নবাব

(১) পেশকাষ অর্থে খাজানা।

মহম্মদ আলি তঞ্জাবুরের রাজাকে পুরস্কার স্বরূপ বাকী ১০ বৎসরের পেশকাষ রেহাই দেন এবং কোইলদিয় ও লঙ্গাড় নামে দুইটি প্রদেশ প্রদান করেন। মঙ্কোজী ইতিপূর্ব্বে উক্ত দুই প্রদেশ চাঁদসাহেবের নিকট হইতে দখল করিয়া লইয়াছিলেন। দশ বৎসর পরে ১৭৬২ খৃঃ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের মধ্যস্থে রাজা ও নবাবের যে সন্ধি হয় তাহাতে উক্ত দুই দেশ রাজার অধীনে থাকে।

১৭৫৩ খৃঃ তঞ্জাবুররাজ আপন মন্ত্রী শঙ্কোজীর কুপরামর্শে সেনানায়ক মঙ্কোজীকে অবসর দেন। মহারাষ্ট্রীয় সেনানায়ক মুরারি রাও উহা জানিতে পারিয়া কোইলদি বশে আনিয়া প্রথম লুঠ করিতে করিতে তঞ্জাবুর অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকিলে রাজা প্রতাপসিংহ মঙ্কোজীকে সেনানায়কের পদে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে বাধ্য হয়েন। মঙ্কোজী ৩ হাজার অশ্বারোহী লইয়া মুরারিরাওকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন।

১৭৫৪ খৃঃ ফরাসি-সেনানায়ক তঞ্জাবুর রাজ্য লুঠ করিয়া কোলরুণের বাঁধ কাটিয়া দিলে রাজা প্রতাপসিংহ গাদেরাওকে ১৫ শত অশ্বারোহী লইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে পাঠান; মুরারি রাও পিচন্দার-কোবিলের নিকট অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি পূর্ব্ব-পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশে ও নবাবের নিকট নগদ টাকা আদায় করিবার অভিপ্রায়ে অতর্কিতভাবে গাদিরাওয়ের অশ্বারোহী সৈন্যদিগকে পরাভূত করেন এবং নবাবের নিকট সংবাদ পাঠান যে, নগদ তিন লক্ষ টাকা পাইলে

স্বদেশ প্রত্যাগমন করিবেন ও ভবিষ্যতে তাঁহার ও তাঁহার মিত্রদিগের বিপক্ষে অস্ত্র গ্রহণ করিবেন না। নবাব উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইয়া রাজা প্রতাপসিংহের নিকট হইতে ১॥০ দেড় লক্ষ ও আপন কোষ হইতে দেড় লক্ষ টাকা মুরারিরাওকে প্রদান করেন। তিনি মুদ্রা পাইয়া স্বদলে কার্ণাটিক পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন।

তখন প্রতাপসিংহ পূর্ব্বোক্ত শঙ্কোজীর অসদভিপ্রায়ে বিরক্ত হইয়া তাহাকে পদচ্যুত করিয়া মঙ্কোজীকে মন্ত্রীত্বে ও প্রধান সেনানায়কের পদে নিযুক্ত করেন এবং ইংরাজদিগের সাহায্যে কোলরূণ নদীর বাঁধ সংস্কার করিয়া লয়েন।

১৭৪৯ খৃঃ প্রতাপসিংহ চাঁদসাহেবকে যে ৫৬ লক্ষ টাকার খত দিয়াছিলেন, তাহা ফরাসি গবর্ণরের হস্তে পড়িয়াছিল। ইংরাজ নিবাস সেণ্ট ডেবিড দুর্গ ফরাসিদিগের হস্তগত হইলে পদচ্যুত ও বন্দী শৈয়াজী তাহাদের হস্তগত হয়েন। এই দুইটি সুযোগ মনে করিয়া নূতন ফরাসি গবর্ণর কাউণ্ট লাল্লি এক দল সেনা লইয়া করিকলের[১] ভিতর হইয়া নাগুর বন্দর, এবং নগ্নপত্তনের ৮ মাইল দূরে কিবালুরের মন্দির লুঠ করিয়া তঞ্জাবুরের দুর্গের সম্মুখে আইসেন। এই সময়ে বারূদ ও রসদ ফুরাইয়া যায়, মানে মানে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অভিপ্রায়ে রাজাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া টাকা আদায় করিবার উদ্দেশে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া ৬০০ শত বলদ চাহিয়া পাঠান। রাজা

(১) Karikal.

প্রত্যুত্তরে বলিয়া পাঠান হিন্দু হইয়া শাস্ত্রানুসারে বলদ দিতে অক্ষম। অধিকন্তু, গোপনে ইংরাজ সেনার সাহায্য প্রার্থনা করেন; লাল্লিসাহেব শুনিতে পাইলেন, করিকলের সন্নিকট কয়েকখানি পোত ইংরাজসৈন্য লইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বেই তাঁহার বারুদ ফুরাইয়াছিল, এখন অতি সত্বর হইয়া পুঁদিচারি অভিমুখে প্রস্থান করিতে অগ্রসর হইলে প্রতাপসিংহ সুযোগ পাইয়া তাঁহার অনুসরণ ও দেশ হইতে তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া আইসেন।

১৭৬১ খৃঃ কর্ণাট প্রদেশে ফরাসিদিগের আধিপত্য এক প্রকার নষ্ট হইলে, মহম্মদআলি কার্ণাটিকের নবাব বলিয়া স্বীকৃত হন। যুদ্ধ ব্যয়ের জন্য তিনি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট সাতিশয় ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মহারাজ প্রতাপসিংহ কয়েক বৎসর পেশকাষ দিতে পারেন নাই। মহম্মদ আলি ভাবিলেন যে, তঞ্জাবুর খাস দখল করিতে পারিলে অনেক নগদ টাকা পাইবেন; এই অভিপ্রায়ে মান্দ্রাজের গবর্ণর পিগট সাহেবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তিনি উক্তপ্রস্তাবে সম্মত না হইয়া রাজার বাকী পেশকাষ আদায়ের সুবন্দবস্ত করিবার জন্য কাউন্সেলের অন্যতম সচিব জোসিয়াহ-ডিপ্রেকে[১] পাঠান। তিনি অনুসন্ধানের পর মীমাংসা করেন যে, রাজা প্রতি বৎসর নবাবকে চারিলক্ষ টাকা পেশকাষ দিবেন, বাকী পেশকাষ মোট ২২ লক্ষ টাকা ২ বৎসরে ৫ কিস্তীতে আদায়

(১) Josiah De Pri.

দিবেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের মধ্যস্থতায় উহা ১৭৬২ খৃঃ সন্ধিরূপে পরিণত হয়।

১৭৬৩ খৃঃ মহারাজ প্রতাপসিংহ পরলোক গমন করেন, তাঁহার পুত্র তুলজাজী রাজপদে অভিষিক্ত হন। পূর্ব্বোক্ত সন্ধিতে নবাবের সহিত রাজার পেশকাষ বিষয়ে বিবাদ মিটিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু মহম্মদআলি উহাতে সম্পূর্ণরূপে অসন্তুষ্ট ছিলেন সেই জন্য তিনি রাজাকে অন্যরূপে কষ্ট দিবার চেষ্টায় থাকিলেন। কাবেরীর উত্তরতীরে ত্রিশীরাপল্লীর সন্নিকটে মেলুর[১] নামক স্থানে একটি বাঁধ ছিল, রাজা প্রতাপসিংহের প্রার্থনায় ও ব্যয়ে ত্রিশীরাপল্লীর শাসনকর্ত্তা মহাজিজ[২] দ্বারা উহা প্রস্তুত হইয়াছিল, এবং কখন উক্ত শাসনকর্ত্তা কখন বা রাজা নিজ ব্যয়ে উহার সংস্কার ও দৃঢ়তা করিতেন। ১৭৬৪ খৃঃ, উহার এক স্থান ভাঙ্গিয়া যায়; নবাব নিজ ব্যয়ে উহার সংস্কার করিলেন না, এবং রাজাকেও উহা মেরামত করিতে দিলেন না। রাজা তুলজাজী ভয় পাইয়া ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইংরাজ গবর্ণর অনেক অনুরোধ করিলে নবাব উক্ত বাঁধ মেরামত করিতে অনুমতি দেন; এইরূপে রাজা ইংরাজদিগের মধ্যস্থে উক্ত বাঁধ মেরামত করিতে সমর্থ হয়েন। সেই অবধি যখন উহা মেরামত করিবার আবশ্যক হইত, ইংরাজদিগের সাহায্যে রাজা উহা মেরামত করাইয়া লইতেন।

---

(১) Melur anicut. (২) Mahaziz.

হাইদার আলি তঞ্জাবুর আক্রমণ করিলে, রাজা আপন রাজধানী রক্ষার জন্য তাঁহাকে অনেক টাকা দিয়াছিলেন।

১৭৬৯ খৃঃ হাইদার আলির সহিত নবাবের এক সন্ধি হয়, রাজা সেই সন্ধির স্বত্বানুসারে তাঁহার সহিত খবরাখবর করিতেন। শিবগঙ্গার রাজা ৮ বৎসর পূর্ব্বে তঞ্জাবুরের যে সকল সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছিলেন রাজা তুলজাজী ১৭৭১ খৃঃ তাহা পুনর্ব্বার অধিকার করিয়া লন। নবাব এই সংবাদ পাইয়া রাজার উপর কুপিত হয়েন। পরে আরও দুই বৎসরের খাজনা বাকী পড়ায় তঞ্জাবুর আক্রমণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

১৭৭১ খৃঃ ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে নবাবপুত্র একদল সৈন্য লইয়া তঞ্জাবুর অভিমুখে যাত্রা করেন, তঞ্জাবুর দুর্গ অবরুদ্ধ হইলে, ২৭শে তারিখে রাজা নবাবপুত্রের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন, তাহাতে ২ বৎসরের বাকী পেশকাষ বাবুদে ৮ লক্ষ টাকা ও যুদ্ধ ব্যয় হিসাবে ৩২॥০ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করেন। আর যে সকল সম্পত্তি ইতিপূর্ব্বে শিবগঙ্গার রাজার নিকট হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়াছিলেন তাহা প্রত্যর্পণ করিবেন, এতদ্ব্যতিরেকে আর্নি ত্রিবান্নুর, ইলাঙ্গাড়ু, কৈলদী ছাড়িয়া দিবেন এবং উক্ত ৩২॥০ লক্ষ টাকা পরিশোধের জন্য মায়াবরম্ ও কুম্ভঘোণম্ এই দুই প্রদেশ দুই বৎসরের জন্য ছাড়িয়া দিবেন ও নবাবের মিত্রের সহিত মিত্রতা ও শত্রুর সহিত শত্রুতা করিবেন, এবং বাকী অন্যান্য বাবুদে ৭ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা দিবেন। এই সন্ধি ইংরাজদিগের অজ্ঞাতে হয়, ঐ সন্ধিতে

মোট ৪৮ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা নবাবকে দিবার কথা থাকে; তিন লক্ষ টাকা তৎক্ষণাৎ দেওয়া হয়, ১৭৭২ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে ১২ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা দেওয়া হইবে; বাকী ৩২ লক্ষ টাকা পরিশোধের জন্য নবাব মায়াবরম্ ও কুম্ভঘোণম ২ বৎসর আপন অধিকারে রাখিবেন ইহাই স্থির হয়।

১৭৭১—৭৩ খৃঃ পর্য্যন্ত পেশকাষ পুনরায় বাকী পড়ায় নবাব পুনর্ব্বার তঞ্জাবুর আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে ১৭৭৩ খৃঃ ইংরাজ গবর্ণরের নিকট তঞ্জাবুরাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলেন যে, পেশকাষ হিসাবে ১০ লক্ষ টাকা বাকী পড়িয়াছে; রাজা হাইদার আলিও মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত তাঁহার ও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে। ইংরাজ গবর্ণরের আদেশে ১৭৭৩ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে জেনরল স্মিথ সাহেবের অধিনায়কত্বে তঞ্জাবুরে একদল সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হয়; ১৭ সেপ্টেম্বর তারিখে ইংরাজ সেনানায়ক দুর্গ অধিকার করিয়া সপরিবারে রাজা তুলজাজীকে বন্দী করিয়া নবাবকে তঞ্জাবুর প্রদেশ দখল দেওয়ান। নবাব তাহা খাসে শাসন করিতে থাকেন।

কার্ণাটিক সমরের সময় প্রতি ডাকে যুদ্ধের বিবরণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাইরেক্টরদিগের নিকট যাইত, তাঁহারা যুদ্ধের সমস্ত সংবাদ রাখিতেন; ১৭৬২ খৃঃ তঞ্জাবুর রাজা ও নবাবের সহিত যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহারা সম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। রাজার পদচ্যুতি ও নবাবকে তঞ্জাবুর

দখল দিবার সংবাদ পৌঁছিলে, ডাইরেক্টরেরা অসন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন, ১৭৬২ খৃঃ সন্ধিতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তঞ্জাবুর রাজা তুলজাজীকে সাহায্য করিতে বাধ্য ছিলেন। পেশকাষ দিতে বাকী পড়িয়াছিল বলিয়া ১৭৭১ খৃঃ রাজার বিপক্ষে সৈন্য পাঠান এবং ১৭৭৩ খৃঃ রাজাকে পদচ্যুত করা মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের নিতান্ত অন্যায় কার্য্য হইয়াছে। তাঁহারা মান্দ্রাজ গবর্ণরকে অবসর দিয়া পিগট সাহেবকে গবর্ণর নিযুক্ত করিলেন ও অনুজ্ঞা পাঠাইলেন যে, রাজা তুলজাজীকে আপন রাজ্যে পুনর্ব্বার স্থাপিত করা হইবেক; রাজা নবাবকে বাৎসরিক ৪ লক্ষ টাকা পেশকাষ মাত্র দিবে। মান্দ্রাজ গবর্ণরের অনুমতি ক্রমে নবাবের সাহায্যার্থে রাজা সময়ে সময়ে সৈন্যও দিবে। রাজা ইংরাজদিগের মিত্র হইবে। একদল ইংরাজসৈন্য তঞ্জাবুরে থাকিয়া রাজ্যের শান্তিরক্ষা করিবে এবং তাহার ব্যয় রাজা বহন করিবেন। রাজা ইংরাজদিগের অনুমতি ভিন্ন অন্য রাজার সহিত সন্ধি করিতে পারিবে না।

ডাইরেক্টরদিগের উক্ত অনুজ্ঞাপত্র আসিলে লর্ড পিগট ১৭৭৬ খৃঃ ১১ এপ্রেল তারিখে তঞ্জাবুর রাজ্যে রাজা তুলজাজীকে পুনরায় অভিষিক্ত করিলেন। ১২এপ্রেল তারিখে তিনি যে সন্ধি স্বাক্ষর করেন, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত স্বত্বগুলি সমস্তই ছিল; অধিকন্তু রাজা ইংরাজ সৈন্যের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে ১৪ লক্ষ টাকা বাৎসরিক দিতে প্রতিশ্রুত হন। সেই দিন হইতে রাজা ইংরাজদিগের মিত্ররূপে পরিগণিত হইতে লাগিলেন। ১৭৭৩ খৃঃ ১৭

সেপ্টেম্বর হইতে ১৭৭৬ খৃঃ ১১ এপ্রেল পর্য্যন্ত অর্থাৎ তুলজাজীর রাজচ্যুতি ও পুনঃপ্রাপ্তিসময় মুসলমান শাসনকর্ত্তা কর্ত্তৃক তঞ্জাবুর শাসিত হইয়াছিল।

১৭৮১ খৃঃ মহিসুরের হাইদার আলি তঞ্জাবুর আক্রমণ করেন, কিন্তু দুর্গ ইংরাজ সৈন্যকর্ত্তৃক রক্ষিত ছিল বলিয়া তাহা জয় করিতে না পারিলেও দুর্গ ব্যতীত তঞ্জাবুরের অপর সমস্ত প্রদেশ অধিকার করিয়া ৬ মাস আপন শাসনে রাখিয়াছিলেন।

১৭৮৭ খৃঃ রাজা তুলজাজীর মৃত্যু হয়, তাঁহার ধর্ম্মপত্নীগর্ভজাত পুত্র না থাকায় তিনি শরভোজী নামক কোন আত্মীয়ের পুত্রকে মৃত্যুর পূর্ব্বে দত্তক গ্রহণ করেন। তখন শরভোজীর ৯ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল। আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমরসিংহের হস্তে শরভোজীকে মৃত্যুকালে সমর্পণ করিয়া যাইলেও অমরসিংহ রাজ্যলোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া রাজ্যের সচিবদিগের সাহায্যে ইংরাজ গবর্ণরের নিকট প্রকাশ করেন যে, শরভোজীর দত্তকত্ব শাস্ত্রসম্মত হয় নাই; যেহেতু শরভোজী তাঁহার পিতার এক মাত্র সন্তান; বিশেষ তুলজাজী দত্তক গ্রহণের সময় সজ্ঞান ছিলেন না। ইংরাজ গবর্ণর তঞ্জাবুর পণ্ডিতদিগের নিকট মত চাহিলে তাঁহারাও তুলজাজীর দত্তক গ্রহণ শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ নহে বলিয়া লিখিত মত দেন। গবর্ণর ডাইরেক্টরদিগকে উক্ত বিষয় জ্ঞাপন করিয়া ও তাঁহাদিগের অনুমতি লইয়া অমরসিংহকে রাজ্য দেন। অমরসিংহ যে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন, তাহাতে অপরাপর স্বত্বের মধ্যে মৃত তুলজা-

জীর বিধবা স্ত্রীকে বাৎসরিক ৬ হাজার পেগোডা (স্বর্ণমুদ্রা) ও দত্তকপুত্র শরভোজীকে বাৎসরিক ১১ হাজার পেগোডা (স্বর্ণমুদ্রা) দিবার কথা থাকে।

জর্ম্মান পাদরী সোয়াটজ (Rev. Schwertz) রাজা তুলজাজীর বন্ধু ছিলেন। রাজার মৃত্যুর পর তিনি সর্ব্বদাই দত্তক শরভোজীর তত্ত্বাবধান লইতেন। কিছু দিন পরে উক্ত পাদরী সাহেব জানিলেন যে বালক শরভোজীর প্রতি অত্যাচার হইতেছে। তখন তিনি মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টকে শরভোজীর প্রকৃত অবস্থা অবগত করাইলে মাতার সহিত শরভোজী মান্দ্রাজে আনীত হইয়া মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধারণে ১৭৯৮ খৃঃ পর্য্যন্ত সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন।

মান্দ্রাজে থাকিবার সময় তুলজাজীর বিধবা পত্নী গবর্ণর জেনারল লর্ড কর্ণওয়ালিস্ সাহেবের নিকট মৃত রাজার দত্তক গ্রহণ শাস্ত্রসম্মত হইয়াছে কি না তাহা পুনর্ব্বার অনুসন্ধান করিতে আবেদন করিলে বারাণসী ও অন্যান্য স্থানের পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে দত্তক বিষয়ের যে সকল লিখিত মত আইসে তাহাতে স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, রাজার দত্তক গ্রহণে কোন দোষ নাই। এই সংবাদ পৌঁছিলে ইংলণ্ডের হোমগবর্ণমেণ্ট অনেক বিবেচনার পর শরভোজী তঞ্জাবুর রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া শরভোজীকে তঞ্জাবুর রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে অনুজ্ঞা পাঠাইলেন। সেই অনুমতিপত্র মার্কুইস্ অব ওয়েলেসলি লইয়া আইসেন।

গবর্ণর জেনারল উহা কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বে মধ্যার্জ্জুন[1] নামক স্থানে অমরসিংহকে নজরবন্দি করিয়া পাঠাইলেন ও তাঁহার বাৎসরিক খরচের নিমিত্ত ২৫ হাজার পেগোডা বরাদ্দ করিয়া দিলেন। এই বৃত্তি তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এবং তাঁহার পরলোক প্রাপ্ত হইলে তাঁহার পুত্র প্রতাপসিংহও ভোগ করিয়াছিলেন। এদিকে শরভোজী তঞ্জাবুর রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন; ১৭৯৮ খৃঃ জুন মাসে এই ঘটনা হইয়াছিল।

১৭৯২ খৃঃ অমরসিংহের সহিত সন্ধির সত্ত্ব শরভোজী স্বীকার করিয়া লইয়াছিল।

রাজকার্য্যে শরভোজীর অনভিজ্ঞতা থাকাপ্রযুক্ত মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার অছিস্বরূপ হইয়া কিছু কাল রাজ্যশাসন করেন।

১৭৯৯ খৃঃ ২৫ অক্টোবর তারিখে যে সন্ধি হয় তাহাতে স্বীকৃত হইয়াছিল যে, রাজার হইয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তঞ্জাবুর শাসন করিবেন, রাজা দুর্গের ভিতর থাকিয়া একলক্ষ পেগোডা ও সমস্ত আয়ের পঞ্চমাংশের এক অংশ পাইবেন মাত্র। সন্ধি হইতে তঞ্জাবুরের দুর্গ বাদে সমস্ত প্রদেশ এক প্রকার ব্রিটিশ শাসনাধীন হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রবংশীয় রাজারা তঞ্জাবুরে ১২২ বৎসর অর্থাৎ ১৬৭৪ খৃঃ হইতে ১৭৭৩ ও ১৭৭৬ হইতে ১৭৯৯ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ১৭৭৩

---

(১) Madhyarjun. ইহা কুম্ভঘোণম্ হইতে ৫ মাইল দূরস্থিত।

হইতে ১৭৭৬ পর্য্যন্ত এই দুই বৎসর সাত মাস মুসলমানেরা তঞ্জাবুর শাসন করিয়াছিলেন।

রাজা শরভোজী মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত (His Highness and C. I. E.) উপাধি ভোগ করিয়া ২১টি তোপে সম্মানিত হইয়াছিলেন।

১৮৩২ খৃঃ তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন; তাঁহার পুত্র শিবজী (দ্বিতীয়) পিতার পদে অভিষিক্ত হইয়া ঐরূপ বৃত্তি ও রাজসম্মান ভোগ করিয়া ১৮৫৫ খৃঃ পরলোক গমন করেন।

শিবজীর ধর্ম্মপত্নীজাত পুত্র না থাকায় এক দত্তকপুত্র লইয়াছিলেন, কিন্তু ইংরাজরাজপ্রতিনিধি মার্‌কুইস অব ডেলহৌসি সে দত্তক স্বীকার করেন নাই; কাজেই একোজীর বংশ ১৮৫৫ খৃঃ লোপ পাইয়াছে।

দ্বিতীয় শিবজীর মৃত্যুর সময় তাঁহার এক কন্যা বিজয়মোহন মুক্তাবাই আমনি রাজীসাহেব ও এক পাটরাণী এবং ১৫ জন অপর রাণী, জামাতা, দুই ভগিনী, দুই ভাগিনেয়, এক ভাগিনেয়ী, ৪২টি উপপত্নী, ৬টি জারজপুত্র ও ৯টি জারজকন্যা ছিল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের মাসিক বৃত্তির নিয়ম করিয়াছিলেন তাহার তালিকা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

রাজকন্যা বিজয়মোহন-মুক্তবাই-আমনি-রাজীসাহেব মাসিক বৃত্তি ৩০০০ টাকা।

বড়দোয়াগার রাণী	১৪০০ টাকা
পাটরাণী	১০০০ ঐ

প্রত্যেক ছোটরাণী	৮০০	টাকা
জামাতা	৬৮৩	ঐ
প্রত্যেক ভগিনী	২৮২	ঐ
ভাগিনেয়	২৬০	ঐ
ভাগিনেয়ী	২২১	ঐ
প্রত্যেক উপপত্নী	১৫০	ঐ
জারজপুত্র	১০০	ঐ
জারজকন্যা	৭০	ঐ

তুলজাজীর অপর রাজপরিবার প্রত্যেকে মাসিক৩০০টাকার হিসাবে পাইয়াছিলেন।

রাজা শরভোজী নিজে বিদ্বান্ ছিলেন এবং সংস্কৃতভাষার উৎসাহ দিতেন। তাঞ্জোরে সরস্বতীমহল নামক পুস্তকাগারে অধিকাংশ হস্তলিপি গ্রন্থ তাঁহার সময়ে সংগৃহীত হইয়াছিল।

পিতার মৃত্যুকালে বিজয়মোহন-মুক্তাবাই-রাজীসাহেবের বয়স ৯ বৎসর ছিল। ১৮৬০ খৃঃ তাহার বিবাহ হয়; ইংরাজ-রাজকর্ত্তৃক ইনি রাণী উপাধি পাইয়া নিঃসন্তান অবস্থায় মানব-লীলা সম্বরণ করেন।

এক্ষণে তঞ্জাবুরের আর সে পূর্ব্ব গৌরব নাই; দুর্গটি স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়াছে, রাজবাটীর বিশেষ কিছু মেরামত নাই।

রাণীদিগের নিজস্ব ভূসম্পত্তি রিসিবরের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, সেই সম্পত্তির বাৎসরিক আয় ১॥০ দেড়লক্ষ টাকা। রিসিবর তাহা রাণীদিগকে সমভাগ করিয়া দিয়া থাকেন।

যে সকল রাজপরিবার অদ্যাপি জীবিত আছেন তাঁহারা নিয়মিত বৃত্তিভোগ করিতেছেন ও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ভোগ করিবেন।

তঞ্জাবুর প্রদেশ ইংরাজ শাসনভুক্ত হইবার সময় পর্য্যন্ত হিন্দু রাজার শাসনে ছিল আর্য্যাবর্ত্তে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

আমরা রাজবাটীতে উপস্থিত হইয়া বরাবর সরস্বতীমহলে পৌঁছিলাম; তথায় আমাদিগের বন্ধুবর তহশীলদারের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি অতি যত্নে সরস্বতীমহল দেখাইয়া রাজ-বাটীর অন্যান্য মহলও দেখাইয়াছিলেন। দরবার হল এখনও পূর্ব্ববৎ সজ্জিত রহিয়াছে। বিজয়মোহন-মুক্তাবাই-আমনি-রাজ্ঞী সাহেব যথায় বসিয়া রাণী উপাধির সনন্দ লইয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্ব রাজাদের পরিচ্ছদ গ্লাস্‌-কেস্‌ মধ্যে রক্ষিত রহিয়াছে। শরভোজীর শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত পূর্ণাকৃতি দেখিয়া প্রীত হইলাম। ইতিমধ্যে অপরাহ্ণ হইয়া আসিল দেখিয়া শিবগঙ্গা নামক বৃহৎ পুষ্করিণীতে যাইয়া সন্ধ্যাদি সমাপন করিলাম।

এই পুষ্করিণীর উপর মিশনরি সাহেবদিগের এক গির্জ্জা আছে, পূর্ব্বে এখানে ইংরাজসৈন্য থাকিবার কারণ যে সেনা-বাস হইয়াছিল এক্ষণে তাহা তহশীলদার ও ট্রেজরি কাছারী রূপে পরিণত হইয়াছে।

তথা হইতে বৃদ্ধেশ্বর মহাদেবের মন্দির প্রাঙ্গণে আসিলাম, ইহা শিবগঙ্গা দুর্গের অপরাংশে স্থিত।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কুলোত্তুঙ্গচোল ১০৮০ খৃঃ এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বহির্ভাগের প্রাচীরটি দুর্গ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না, সম্মুখ দরজার গোপুরের উচ্চতা ১৯৯ ফুট, উহার বনিয়াদ লম্বা চওড়া উভয়দিকে ৯৬ ফুট, উপরে পাথর উঠাইবার কারণ যে ঢাল প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা ৪ মাইল লম্বা ছিল; যে স্থান হইতে ঐ ঢাল আরম্ভ হইয়াছিল তাহা সর্-পল্লম্' নামক গ্রামে অদ্যাপি লোকে দেখাইয়া দেয়; উপরে যে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড আছে তাহা দীর্ঘে ও প্রস্থে ২৫ ফুট ৬ ইঞ্চ; তাহার ওজন ২,১০০ মনের কম হইবেক না। চোলচরিত্র নামক গ্রন্থে জানা যায় যে এই বৃহৎ মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য ১২ বৎসরে সম্পূর্ণ হইয়াছিল। কাঞ্চীপুর নিবাসী সোমবর্ণ নামে কোন রাজমিস্ত্রী ইহার গঠনাদির তত্ত্বাবধারণ করিয়াছিল।

মন্দির প্রাঙ্গণের পশ্চিম উত্তরকোণে সুব্রহ্মণ্য স্বামীর মন্দির, ছোট হইলেও উহার গঠনপ্রণালী অতি উত্তম; মূলমন্দিরের সম্মুখে যে প্রকাণ্ড নন্দীর মূর্ত্তি আছে তাহার সম্বন্ধে একটি প্রবাদ শুনিলাম। নন্দীর আকৃতি পূর্ব্বে ছোট ছিল, কোন সময়ে তাহার মনে হইল মহাদেব অপেক্ষা সে আয়তনে বৃহৎ হইবে। এই মানসে প্রতি দিন বাড়িতে লাগিল; মহাদেবও নন্দী অপেক্ষা ছোট থাকিতে ইচ্ছা না করিয়া দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন। অর্চ্চক তাহা দেখিয়া সঙ্কটবোধে পরি-শেষে নন্দীর বৃদ্ধি নিবারণ উদ্দেশে নন্দীর পশ্চাতে একটি বৃহৎ লৌহময় প্রেক মারিয়া দিলেন, সেই অবধি আর নন্দীর

বৃদ্ধি হয় নাই, মহাদেবও তদবস্থায় রহিয়াছেন। এ প্রবাদ সত্য বা মিথ্যা যাহা হউক কিন্তু এরূপ প্রকার বৃহৎ মন্দির লিঙ্গ এবং নন্দী কোথাও নয়নগোচর হয় নাই।

এই লিঙ্গ ও নন্দী এক একটি বৃহৎ গ্রেনাইট প্রস্তর হইতে নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু কিরূপে ঐ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড খনি হইতে আনিয়াছিল, তাহা ভাবিলেও বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়।

পূজাপদ্ধতি অপরাপর শিবমন্দিরের সদৃশ, অন্যান্য শিব-মন্দিরে যেরূপ পূজা করিয়াছি এখানেও সেইরূপ করিলাম। তৎপরে মন্দির প্রাঙ্গনের এক স্থানে পূর্ণাকৃতি তঞ্জাবুর রাজা-দিগের ছবি এবং তাঁহাদিগের রাজ্যাভিষেকের সময় অঙ্কিত দেখিলাম।

তঞ্জাবুরে দ্রাবিড়, তৈলঙ্গী, মহারাষ্ট্রীয়, কোঙ্কনী, গুজরাটী, কানাড়ী ব্রাহ্মণেরা বাস করিয়া থাকেন।

দ্রাবিড় ব্রাহ্মণেরা তামিল নামে অভিহিত হইয়া থাকেন; ইঁহারা অপর ব্রাহ্মণাপেক্ষা মিতব্যয়ী, বুদ্ধিমান্, উন্নতিশীল ও সৌভাগ্যবান্; ইঁহারা এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের সকল বিভাগেই কার্য্য করিতেছেন। আইন পর্য্যালোচনা বিষয়ে অনেকেই পার-দর্শী। এই ব্রাহ্মণদিগের অনেকেরই পৈতৃক ভূসম্পত্তি আছে; তাঁহারা ধনসঞ্চয় করিতে জানেন ও করিয়া থাকেন।

তৈলিঙ্গী ব্রাহ্মণেরা নায়ক রাজাদিগের সময় তঞ্জাবুরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন ও তাঁহারা তেলুগুনামে অভিহিত

হইয়া থাকেন, ইঁহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, নিয়োগী ও বৈদিকী নিয়োগীরা পরিশ্রমী ও সাহসী, তাহাদের প্রধান উপজীবিকা চাকুরী; বৈদিকদিগের উপজীবিকা পৌরহিত্য কার্য্য, ইহা-দিগের অনেকেরই ভূসম্পত্তি আছে।

মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণেরা মারহাট্টা নামে অভিহিত; তাঁহারা একোজীর রাজত্বকালে আসিয়া তঞ্জাবুরের দুর্গ মধ্যে উপনিবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই কার্য্যদক্ষ ছিলেন এবং শাসনকার্য্যেও নিপুণতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইঁহাদিগের স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা অন্যান্য ব্রাহ্মণ স্ত্রীলোকদিগের অপেক্ষা উন্নত তাঁহারা স্বভাবতঃ সরলা ও দয়াদাক্ষিণ্যগুণে বিভূষিতা।

কোঙ্কনী ব্রাহ্মণদিগের সংখ্যা কম, দুর্গ মধ্যে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়।

কানাড়ী (কর্ণাটী) দিগের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ও তঞ্জাবুরের সর্ব্বত্রই ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়।

গুজরাটী ব্রাহ্মণেরা বাণিজ্য বিষয়ে পটু, ইহাই তাঁহাদের প্রধান উপজীবিকা, ইঁহারা সাহসী ও ধূর্ত্ত।

১৮৮১ খৃঃ সংখ্যানুসারে তঞ্জাবুর সহরে লোকসংখ্যা ৫৪৪৫৭ জন মাত্র।

আমরা ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে প্রাতঃকালে তিরুবাদির দিকে যাত্রা করিলাম। ইহা তঞ্জাবুরের ৬ মাইল উত্তরে ও কাবেরীর উত্তরতীরে অবস্থিত। তঞ্জাবুর হইতে তিরুবাদি যাইবার জন্য একটি উত্তম রাস্তা আছে। তিরুবাদি কথার উৎপত্তি—তিরু—

পবিত্র—আই পাঁচ ৫, আরু নদী অর্থাৎ পঞ্চ পবিত্র নদীর দেশ, সংস্কৃত পঞ্চনদম্; যে ৫টি নদী হইতে এই নাম উৎপত্তি হইয়াছে সেই পাঁচটি নদীর নাম; কোলরূণ, কাবেরী, কুদমুরূত্তি, (কুমুদ্বতী) বেল্লার ও বেন্নার (বেণ্যা); ইহারা সকলেই তুল্যরূপে ৬ মাইল মধ্যে প্রবাহিত হইতেছে। এইস্থান অতি পবিত্র ও পুণ্যময় বলিয়া প্রসিদ্ধ। বয়ঃপ্রাপ্ত বৃদ্ধেরা জীবনের শেষ ভাগ ঐ স্থানে বাস করিয়া থাকেন। ইহা আমাদের উত্তর ভারতের বারাণসী সদৃশ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

এখানে সব্‌মাজিষ্ট্রেট, রেজিষ্ট্রার আফিস, পোষ্ট আফিস, ডিষ্ট্রীক্ট মুন্‌সেফ, পুলিস ষ্টেশন ইত্যাদি আছে। এখানকার জমি অতি উর্ব্বরা, ধান্য প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। নারিকেল, আম্র, তেঁতুল প্রভৃতি নানাবিধ ফলের বৃক্ষ সকল যথেষ্ট পরিমাণে আছে ও প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

সহরের ভিতর হইয়া আমরা প্রথমে কাবেরীনদীর তটে আসিয়া দেখিলাম শত শত নরনারী কাবেরীতে স্নান করিতেছে। কাবেরীর জল তৎকালে কমিয়া গিয়াছে, এক স্থানে একটি মাত্র স্রোত বহিতেছে। আমরা সঙ্কল্পাদি করিয়া স্নানান্তর মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। একটি শিবমন্দির, ভগবানের নাম পঞ্চনদীশ্বর-স্বামী; মন্দিরের প্রাঙ্গন অতি বৃহৎ, বাহিরের প্রাচীর অতি উচ্চ ও গ্রেনাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত, দ্বারের উপর দুইটি সুবৃহৎ তোরণ। ভিতরে দুইটি বিস্তৃত পৃথক্ পৃথক্

প্রাঙ্গন; একটিতে পঞ্চনদীশ্বর অপরটিতে দেবীর মন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে।

এই মন্দির তঞ্জাবুরের নায়ক রাজাদিগের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকিবে। এখানে বেদের পঠনপ্রণালী উত্তমরূপে প্রচলিত আছে; যজুর্ব্বেদাধ্যায়ী ছাত্র প্রায় এক শত, ঋগ্বেদী প্রায় ৫০।৬০ জন এবং সামবেদী ৫।৬ জন মাত্র দেখিলাম। যজুর্ব্বেদ ও ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্ত আবৃত্তি করিতে শুনিয়া বড়ই পরিতৃপ্ত হইলাম, সামগানও কয়েকটি শুনিয়াছিলাম।

মহাদেব পঞ্চনদীশ্বর এবং দেবীর পৃথক্‌রূপে পূজা করিয়া তঞ্জাবুরে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। বলা বাহুল্য যে আমরা পঞ্চনদের পাঁচটিই পার হইয়াছিলাম।

আহারান্তে সরস্বতীমহল পরিদর্শনে যাই, তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তঞ্জাবুর সহর পুনর্ব্বার দেখিয়াছিলাম। দুর্গের ভিতর এক অংশে রাজভবন অবশিষ্টাংশে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ও শিল্পকারদিগের আবাসে পরিপূর্ণ। হিন্দু রাজাদিগের সময়ে সকল প্রকার শিল্প, বাদ্যযন্ত্র সুরবিদ্যা, কাব্যরচনা ও চিত্রবিদ্যার কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। এখন অবশ্য সুরবিদ্যা ও চিত্রকার্য্যের অনেক হ্রাস হইয়াছে, তথাচ এখানে বীণাবাদ্যপারদর্শী অনেক বৃদ্ধও জীবিত আছেন। এখনও অনেক সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর আছে; তাহারা চিত্রকার্য্যেই জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। তঞ্জাবুরের চিত্রকরকৃত চিত্র দক্ষিণদেশে প্রায় সকল স্থানে ও সকল বাটীতেই দেখিলাম। চিত্রও অতি মনোহর ও

বহুমূল্য ; হাবভাবে কলিকাতার আর্ট-ষ্টুডিয়ার চিত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে, আর্ট ষ্টুডিয়ার ছাত্র তঞ্জাবুরে আসিয়া চিত্রপ্রণালী অভ্যাস করিলে উত্তম হয়।

রেশমী ও সূতা মিশ্রিত উত্তম উত্তম শাটী, কার্পেট, জহরৎ, কাষ্ঠনির্ম্মিত পূর্ণাকৃতি খেলানা, গোটা বা জরীর সুচারু চিকণ পুষ্পমালা ইত্যাদির জন্য এখনও তঞ্জাবুর প্রসিদ্ধ। প্রধান রাস্তার দুই পার্শ্বের দোকানে উহা যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রয়ার্থ সাজান রহিয়াছে।

এখানে মিশনকলেজ, তিনটি ছাত্রবৃত্তি স্কুল, একটি রোমান কেথলিক মিশনস্কুল, একটি লেডী নেপিয়ারস্ বালিকা স্কুল, রাজকুমারীর সংস্কৃতকলেজ ও কয়েকটি ছোট ছোট স্কুল বিদ্যমান রহিয়াছে। বর্ত্তমান মিশনকলেজ রেভারেণ্টশ্চবটুএর[১] যত্নে খৃষ্টিয়ান বালকদিগের জন্য মহারাজ শরভোজী প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৫৭ খৃঃ রেভারেণ্ট ডাক্তার পোপ সাহেবের সময় হইতে উক্ত স্কুলে হিন্দু বালকদিগকে পড়িতে দেওয়া হইতেছে। ১৮৬৩ খৃঃ বালকেরা উক্ত স্কুল হইতে প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষা দেয়, পরে উহা কলেজরূপে পরিণত হইয়াছে।

সহর প্রদর্শনান্তর সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আহারান্তে মেলট্রেনে মধুরাপুরী যাইবার উদ্দেশে ষ্টেসনে আসিলাম, উক্ত ট্রেণ রাত্রি ১০টার সময় আইসে, অত-

---

(১) Rev. Schwartz.

এব এই স্থানে ৩১ ঘণ্টা মাত্র ছিলাম; গাড়ী আসিলে তাহাতে চড়িয়া সুখে নিদ্রা যাইতে যাইতে প্রাতে ৬টার সময় মধুরায় পৌঁছিলাম।

মধুরাপুরী।

আমরা তঞ্জাবুর হইতে রাত্রির গাড়ীতে রওনা হইয়া ২৮ ডিসেম্বর প্রাতে মধুরাপুরীতে আসিয়া উপনীত হই; আমাদের আসিবার পূর্ব্বে সংবাদ থাকাপ্রযুক্ত এই স্থানের ট্রেজরী ডেপুটি কলেক্টর আমাদিগকে লইতে ষ্টেশনে আইসেন। বৈগেই নদীর তীরস্থিত নায়কদিগের ছত্রে থাকিবার স্থান স্থির করেন; আমরা তাঁহার সহিত তথায় আসিয়া বিশ্রাম ও স্নানান্তর মহাদেব সুন্দরলিঙ্গ দর্শনে যাই।

মধুরাপুরী সুন্দরলিঙ্গের মন্দির ও তিরুমল নায়কনের প্রাসাদের জন্য প্রসিদ্ধ; এই স্থানে অতি পুরাকাল হইতে পাণ্ড্যরাজারা রাজত্ব করিতেন। অতএব উক্ত হিন্দু রাজাদিগের বিষয়ে দুই চারিটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

মধুরাপুরীর স্থলপুরাণ নামে যে বৃহৎ পুরাণ আছে তাহা মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। সুন্দরলিঙ্গের মাহাত্ম্য প্রকাশ স্থলপুরাণের প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও উহাতে ধারাবাহিক ১৪টি পাণ্ড্যরাজাদিগের বিবরণ আছে।

সুন্দরলিঙ্গের উৎপত্তি বিষয়ে স্থল.পুরাণে যেরূপ বর্ণনা আছে তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

ত্রেতাযুগে এক দিবস ইন্দ্রালয়ে দেব নর্ত্তকীগণ নৃত্য করিতেছিল, ইন্দ্র মনোনিবেশপূর্ব্বক তাহা দেখিতেছিলেন, দেবগুরু বৃহস্পতি তথায় আসিলে অন্যমনস্কবশতঃ ইন্দ্র তাঁহাকে দেখিতে পান নাই, কাযেই অভিবাদন ও সম্ভাষণাদি করেন নাই। দেবগুরু বৃহস্পতি আপনাকে অপমানিত মনে করিয়া দেবসভা হইতে প্রস্থানপূর্ব্বক নিজ গুরুত্ব পদ ত্যাগ করিয়া তপস্যার্থ গমন করেন। ইন্দ্র এই বৃত্তান্ত ব্রহ্মাকে জানাইলে পিতামহের আদেশানুসারে তিনি বিশ্বরূপ নামে ত্রিশিরাকে গুরুত্বে বরণ করেন ও বৃহস্পতিকে অন্বেষণ করিতে কয়েকটি প্রধান দূত পাঠান। ত্রিশিরা ত্বষ্টার পুত্র কিন্তু দৈত্যকুলের দৌহিত্র; দেবগুরুত্ব পদ পাইয়া যজ্ঞে আহুতি দিবার সময় প্রকাশ্যে দেবতাদিগের এবং গোপনে আপন মাতামহকুলের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। দেবরাজ ক্রমে ইহা জানিতে পারিয়া ক্রোধাসক্তচিত্তে তাহার শিরশ্ছেদ করেন। ত্রিশিরা দ্বিজ ছিল বলিয়া ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হন; পরে দেবতাদিগের সাহায্যে ঐ পাপকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া, উদ্ভিদ্, স্ত্রী, জল ও পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হন। সেই অবধি উদ্ভিদ্ হইতে নির্যাস, স্ত্রী হইতে রজ, জল হইতে ফেণ ও পৃথিবী হইতে ক্ষারমৃত্তিকা (সাজিমাটি) উৎপন্ন হইল। ইন্দ্র পাপ হইতে মুক্ত হইলেও তাঁহার আর একটি বিপদ উপ-

স্থিত হইল। ত্বষ্টা পুত্রনিধনে দুঃখিত হইয়া অপর বলিষ্ঠ পুত্র লাভের উদ্দেশে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়া বৃত্র নামে অসীম পরাক্রমশালী পুত্র লাভ করেন। বৃত্র ক্রমে ইন্দ্রকে পরাভব করিয়া ত্রিলোকে আধিপত্য স্থাপন করিলেন। ইন্দ্র অনন্যোপায় হইয়া চতুরাননের উপদেশে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হয়েন। পদ্মনাভ সহস্রাক্ষকে দধীচি মুনির অস্থিতে বজ্রায়ুধ নির্ম্মাণ করিয়া বৃত্রের সহিত যুদ্ধ করিতে আদেশ দেন। ইন্দ্র উক্ত উপায়ে বৃত্রকে বধ করিতে সমর্থ হন। বৃত্রে ব্রাহ্মণত্ব থাকায় ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা পাপে পুনরপি লিপ্ত হইয়া মহাকষ্ট পাইতে লাগিলেন; ইন্দ্র তখন অনুপায় হইয়া স্বর্গ ত্যাগ করিয়া পৃথিবীতে আসিয়া পদ্মকর্ণিকার মধ্যে লুক্কায়িত হন। শাসনকর্ত্তা অভাবে স্বর্গের অরাজকতা দেখিয়া দেবতাগণ বৃহস্পতির শরণাগত হইলে তিনি পূর্ব্ব অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া ইন্দ্রের অন্বেষণে বহির্গত হন। তাঁহাকে পদ্মবনে দেখিতে পাইয়া পাপক্ষয়ের জন্য ভূলোকে তীর্থপর্য্যটন ও দর্শন করিতে আদেশ দেন। তদনন্তর তীর্থপর্য্যটন, দর্শন ও স্নান করিতে করিতে ক্রমে কল্যাণপুরের সন্নিকট কদম্ববনে আসিয়া পৌঁছিবামাত্র ব্রহ্মহত্যা পাপ তাঁহাকে পরিত্যাগ করে। ইন্দ্র পাপ হইতে মুক্তির কারণ অবগত হইবার মানসে কদম্ববন অন্বেষণ করিতে করিতে এক অনাদিলিঙ্গ দেখিতে পাইলেন; বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া উক্ত লিঙ্গের উপর মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। লিঙ্গের নাম সুন্দর রাখিয়া বৃহস্পতির দ্বারা বৈদিক মতে তাঁহার পূজা করাইলেন।

তাঁহার পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া সুন্দরলিঙ্গ তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখা দিলেন, ইন্দ্রও সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক স্তব করিয়া প্রত্যহ তাঁহাকে পূজা করিতে পান এই প্রার্থনা করেন। মহাদেব আদেশ করেন যে, স্বর্গ অনেক দিন হইতে অরাজক হইয়াছে, পূজা করিবার নিমিত্ত রাজ্য ত্যাগ করিয়া এখানে থাকিবার আবশ্যক নাই; বৎসরান্তে বৈশাখী পূর্ণিমাতে স্বর্গ হইতে আসিয়া পূজা করিলে সম্বৎসর পূজার ফললাভ হইবে, এক্ষণে স্বরাজ্যে প্রতিগমন কর।

মহাদেব ইন্দ্রকে এইরূপ আদেশ করিয়া অন্তহিত হইলে ইন্দ্র গুরু সমভিব্যাহারে স্বর্গে গমন করেন। তদবধি ইন্দ্র বৎসরান্তে বৈশাখী পূর্ণিমাতে কদম্ববনে আসিয়া মহাদেব সুন্দরেশ্বরের পূজা করিয়া যাইতেন; এইরূপে অনেক দিন কাটিয়া গেল। কদম্ববনের সন্নিকট কল্যাণপুরে কুলশেখর পাণ্ড্যরাজার রাজ্যত্বকালে ধনসঞ্চয় নামে কোন বণিক পথভ্রমে খুঁজিতে খুঁজিতে সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে কদম্ববনে পূর্ব্বোক্ত মন্দিরস্থ লিঙ্গ দেখিতে পায়, তথায় রাত্রিযাপন করিয়া পর দিবস সেই সংবাদ রাজাকে জ্ঞাপন করেন; উক্ত বনে রাজধানী স্থাপন ও মহালিঙ্গের পূজা পদ্ধতি মর্ত্যলোকে প্রচার করিতে ঋষিরূপে মহাদেব সেই রাত্রে রাজাকে প্রত্যাদেশ করেন। রাজা জঙ্গল কাটাইয়া তথায় রাজধানী নির্ম্মাণপূর্ব্বক দেবালয়ের সংস্কার করিলেন, কাশী হইতে ঋত্বিক্‌ আনাইয়া মহালিঙ্গের পূজার নিয়ম করিয়া দিলেন। রাজধানীর নাম কি রাখিবেন মনে মনে ভাবিতেছেন

এমন সময়ে মহাদেব প্রত্যক্ষ হইয়া নূতন পুরীতে আপন মস্তকস্থিত অমৃত ছড়াইয়া দেন, তদ্দর্শনে রাজা রাজধানীর নাম মধুরাপুরী রাখিলেন। এইরূপে রাজা কুলশেখর কর্ত্তৃক সুন্দরলিঙ্গের পূজা মর্ত্ত্যলোকে প্রচার, মধুরাপুরী নির্ম্মাণ এবং তাহা পাণ্ড্যরাজাদিগের রাজধানীরূপে পরিণত হয়। ইহা কোন্ সময়ে সংঘটন হইয়াছিল তাহা স্থির করিবার উপায় নাই।

স্থলপুরাণের মতে যখন অযোধ্যাপতি দাশরথি শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনার্থ চতুর্দ্দশ বৎসর বনে আসেন এবং যখন লঙ্কাধিপতি রাবণ পঞ্চবটীবনে সীতাকে অপহরণ করেন, তখন রামচন্দ্র সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিয়া সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে দক্ষিণাভিমুখে লঙ্কার উদ্দেশে আসিবার সময়ে অগস্ত্য মুনির আদেশানুসারে মধুরাপুরীতে আসিয়া সুন্দরদেবের পূজা ও আরাধনা করিয়াছিলেন*।

এই সময়ে রাজা অনন্তগুণপাণ্ড্য মধুরাপুরীতে রাজত্ব করেন; ইনি কুলশেখর হইতে ১১ পুরুষ অন্তর ছিলেন। অতএব স্থলপুরাণের মতে মধুরাপুরী ত্রেতাযুগে স্থাপিত হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে রাজা কুলশেখর পুরী নির্ম্মাণ করিয়া কাশী হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া সুন্দরদেবের পূজার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। ইহাতে অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন যে, কুলশেখর পাণ্ড্য রাজার সময়ে দক্ষিণদেশে বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিল না, তাঁহারই সময়ে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ব্রাহ্মণ আসিয়া দক্ষিণদেশে উপনিবেশ করেন।

অতি পুরাকাল হইতে দক্ষিণদেশে শিবলিঙ্গের যেরূপ বহুল প্রচার দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে আমরা ইহাও মনে করিতে পারি যে, উহা দ্রাবিড় অর্থাৎ তামিলদিগের দেবতা ছিল। আর্য্য ব্রাহ্মণেরা দক্ষিণদেশে আসিয়া সর্ব্বত্র উহার বহুল প্রচার দেখিতে পান ও উহা আপনাদিগের দেবতা করিয়া লয়েন। চিদম্বর মাহাত্ম্য মতেও পঞ্চম মনুর পুত্র শ্বেতবর্ণ চিদম্বর-তীর্থে স্নানান্তে হিরণ্যবর্ণ প্রাপ্ত হইয়া কাশী হইতে তিন হাজার ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন ইহাও পূর্ব্বানুমানের পোষক বলিয়া অনুমিত হইবে।

রাজা কুলশেখর অনেক দিন ধরিয়া রাজ্যশাসন পূর্ব্বক আপন পুত্র মলয়ধ্বজকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া আপনি বানপ্রস্থ ধর্ম্মাবলম্বনানন্তর বনে গমন করেন। স্থলপুরাণটি সুন্দরদেবের মাহাত্ম্য বর্ণনাতেই প্রায় পরিপূর্ণ; রাজাদিগের ঐতিহাসিক বর্ণনা অতি অল্পই আছে, অতএব রাজাদিগের নামের তালিকা দিয়া দুই একটি বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক কথা বলিয়া শেষ রাজার সময় নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করিলেই যথেষ্ট হইবে।

স্থলপুরাণোক্ত পাণ্ড্যরাজাদিগের নাম—

১। কুলশেখর পাণ্ড্য।

২। মলয়ধ্বজ ঐ

৩। থতাথকৈ বাই।

৪। সুন্দর পাণ্ড্য।

৫। উগ্র পাণ্ড্য।

৬। বীর পাণ্ড্য।
৭। অভিষেক ঐ
৮। বিক্রম ঐ
৯। রাজশেখর ঐ
১০। কুলতুঙ্গ ঐ
১১। অনন্তগুণ ঐ
১২। কুলভূষণ ঐ
১৩। রাজেন্দ্র ঐ
১৪। রাজেশ ঐ
১৫। রাজগম্ভীর ঐ
১৬। পাণ্ড্যবংশ প্রদীপ ঐ
১৭। পুরোহোতা ঐ
১৮। পাণ্ড্যবংশ পতাকা ঐ
১৯। সুন্দরেশপদশেখর ঐ
২০। বরগুণ পাণ্ড্য।
২১। রাজরাজ ঐ
২২। সগুণ পাণ্ড্য।
২৩। চিত্র ব্রত ঐ
২৪। চিত্রভূষণ ঐ
২৫। চিত্রধ্বজ ঐ
২৬। চিত্রবর্ম্মা ঐ
২৭। চিত্রসেন ঐ

২৮। চিত্রবিক্রম পাণ্ড্য।
২৯। রাজমার্ত্তণ্ড ঐ
৩০। রাজসৌধ-মনি ঐ
৩১। রাজ-শার্দ্দুল ঐ
৩২। দ্বিজরাজ কুলতুঙ্গ ঐ
৩৩। আয়ুধপ্রবীণ ঐ
৩৪। রাজকুঞ্জর ঐ
৩৫। পররাজ ভয়ঙ্কর ঐ
৩৬। উগ্রসেন ঐ
৩৭। মহাসেন ঐ
৩৮। শত্রুঞ্জয় ঐ
৩৯। ভীমার্থ ঐ
৪০। ভীমপরাক্রম ঐ
৪১। প্রতাপমার্ত্তণ্ড ঐ
৪২। বিক্রম কাঞ্চুক ঐ
৪৩। যুদ্ধকোলাহল ঐ
৪৪। অতুলবিক্রম ঐ
৪৫। অতুলকীর্ত্তি ঐ
৪৬। কীর্ত্তি-বিভূষণ ঐ
৪৭। বংশশেখর ঐ
৪৮। বংশ-সৌধমণি ঐ
৪৯। প্রতাপসুরসেন ঐ

৫০। বংশধ্বজ পাণ্ড্য।
৫১। রিপুমর্দ্দনপাণ্ড্য
৫২। চোলবংশ হস্তাক ঐ
৫৩। চেরবংশ হস্তাক ঐ
৫৪। পাণ্ড্যবংশ ঈশ ঐ
৫৫। বংশশিরোমণি ঐ
৫৬। পাণ্ড্যেশ্বর ঐ
৫৭। কুলধ্বজ ঐ
৫৮। বংশবিভূষণ ঐ
৫৯। সোম-সৌধমণি ঐ
৬০। কুল-সৌধমণি ঐ
৬১। রাজ-সৌধমণি ঐ
৬২। ভূপ-সৌধমণি ঐ
৬৩। কুলেশ ঐ
৬৪। অরিমর্দ্দন ঐ
৬৫। জগন্নাথ ঐ
৬৬। বীরবাহু ঐ
৬৭। বিক্রমপাণ্ড্য
৬৮। সুরভী পাণ্ড্য
৬৯। কুঙ্কুম ঐ
৭০। কর্পূর ঐ
৭১। করুণা ঐ

৭২। পুরুষোত্তম পাণ্ড্য।

৭৩। শত্রুশাসন ঐ

৭৪। কুব্জপাণ্ড্য ইনি সুন্দরপাণ্ড্য নাম ধারণ করিয়াছিলেন।

মলয়ধ্বজের এক কন্যা ভিন্ন পুত্র সন্তান থাকে নাই, সেই সেই কন্যার নাম থতাথকৈ। পিতার মৃত্যু হইলে তিনি রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন। কথিত আছে তাঁহার পিতা পুত্র কামেষ্টি যজ্ঞ করেন, স্বয়ং মীণাক্ষিদেবী কন্যারূপে যজ্ঞাগ্নি হইতে উৎপন্ন হন, জন্মকালে ঐ কন্যার তিনটি স্তন থাকে। কোন পরী আকাশ হইতে কহে যখন এই কন্যা আপন স্বামী সন্দর্শন করিবে, তখন অতিরিক্ত স্তনটি অন্তর্হিত হইয়া যাইবে।

এই কন্যা রাজ্যাভিষিক্ত হইবার পর ত্রিভুবন জয়াভিলাষে যুদ্ধ যাত্রা করেন। ক্রমে পৃথিবী জয় করিয়া অষ্টদিক্‌পাল ও ইন্দ্রকে পরাজয় করেন। পরে কৈলাস আক্রমণ করিয়া মহাদেবের সৈন্যকে পরাভূত করিলে, মহাদেব স্বয়ং যুদ্ধার্থে আইসেন। সদাশিবকে সন্দর্শন করিবামাত্র রাজকুমারীর তৃতীয় পয়োধরটি অন্তর্হিত হইলে ভোলানাথকে ভাবীপতি জানিয়া রাজকুমারী লজ্জায় অধোমুখী হইলেন। মহাদেব তাঁহার লজ্জার কারণ অবগত হইয়া আগামী সোমবারে মধুরাপুরীতে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হন। রাজকুমারী স্বরাজ্য প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মহাদেব নির্দ্ধারিত দিবসে ব্রহ্মা বিষ্ণু সমভিব্যাহারে মধুরাপুরীতে আসিয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন ও সুন্দর-

পাণ্ড্য নাম গ্রহণ করিয়া রাজ্য শাসন করেন। বিবাহের বিবরণাদি অনেকটা কুমারসম্ভবের হর-পার্ব্বতীর বিবাহের সদৃশ।

রাজাবলী গ্রন্থোক্ত কবণি নামক রাজকুমারীর বিবরণে জানা যায়, উক্ত রাজকুমারীর তিন স্তন ছিল। ঈশ্বর তাঁহার পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দেন যে, আপন ভর্ত্তার প্রথম সন্দর্শনে অতিরিক্ত পয়োধর অন্তর্হিত হইবে। পরে রাজকুমার বিজয় সিংহল জয় করিয়া উক্ত রাজকুমারীকে সন্দর্শন করিবামাত্র তাহার অতিরিক্ত স্তনটি অন্তর্হিত হইলে তাহাকে বিবাহ করেন। মহাবংশ নামক পালিগ্রন্থে দেখা যায়, ভগবান বুদ্ধদেবের তিরোভাবের দিন কুমারবিজয় ৭ শত সঙ্গীর সহিত অর্ণবপোতে সিংহলে আসিয়া উপস্থিত হয়েন ও সিংহল জয় করিয়া আপন রাজ্য স্থাপনানন্তর কোন পাণ্ড্যরাজকন্যার পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক তমুনহ নামক স্থানে ৩৮ বৎসর রাজত্ব করেন। উপরি উক্ত বিবরণে উইলসন সাহেব মনে করেন স্থলপুরাণে রাজা বিজয়কে সুন্দররূপে কথিত হইয়াছে ও তিনি রাজকুমারী থতাথকৈয়ের পাণিগ্রহণ করিয়া মধুরাপুরীতে রাজ্য করিয়াছিলেন।

অষ্টম রাজা বিক্রমপাণ্ড্যের রাজত্বকালে কাঞ্চীপুরে চোল রাজা ক্ষপণক মতাবলম্বী ছিলেন, মধুরাপুরী জয়াভিলাষে চোল রাজা এক যজ্ঞ করেন, সেই যজ্ঞ হইতে এক ভয়ঙ্কর হস্তী উৎপন্ন হয়। উক্ত হস্তী মধুরাপুরীর সন্নিকটে আসিলে সুন্দরলিঙ্গ স্বয়ং তীর দ্বারা তাহাকে বধ করেন, তখন উক্ত হস্তীর শরীর পর্ব্বতাকারে পরিণত হইয়া গেল।

মধুরাপুরীর পূর্ব্ব উত্তর ৫ মাইল দূরে হস্তীমলয় (তামিল নাম আনৈমাল) নামে একটি ছোট পাহাড় আছে, উহা লম্বে ২ মাইল প্রস্থে ১৩০০ ফুট, উর্দ্ধে ২৫০ ফুট দূর হইতে দেখিতে একটি প্রকাণ্ড হস্তী সদৃশ, ঐ স্থানে কোল রাজার সহিত পাণ্ড্য রাজার যুদ্ধ হইয়া থাকিবে ও কোল রাজার হস্তী নিহত হইলে রাজা পরাভূত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া থাকিবেন।

কাঞ্চীপুরের বিবরণে দেখা গিয়াছে তথায় বুদ্ধদিগের রাজ-ধানী ছিল। অমরকোষে ক্ষপণকদিগকে বৌদ্ধ বলা হইয়াছে।

একাদশ পাণ্ড্যরাজার নাম অনন্ত গুণ, ইঁহার রাজ্যকালে ক্ষপণকেরা মধুরাপুরী আক্রমণ করিতে আইসে, এবারও তাঁহারা যজ্ঞ করেন সেই যজ্ঞ হইতে এক ভয়ঙ্কর সর্প উৎপন্ন হয়। সেই সর্প মধুরাপুরীর দিকে আসিতে থাকে, মহারাজ অনন্তগুণ ভল্ল দ্বারা সেই সর্পকে নিহত করিলে উহার শরীর পর্ব্বতাকারে পরিণত হয়, অদ্যাপি তাহা পাম্বুমলয়[১] অর্থাৎ সর্প পাহাড় নামে অভিহিত হইতেছে।

ক্ষপণক মতাবলম্বীরা পরাভূত হইলে পশ্চাৎ পদ না হইয়া পুনরায় যজ্ঞ করিলে এক ভয়ঙ্কর গাভী উৎপন্ন হয়। তাহারা মনে করিল গাভী গিয়া দেশ আক্রমণ করিলে রাজা হিন্দু হইয়া গাভী বধ করিতে পারিবে না। তখন তাঁহারা নিশ্চিত ভাবে উক্ত গাভীকে মধুরাপুরী অভিমুখে অগ্রসর হইতে করিল। রাজা অনন্তগুণ উক্ত বিষয় জানিতে পারিয়া ভগবান সুন্দর

(১) পাম্বু তামিল কথা অর্থ সর্প।

লিঙ্গের সাহায্য প্রার্থনা করিলে, সুন্দরলিঙ্গ সদয় হইয়া আপন ভৃত্য নন্দীকে অনুজ্ঞা দেন যে, আপন শরীর বৃদ্ধি করিয়া উক্ত গাভীকে স্ববশে আনয়ন কর। নন্দী আজ্ঞানুসারে আপন শরীর বৃদ্ধি করিয়া সুন্দর মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক গাভীর সম্মুখে আসিলে গাভী বিজাতীয় উত্তেজনার আতিশয্যে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভূশায়ী হইল, তাহার শরীর পর্ব্বতে পরিণত হইয়া পশু-মলয়[১] অর্থাৎ গাভী-পাহাড় নামে অভিহিত হইয়াছে। এই পাহাড় মধুরাপুরী হইতে ৩ মাইল দূরে বিদ্যমান আছে, নন্দীও জয়পতাকা স্বরূপ আপন বৃহৎ শরীর পর্ব্বতাকারে পরিণত করিয়াছিল। এই পাহাড় স্কন্ধাচল নামে অভিহিত হইতেছে। ইহা মধুরাপুরীর ৪ মাইল দক্ষিণে অবস্থিতি করিতেছে। ইহা পাঁচ শত ফুট উচ্চ হইবে, উক্ত পাহাড়ে এক মুসলমান মহা-পুরুষের কবর থাকায় অনেকেই ইহা দেখিতে আইসেন।

পূর্ব্বোক্ত ক্ষপণকেরা কোথা হইতে আসিয়াছিল স্থলপুরাণে তাহার বিবরণ কিছুই নাই, পশুমলয় ও স্কন্ধমলয় মধুরাপুরীর দক্ষিণদিকে অবস্থিত, ইহাতে কি আমরা মনে করিতে পারি না যে, সিংহলের বৌদ্ধ রাজা স্বসৈন্যে মধুরা আক্রমণ করিতে আইসে ও উপরোক্ত তিনপাহাড়ের নিকটে পরাজয় হইয়া পলাইতে বাধ্য হয়। এই রাজার রাজত্বকালে শ্রীরামচন্দ্র (স্থল-পুরাণের মতে) মধুরাপুরীতে আসিয়াছিলেন। নেলসন্[২] সাহেব

(১) পশু অর্থে গাভী (তামিল।)

(২) Mr Nelson.

মনে করেন অন্য পুরাণ হইতে শ্রীরামচন্দ্রের বিষয় স্থলপুরাণে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে মাত্র।

দ্বাদশ রাজার নাম কুলভূষণ। এই রাজার রাজত্বকালে চেদিদেশীয় কিরাতরাজ মধুরাপুরী আক্রমণ করিতে আইসেন, কিন্তু কিরাতরাজ সিংহ কর্তৃক নিহত হয়; কিরাত রাজার নাম না থাকায় বিশেষ কিছু জানিবার উপায় নাই।

কুলভূষণ ব্রাহ্মণদিগকে সম্মান করিতেন না, অর্থাভাবে তাঁহাদের কষ্ট হইয়াছিল। এমন কি, অন্নের কারণ তাঁহাদিগকে খাটিতে হইয়াছিল, তাহাতে নিত্য হোম ও বেদাধ্যয়ন বন্ধ হইয়া যায়; দেশে অনাবৃষ্টি হয়, দুর্ভিক্ষে লোক কষ্ট পাইয়া যখন রাজ্য ছাড়িয়া দেশান্তরে যাইতে থাকে, তখন রাজার চৈতন্য হইয়াছিল। রাজা সুন্দরলিঙ্গের শরণাপন্ন হইলে তাঁহার আদেশে ব্রাহ্মণদিগকে প্রভূত ধন দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন, তাহারা পূর্ব্ববৎ হোম করিতে প্রবৃত্ত হইলে প্রচুর বৃষ্টি হইল ও দেশে পুনরায় ভক্ষদ্রব্য জন্মিল। সেই সময় কাঞ্চীপুরে চোলরাজা শৈবমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন; পাণ্ড্যরাজার সহিত তাঁহার মনোমালিন্য ছিল; ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হইলে পাণ্ড্যরাজা চোলরাজকুমারীর কর প্রার্থনা করিলে কন্যা-সম্প্রদান করিতে স্বীকৃত হন; ইতিমধ্যে পাণ্ড্যরাজার কনিষ্ঠ গোপনে কাঞ্চীপুরে যাইয়া রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। চোলরাজা জামাতার পরামর্শে মধুরাপুরী আক্রমণ করিতে আইসেন কিন্তু পাণ্ড্যরাজ কর্তৃক পরাজিত ও বন্দী হয়েন। পরে সুন্দরলিঙ্গের আদেশে মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ঊনবিংশ পাণ্ড্যরাজার নাম সুন্দরেশ্বর-পদশেখর; এই রাজার রাজত্বকালে চোলরাজা মধুরাপুরী আক্রমণ করিতে আইসেন। দুর্গের সম্মুখে এক তুমুল যুদ্ধ হয়, তাহাতে পাণ্ড্য-রাজা পরাভূত হইয়া দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে বাধ্য হন। তখন চোলরাজ তাহার অনুসরণ করিতে করিতে পরিখায় পড়িয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলে, পাণ্ড্যরাজ তাহার বাহিনীকে পরাজয় করেন। উপরোক্ত চোলরাজ কোন্ দেশের রাজা ছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই।

বিংশ পাণ্ড্যরাজার নাম বরগুণ। ইনি মৃগয়া হইতে রাত্রে ফিরিয়া আসিবার সময় পথিমধ্যে ঘোড়া সহিতে এক ব্রাহ্মণের উপর পড়েন, তাহাতে সেই ব্রাহ্মণ পঞ্চত্ব পায়। তিনি এইরূপে ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হয়েন। সেই সময় চোলরাজ মধুরাপুরী আক্রমণ চেষ্টায় ছিলেন; সুন্দরলিঙ্গের আদেশে পাণ্ড্যরাজ স্বসৈন্যে চোলরাজ্যে প্রবেশ করিয়া মধ্যার্জ্জুন পর্য্যন্ত চোল রাজার অনুসরণ করেন ও মধ্যার্জ্জুনের দেবালয়ে যাইয়া পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। মধ্যার্জ্জুন কুম্ভঘোণ হইতে ৫ মাইল দূরে স্থিত। মহর্ষি অগস্ত্য বলিয়াছেন যে, মধ্যার্জ্জুন একটি প্রকৃত পুণ্যস্থান, তদ্দর্শনেও ব্রহ্মহত্যাদি পাপ বিনষ্ট হয়, সেই কারণে সুন্দরলিঙ্গ রাজাকে তথায় যাইতে আদেশ দেন।

সপ্তচত্বারিংশৎ পাণ্ড্যরাজার নাম বংশশেখর। কথিত আছে যে, জলপ্লাবনে মধুরাপুরী ধ্বংস হইলে ইনি নূতন করিয়া মধুরাপুরী নির্ম্মাণ করেন। তাহার রাজত্বকালে বিক্রম নামে

কোন চোলরাজ মধুরা আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু পরাভূত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ডসন সাহেবের[১] চোলরাজাদিগের বংশাবলীর তালিকাতে বিক্রমচোলের নাম পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ৮২৭ খৃঃ বিক্রমচোল মানবলীলা সম্বরণ করেন। নেলসন্ সাহেবের মতে স্থলপুরাণোক্ত বিক্রম চোল ইনিই হইবেন। বংশশেখরের সময়ে ৪৮টি তামিল পণ্ডিত রাজসভায় থাকিতেন;

অষ্টচত্বারিংশৎ পাণ্ডারাজার নাম বংশচূড়ামণি। ইনি দেব-সেবার নিমিত্ত চম্পকফুলের বাগান নির্ম্মাণ করেন বলিয়া চম্পক নামে অভিহিত হইতেন। ইহার রাজত্বকালে তামিল ব্যাকরণ-কার নক্কির এবং কবিল ও বন নামক কবিদ্বয় বিদ্যমান ছিলেন।

ত্রিষষ্টিতম পাণ্ড্যরাজার নাম কুলেশ, তাহার রাজসভায় মধ্যারণোশ্বর নামে কোন পণ্ডিত আসিলে প্রথমে সভাস্থ তামিল পণ্ডিতদিগের ষড়যন্ত্রে তিনি সম্মান প্রাপ্ত হয়েন না, পরে সর্ব্বোচ্চ স্থান পান, নেলসন সাহেব অনুমান করেন স্থল-পুরাণোক্ত মধ্যারণ্যেশ্বর পরিচারিণী-গর্ভোদ্ভূত তিরুবল্লুবুর ভিন্ন অন্য কেহ নহে।

পঞ্চষষ্টি পাণ্ড্যরাজার নাম জগন্নাথ। তাহার রাজত্বকালে মাণিক্য-বাসক নামে বৃদ্ধ মন্ত্রী চিদম্বরে সভাপতীশ্বর বা চিদ-ম্বরেশ্বর মহাদেবের পূজা করিয়া সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ-পূর্ব্বক চিদম্বরের পশ্চিমদিকে তিল্লীবন নামক নিভৃত স্থানে

(১) Mr. Dawson.

ঈশ্বরচিন্তায় সময় অতিবাহিত করিতে থাকেন। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারকেরা কোন দ্বীপ হইতে তিল্লী নামক তিন হাজার ব্রাহ্মণদিগের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে বাদানুবাদ করিলে তিল্লী ব্রাহ্মণেরা বেগতিক দেখিয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলে, ঈশ্বর বৃদ্ধ মন্ত্রী মাণিক্যবাচককে নিভৃত তিল্লীবন হইতে আনিতে আদেশ দেন। বৃদ্ধ মন্ত্রীবর বৌদ্ধ পণ্ডিতদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া শাস্ত্রীয়বাক্য উদ্ধৃত করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেন। হিন্দুর ঈশ্বর, লিঙ্গরহিত, স্বয়ং আদ্যন্তশূন্য হইলেও সৃষ্টির আদি ও অনন্ত পরমপুরুষ, সকল দেহপুরে অর্থাৎ সাক্ষিস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছেন। তদনন্তর বিভূতি হস্তে করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, ঈশ্বর এই বিভূতিসদৃশ শুভ্র ও স্বয়ং বিভু। বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা তাঁহার কূটতর্কে পরাভূত হইল। কাঞ্চীপুরের বৌদ্ধ চোলরাজ ঐ সংবাদ পাইয়া অসন্তুষ্ট হইলেন। উক্ত রাজার এক বধিরকন্যা ছিল, রাজা তাহাকে লইয়া চিদম্বরে আসিলেন। বৃদ্ধ মন্ত্রী মাণিক্যবাচকের সম্মুখীন হইয়া শপথ করিলেন, যদি মন্ত্রীবর তাঁহার কন্যার বধিরত্ব দূর করিতে পারেন, তবে তিনি (রাজা) স্বমতত্যাগ করিয়া শৈবমন্ত্রে দীক্ষিত হইবেন। মন্ত্রী ও ভগবানের ধ্যান করিয়া রাজকুমারীর ললাটে বিভূতি প্রক্ষণ করিবামাত্র তাহার বধিরতা দূর হইল। রাজা পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে শৈবমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন, যে সকল বৌদ্ধেরা বিচারে পরাভূত হইয়া শৈবমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে সম্মত হয় নাই, তাহারা নিধন প্রাপ্ত হয়; বৌদ্ধেরা কাঞ্চীপুর হইতে স্থানান্তর প্রস্থান করে।

বোধ হয়, এই সময় হইতে শৈবেরা কাঞ্চীপুরে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। চোলরাজার নাম নাই তাঁহার সময় নিরূপণ করিবারও উপায় নাই।

স্থলপুরাণোক্ত শেষ কিংবা চতুঃসপ্ততি (৭৪) রাজার নাম কুব্জ। ইনি বণিতেশ্বরী নামে চোলরাজ-কন্যার পাণিগ্রহণ করেন ও কুলবন্ধন নামে চোলরাজ-মন্ত্রীকে আপন শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী পদে নিয়োজিত করেন। কিছু সময় পরে স্বমত পরিত্যাগ করিয়া ক্ষপণক মতে দীক্ষিত হন ও আপন প্রজাবর্গকে সেই মতে দীক্ষিত করিবার জন্য কঠিন নিয়ম প্রচার করেন; কেহই প্রকাশ্যে মহাদেবের পূজা করিতে সাহসী হইত না; এমন কি, পাটরাণী ও বৃদ্ধমন্ত্রী অতি গোপনে সুন্দরলিঙ্গের পূজা করিতেন; রাণী শুনিলেন ব্রহ্মপুরে জ্ঞান-সম্বন্ধমূর্ত্তি নামে কোন শৈব জ্ঞানী অদ্ভুত কার্য্য করিতে সমর্থ। তাঁহাকে মধুরাপুরীতে আনাইবার কারণ কৃতসঙ্কল্প হইয়া গোপনে দূত দ্বারা পত্র পাঠান; পত্রের উদ্দেশ্য জানিয়া ১৬ হাজার শিষ্যের সহিত তিনি মধুরাপুরীতে আসিয়া উপস্থিত হন। ক্ষপণকেরা তাঁহার আগমন বার্ত্তা জানিতে পারিয়া তাঁহার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে অগ্নিপ্রদান করিলে, জ্ঞান-সম্বন্ধমূর্ত্তির প্রভাবে অগ্নি প্রজ্বলিত না হইয়া ধূমাকারে পরিণত হইয়া বায়ু সহযোগে ক্রমে রাজবাটী আচ্ছন্ন করিয়া রাজার শরীর আবৃত করিল, তাহাতে রাজার গাত্র দাহ ও বিষম জ্বর উপস্থিত হইল। ক্ষপণকপণ্ডিতেরা নানাপ্রকার মন্ত্র প্রয়োগ করিলেও রাজার কষ্টের লাঘব হইল না। তখন পাট-

রাণী জ্ঞানীকে ডাকাইয়া আনিবার প্রস্তাব করেন। রাজা অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনন্যোপায় হইয়া জ্ঞান-সম্বন্ধমূর্ত্তিকে ডাকাইতে বাধ্য হয়েন। তিনি বিভূতি হস্তে আসিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে রাজার শরীরে বিভূতি প্রক্ষণ করিবামাত্র তাঁহার শরীর হইতে জ্বর এবং জ্বালা অপসারিত হইল ও তাঁহার পৃষ্ঠদেশ হইতে কুব্জত্ব সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হইলে তিনি সুন্দর বপু ধারণ করিলেন। তামিল গ্রন্থে কুণপাণ্ড্য[১] অর্থাৎ কুব্জপাণ্ড্য নামে অভিহিত হইতেন। এখন হইতে সুন্দরপাণ্ড্য নামে অভিহিত হইলেন।

রাজা এইরূপে জ্ঞান-সম্বন্ধমূর্ত্তি দ্বারা কুব্জত্ব ও জ্বরজ্বালা হইতে পরিত্রাণ পাইয়া শৈবমন্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক সমস্ত ক্ষপণক পণ্ডিতদিগকে ডাকাইয়া কহিলেন যে, তাঁহাদিগকে শিবমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইবে। তাহারা বেগতিক দেখিয়া ভাগ্য পরীক্ষা করার উদ্দেশে প্রস্তাব করিল যে, আগন্তুক এবং তাহাদের স্ব স্ব মতের মন্ত্র তালপত্রে লিখিত হইলে অগ্নিতে প্রদত্ত হউক; যাহার মন্ত্র অগ্নিতে ভস্মসাৎ হইবে না তাঁহারই মত সত্য বলিয়া স্থির হইবে, তখন উভয় পক্ষের মন্ত্র তালপত্রে লেখা হইলে অগ্নিতে প্রদান করিয়া পরীক্ষা হইল শিবমন্ত্রপত্র ব্যতীত অপর তালপত্র লিখিত মন্ত্র ভস্মীভূত হইয়া যায়। ক্ষপণকেরা পুনরায় প্রস্তাব করিল যে, স্ব স্ব মতের মন্ত্র তালপত্রে লিখিয়া নদীর স্রোতে ছাড়িয়া দেওয়া হউক, যে মতের মন্ত্র-পত্র উর্দ্ধগামী হইবে

(১) ক্ষপণক বা ক্ষপণ অর্থ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী।

সেই মত সত্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইবে। তথন সেইরূপই করা হইলে, জ্ঞানসম্বন্ধমূর্ত্তির লিখিত পত্র উর্দ্ধগামী ও অপর সকল অধোগামী হইয়াছিল। ক্ষপণকেরা উভয় প্রস্তাবে পরাজিত হইয়া শৈবমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে অসম্মত হইলে রাজার আদেশে নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এটা কিছু গৌরবের কথা নহে।

জ্ঞান-সম্বন্ধমূর্ত্তির মন্ত্রপত্র উর্দ্ধগামী হইয়া মধুরাপুরী হইতে দশ মাইল দূরে বিল্ববনে যাইয়া স্থগিত হয় এবং সেই বিল্ববনে এক লিঙ্গ পাওয়া যায়। মহাদেব ব্রাহ্মণবেশে জ্ঞানসম্বন্ধ মূর্ত্তিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ক্ষপণ মত ধ্বংস করিয়া স্বশিষ্যে দিগ্বিজয় করিবার কারণ যাত্রা করিতে আদেশ দেন ও রাজাকে সেই লিঙ্গের উপর দেবালয় নির্ম্মাণ ও জ্ঞানসম্বন্ধ মূর্ত্তির মঠ তৈয়ার করিয়া দিবার কারণ আদেশ করেন। রাজাও তথায় মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া উক্ত স্থানকে পত্রিকাপুর নামে অভিহিত করেন। ঐ স্থানে অদ্যাপি জ্ঞানসম্বন্ধমূর্ত্তির শিষ্য পরম্পরায় মঠাধিকারী বর্ত্তমান রহিয়াছে, স্কন্দপুরাণোক্ত এই শেষ ঘটনা।

এক্ষণে এই পাণ্ড্যবংশীয় মধুরাপুরীর সুন্দরের সময় নির্দ্ধারণ করিবার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। মধুরাপুরীর পশ্চিম দক্ষিণ কোণে তিরুপ্পরঙ্কুর্ণ[১] নামক স্থানে সুন্দরপাণ্ড্যেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে পূর্ব্বোক্ত সুন্দরপাণ্ড্য রাজার এক সুবৃহৎ অনুশাসন খোদিত আছে। নেলসন্ সাহেব উক্ত অনুশাসনের অনুবাদ করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

---

(১) Tirupparankurnam.

(ক) যিনি কাবেরী নদীর নিকট শার্দ্দূলধ্বজ রাজাকে জয় করিয়া কন্যা কুমারী হইতে কাবেরী পর্য্যন্ত একাধিপত্য বিস্তার করিয়া পাণ্ড্যদিগের মীনধ্বজ উড্ডীন করেন, তঞ্জাবুর ও উরায়ুর ভস্মসাৎ করেন ইত্যাদি।

(খ) যিনি চোলরাজাকে স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া আয়িরত্তলৈ[1] মণ্ডপে শাস্ত্রানুসারে অভিষেকানন্তর শাসন কার্য্য গ্রহণ করেন ... ...
যিনি চিদম্বরে আসিয়া জয় পতাকা বিস্তারপূর্ব্বক দেবালয়ের অভ্যন্তরে কনকসভায় ঈশ্বরীর সম্মুখে নটেশরাজকে নৃত্য করিতে দেখেন, ইত্যাদি।

(গ) "পলায়িত চোলরাজপুত্র করিকাল চোলের সহিত আসিয়া আত্মসমর্পণ করিলে, যিনি উক্ত পুত্রকে চোলরাজ্যে অভিষিক্ত করেন" ইত্যাদি।

(ঘ) "যাঁহার পাটরাণী মঙ্গেইক্কারসি সঙ্গে সর্ব্বদাই থাকেন" ইত্যাদি।

ডসন[2] সাহেবের ও টেলার[3] সাহেবের মতে বীরকোল রায় চিদম্বরের কনকসভা নির্ম্মাণ করেন।

---

(১) Ayirattaloi.

(২) See Mr. Dawson's R. A. S. Journal Vol. VIII. Page 7.

(৩) Mr. Tailor's Paper in the Madras Journal of Literature and Science Vol. XIV.

ডাক্তার বার্ণেল সাহেব বীর চোলরাজের রাজ্যকাল ১০৬৮-১১১৩ খৃঃ স্থির করিয়াছেন। তিনি ১০৮০ খৃঃ তঞ্জাবুরের বৃহদী-শ্বরের মন্দিরের দেবত্র বিষয়ে যে অনুশাসন দিয়াছিলেন তাহাতে আমরা স্থির করিতে পারি ১০৬৬-৮০ খৃঃ মধ্যে পূর্ব্বোক্ত কনক সভার নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইয়া থাকিবে।

স্থলপুরাণে সুন্দরপাণ্ড্য রাজার পাটরাণী বনিতেশ্বরী নামে অভিহিত হইয়াছে; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত তামিল অনুশাসনে তাঁহাকে মঙ্গেইকারসি বলা হইয়াছে, উভয় নামেরই অর্থ এক বা একার্থ বাচক অর্থাৎ স্ত্রীদিগের ঈশ্বরী বা প্রধানা।

উইলসন[১] সাহেব বলেন, কুন্‌পাণ্ড্যের স্ত্রী মঙ্গেইকারসি করি-কাল চোলের কন্যা।

রামানুজাচার্য্যের জীবনীতে দেখা গিয়াছে করিকাল চোলরাজার ভয়ে আচার্য্য শ্রীরঙ্গম্‌ হইতে পলাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

টেলার সাহেব দেখাইয়াছেন উরায়ুর বালি বৃষ্টিতে ধ্বংস হইলে চোলরাজদিগের রাজধানী কুম্ভঘোণমে উঠিয়া যায়। অপর একটি হস্তলিপিতে দেখা যায় করিকাল কোল কুম্ভঘোণমে কোন পাণ্ড্যরাজার নিকট হইতে শাসনকার্য্যের সনন্দ পান। সুন্দরপাণ্ড্যের অনুশাসন অনুসারে তিনি উরায়ুর পোড়াইয়া দেন ও পলায়িত চোলরাজপুত্রকে চোলরাজ্যে অভিষিক্ত করেন।

---

(১) See R. A. S. J. Vol. III, Page 219. Note. 2.

অতএব এক্ষণে আমরা একপ্রকার স্থির বলিতে পারি যে, সুন্দরপাণ্ড্যরাজা উরায়ুর ধ্বংস করেন এবং করিকাল চোলকে কুম্ভঘোণমের শাসন কার্য্যে নিযুক্ত করেন। করিকাল চোল বনিতেশ্বরী নাম্নী আপন কন্যাকে সুন্দরপাণ্ড্যরাজকে অর্পণ করেন।

সুন্দরপাণ্ড্য করিকাল কোলকে কুম্ভঘোণমের শাসনকর্ত্তা পদে নিযুক্ত করিয়া চিদম্বরের দেব দর্শন করিতে আসিয়া কোল-রাজদিগের পূর্ব্ব মন্ত্রীকে আপন মন্ত্রীত্বে বরণ করিয়া থাকিবেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কোন কারণবশতঃ স্বমত ত্যাগ করিয়া ক্ষপণ মতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। অতএব সুন্দরপাণ্ড্য করিকাল রাজার সমসাময়িক, ইনি খৃঃ একাদশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন ইহা স্থির করা যাইতে পারে।

সুন্দরপাণ্ড্যের সময় হইতে ১১৭৩ খৃঃ পর্য্যন্ত মধুরাপুরীর কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। নেলসন্ সাহেব অনুমান করেন সম্ভবতঃ ১১০০ শত খৃঃ মুসলমানেরা মধুরাপুরী জয় করিলে মধুরাপুরীতে হিন্দুরাজবংশ ধ্বংস পায়।

মহাবংশ, রত্নাকরী ও রাজাবলী নামক তিনখানি সিংহল-বাসিদিগের ইতিবৃত্তের আপহেম[১] সাহেবকৃত অনুবাদে জানা যায়, ১১৫৩ খৃঃ পরাক্রমবাহু সিংহলরাজ্যের অভিষিক্ত হন। ১১৭৩ খৃঃ মধুরাপুরী জয় করিবার অভিপ্রায়ে যুদ্ধের আয়োজন করেন। তাঁহার বাহিনী যৎকালে জম্বুদ্বীপে অবতরণ করিতে থাকে তখন

(১) Mr. Upham.

বিপক্ষেরা তীর ছুড়িয়াছিল। যাহাহউক পরে ৫টী যুদ্ধের পর রামেশ্বরদ্বীপ দখল করেন। তদনন্তর পুনরায় ১০টি যুদ্ধের পর এক হাজার তামিলদিগকে বন্দী করিয়া সিংহলে লইয়া যান। মধুরাপুরীর রাজা কুলশেখরপাণ্ড্য প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত সিংহল আক্রমণ করেন। তিনি প্রথম যুদ্ধে পরাভূত হইয়া এক দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই দুর্গ পরাক্রম-বাহু দখল করিলে কুলশেখর পলাইয়া আসেন। পুনরায় সেনা সংগ্রহ করিয়া সিংহল আক্রমণ করিতে যান, এবারেও পরাজিত হন এবং পরাক্রম-বাহু তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ জম্বুদ্বীপ পর্য্যন্ত আইসেন, উভয় পক্ষে আরও কয়েকটি যুদ্ধের পর কুলশেখর পরাভূত হইয়া অনন্যোপায়ে আপন অসি ত্যাগ করিয়া পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইলে পরাক্রম-বাহু পাণ্ড্যরাজ্য আপন শাসন ভুক্ত করিয়া কুলশেখরের পুত্র বীরশেখরকে শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন।

নেলসন্ সাহেব অনুমান করেন যে, এই কুলশেখরের অপর নাম মীনকেতন হইবে ও কুণ বা সুন্দরপাণ্ড্য হইতে অধস্তন দশম রাজা হইবে।

উইলকীন্স সাহেবের মতে ১২৫২ খৃঃ মধুরাপুরীর পাণ্ড্য রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র বুতেপাণ্ড্য কনাড়া আক্রমণ করিয়া মধুরা রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। এ ঘটনা সত্য হইলে উক্ত সময়ে মধুরাপুরীতে পাণ্ড্যরাজা ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

মধুরাপুরীতে কাজীমার নামক ষ্ট্রীটে কাজীদিগের নিকট যে

বংশাবলীর বিবরণ আছে তাহাতে অবগত হওয়া যায়, ১২৯০ খৃঃ সময় হজুরাৎ সুলতান আলী উদ্দীন সাহেব মধুরাপুরী জয় করেন। তাঁহার সঙ্গে সৈয়াদ তাহজ উদ্দীন সাহেব নামে কাজী আইসে ও সেই ব্যক্তি মধুরাপুরীতে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত কাটায় তাঁহার বংশধরেরা পূর্ব্বোক্ত কাজী বলিয়া অভিহিত হইতেছে।

১৩২৪ খৃঃ মালেক নায়েক কাফুর মধুরাপুরী আক্রমণ পূর্ব্বক পরাক্রম নামক হিন্দু রাজাকে দূরীকৃত করিয়া উহা আপন শাসনে আনেন। স্বয়ং তথায় কিছু দিন থাকিয়া পরে প্রতিনিধি রাখিয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মুসলমান্ শাসনকর্ত্তারা ১৩৭২ খৃঃ পর্য্যন্ত মধুরাপুরী শাসন করিয়াছিল। মধুরাপুরীর বৃহৎ প্রাচীর ও সুন্দরেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখের প্রাচীর ও গোপুর ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। তাহাদের শাসন কালে হিন্দু-দিগের উপর বড়ই অত্যাচার হইয়াছিল। এমন কি, দুই জনে রাজপথে দাঁড়াইয়া কথা কহিতে কিম্বা কেহ অপরের দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিতে পারিত না। ব্রাহ্মণেরা প্রকাশ্যভাবে যাগ যজ্ঞ করিতে পাইত না, ক্রমে অত্যাচার গুরুতর হইয়া উঠিল। এই সংবাদ বিজয়নগরের রাজার কর্ণগোচর হয়। রাজা মধুরাপুরীর হিন্দুদিগের কষ্টের কথা শুনিয়া তাহা দূর করিবার নিমিত্ত আপন সেনানায়ক কম্পায়ন উদৈয়ারকে পাঠান। তিনি মধুরাপুরীতে আসিয়া মুসলমান্ শাসনকর্ত্তাকে পরাভূত ও দূরী-কৃত করিয়া দিয়া মধুরাপুরীতে হিন্দু সাম্রাজ্য পুনঃস্থাপন করেন।

তথায় কিছুকাল থাকিয়া তিনি বিশেষ দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করেন। সকলেই তাঁহার শাসনে সন্তুষ্ট হন, তাঁহার রাজ্য গ্রহণ করিবার অব্যবহিত পরেই মধুরা প্রদেশে সর্ব্ব স্থানেই শৈব ও বিষ্ণু মন্দিরে পূর্ব্ববৎ দেব সেবার কার্য্য চলিতে আরম্ভ হয়। মুসলমানেরা পলায়ন করিলে সুন্দরলিঙ্গের মন্দিরের দ্বার খুলিবার সময় নিরূপিত করিয়া ব্রাহ্মণেরা কম্পায়ন উদৈয়ারকে আমন্ত্রণ করিয়া কহেন, দরজা খুলিবার সময় তাঁহাকে উপস্থিত থাকিতে হইবে। নিয়মিত সময়ে তিনি উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণেরা দরজা খুলিলে তিনি মূলস্থানের সন্নিকটে আসিয়া দেখিলেন, ৪৮ বৎসর পূর্ব্বে দরজা বন্ধ হইবার সময় যে যে সামগ্রী যে যে অবস্থায় রাখা হইয়াছিল অদ্যাপি সেই অবস্থাতেই আছে, কিছুই বিকৃত হয় নাই। দরজা বন্ধ হইবার দিবস যে দীপ জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছিল, দরজা খুলিবার দিবসও সেই দীপ সেই ভাবে জ্বলিতেছিল; সেই দিবস চন্দন, পুষ্প, মালা ও অলঙ্কারাদি বিগ্রহের সম্মুখে যেরূপভাবে রাখা হইয়াছিল তখনও তাহা সেইভাবে ছিল কিছুই বিকৃত হয় নাই। অষ্ট চত্বারিংশৎ বৎসরেও পুষ্প চন্দন বিকৃত হয় নাই ও প্রদীপ ততকাল পর্য্যন্ত জ্বলিয়া নির্ব্বাণ হয় নাই। এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শনে কম্পায়ন উদৈয়ার ও অপর সাধারণে সাতিশয় আনন্দিত ও বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এই সংবাদ ক্রমে প্রচার হইলে আবাল বৃদ্ধেরা কহিতে লাগিল সুন্দরলিঙ্গের মাহাত্ম্যে এই প্রকার হইয়াছে। কম্পায়ন উদৈয়ার দেবসেবার্থ

অনেক সম্পত্তি দিয়া ব্রাহ্মণদিগের ভরণপোষণার্থ প্রভৃত ধন দেন।

কএক বৎসর স্বয়ং শাসন করিবার পর আপন পুত্র ইশ্বান উদৈয়ারের হস্তে শাসন কার্য্যের ভার দিয়া বিজয়নগরাভিমুখে যাত্রা করেন।

ইশ্বান উদৈয়ারের পর পরকাশ উদৈয়ার মধুরাপুরী শাসন করিয়াছিলেন তিনি কম্পায়নের জামাতা ছিলেন। পিতা, পুত্র ও জামাতায় ১৩৭২-১৪০৪ খৃঃ পর্য্যন্ত বিজয়নগরের রাজাদের অধীনে মধুরাপুরী শাসন করেন। তদনন্তর লেক্কিন-নায়কন, মগন্ন-নায়কন উভয়ে একত্রে ১৪৫১ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

ঐ সময়ে লকান নামে কোন নায়কন্ কালৈয়ার মন্দিরের দেব নৃত্যকীর গর্ভোদ্ভূত বিশ্বনাথিকে পাণ্ড্যরাজাদিগের প্রকৃত উত্তরাধিকারীরূপে সমর্থন করিয়া রাজ্যাভিষিক্ত করেন। তিনি সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া সুন্দরতুল মহাবিশ্বনাথী রায়ার নাম গ্রহণ করিয়া রাজ্যশাসন করেন, তাঁহার পর কালৈয়ার সোমনার ও তাঁহার পর অপ্পাথা পেরুমাল ও তাঁহার পর মুত্তুরং-তিরুমালৈ মহাবিশ্বনাথি রায়ার রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া চারি জনে ৪৮ বৎসর রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন ও তাঁহাদের নাম অদ্যাপি মধুরাপুরী বাসীদিগের নিকট শুনা যায়, ইহারা সুন্দরলিঙ্গের সর্ব্বোচ্চ ৪টি গোপুর নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

তেনিবল্লী প্রদেশের অন্তর্গত শ্রীবেল্লীপুত্তুর নামক স্থানে নাৎছিয়ার নামে শিব মন্দিরের দেওয়ালে বিশ্বনাথী কর্ত্তৃক দেব-

সেবার কারণ জমীদানের যে সনন্দ খোদিত আছে তাহার একটির সময় ১৪৫৩ খৃঃ অপরটির ১৪৭৬ খৃঃ। ইহাতে জানা যায় তেনি-বল্লীও সেই সময় মধুরাপুরীর অধীন ছিল। ১৫০০ খৃঃ বিজয়-নগরের রাজা নরস্নায়ক্কে মধুরার শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠান। সে ব্যক্তি রামেশ্বর দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে মধুরাপুরীর শাসনকার্য্য গ্রহণ করিয়া কয়েক মাস মাত্র শাসন করেন। পরে তেন্ন নায়ক্কের হস্তে শাসনভার দিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইনি ১৫ বৎসর মধুরাপুরী শাসন করিয়া নরেস্ নামক এক ব্যক্তির হস্তে শাসনকার্য্যের ভার অর্পণ করেন। দুইটি অনু-শাসনে তাঁহার নাম পাওয়া যায়। একটির সময় ১৫১৫ খৃঃ ও অপরটির ১৫১৬ খৃঃ। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, নরস্ ১৫০০ খৃঃ মধুরাপুরী কয়েক মাসমাত্র শাসন করিয়াছিলেন। পুনরায় তিনি ১৫১৫খৃঃ শাসনভার পাইয়া ১৫১৯ খৃঃ পর্য্যন্ত মধুরাপুরী শাসন করেন। তাহার পর কুরু-কুরু তিম্মপ্পা নামে এক ব্যক্তি ৫ বৎসর মধুরাপুরীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ১৫২৪ খৃঃ কস্তিয়ম-কামেইয়ম্ নামে এক ব্যক্তি শাসনকর্ত্তা হন। ইহার পর পাণ্ড্যবংশীয় চন্দ্রশেখর নামে কোন ব্যক্তি কৌশলে মধুরা-পুরীর শাসন ভার গ্রহণ করেন। তঞ্জাবুরের চোলবংশীয় বীর-শেখর রাজা, ইহাকে পরাভূত করিয়া মধুরাপুরী তঞ্জাবুর ভুক্ত করিয়া লয়েন। উক্ত পাণ্ড্য-শাসনকর্ত্তা পলাইয়া বিজয়নগরের রাজা অচ্যুতরায়ালুকে আপন অবস্থা জানাইলে অচ্যুতরায়ালু মধুরাপুরী পুনরুদ্ধার করিবার মানসে কত্তিয়ান নাগা নায়ক্কে

পাঠান। তিনি বীরশেখরকে পরাভূত করিয়া মধুরাপুরী ত্রিশিরা-পল্লী এবং তঞ্জাবুর অধিকার করিয়া লয়েন ও স্বাধীনভাবে মধুরা-পুরী শাসন করিতে থাকেন, এই সংবাদ বিজয়নগরে পৌঁছিলে রাজা সাতিশয় বিরক্ত হইলেন। মন্ত্রণা করিবার নিমিত্ত মন্ত্রীসভা আহ্বান করিলেন; সভাগৃহে মন্ত্রী সকল আসিলে কতিয়ানের একমাত্র পুত্র বিশ্বনাথও সভ্যরূপে উপস্থিত হন। রাজা কতিয়ান নায়কের বিশ্বাসঘাতকতার উল্লেখ করিয়া কহিলেন যে, তোমা-দিগের মধ্যে কে সেই বিশ্বাসঘাতকের শিরশ্ছেদন করিতে সমর্থ হইবে? সকলেই পরস্পরের মুখপানে চাহিয়া থাকিল, কেহই উত্তর দানে সমর্থ হইল না। তখন রাজা পুনরায় চীৎকার করিয়া বলিলেন, তোমাদিগের মধ্যে এমন এক ব্যক্তিও কি নাই যে, কতিয়ান নায়ককে পরাজয় করিতে পারে?। তখন বিশ্বনাথ নায়ক দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন যে, তিনি তাঁহার পিতাকে পরাজয় করিয়া রাজসমীপে পাঠাইতে প্রস্তুত আছেন। রাজা প্রথম তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। বিশ্বনাথ আগ্রহাতিশয় দেখাইয়া শপথ করিলে রাজা তাঁহার বাক্যে স্বীকৃত হইয়া এক দল বাহিনীর অধিনায়ক করিয়া তাঁহাকে কতিয়ান নাগা নায়কের বিরুদ্ধে যাত্রা করিতে আদেশ দিলেন। বিশ্বনাথ আসিয়া কতিয়ান নাগাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া বন্দি করিয়া রাজার নিকট তৎসংবাদ ও সঙ্গে পিতার অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন।

বিশ্বনাথের পিতার নাম নাগমা বা নাগপ্প, রাজবাটীর

কোতিস'[১] বা গুদামের কর্ত্তা ছিলেন বলিয়া কতিয়ান নামে অভিহিত হইতেন, তাঁহার পুত্র না হওয়ায় পুত্রার্থে তিনি তীর্থ পর্য্যটনে গমন করিয়া কাশী পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিয়াছিলেন। তীর্থ পর্য্যটনের পর বিশ্বনাথের জন্ম হয়।

বিশ্বনাথ সাহসী বীরপুরুষ ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে মুসলমান্ সৈন্যদিগকে অনেকবার বাধা দিয়াছিলেন, তখন বিদ্রোহি-পিতাকে পরাভব করিয়া রাজার বশে আনায়, রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পিতার অপরাধ মার্জনা করিলেন এবং বিশ্বনাথকে আনাইয়া গঙ্গাজলে অভিষেক করাইয়া পাণ্ড্যরাজ্যে মধুরাপুরীর শাসনকর্ত্তা পদে অভিষেক করিলেন এবং বিজয়নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দুর্গাদেবীর মূর্ত্তি অর্পণ করিয়া তাহা নূতন রাজধানী মধুরাপুরীতে লইয়া যাইবার আদেশ দিলেন। এই ঘটনা ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হইয়াছিল।

রাজা কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া মধুরাপুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে তাঁহার প্রিয়বন্ধু অরিয়নায়গ সঙ্গে আসিয়াছিলেন। ইনি কাঞ্চীপুরের অন্তর্গত নৈপোতু গ্রামে বেল্লালবংশে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, ইনি শৈশবাবস্থায় এক দিবস নিদ্রা যাইতেছেন, সূর্য্যকিরণ তাঁহার মুখে পড়ায় এক বৃহৎ গোকর্ণ (গোখুরা) সর্প ফণা বিস্তার করিয়া রৌদ্রের কিরণ আচ্ছাদন করিয়াছিল। বয়ঃপ্রাপ্তে কোন দৈবজ্ঞ বলিয়াছিলেন যে, তিনি প্রসিদ্ধ লোক হইবেন। ইহার অব্যবহিত পরেই

(১) Store house.

বিজয়নগরে আসিয়া কত্তিয়া নায়গের অধীনে তোষাখানার কর্ম্মে নিযুক্ত হন। এক দিবস রাজা মন্ত্রীসভায় কোন প্রশ্ন করেন, কিন্তু কেহই মর্ম্মার্থ জ্ঞাত হইয়া প্রকৃত উত্তরদানে সমর্থ হয়েন নাই ; অরিয়নায়গ উক্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া রাজার নিকট প্রথম পরিচিত হন। বিজয়নগরের নিয়মানুসারে সার্ব্বভৌম রাজা প্রতি বৎসর সসৈন্যে বনে যাইয়া জাল বিস্তার পূর্ব্বক একটি বন্য মহিষ ধরাইতেন ; উক্ত মহিষকে রাজধানীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সম্মুখে বলি দেওয়া হইত। এক কোপে উক্ত মহিষকে দ্বিখণ্ড করা প্রথা ছিল ; কোপ বাধিয়া গেলে রাজলক্ষ্মী রাজপুরী ত্যাগ করিয়া যাইবেন এইরূপ বিশ্বাস ছিল। একবার একটি বৃহৎ শৃঙ্গবিশিষ্ট মহিষ ধৃত হয়, সকলে বলি কার্য্যে পরাঙ্মুখ হইলে অরিয়নায়গ অগ্রসর হইয়া সেই কার্য্য কৌশলে সম্পাদন করেন, এই কারণে ইনি রাজার নিকট দ্বিতীয়বার পরিচিত হন। তৎপরে রাজার আদেশে রাজভবনের অপর কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইলে ক্রমে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতা প্রদর্শনপূর্ব্বক মন্ত্রীসভার সভ্য ও সেনানায়ক হইয়াছিলেন। বিশ্বনাথ বিদ্রোহী কতিয়ান নায়গের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলে তিনি তাঁহার সহিত মধুরাতে আইসেন ; বিশ্বনাথ মধুরাপুরীর শাসনকার্য্যে অভিষিক্ত হইয়া তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রী ও সেনা-নায়কের পদে নিযুক্ত করেন।

সুন্দরলিঙ্গের মন্দিরের চতুর্দ্দিকে পূর্ব্বে পরিখা ও প্রাচীর ছিল, বিশ্বনাথ তাহা ভাঙ্গিয়া সহর বেষ্টনপূর্ব্বক পরিখা ও দোহারা

প্রাচীর দিয়া দুর্গরূপে পরিণত করেন; এবং তৎকালে সুন্দরলিঙ্গের মন্দিরের সংস্কার করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণদিগের বাসোপযোগী বাটী ও প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করিয়া দেন; এবং বেগাই নদী হইতে কৃত্রিম খাল খনন করিয়া কৃষিকার্য্যের সুনিয়ম করিয়া দেন। তাঁহার এইরূপ সুবন্দবস্তে ও সুশাসনে প্রজা সকল বশবর্ত্তী হইয়া উৎসাহের সহিত জমী আবাদ করিতে থাকে। যে ব্যক্তি পূর্ব্বে এক বিঘাও জমী আবাদ করিত না, সে ৫ বিঘার প্রার্থী হইল; যে ৫ বিঘা আবাদ করিত সে ৫০ বিঘার প্রার্থী হইল। এইরূপে অসাধারণ উত্তেজনা ও প্রযত্ন চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট হইতে লাগিল।

রাজ্যের উত্তরদিকে কৃষিকর্ম্ম উপযোগী জমীর এত অনাটন হইয়াছিল যে কয়েকটি সাহসী ব্যক্তি ত্রিশীরাপল্লী তঞ্জাবুরের অধীনে থাকিলেও দুর্গের নিকট পর্য্যন্ত আবাদ করিতে লাগিল। তখন শ্রীরঙ্গম হইতে রামেশ্বরের পথে দস্যুভয় উপস্থিত হয়, তাহারা সমস্ত যাত্রীদিগের ধনাদি লুঠ করিয়া লইত, তাহাতে তীর্থপর্য্যটন এক প্রকার বন্ধ হইয়া যায়। তখন বিশ্বনাথ তঞ্জাবুরের রাজার নিকট হইতে বল্লাম দুর্গের বিনিময়ে ত্রিশীরাপল্লী দুর্গ লইয়া, ইহার সংস্কার, তন্মধ্যে প্রাসাদ নির্ম্মাণ ও কাবেরী নদীর উভয় তীরস্থ বন কাটাইয়া আবাদ করিবার সুবন্দোবস্ত, এবং শ্রীরঙ্গমে রঙ্গনাথ স্বামীর মন্দিরের বহিঃপ্রকোষ্ঠাদি নির্ম্মাণ ও যেরূপে সাধারণকে দস্যুভয় হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা ত্রিশীরাপল্লীর বিবরণে প্রদত্ত হইবে।

যখন তিনি ত্রিশীরাপল্লীতে উক্ত কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন তাঁহার প্রিয় মন্ত্রী ও সৈন্যাধ্যক্ষ দক্ষিণদিকে তেনিবল্লী প্রদেশে সুশাসনের বন্দোবস্ত করিতে যান; কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পূর্ব্বোক্ত চন্দ্রশেখরের পিতামহের জারজ পুত্রের ৫ পুত্র ছিল, তাহারা পঞ্চপাণ্ডব নামে অভিহিত হইয়া তেনিবল্লী প্রদেশ শাসন করিত। তাহারা বিশ্বনাথের শাসনাধীন থাকিতে অস্বীকৃত হয়। অরিয়নায়গ বিশেষ চেষ্টা সহকারে কখন ভয় প্রদর্শন করিয়া কখন বা প্রলোভন দ্বারা তাহাদিগকে বশে আনিতে পারেন না। বিশ্বনাথ এই সংবাদ পাইয়া সসৈন্যে আগমনপূর্ব্বক অরিয়নায়গের সহিত মিলিত হইয়া পাণ্ডবদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। তাহাদিগকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিলে তাহারা অসম্মত হইল; তখন বিশ্বনাথ দ্বৈবাহু যুদ্ধের প্রস্তাব করিয়া পাঠান। দ্বৈবাহু যুদ্ধের নিয়ম ছিল যে, যদি তাহারা জয়লাভ করে তবে তেনিবল্লীতে রাজ্য করিবে, নচেৎ রাজ্য ছাড়িয়া পলাইবে। তাহাতে তাহারা সম্মত হয়। যথা সময়ে দ্বৈবাহু যুদ্ধে বিশ্বনাথ জয়লাভ করিলে তখন অপর চারিজন পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞাক্রমে তেনিবল্লী ছাড়িয়া স্থানান্তরে পলায়ন করে এবং বিশ্বনাথ তেনিবল্লী আপন রাজ্যভুক্ত করিয়া সহররূপে পরিণত এবং নূতন মন্দির প্রস্তুত করিয়া দেন ও তাম্রপর্ণী নদীর উভয় তীরে গ্রাম বসান। নদী হইতে পয়ঃ-প্রণালী কাটাইয়া আবাদের সুবন্দোবস্ত করেন। এইরূপে তেনিবল্লী প্রদেশ সুশাসিত হয়।

অনন্তর তিনি আপন বংশের ভিত্তি দৃঢ় করিবার উদ্দেশে যত্নবান্ হইলেন। মধুরার দুর্গে ৭২টি বুরুজ ছিল, তাহার প্রত্যেকটিতে এক একজন নায়ক নিযুক্ত করিলেন ও তাহাদিগকে কয়েকখানি করিয়া গ্রাম দিয়া পালৈয়াকরণ নামে অভিহিত করিলেন এবং তাহাদিগের নিকট হইতে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া লইলেন যে, সকল অবস্থায় ও সকল সময়ে তিনি এবং তাঁহার অবর্ত্তমানে আপন আপন উত্তরাধিকারী বুরুজ রক্ষা করিবে, বাৎরিক নির্দ্ধারিত কর দিবে, নির্দ্ধারিত সংখ্যক সৈন্য রাখিবে ও রাজার আবশ্যক মতে সৈন্য সাহায্য করিবে এবং আপন আপন অধিকারস্থ গ্রামে শান্তিরক্ষা করিবে। এইরূপে মধুরা প্রদেশে পালৈয়াকরণের অর্থাৎ পালিগরের[১] সৃষ্টি হয়।

তদনন্তর বিশ্বনাথ কয়েক বৎসর সুখে ও স্বচ্ছন্দে রাজ্যশাসন করিয়া ১৫৬৩ খৃঃ মানবলীলা সম্বরণ করেন। মধুরাপুরীতে তাঁহার নাম অদ্যাপি প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

তাঁহার পুত্র কুমার কৃষ্ণপ্প পিতৃপদে অভিষিক্ত হয়েন; ইনি পেরিয়কৃষ্ণপ্প নামে অভিহিত হইতেন। তিনি সাহসী ও বিজ্ঞ রাজা ছিলেন। ৭২টি পালৈয়াকরণের মধ্যে তুম্বিচিনায়কন্ নামে এক ব্যক্তি রাজবিদ্রোহী হন; সেই সময়ে অরিয়নায়গ সার্ব্বভৌম রাজার আদেশে বিজয়নগরে যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। কুমারকৃষ্ণপ্প সতর্কতার সহিত আপন শরীর ও রাজধানী রক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া রাজবিদ্রোহী দমনে অগ্রসর হন।

(১) বঙ্গদেশে যাহাকে তালুকদার বলে।

তুম্বিচি পরমকুদি[১] নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল। কুমার কৃষ্ণপ্পর সেনানায়ক পেরিয়কেশবপ্প এক দল সেনা লইয়া তাঁহাকে ঐ স্থানে বেষ্টন করেন, কিন্তু কয়েক দিবস পরে অসাবধানবশতঃ নিহত হইলে তাঁহার পুত্র তেরটিনায়গের সহিত ১৮ হাজার সেনা লইয়া রাজদ্রোহীর বিপক্ষে আইসেন। পরমকুদির দুর্গ বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া তুম্বিচিকে বন্দী করেন। অন্যান্য বিপক্ষ পলৈয়াকরণদিগকে ভয়প্রদর্শনের নিমিত্ত তাহার (তুম্বিচির) মস্তক ছেদন করিয়া রাজার নিকট উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করেন। এইরূপে রাজবিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত হয়। কুমার কৃষ্ণপ্প বিজ্ঞ রাজা ছিলেন, জানিতেন কখন উদার ও মুক্তহস্ত হইতে হয়, রাজদ্রোহীর বিধবা পত্নী ও দুই পুত্রের প্রতি সৌজন্য প্রকাশপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত পরমকুদি গ্রাম প্রদান করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রকে পালৈয়াকরণ নাম গ্রহণ করিতে অনুমতি দেন।

কাঁদিরাজা তুম্বিচির মিত্র ছিলেন তাহার নিধনে অতিশয় কুপিত হইয়া কুমার কৃষ্ণপ্পার প্রতি অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করেন। তৎশ্রবণে তিনি কাঁদি রাজ্য জয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। ৭২টি পলৈয়াকরণ ও এক দল সেনা লইয়া সেই উদ্দেশে যাত্রা করেন। যে স্থানে শ্রীরামচন্দ্র সেতুবন্ধন করিয়াছিলেন, তথায় জাহাজে উঠিয়া সিংহলে পৌছিলে উভয় পক্ষের তুমুল সংগ্রাম হয়। কুমার কৃষ্ণপ্পা কাঁদিরাজকে তীর দ্বারা নিধন

(১) Paramkodi.

করেন ও সন্ধ্যার সময় রাজধানী অধিকার করেন। তথায় তিন দিবস থাকিয়া, মৃত কাঁদিরাজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক রাজার বিধবা পত্নীগণের ভরণপোষণের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। আপন আত্মীয় বিজয়গোপাল নায়কনকে রাজপ্রতিনিধির পদে নিযুক্ত করিয়া জয়োল্লাসে মধুরাপুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১৫৬৪ খৃঃ তালিকোটার যুদ্ধে বিজাপুরের সুলতান্ বিজয়নগরের সম্রাজ্য এক প্রকার ধ্বংস করেন। রামরাজাও ঐ যুদ্ধে নিধনপ্রাপ্ত হয়। বিজয়নগরের নষ্ট সাম্রাজ্য পুনঃ স্থাপন সুকঠিন মনে করিয়া আরিয়নায়গ ১৫৬৬ খৃঃ মধুরাপুরীতে আসিয়া মধুরা-রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হন ও তথায় জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করেন। কৃষ্ণপ্পা পলঙ্কোট্টেইর পূর্ব্বে ও তেনিবল্লীর পশ্চিমে কদিয়ঙ্গ[১] এবং কৃষ্ণপুর নামে দুইটি নগর নির্ম্মাণ করেন। ১৫৭৩ খৃঃ কুমার কৃষ্ণপ্প মানবলীলা সম্বরণ করেন। তিনি কৃষ্ণপুরে শিব ও বিষ্ণু দেবালয়ের সংস্কার করিতে প্রভূত ধন ব্যয় করেন। ব্রাহ্মণদিগের বাটী ও সমচতুষ্কোণ তেপ্পনকুলম্ পুষ্করিণী খনন করিয়া উহার চারিদিক্ প্রস্তর দ্বারা বাঁধাইয়া দেন।

কৃষ্ণপ্প (পেরিয়বিরপ্প) রাজ্যাভিষিক্ত হন। তিনিও অরিয়নায়গের পরামর্শানুসারে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। তাঁহার রাজত্বকালে বিশেষ কিছু ঘটে নাই। তিনি

---

(১) Kadiyang.

ত্রিশিরাপল্লীর দুর্গ দৃঢ় করেন, এবং চিদম্বরের মন্দিরকে দুর্গ-রূপে পরিণত করেন। তাহার পুত্র লিঙ্গাপ্প (কুমার কৃষ্ণাপ্প) অরিয়নায়কের পরামর্শানুসারে রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মধুরাপুরী সাম্রাজ্য, দক্ষিণে কন্যাকুমারী, পশ্চিমে পশ্চিমঘাট, উত্তরে উত্তুর ও বালিস্কন্দপুর (উলস্কোন্দ), ও পূর্ব্বে ত্রিশীরাপল্লী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাজ্যের সর্ব্বত্রই শান্তি বিরাজ করিত; অন্তঃশত্রু বা বহিঃশত্রু কেহই ছিল না।

১৬০০ খৃঃ অরিয়া নায়কের মৃত্যু হয়। ১৬০২ খৃঃ লিঙ্গাপ্প মানবলীলাসম্বরণ করেন। এই সময়ে পেন্নকোন্দ নামক স্থানে বেঙ্কটপতিরায়ার নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি বিজয়-নগরের রাজাদিগের উত্তরাধিকারিরূপে ১৫৮৫ খৃঃ রাজ্যাভিষিক্ত হন ও ১৬১৩খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। মধুরাপুরীর বিষ্ণুমন্দিরের প্রবেশদ্বারস্থ প্রস্তরে যে অনুশাসন খোদিত আছে তাহার সময় ১৬০৯ খৃঃ। তাহাতে তিনি আপনাকে শ্রীভুবনৈক-বীর-শ্রীবীর-প্রতাপ-রাজ-রাজা রাজা-পরমেশ্বর-শ্রীবীরবেঙ্কট মহারায়ার নামে অভিহিত করিয়াছেন। উহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে মধুরাপুরীর শাসনকর্ত্তারা বিজয়নগরের রাজবংশীয়দিগের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করিতেন।

লিঙ্গাপ্পর মৃত্যুকালে তাঁহার উত্তরাধিকারী পুত্র মত্তুকৃষ্ণাপ্প বিদ্যমান থাকিলেও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কস্তুরি রঙ্গয়া রাজপদ অধিকার করিয়া লয়েন কিন্তু তিনি অধিক দিন ভোগ করিতে পারেন নাই, এক সপ্তাহ গত হইলে বেগৈ নদীর উত্তরে কৃষ্ণপুর

নামক নগরীতে শান্তিমণ্ডপে উপাসনা করিবার সময় নিহিত হইলে লিঙ্গায়ার পুত্র মত্তুকৃষ্ণাপ্প পিতৃপদে অভিষিক্ত হন। এই সময়ে রামেশ্বরের পথে পুনরায় জঙ্গল হইয়া উঠে ও সঙ্গে সঙ্গে দস্যুভয়ও উপস্থিত হয়। দস্যুরা যাত্রিদিগের দ্রব্যাদি লুঠ পাঠ করিতে থাকে। তাহারা পুনরায় রাজার নিকট অভিযোগ করায় তিনি ১৬০৫ খৃঃ পূর্ব্ব-সেতুপতিদিগের বংশধর সাদেইক তেবন উদৈয়ানকে রামনাদের শাসনকর্ত্তারূপে নির্ব্বাচিত করেন। তিনি একজন কার্য্যদক্ষ শাসনকর্ত্তা ছিলেন। রামেশ্বরের পথের উভয় পার্শ্বের জঙ্গল কাটাইয়া জমি আবাদের বন্দোবস্ত করিয়া দস্যুভয় নিবারণ করেন। মত্তুকৃষ্ণাপ্প তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে ৭২টি পালৈয়াকরণের অধিনায়ক নামে অভিহিত করেন। তিনি বহিঃপ্রাকার ও পরিখা নির্ম্মাণ করিয়া রামনাদ ও পোকালুরনগরকে দুর্গরূপে পরিণত করেন। মধুরাপুরীতেও বাৎসরিক যথেষ্ট পেশকাষ পাঠাইতেন, তাঁহার শাসনে প্রজারা সন্তুষ্ট ছিল। ১৬ বৎসর সেতুপতির কার্য্য করিয়া ১৬২১ খৃঃ মানবলীলা সম্বরণ করেন। কুত্তন্ নামে তাঁহার পুত্র পিতার পদে অভিষিক্ত হন।

বর্ত্তমান রামনাদ জমিদারদিগের নিকট পূর্ব্ব সেতুপতিবংশের যে হস্তলিপি আছে, তাহাতে জানা যায়, শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কাদ্বীপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন সময় প্রথমে সেতুপতি নিযুক্ত করেন। পাণ্ড্য রাজারা তাঁহার কার্য্যে অনুমোদন করিয়া সেতুপতিকে সমুদ্র-তীরবর্ত্তী জঙ্গলমহল বিনা করে অর্পণ করিয়াছিলেন। স্থল-

পুরাণের মতে একাদশ পাণ্ড্যরাজা অনন্তগুণের সময়ে শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কা আক্রমণ করেন। অতএব সেতুপতিদিগের বংশ একাদশ পাণ্ড্য রাজার সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে বলিতে হইবে।

অতঃপর চোলরাজা পাণ্ড্যদেশ আক্রমণ করিলে, মহাবীর রঘুনাথ সেতুপতি তাহাকে পরাভূত করিয়া দেশ হইতে দূরীকৃত করিয়া দেন। তাঁহার কার্য্যে পাণ্ড্যরাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে টণ্ডী[১] বন্দরের রক্ষক নিযুক্ত করেন। তদনন্তর কানাড়াপতি[২] পাণ্ড্যরাজ্য আক্রমণ করিলে পর বিতি সেতুপতি পাণ্ড্যরাজার সাহায্যার্থ আসিয়া বিপক্ষ রাজাকে দেশ হইতে দূরীভূত করিয়া দেন। এই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ রাজা তাঁহাকে পাণ্ড্যরাজ্যের পুনঃস্থাপক বলিয়া উপাধি প্রদান করেন। অনেক দিন পরে তেলগু রাজা চোলরাজাকে আক্রমণ করিলে বরতুঙ্গ রঘুনাথ সেতুপতি তাঁহার সাহায্য করিয়া তেলগু রাজাকে দূরীভূত করিয়া দেন। সেই কারণেও তাঁহাকে চোলরাজ্যের পুনঃ স্থাপক বলা হইত। কুলতুঙ্গ সেতুপতির সময় চোল রাজা পাণ্ড্যরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। তখন পাণ্ড্যরাজা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তিনি চোল রাজাকে দূরীকৃত করিয়া পট্টু কোট্টাই ও অরুণ দাক্ষীপ্রদেশ শাসনভুক্ত করিয়া লয়েন।

তদনন্তর পাণ্ড্য ও চোল রাজাদিগের রাজ্য সীমা মীমাংসা করিবার নিমিত্ত সমর-কোলাহল রঘুনাথ সেতুপতি মধ্যস্থ নির্ব্বাচিত হয়েন। ইনি সেই কার্য্য সমাধা করিলে পর পাণ্ড্যরাজা

(১) Tandi. (২) Kanara.

তাঁহাকে "রাজ-রাজ-পরমেশ্বর রাজা-মার্ত্তণ্ড-রাজ-গম্ভীর" নামে সম্মানিত করেন ও মানেয়ার উপসাগরের মুক্তা শম্বুক সংগ্রহ করিয়া একচেটিয়া ব্যবসা করিতে সনন্দ দেন।

উক্ত বিবরণে আমরা স্থির করিতে পারি যে, সেতুপতিরা পুরাকাল হইতে পাণ্ড্যরাজাদিগের অধীনে করদ রাজা ছিলেন। মত্তু কৃষ্ণাপ্প সাদৈক তেবন উদৈয়ার সেতুপতিকে রামনাদের শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত করিয়া তথায় কয়েকটি পুষ্করিণী ও মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন, মধুরাপুরীর স্কন্ধমলয়ের মধ্যস্থলে কৃষ্ণপুর নামে একটি পুরীও নির্ম্মাণ করেন, তাঁহার শাসনকালে সর্ব্বত্রই শান্তি বিরাজ করিয়াছিল ও কুত্রাপি রাজদ্রোহী ও বহিঃশত্রু ছিল না, সুতরাং তখন সমস্ত দেশ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। মত্তু বীরপ্প, তিরুমল ও কুমারমুত্তু এই তিনটি পুত্র রাখিয়া ১৬০৯ খৃঃ তিনি মানবলীলা-সম্বরণ করেন।

মত্তু বীরপ্প পিতৃপদে অভিষিক্ত হইবার অব্যবহিত পরেই প্রথমে তঞ্জাবুর, পরে মহিসুর রাজার সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হন, তাহার বিশেষ কিছু বিবরণ পাওয়া যায় না। এক দল মুসলমান অশ্বারোহী লুঠ করিতে করিতে দিন্দিগুল[১] পর্য্যন্ত আসিলে রাজার আদেশে ছিন্নাকোতীর নামে বিরূপাক্ষীর পলিগার অন্যান্য পলিগারদিগকে একত্রিত করিয়া তাহাদিগকে রাজ্য হইতে দূরীকৃত করিয়া দেন ও তিনি "ছিন্নামহিসুরীয়ান" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন।

---

(১) Dindugul.

তদনন্তর মহিসুরের এক দল সৈন্য মুকিলনের অধিনায়কত্বে আসিয়া দিন্দিগুল আক্রমণ করিলে নাডুকত্তলুর[১] পলিগার ছিন্নেকাম্বির নায়কন্ অপরাপর ১৮টি পলিগারের সহিত একত্র মিলিত হইয়া মুকিলনকে পরাভূত করিয়া স্বদেশ প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য করিয়াছিল। তাঁহার এই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ দিন্দিগুল পলিগারদিগের নায়ক, দিন্দিগুল দুর্গ রক্ষক ও ছিন্নে[২] মহিসুরীয়ান উপাধিতে সম্মানিত হন।

১৬২৩ খৃঃ জানুয়ারী মাসে মুত্তুবীরপ্প মানবলীলা সম্বরণ করিলে তাঁহার অনুজ মহারাজ মান্য রাজা শ্রীতিরুমল সেবরি নায়নি আয়ালু গারু[৩] রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া ত্রিশিরাপল্লী হইতে মধুরাপুরীতে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বিশ্বনাথ ত্রিশিরাপল্লীকে দুর্গে পরিণত করিয়া দুর্গমধ্যে রাজভবন নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার দায়াদেরা ত্রিশিরাপল্লীতে থাকিতেন, কিন্তু মধুরাপুরীতে আসিয়া রাজ্যাভিষিক্ত হইতেন। সেই প্রথানুসারে অগ্রজের মৃত্যুর পর তিরুমল মধুরাপুরী অভিমুখে যাত্রা করেন। পূর্ব্ব হইতেই তিনি কাশরোগে কষ্ট পাইতেছিলেন, রাজবৈদ্যেরা বিশেষ চেষ্টা করিয়াও আরোগ্য করিতে পারেন নাই। শ্রীরঙ্গমের রঙ্গনাথস্বামী ও জম্বুকেশ্বর স্বামীকেও মানসিক করিয়া প্রসাদ লাভ করিতে পারেন নাই। ত্রিশিরাপল্লী হইতে মধুরাপুরীতে যাইতে যাইতে ক্রমে পীড়া

(১) Nadukattalur.

(২) তামিলকথা মানে ছোট। (৩) উপাধি, আমাদের দেশে যেমন বাবু।

অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অবশেষে ভ্রমণক্লান্তি সহ্য করিতে অপারক হইয়া দিণ্ডিগুলে অবস্থান করিতে বাধ্য হয়েন। রাত্রিকালে সুন্দরেশ্বর দেব ও মীনাক্ষীদেবী স্বপ্নে প্রত্যক্ষ হইয়া আদেশ করেন, যদি তিনি মধুরাপুরীতে রাজধানী করিয়া তথায় যাবজ্জীবন বাস করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার কঠিন পীড়া কাশরোগ হইতে অব্যাহতি পাইবেন। তদনন্তর যেন মীনাক্ষী দেবী তাঁহাকে বিভূতি দিয়া আদেশ করেন যে, উহার কতক অংশ প্রসাদ স্বরূপ উদরসাৎ কর ও অবশিষ্টাংশ শরীরে মর্দ্দন কর। স্বপ্ন দেখিয়াই প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া ব্রাহ্মণ ও মন্ত্রীদিগকে আহ্বান করিয়া স্বপ্নের বিষয় জ্ঞাত করিলেন। তাহারা সকলে এক-বাক্যে কহিল যে, ঈশ্বরের আদেশ পালন করা একান্ত কর্ত্তব্য; তখন তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিলেন যে, সুন্দর-লিঙ্গের প্রসাদে পীড়া হইতে অব্যাহতি পাইলে মধুরাপুরীতে রাজধানী স্থাপন করিয়া তথায় বাস করিব ও দেবমন্দির নির্ম্মাণ করণার্থ কোটি টাকা ব্যয় করিব। অনন্তর প্রাতঃ-ক্রিয়ার সময় দন্তমার্জ্জন করিতে করিতে পীড়ার অনেক লাঘব হইয়াছে বলিয়া মনে মনে কথঞ্চিৎ সুখ অনুভব করিলেন; তাহাতে আহ্লাদিত হইয়া তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন যে, শিবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সুন্দরলিঙ্গের আরাধনায় জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিবেন।

অনন্তর মধুরাপুরীতে আসিয়া মীনাক্ষীদেবীর সম্মুখে যথা-

রীতি রাজদণ্ড গ্রহণ করিলেন। আপন ব্রত উদ্‌যাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া দেবালয় নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন; নানা-দেশ হইতে কার্য্যদক্ষ শিল্পিগণ আনাইয়া গ্রেনাইট্‌ ও কৃষ্ণ-প্রস্তরের খনি খোলাইলেন, বৃহৎ কাষ্ঠের নিমিত্ত বন কাটাইয়া বড় বড় কাষ্ঠ আহরণ করিলেন, অসংখ্য ইটের পাঁজা সকল পোড়ান হইল; মহোল্লাসে বাটীর ভিত্তি খনন করিয়া গাঁথনি কার্য্য আরম্ভ করিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যেই সুন্দরলিঙ্গের দেবালয়ের বহির্দ্দেশ নূতন করিয়া গঠিত হইল। রাজধানী, রাজপথ প্রভৃতি নব নব রূপে পরিশোভিত হইল; ইষ্টক ও প্রস্তরে বৃহৎ বৃহৎ রাজভবন নির্ম্মিত হইল, সুন্দরেশ্বর ও মীনাক্ষীদেবীর অলঙ্কার মূল্যবান্‌ হীরা মুক্ত দিয়া নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হইল। হস্তিদন্তে বিভূষিত বৃহৎ রথ প্রস্তুত হইল; উক্ত কার্য্যে বহু অর্থ ব্যয়প্রযুক্ত রাজধানী মধুরাপুরী সৌভাগ্যলক্ষ্মীতে পরিশোভিত হইল। চারিদিকে শান্তিবিরাজ করিতে লাগিল।

তিরুমল স্বাধীন হইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পাছে বিজয়-নগরের সার্ব্বভৌম তাঁহাকে দমন করিতে আইসেন, সেই আশঙ্কায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ত্রিশিরা-পল্লীতে ৩০ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া দিলেন; এবং তথায় স্বয়ং থাকিয়া দুর্গ সংস্কার ও তাহা দৃঢ় করিতে থাকিলেন, তাঁহার রাজ্যের উত্তরাংশে দুইটি নূতন দুর্গ প্রস্তুত করিলেন, এবং যত দিন তাঁহার রাজ্য সর্ব্বতোভাবে সুরক্ষিত না হইয়া-

ছিল, তত দিন মধুরাপুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। মধুরাপুরীর নির্ম্মাণকার্য্য ১৬১০ খৃঃ অব্দে সম্পূর্ণ হয়।

মহিসুরের[১] রাজা চামরাজউদেয়া মধুরাপুরীর সুখসমৃদ্ধির বিষয় শ্রবণ করিয়া ঈর্ষ্যাপরবশ হইলেন, ও মধুরাপুরী আক্রমণ এবং লুঠ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তখন তাঁহার সেনাপতি হর-সুর-নন্দীরাজ একদল সৈন্য লইয়া গজলহাটীর পথ দিয়া আসিয়া মধুরাপুরীর রাজ্যের উত্তর পশ্চিমকোণে প্রবেশ করিয়া কয়েকটি দেশ অধিকার করিলেন এবং দিন্দিগুলের দুর্গ লইবার অভিপ্রায়ে আসিতে লাগিলেন। তখন মধুরাপুরীর দলবায়[২] খ্যাতনামা রামপ্পয় দিন্দিগুলে আসিয়া পলিগারদিগকে আশ্বাসিত করিলেন, ও মহিসুরসেনাপতিকে সমরে পরাস্ত করিয়া তাঁহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য করিলেন। তখন তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া মহিসুর রাজ্যে প্রবেশ করিয়া একটি প্রধান দুর্গ অবরোধ করেন। এদিকে অপর মন্ত্রিগণ তাঁহার কার্য্যে ঈর্ষ্যাযুক্ত হইয়া রাজার নিকট তাহার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার মিথ্যা অভিযোগ করিলে রাজা তাহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে কঠিন অনুজ্ঞাপত্র পাঠাইলেন। রামপ্পয় তৎপ্রাপ্তে বিষম চিন্তায় পড়িলেন; তিনি ভাবিলেন, রাজাজ্ঞা পালন না করিলে রাজার গৌরবের লাঘব হইবে, অধিকন্তু মহিসুরেরা পুনর্ব্বার রাজ্য আক্রমণ

(১) মহিসুর শব্দের ব্যুৎপত্তি মহিষ স্বনাম খ্যাত অসুর—উরু (কর্ণাটি ভাষা অর্থে দেশ) ষষ্ঠী তৎপুরুষ মহিষের দেশ। মহিষুর হইতে অপভ্রংশ মহিসুর।

(২) প্রধান সেনানায়ক ও মন্ত্রী।

করিতে পারে। যদি রাজাজ্ঞা অবহেলা করেন, তাহা হইলে তাঁহার বিপক্ষেরা সুযোগ পাইয়া মিথ্যা অপবাদের পোষকতা স্বরূপ রাজাজ্ঞা অবহেলার প্রমাণ দেখাইবে। সম্ভবতঃ প্রত্যাবর্ত্তন না করিলে কারাবাসে জীবন অতিবাহিত হইবে অথবা মশানে মস্তক যাইবে। অতএব রাজার সদ্বিচারের উপর নির্ভর করিয়া আপন কর্ত্তব্য কার্য্য শেষ করিয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন। কয়েক দিনের মধ্যে উক্ত দুর্গ অধিকার করিয়া তথায় কিছু দিন থাকিয়া বিজয়ী সেনা ও উৎসাহিত পলিগার দলে পরিবৃত হইয়া মধুরাপুরীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার প্রিয়বন্ধু রঙ্গনায়ককে অগ্রে রাজসমীপে পাঠাইয়া সমস্ত সৈন্যগণকে যুদ্ধকার্য্য হইতে অবসর দিয়া আপন আপন নিকে-তনে যাইতে আদেশ করিলেন। পরে অবাধে রাজার শরণাপন্ন হইলেন; রাজাও তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন এবং নূতন উপাধিতে ও পুরস্কারদানে সম্মানিত করিলেন। রঙ্গণনায়ককে সম্মানিত করিয়া আপন জায়গীর নিষ্কর ভোগ করিতে দিলেন। এইরূপে মহিসুর রাজ্যের আক্রমণ প্রশমিত হইয়াছিল।

কয়েক বৎসর পরে সেতুপতিকে লইয়া এক গোল উপস্থিত হয়; পূর্ব্বোক্ত কুত্তান সেতুপতি ১৪ বৎসর রাজ্যপালন করিয়া ১৬২১ খৃঃ মানবলীলা সম্বরণ করেন। ১৬৩৫ খৃঃ সদৈক-তেবান সেতুপতি রাজা হন; ইঁহার অপর নাম দলবায় সেতুপতি, তিন বৎসর সুখে রাজ্যশাসন করিয়া দত্তক রঘুনাথ তেবানকে

আপন স্বত্বাধিকারী করিতে মানস প্রকাশ করেন; তম্বী নামে কুত্তানের জারজপুত্র মধুরাপুরীতে আসিয়া কয়েকটি মন্ত্রীদিগের সাহায্যে রাজার নিকট সেতুপতির পদের দাবী করিলেন। রাজাও মন্ত্রীদিগের কুপরামর্শে তাহাকে সেতুপতির পদের সনন্দ দিলেন। তখন তম্বী[1] রামনাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সনন্দ দেখাইয়া সিংহাসনের দাওয়া করিলে দলবায় সহজে দণ্ড ত্যাগ করিতে স্বীকৃত না হইয়া তম্বীকে কহিলেন, আমি সহজে তোমায় অধিকার প্রদান করিব না, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করিতে পার। এই সংবাদ তিরুমলের নিকট পৌঁছিলে তিনি বুঝিলেন যে অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন, অথচ মনে ভাবিলেন যে, মান বজায় রাখা আবশ্যক, ন্যায় হউক বা অন্যায় হউক তাঁহার অধীনস্থ শাসনকর্ত্তা বা কর্ম্মচারীগণ অনুজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য; দলবায় তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছেন, অতএব তাহার শাসন করা আবশ্যক; দলবায়কে জীবিত বা মৃত হউক, মধুরাতে আনিবার নিমিত্ত রামপ্পয়কে এক দল সৈন্য লইয়া রামনাদে যাইতে আজ্ঞা দেন, রামপ্পয়ের সহিত রঙ্গণনায়কও গিয়াছিল; উভয়েই সেনানায়ক। কয়েকটি সংগ্রামের পর ও কয়েক দিবস অবরোধের পর দুর্গ অধিকার করিলে, রাজদ্রোহী সেতুপতি পম্বণদ্বীপে যাইয়া চারিদিকে পরিখা খনন করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। মধুরাপুরীর সেনানায়কও সেতু করিয়া পরপারে যাইয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু তিনি সহসা পীড়াগ্রস্ত হইয়া মানবলীলা সম্বরণ

(১) অনুজ ভ্রাতাকে তামিল ভাষায় তম্বী কহে।

করেন। তাহার জামাতা, শিবরাময়[১] তৎপদে নিযুক্ত হইয়া তুমুল যুদ্ধের পর দলবায় সেতুপতিকে পরাজয় করিয়া ভ্রাতষ্পুত্রের সহিত বন্দী করত মধুরাপুরীতে পাঠাইলেন; তথায় তাহারা শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া কারাবাস ভোগ করিতে লাগিলেন।

এদিকে তম্বী রামনাদে আসিয়া মরবদিগকে আপন বশে আনিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়াও বিফল-মনোরথ হইলেন। সকলেই তাহাকে ঘৃণা করিতে লাগিল ও দেশশুদ্ধ প্রজারা তাহার বিপক্ষ হইল। পথে দস্যুভয় উপস্থিত হইল, এক পয়সা কর আদায় হইল না, দলবায়ের দত্তকপুত্র রঘুনাথ তেবন ও ভ্রাতুষ্পুত্র নারায়ণ তেবন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ্যে ঘোষণা করিল যে, তাহারা রামনাদের প্রকৃত শাসনকর্ত্তা। তম্বী ভয় পাইয়া মধুরাপুরীতে পলাইয়া আইসেন এবং রাজার শরণাপন্ন হয়েন। এদিকে সমস্ত বৈষ্ণব ও অপর মতাবলম্বী রামেশ্বরের যাত্রীসকল রামনাদে আসিয়া রাজ্যের অরাজকতা ও দস্যুভয় উপস্থিত দেখিয়া পুনরায় মধুরাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাজার নিকট দলবায়ের মুক্তি প্রার্থনা করিয়া বারংবার অভিসম্পাতের ভয় প্রদর্শন করিলে, রাজা বাধ্য হইয়া দলবায়কে মুক্তি দিলেন ও তম্বীকে শান্তি রক্ষা করিতে আদেশ করিলেন।

দলবায় রামনাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে রাজ্যে পুনঃশান্তি-সংস্থাপিত হইল। তাঁহার সুশাসনে রামপ্পয়ার আক্রমণের কুফল

(১) Siva-Ramaya.

হইতে ক্রমে পূর্ব্বাবস্থার ন্যায় রাজ্য সমৃদ্ধিশালী হইল। এইরূপে ৫ বৎসর কাটিয়া গেলে তম্বী ১৬৪৫ খৃঃ সেতুপতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়া রাজ্য অধিকারের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। প্রধান প্রধান মরবেরা[1] তাঁহার বিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইল। রঘুনাথ তেবন ও নারায়ণ তেবন উভয়েই সিংহাসন পাইবার চেষ্টা করিল। তখন তিরুমল রামনাদ রাজ্য তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া রঘুনাথকে রামনাদের সহিত এক অংশ, তম্বীকে শিবগঙ্গেই ও নারায়ণকে তিরুবাদানেই অর্পণ করিলেন। রাজ্য বিভাগ হইয়া যাইবার পর তম্বীর সহিত একত্রিত হইয়া রঘুনাথ তেবন তঞ্জাবুর রাজ্যের অন্তর্গত মন্নারকোবিল, পট্টুকোট্টাই, আরাণদঙ্গি ও তিরুকারুই দখল করিয়া স্বরাজ্যভুক্ত করেন। কিছু দিন পরে নারায়ণের মৃত্যু হয়, তৎপরে তম্বীর মৃত্যু হইলে উক্ত উভয় রাজ্যাংশ রঘুনাথের অধিকারে আইসে।

তিরুমলনায়ক রাজ্যাভিষিক্ত হইবার পর হইতে বিজয়-নগরের উত্তরাধিকারী রাজাদিগের সার্ব্বভৌমত্ব নামমাত্র স্বীকার করিতেন। বেঙ্কট্পতিরায়ার মৃত্যু হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ পেন্নকন্দ হইতে বেল্লুরে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া আইসেন;ও তথায় থাকিয়া একপ্রকার রাজত্ব করিতে থাকেন। জিঞ্জী, তঞ্জাবুর, মধুরাপুরী ও মহিসুরের হিন্দু-রাজারা তাঁহাদের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়া বৎসরান্তে

(১) Maravera.

কখন অল্প কখনও অধিক কর এবং সম্মানসূচক উপহার পাঠাইতেন। তিরুমল রাজ্যাভিষিক্ত হইবার পর কখন বাৎসরিক উপহার পাঠাইতেন, কখন বা পাঠাইতেন না, তাহাতে রায়ার রাজগণ বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। নরসিংহ রায়ার রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া তিরুমলকে শাসনাভিপ্রায়ে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সৈন্যসংগ্রহ করিতে থাকেন, এদিকে তিরুমল তাহা অবগত হইয়া জিঞ্জীর সহিত সন্ধি করিলে, তঞ্জাবুরনায়ক রাজা নরসিংহ রায়ার বশ্যতা স্বীকার করেন।

এদিকে তিরুমল গোপনে গোপনে গোলকন্দার সুলতানের সহিত নরসিংহ রায়ারের বিরুদ্ধে সন্ধি করেন। নরসিংহ জিঞ্জী আক্রমণ করিতে যাইলে গোলকন্দার সুবা সুযোগ পাইয়া তাহার রাজ্য আক্রমণ করিল। নরসিংহ রায়ার জিঞ্জী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সুবাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া আপন অধিকার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। পর বৎসর সুবা অধিক সংখ্যক সৈন্য লইয়া নরসিংহ রায়াকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিলে, নরসিংহ রায়ার দাক্ষিণদেশে আসিয়া নায়ক রাজাদিগের সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া ১ বৎসর ৪ মাস পরে তঞ্জাবুরের উত্তর জঙ্গলে আশ্রয় লইলে তাহার সচিব ও সৈন্যেরা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যায়। তখন ৪ মাস বনে বনে ভ্রমণ করত কষ্ট পাইয়া মহিসুরের রাজার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন।

এদিকে গোলকন্দার সুবা নরসিংহকে পরাভূত করিয়া

তাঁহার অধীন রাজাদিগকে স্ববশে আনিবার চেষ্টায় জিঞ্জী আক্রমণ করেন। তঞ্জাবুরের নায়ক রাজা ভয় পাইয়া সুবার অধিনায়কত্ব স্বীকার করিলেও তিরুমল ৩০ হাজার সৈন্য লইয়া জিঞ্জী রক্ষার্থ যাত্রা করেন ও প্রথম কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্য হয়েন। কিন্তু কার্য্যের গতিকে জিঞ্জীর দুর্গস্থ সৈন্যেরা তিরুমলের সৈন্যের সহিত কলহ করিয়া শত্রুদিগকে দুর্গদ্বার খুলিয়া দেয়। সেই অবধি জিঞ্জী মুসলমান শাসনাধীনে পরিণত হয়। তিরুমল তাহা দেখিয়া ভয়ে মধুরাপুরীতে পলাইয়া আসেন ও দুর্গমধ্যে সভয়ে বাস করিতে থাকেন। এদিকে মুসলমানেরা জিঞ্জী জয় করিয়া উৎসাহের সহিত লুঠ করিতে করিতে তঞ্জাবুরের রাজার নিকট কর প্রার্থনা করিয়া মধুরাপুরীর অভিমুখে আইসে। তিরুমল ভয়ে অভিভূত হইয়া মুসলমানদিগের অধিনায়কত্ব স্বীকার করিয়া বৎসর বৎসর কর প্রেরণ করিতে প্রতিশ্রুত হয়েন। এইরূপে মধুরাপুরী বিনা রক্তপাতে গোলকন্দার মুসলমান্ সুলতানের অধীন হইয়া থাকিল।

তদনন্তর মুসলমান সেনানায়ক উপহার ও লুঠপাটের দ্রব্য সকল লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এদিকে নরসিংহ রাজা মহিসুররাজের সাহায্যে আপন ভাগ্য পরীক্ষার্থ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া কয়েকটি প্রদেশ অধিকার ও গোলকন্দার সেনানায়ককে সমরে পরাভূত করিয়া অন্যান্য কয়েকটি দেশ উদ্ধার করিলেন। হিন্দুরাজ্য পুনঃ স্থাপিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়া উঠিল; কিন্তু তিরু-

মল ঈর্ষাপরবশ হইয়া গোলকন্দার সুবাকে স্বদলবলে আসিয়া মহিসুর আক্রমণ করিতে লিখিয়া পাঠান। সুবা মহিসুর সেনাপতির অনুপস্থিতিরূপ সুযোগ পাইয়া মহিসুর আক্রমণ করেন। এই আক্রমণের ফলে নরসিংহ কর্ত্তৃক বেল্লুরের পুনঃস্থাপিত হিন্দুরাজ্য একেবারে ধ্বংস ও মহিসুররাজের গর্ব্বখর্ব্ব হইয়া যায়, মুসলমানেরা বিজয়দর্পে দর্পিত হইয়া মহিসুর হইতে মধুরাপুরীতে আসিয়া তিরুমলের ও তৎপরে তঞ্জাবুরের রাজার নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

তিরুমল পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারে বিশেষ লাভ পাইলেন না, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন,, নিজে স্বাধীন হইবার অভিপ্রায়ে মূর্খতাবশতঃ গোলকন্দার সুবাকে হিন্দুরাজ্যধ্বংসের নিমিত্ত দুই বার আহ্বান করিয়া আনেন; দুই বারেই স্বয়ং তাহার দ্বারা প্রতারিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে বিজয়নগরের স্বত্বাধিকারী রাজগণের শেষ ধ্বংসের কারণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি যদি উক্ত প্রকার ব্যবহার না করিতেন, তাহা হইলে দক্ষিণদেশে হিন্দুরাজ্য আরও কিছু দিন প্রতিষ্ঠিত থাকিত।

গোলকন্দার সুবেদারেরা সেই অবধি প্রতি বৎসর দক্ষিণপ্রদেশে লুঠপাট করিতে আসিত। মহীসুররাজ তিরুমলের ব্যবহারে অত্যন্ত কুপিত হইয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য মধুরাপুরীর বিরুদ্ধে একদল বাহিনী পাঠান। মহিসুর সেনাপতি প্রথম সত্যমঙ্গল নামক স্থান অধিকার করিয়া সত্বরই মধুরার

সন্নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়। তিরুমল তখন রুগ্নাবস্থায় ছিলেন, তিনি সেতুপতির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে রঘুনাথ সেতুপতি ২৫ হাজার সেনা সংগ্রহ করিয়া রাজাকে শীঘ্র আসিয়া সংবাদ দেয় যে, তাঁহার বিশেষ কিছু ভয়ের কারণ নাই। রাজাও ৩৫ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মরব সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হন। মহিসুর সেনানায়ক মধুরার ব্রাহ্মণ সেনানায়ককে গোপনে বশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। মরবেরা তাহা জানিতে পারিয়া উক্ত বিশ্বাসঘাতককে বন্দী করে ও মহিসুর সেনাকে আক্রমণ করিয়া পরাভূত করিয়া দূর করিয়া দেয়। পুনশ্চ তাহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া দিন্দীগুলে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করে; তখন মহিসুরেরা ইতস্তত ছড়াইয়া পড়ে এবং স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হয়।

তিরুমল, সেতুপতির সাহসে ও ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রাজ্যের তালিরক্ষক[১] বলিয়া উপাধি দেন, বাৎসরিক কর রেহাই দেন ও তিরুপ্পুবন, তিরুচুলি, পল্লিমদ নামক বড় বড় তিনখানি গ্রাম প্রদান করেন। রঘুনাথ তেবন এইরূপে রাজা কর্তৃক সম্মানিত হইয়া মধুরাপুরীর বিশ্বস্ত, স্বাধীন ও মিত্র রাজা হইলেন। তিনি অনেক বৎসর ধরিয়া শান্তভাবে রামনাদে রাজত্ব করেন। কখন কোন কুমন্ত্রণা বা ষড়যন্ত্রে থাকিতেন না, সর্ব্বদাই দেশের উন্নতি সাধনে ব্যাপৃত থাকিতেন।

এইরূপে দেশ বহিঃশত্রু হইতে নিরাপদ হইলে, তিরুমল

(১) তামিলভাষায় অর্থকে তালি কহে।

কনিষ্ঠ কুমার মুত্তুকে ডাকাইয়া মহিস্থর আক্রমণ করিবার জন্য আদেশ দেন। কুমার মুত্তু ১৮টি পলিগার ও রঙ্গনাথকে সঙ্গে লইয়া মহিস্থরে প্রবেশ করেন, ও রাজাকে পরাজয় করিয়া বন্দী করেন। তিনি ভ্রাতৃ-আজ্ঞা পালনার্থে রাজার নিকট অপরাপর বন্দীগণের নাককাণ কাটিয়া উপঢৌকন পাঠাইয়া দেন। এই ব্যাপার ১৬৫৯ খৃঃ শেষে ঘটিয়াছিল; ঐ সময় তিরুমল হঠাৎ কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যায় না,তবে দুইটি প্রবাদ আছে। ১ম এই যে, তিনি ভট্টন নামে কোন ব্রাহ্মণের স্ত্রীর প্রেমাসক্ত ছিলেন, অন্ধকার রাত্রে প্রণয়িনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতে আসিতে উদ্যানস্থ অরক্ষিত কূপে পতিত হইয়া মারা যান, ভট্টন জানিতে পারিয়া মৃত্তিকা দ্বারা কূপ বন্ধ করিয়া কয়েক জন ব্রাহ্মণের সাহায্যে প্রকাশ করেন যে, মীনাক্ষীদেবী তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া গিয়াছেন। ২য় কোন প্রতারক জ্ঞানীর বেশ ধরিয়া রাজার সহিত সর্ব্বদা সাক্ষাৎ করিত ও শাস্ত্রালাপে রাজাকে এতদূর বাধ্য করিয়াছিল যে, তিনি নূতন পেগোডা নির্ম্মাণে বিরত হন; ও পেগোডার নিত্য ব্যয় কমাইয়া দেন। ব্রাহ্মণেরা তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া উঠে ও তাঁহাকে রাজ্য হইতে অপসারিত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করেন। কুলশেখর পেগোডার অর্চ্চক ভট্টন ও অপর দুই ব্রাহ্মণ তাঁহার সমীপে আসিয়া সঙ্গোপনে তাঁহাকে জ্ঞাত করেন যে, মীনাক্ষীদেবীর পেগোড়ার ভূমধ্য গৃহে গুপ্ত ধনাগার তাঁহারা দেখিয়াছেন, যদি তিনি তাঁহাদের সহিত আইসেন

তাহা হইলে তাঁহারা দেখাইতে প্রস্তত ; কিন্তু তাঁহাকে একাকী আসিতে হইবে। তিনি তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া পেগোডার গুপ্তগৃহে প্রবেশ করিলে, কোণের একটি ঘরে তাঁহাকে প্রবেশ করাইয়া পশ্চাৎ হইতে প্রবেশ দ্বারে পাথর চাপাইয়া বন্দী করেন, ও সেই অবস্থায় রাখিয়া ঘোষণা করিয়া দেন যে অর্চ্চনা করিবার সময় মীনাক্ষীদেবী রথে করিয়া তাঁহাকে স্বর্গে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

এদিকে মন্ত্রীগণ তাঁহার জারজপুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন।

উপরোক্ত প্রবাদটী প্রথম দৃষ্টে অবিশ্বাসযোগ্য হইলেও কেহ কেহ মনে করেন ইহাতেই নিগূঢ় সত্য আছে।

রবার্ট-দি-নবিলাস[১] ১৬২৬ খৃঃ মধুরাতে আইসেন ও আপনাকে রোমের কুলীন ব্রাহ্মণবংশীয় বলিয়া প্রকাশ করেন ; ২২ বৎসর নিরামিষভোজী হইয়া মধুরাপুরীতে থাকিয়া যীশুধর্ম্ম প্রচারের কারণ তামিলভাষায় কুন্দন নামে বৃহৎ ধর্ম্মপুস্তক প্রচার করেন। ১৬৪৮ খৃঃ লাঙ্গায় যাইয়া স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তন করেন এবং তথায় তিন বৎসর থাকিয়া পুনর্ব্বার ১৬৫১ খৃঃ মধুরাপুরীতে আসিয়া অনেক লোককে আপন ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন, এবং তথায় একটি ভজনালয় (গির্জ্জা) নির্ম্মাণ করেন। রাজা তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিতেন ; বোধ হয় তাঁহার উপদেশে ব্রাহ্মণদিগের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া যান ও পেগোডার খরচ কম করিয়া দেন, সেই জন্য ব্রাহ্মণেরা ষড়যন্ত্র করিয়া যেরূপে রাজাকে

(১ Robert De Nobililas,

অপসারিত করেন, তাহাও একটু ভাবিবার যোগ্য, বন্দী করিয়া বিনা রক্তপাতে মৃত্যুতে দোষ স্পর্শিবে না। রথে করিয়া সশরীরে স্বর্গে গমন প্রচার করায় সাধারণ লোক এক প্রকার বিশ্বাস করিয়াছিল; ব্রাহ্মণেরা কখনই রাজার হত্যাপরাধ প্রকাশ করিলেন না, অতএব এ সম্বন্ধে হস্তলিপিতে কিছুই পাওয়া যায় না, যাহা হউক তাঁহার মৃত্যু হঠাৎ হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

তিরুমলের রাজত্ব সময় অনেকগুলি রাস্তা ও ছত্র প্রস্তুত হয়। তাঁহার রাজ্যের উত্তর সীমা উক্তাত্তুর হইতে দক্ষিণসীমা সেতুপতি পর্য্যন্ত যে বৃহৎ রথ্যা হইয়াছিল, তাহার সর্ব্ব স্থানে যাত্রীদিগের জন্য ছত্র নির্ম্মাণ করিয়া দেন; তিনি অনেকগুলি পুষ্করিণীর সংস্কার ও কতকগুলি নূতন খনন করিয়াছিলেন এবং মধুরার রাজভবন, বসন্তমণ্ডপ, তেপ্পাকুল, বৃহৎ বাঁধা পুষ্করিণী, মীনাক্ষীদেবীর মন্দির ও কয়েকটি গোপুর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

মন্ত্রীগণ ব্রাহ্মণদিগের পরামর্শে তিরুমলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমারমুত্তু থাকিতেও তাঁহার জারজপুত্র মুত্তু অলকাদ্রি (মুত্তু বীরপ্পকে) রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া কুমার মুত্তুকেউক্ত সংবাদ পাঠাইয়া দেন; তখন তিনি মহিসুরের রাজাকে পরাজয় করিয়া জয়োল্লাসে স্বদেশাভিমুখে আসিতেছিলেন কিন্তু সংবাদ প্রাপ্তিতে মর্ম্মাহত হইয়া দুর্ব্বাবন স্থানে আসিয়া ছাউনি করেন। অতঃপর মন্ত্রীদিগের সহিত অনেক তর্কবিতর্কের পর তেনিবল্লী প্রদেশের শিবকাশী ও অন্যান্য কয়েকটি স্থান লইয়া

ক্ষান্ত হইতে স্বীকৃত হন ; এবং জীবনের শেষকাল তথায় অতিবাহিত করেন।

এদিকে নূতন রাজা মুত্তু অলকাদ্রি (মুত্তুবীরপ্প) রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াই ত্রিশিরাপল্লীর দুর্গ সংস্কার ও সুদৃঢ় করেন। অল্প দিন মধ্যেই সুবার সেনা ত্রিশিরাপল্লী আক্রমণ করিতে আসিয়া দুর্গ দৃঢ় দেখিয়া তঞ্জাবুরের অভিমুখে চলিয়া যায়। অনন্তর তঞ্জাবুররাজকে পরাজয় করিয়া তঞ্জাবুর ও বল্লাম দুর্গ অধিকার করিয়া লন। ইতি মধ্যে দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে রসদের অভাবে সুবার সেনা মরিতে লাগিল, তখন সেনানায়ক মুলা, অলকাদ্রিকে ভয় দেখাইয়া কিছু টাকা লইবার চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য্য হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিল। ১৬২১ খৃঃ অলকাদ্রির মৃত্যু হইলে, ষোড়শবর্ষীয় পুত্র শোক্যনাথ রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া প্রধানী ও রয়সরোরমের পরামর্শে রাজধানী মধুরাপুরী হইতে ত্রিশিরাপল্লীতে উঠাইয়া আনেন, এবং তাহাদের পরামর্শে জিঞ্জী উদ্ধারের নিমিত্ত ৪০ হাজার সৈন্যের সহিত লিঙ্গমনায়ক নামক দলবায়কে পাঠান। কিন্তু উক্ত দলবায় উৎকোচ লইয়া জিঞ্জী আক্রমণ না করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করে। রাজা প্রধানী ও রয়সরোরমের কুব্যবহারে কুপিত হইয়া উভয়কে পদচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজকার্য্য দেখিতে লাগিলেন। দলবায় বিদ্রোহী হইয়া জিঞ্জীর শাসনকর্ত্তার সহিত মিলিত হইয়া ১৯ হাজার সৈন্য লইয়া ত্রিশিরাপল্লী অবরোধ করিলে, শোক্যনাথ কাহাকেও বিশ্বাস না করিয়া স্বয়ং যুদ্ধ-

কার্য্যের ভার লইয়া তাহাদিগকে এরূপ বাধা দিলেন যে, তাহারা তথা হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইল; শোক্যনাথ তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তঞ্জাবুর পর্য্যন্ত ধাবিত হইলে তাহারা জিঞ্জীতে পলায়ন করিয়াছিল।

১৬৬৩ খৃঃ দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা ইদল খাঁ দক্ষিণদেশ শাসন করিবার নিমিত্ত একদল বাহিনী পাঠান। বনমিয়া নামক তাঁহার সেনানায়ক শোক্যনাথকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত সন্দেশ পাঠান; তিনি তদুত্তরে বলিয়া পাঠান যে, তিনি ইচ্ছা-পূর্ব্বক বশীভূত হইবেন না। অতএব তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। বিপক্ষ সেনানায়ক দুর্গ অবরোধ করিলে শোক্যনাথ অতি দক্ষতার সহিত তাহা রক্ষা করিয়াছিলেন। বনমিয়া দুর্গাধিকার কঠিন মনে করিয়া অবরোধ ছাড়িয়া দেশ লুঠ করিতে করিতে তঞ্জাবুরাভিমুখে গমন করিয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

তদনন্তর শোক্যনাথ তঞ্জাবুররাজ বিজয়রাঘবকে শাসন করিবার উদ্দেশে এক দল সৈন্য লইয়া যান এবং কয়েকটি ছোট ছোট যুদ্ধের পর বল্লাম নামক দুর্গ অধিকার করিয়া নিজ রাজ-ধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ইতিপূর্ব্বে ইদলখাঁর সেনানায়ক ত্রিশিরাপল্লী অবরোধ করিলে সেতুপতি মধুরাপতির সাহায্য করিতে আইসেন নাই, তজ্জন্য শোক্যনাথ তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে শাসন করিবার জন্য এক দল সৈন্য লইয়া স্বয়ং রামনাদে যাত্রা

করেন। তিরুপত্তুর, পত্তুকোট্টে, মান্মাদর, কালৈয়ার কোবিল নামক কয়েকটি দুর্গ অধিকার করিলে সেতুপতি পলাইয়া অতি গোপনীয় স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। শোকানাথ তথায় এক জন শাসনকর্ত্তা রাখিয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সময় ইনি মধুরার রাজবাটী ভাঙ্গিয়া সেই সকল মশলাতে ত্রিশিরা-পল্লীতে নূতন করিয়া রাজভবন নির্ম্মাণ করেন।

১৬৬৬ খৃঃ হইতে ১৬৭৩ খৃঃ পর্য্যন্ত বিশেষ কিছু ঘটে নাই। ১৬৬৭ খৃঃ শোক্যনাথ তঞ্জাবুর রাজকুমারীর করপ্রার্থী হইলে অচ্যুত বিজয়রাঘব আপনাকে অপমানিত মনে করিয়া তাহা অস্বীকার করেন। তখন দলব্যয় বেঙ্কট কৃষ্ণপ্পনায়ককে তঞ্জাবুর জয় করিতে আদেশ দেন। যেরূপে তঞ্জাবুর আক্রমণ ও অধি-কার এবং যেরূপে তঞ্জাবুরনায়ক রাজবংশের ধ্বংস হইয়াছিল তাহা তঞ্জাবুরের বিবরণে উল্লিখিত হইয়াছে। অতঃপর চন্দ্রগিরির রাজকন্যা মঙ্গলম্মার পাণিগ্রহণ করিয়া সুখে রাজ্য করিতে থাকেন। কয়েক বৎসর পরে যেরূপে একোজী তঞ্জাবুর অধি-কার করিয়া লয়েন তাহাও তঞ্জাবুর বিবরণে বিবৃত হইয়াছে। ১৬৭৭ খৃঃ শিবজী একোজীকে শাসন করিতে তঞ্জাবুরে আই-সেন। এই সুযোগে শোক্যনাথ তঞ্জাবুর পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন; কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়েন। এদিকে মহিসুররাজ শোক্যনাথের অনুপস্থিতে মধুরাপুরীর দুইটি দুর্গ অধিকার করিয়া দেশ লুঠ পাট করিয়া-ছিল। তাহাতে শোক্যনাথের মন্ত্রী গোবিন্দপ্প সুযোগ পাইয়া

শোক্যনাথকে বন্দী করিয়া অনুজ মুত্তুলিঙ্গকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। এই বৎসর অতিবৃষ্টি হওয়ায় অনেক গ্রাম ভাসিয়া যায় ও আবাদ নষ্ট হয়। পূর্ব্ব বৎসরের বন্যায় শস্য জন্মে নাই, সেই হেতু দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে মড়ক হইয়া অনেক প্রজা মরিয়া যায়।

মুত্তুলিঙ্গ রাজা হইয়া রস্তম খাঁ নামক এক মুসলমানকে দুর্গ রক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন। এই ব্যক্তি কয়েক দিবস পরে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক দুর্গ অধিকার করিয়া বৃদ্ধ শোক্যনাথকে বন্দিগৃহ হইতে মুক্ত করণানন্তর তাঁহাকে রাজপদে পুনঃ স্থাপন ঘোষণা করিয়া নিজে দুই বৎসর রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে থাকেন; কিন্তু মহিসুর সেনানায়ক কুমারয়ণ কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া আত্মরক্ষার্থ দুর্গমধ্যে পলাইয়া আসিবার সময় নিহত হন।

এইরূপে শোক্যনাথ স্বাধীন হইলেন বটে কিন্তু মহিসুর সেনানায়ক কুমারয়ণ দুর্গ অবরোধ করিয়া থাকিল। তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া শিবজীর পুত্র শম্ভুজীর সাহায্য প্রার্থনা করিলে তাহার সেনানায়ক অরসুমল্লে এক দল সৈন্যের সহিত আসিয়া মহিসুর সেনানায়ককে পরাভূত করিয়া বন্দী করেন। ইতিপূর্ব্বে মহিসুর সেনা যে সকল দেশ অধিকার করিয়া লইয়াছিল তাহা অরসুমল্লে আপন বশে আনিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শোক্যনাথকে প্রত্যর্পণ করিলেন না, অধিকন্তু ত্রিশিরাপল্লী অবরোধ করিলেন। তখন শোক্যনাথ বিষম মনঃকষ্ট পাইয়া ও দুঃখে অভি-

ভূত হইয়া কয়েক দিবস পরে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। ১৬৮২ খৃঃ তাহার পঞ্চদশবর্ষীয় পুত্র রঙ্গকৃষ্ণ মুত্তুবীরপ্প রাজপদে অভিষিক্ত হন। ইনি অত্যন্ত সাহসী ও দক্ষ রাজা ছিলেন। প্রথম অতি বীরত্ব প্রকাশ করিয়া শম্ভুজীর সেনানায়ককে দুর্গ অবরোধ ত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য করেন। ক্রমে ক্রমে কয়েকটি নষ্ট দুর্গ উদ্ধার করিয়া লয়েন, ও ১৬৮৬খৃঃ মহিসুর সেনাদিগকে একেবারে মধুরাপুরী হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেন। তিনি মন্ত্রীদিগের উপর নির্ভর না করিয়া সমস্ত রাজকার্য্য স্বয়ং পর্য্যালোচনা করিতেন। রাজ্যের অবস্থা সর্ব্বদা নিজে দেখিয়া বেড়াইতেন, যে সকল কর্ম্মচারী কার্য্যে অবহেলা করিত তাহাদিগকে তিরস্কার করিতেন এবং কার্য্যক্ষম ও পরিশ্রমী কর্ম্মচারীদিগকে প্রভূত পুরস্কার দানে উৎসাহিত করিতেন। এক দিবস তেনিবল্লীর পুষ্করিণীর খনন কার্য্য দেখিতেন, পর দিবস ত্রিশিরাপল্লীতে আসিয়া দুর্গ সংস্কার দেখিতেন, তদনন্তর তিনি দিন্দিগুলের দুর্গের মেরামতাদির কার্য্য দেখিতে যাইতেন, অতঃপর রাজ্য পরিদর্শনে বাহির হইতেন। এইরূপে তিনি সর্ব্বত্রই সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করেন, ক্রমে তাঁহার রাজ্যে শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। ১৬৮৮খৃঃ রাজা বসন্তরোগে সহসা মানবলীলা সম্বরণ করেন। ইহার মৃত্যুর সময় একমাত্র স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন। কয়েক দিবস পরে একটি পুত্র প্রসব করেন এবং পুত্র প্রসবের চতুর্থ দিবসে নবপ্রসূতা বিধবা রাজ্ঞী মানবলীলা সম্বরণ করেন। মৃত রাজার মাতা মঙ্গলম্মা পৌত্রকে তিন মাস

বয়সের সময় রাজা করিয়া নিজে নাবালক রাজার অছি হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনাধীনে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল ও প্রজারা সুখে স্বচ্ছন্দে সময়াতিপাত করিতে পারিয়াছিল। তিনি ত্রিশিরাপল্লী হইতে মধুরাপুরী পর্য্যন্ত নূতন প্রশস্ত রথ্যা (রাস্তা) প্রস্তুত করাইয়া তাহার উভয় পার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণী রোপণ করাইয়া পরিশোভিত করেন। রাস্তার স্থানে স্থানে নূতন ছত্র প্রস্তুত করিয়া দেন। তিনি আরও কয়েকটি রাস্তা প্রস্তুত করেন, অদ্যাপি ঐ সকল রাস্তা তাহার নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

শোক্যনাথের তঞ্জাবুর অধিকার করিয়া লইবার সময় সেতুপতি রঘুনাথ তেবন মানবলীলা সম্বরণ করেন, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সূর্য্যতেবন তাঁহার পদে অভিষিক্ত হয়েন। তঞ্জাবুরের অচ্যুত বিজয়রাঘবের সচিব বৈনকন্না তাঁহার (বিজয়রাঘবের) একমাত্র পুত্র চিঙ্গলমাল নায়কের পক্ষ হইয়া সূর্য্যতেবনের সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া ছিলেন তাহাতে মধুরাপুরীর দলবায় বেন্‌কট কৃষ্ণাপ্প তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হয়েন এবং তাঁহাকে বন্দী করিয়া মধুরাপুরীর কারাগারে নিক্ষেপ করেন। তথায় তিনি ছয় মাসের পর প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তখন পূর্ব্ব সেতুপতির জারজপুত্র কিলবন কৌশলে সেতুপতির রাজ্য অধিকার করিয়া লয়েন। তদনন্তর কামলি আসন নামে কোন কন্যার পাণিগ্রহণ ও তাঁহার ভ্রাতা রঘুনাথকে পত্তুকোট্টাই দুর্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন।

যখন রস্তম খাঁ মহিসুরের সেনানায়ক কর্তৃক পরাভূত হইয়া আত্মরক্ষার্থে ত্রিশিরাপল্লীর দুর্গমধ্যে পলাইয়া আসিয়াছিল, তখন কিল্‌বন-তেবন তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেই সুযোগে তাঁহাকে হত্যা করাইয়া বৃদ্ধ শোক্যনাথের পরাধীনত্ব মোচন করিয়া দিলে রাজা তাঁহাকে পররাজকেশরী উপাধি দেন। ১৬৮৬ খৃঃ তাঁহার মন্ত্রী ও সেনানায়ক তাঁহার বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিলে তিনি তাহাদিগকে শাসন করিতে বাধ্য হন। এই সময়ে কেথলিক ধর্ম্মপ্রচারকগণ রামনাদে যীশুমত প্রচার করিতে থাকেন এবং ক্রমে অনেককে স্বমতে দীক্ষিত করেন। ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে 'জন-ডি-ব্রিটো' নামক এক ব্যক্তি ১৬৭৩ খৃঃ দক্ষিণদেশে আসিয়া ২০ বৎসর কাল মধুরা-পুরী ও রামনাদে সন্ন্যাসী বেশে থাকিয়া যীশুর মত প্রচার করিয়াছিলেন।

তিনি, তির্জ্জতেবন নামক কোন সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিকে যীশু-মতে দীক্ষিত করেন। ইনি সেতুপতির ভ্রাতৃজামাতা ছিলেন। তির্জ্জতেবন এইরূপে খ্রীষ্টিয়-ধর্ম্মাবলম্বী হইলে তাঁহার স্ত্রী খুল্লতাত কিল্‌বন সেতুপতির নিকট আসিয়া স্বীয় পতির মত পরিবর্ত্তনে অভিযোগ করেন। ব্রাহ্মণেরা এই সুযোগ পাইয়া সেতুপতিকে জানাইল যে, রুমেরগুরু সকলকেই যীশুমতে দীক্ষিত করিতেছে। যদি তাহাকে অবাধে জনসাধারণকে এই প্রকার মতান্তরে

(১) John De Brito.

দীক্ষিত করিতে দেওয়া হয়, তবে ২ বৎসরের মধ্যে স্বমতত্যাগী-দিগের সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইবে যে, তির্জ্জতেবন তাহাদিগের সাহায্যে আপনাকেও রাজ্য হইতে অপসারিত করিতে সমর্থ হইবে। তৎশ্রবণে কিল্‌বন সেতুপতি সত্যাসত্য জানিবার নিমিত্ত তির্জ্জতেবনকে ডাকাইয়া আনিলেন। তির্জ্জতেবন উপস্থিত হইয়া কহিল যে, জন-ডি-ব্রিটো মরবদেশে সত্যমত প্রচার করিতেছেন ও চারিটি গির্জ্জা ঘর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অনেককেই যীশু-মতে দীক্ষিত করিতেছেন এবং আমিও সেই মতে দীক্ষিত হই-য়াছি। কিল্‌বন সেতুপতি তৎশ্রবণে যীশুর মত প্রচার বন্ধ করিবার অভিপ্রায়ে জন-ডি-ব্রিটোকে কার্য্যক্ষেত্র হইতে দূরীভূত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পরিশেষে তাঁহাকে বন্দী করিয়া আনাইয়া প্রকাশ্যভাবে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবার উদ্দেশে উরায়ুর দুর্গরক্ষকের নিকট পাঠান, কিন্তু তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য গোপনে স্বাক্ষরলিপি পাঠাইয়াছিলেন। দুর্গরক্ষকও প্রভুর আজ্ঞা পালনার্থ দুর্গের অত্যুচ্চ স্থানে জন-ডি-ব্রিটোকে হত্যা করেন। ১৬৯৩ খৃঃ ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তারিখে এই ঘটনা হয়।

ত্রিবাঙ্কুরের[১] শাসনকর্ত্তা আপন দেয় পেষকাশ পাঠাইত না, প্রতি বৎসর বহুকন্ নামক ১ জন সেনানায়ক এক দল সেনার সাহায্যে বাকী পেষকাশ আদায় করিয়া আনিত। ১৬৯৭ খৃঃ গিরিসঙ্কট দিয়া সৈন্যগণ যখন ত্রিবাঙ্কুরে প্রবেশ করিতেছিল

(১) Travancore.

তখন তথাকার শাসনকর্ত্তা অগ্র পশ্চাৎ আক্রমণ করিয়া তাহাদিগগের সকলকেই বিনাশ করেন। পর বৎসর মঙ্গম্মলের আদেশে নরসপ্পয় দলবায় ত্রিবাঙ্কুরে আসিয়া শাসনকর্ত্তাকে পরাভূত করিয়া আপন বশে আনিয়াছিলেন।

১৭০০ খৃঃ তঞ্জাবুরের রাজার সহিত শাসনকর্ত্রী মঙ্গম্মলের মনান্তর উপস্থিত হইলে, উভয় পক্ষের কয়েকটি যুদ্ধ হয়। তিনি ১৭০১ খৃঃ তঞ্জাবুররাজার সহিত সন্ধি করিয়া মহিসুর দেশ আক্রমণের কল্পনা করেন, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। ১৭০২ খৃঃ দলবায়ের মৃত্যু হইলে নাবালক রাজা ১৭০৪ খৃঃ সাবালক হইয়া রাজ্যগ্রহণ করিয়াছিল, ও তাহার অব্যবহিত পরে মঙ্গম্মল মানবলীলা সম্বরণ করেন। কেহ কেহ কহেন সাবালক রাজা আপন পিতামহীর সতীত্বের উপর সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে বন্দী করেন এবং তথায় তিনি অনাহারে কাল-গ্রাসে পতিত হন। এই ঘটনা কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না; বোধ হয় রাজকার্য্য পর্য্যালোচনার সময় অনেকেই তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া থাকিবে এবং সময়ক্রমে প্রতিশোধ লইবার জন্য সাবালক রাজার নিকট তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে অপবাদ দিয়া থাকিবে, অদূরদর্শী রাজাও ভ্রমে পতিত হইয়া তাঁহাকে বন্দী অবস্থায় রাখিয়া অনাহারে হত্যা করিয়া থাকিবেন। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমতী, ধর্ম্মপরায়ণা ও শাসনকার্য্যে নিপুণা ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি অনেক সৎকার্য্য করিয়াছিলেন তদ্দ্বারা দেশ বিদেশে তাঁহার নাম বিখ্যাত হইয়াছিল; তাঁহার

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেই মহিসুরাধিপতি চিক্‌দেবরাজ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। অতএব এই সম্বন্ধে হস্তলিপিতে একটি প্রবাদ আছে যে চিক্‌দেবরাজ উগ্রপ্রকৃতির লোক ছিলেন, তিনি প্রজাদিগকে সর্ব্বদাই কষ্ট দিতেন এবং ধর্ম্মকার্য্যে কখন কিছু ব্যয় করিতেন না, সুতরাং বহুল পরিমাণে ধনসঞ্চয় করিয়া গুপ্ত ধনাগারে রাখিয়াছিলেন। পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে নিরয়গামী হইয়া তথায় নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকেন। এক দিন দেখিলেন যে যমদূত ভুলক্রমে মহিসুরের কোন ব্যক্তিকে যমালয়ে আনিয়াছিল; সেই ব্যক্তির কালপূর্ণ না হওয়ায় যমরাজ তাহাকে পুনরায় মর্ত্যে পাঠাইবার আদেশ করিলে, মৃত মহিসুররাজ সেই ব্যক্তির নিকট আসিয়া কহিলেন, "তুমি মহিসুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছ আমি ভূতপূর্ব্ব মহিসুরের রাজা। বর্ত্তমান রাজাকে এবং প্রধান দলবায়কে একটি সমাচার কহিতে পারিবে কি ?" সেই ব্যক্তি সন্দেশ লইয়া আসিতে স্বীকার হইলে রাজা কহিলেন, "যখন আমি মহিসুরের রাজা ছিলাম, তখন পুণ্যকার্য্যে ও দানকার্য্যে কিছুই ব্যয় করি নাই, সেই জন্য আমার এই দশা হইয়াছে। মথুরার মঙ্গম্মল রাজকার্য্য পর্য্যালোচনার সময় অনেক দান ও সৎকর্ম্মাদি করিয়াছেন, এখন তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত সেই জন্য স্বর্গদূতেরা রথ লইয়া তাঁহাকে আনিতে গিয়াছে এবং এখানে সম্মান প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত পথ সুশোভিত হইতেছে। অতএব তুমি মহিসুর রাজ্যে পৌঁছিয়া আমার পুত্র ও দলবায়কে কহিবে যে, গুপ্ত ধনাগারে যে সমস্ত ধন আছে তাহা সৎকার্য্যে

ব্যয় করিয়া আমার প্রেতাত্মার উদ্ধারের পথ সুপ্রশস্ত করিয়া দিতে যেন ত্রুটি না করে।” তদনন্তর গুপ্ত ধনাগারের নিদর্শন ও মঙ্গম্মলের মৃত্যুর সময় বলিয়া দেন। সেই ব্যক্তি মহিসুরে আসিয়া রাজাকে ও দলবায়কে প্রেত রাজের সন্দেশ জ্ঞাপন করিলে, প্রথম তাঁহারা তাহার কথায় বিশ্বাস করিলেন না; পরে মথুরা হইতে মঙ্গম্মলের মৃত্যু সংবাদ আসিলে, দেখিলেন প্রেতরাজ কথিত নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহার মৃত্যু হইয়াছে, তখন প্রেতাত্মার আদেশ সত্য মনে করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানের ধনাগারে সঞ্চিত ধন প্রাপ্ত হইয়া প্রেতাত্মার উদ্ধারের নিমিত্ত সেই সমস্ত ধন সৎকার্য্যে ব্যয় করেন। এদিকে প্রেতরাজ নরকযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গরাজ্যভোগ করিতে থাকিলেন।

বিজয় রঙ্গশোকনাথ রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ-মন্ত্রীদিগের পরামর্শে চলিতেন। তিনি প্রতিবৎসর আপন রাজ্যস্থিত তীর্থ সকল পর্য্যটন ও দর্শনার্থে যাইতেন। তিনি ব্রাহ্মণদিগকে যথেষ্ট ধন এবং নিষ্কর জমী দান করিয়াছিলেন। স্বয়ং রাজকার্য্য কিছু মাত্র দেখিতেন না, সমস্তই দলবায় নরবপ্পয়ার উপর নির্ভর করিয়াছিলেন। দলবায় এই সুযোগ বুঝিয়া সৈন্যদিগের বেতন আত্মসাৎ করিতে লাগিলেন। ক্রমে সৈন্যগণ বেতন না পাইয়া রাজদ্রোহী হইলে, রাজা সেতুপতি কিলবনের সাহায্য প্রার্থনা করেন। সেতুপতি আপনি আসিয়া রাজদ্রোহীর প্রকৃত কারণ অবগত হইয়া রাজাকে জ্ঞাপন করেন। রাজা প্রকৃত কথা জানিতে পারিয়া মথুরার শাসনকর্ত্তা ও দুর্গরক্ষক কস্তুরীরঙ্গয়া

এবং দলবায় নরবপ্পয়াকে সেতুপতি কিলবনের সম্মুখে পদচ্যুত করিয়া সৈন্যদিগকে বাকী বেতন মিটাইয়া দেওয়াতে সমস্ত গোল মিটিয়া যায়।

১৭০৯ খৃঃ রামনাদরাজ্যে অনাবৃষ্টিপ্রযুক্ত দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে প্রজাদিগের বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল। রুম্ ধর্ম্মযাজক[১] ফাদার মার্টিন[২] ১৭১৩ খৃঃ যে পত্র লিখেন, তাহাতে জানা যায় সুবৎসরে এক পানম্[৩] (দেড় আনা) মূল্যে আট মরকাল্[৪] তণ্ডুল পাওয়া যাইত, কিন্তু এই দুর্ভিক্ষ সময়ে আহারীয় দ্রব্যের মূল্য এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, এক মরকাল্ তণ্ডুলের মূল্য ৪ পানম্ হইয়াছিল। এই দুর্ভিক্ষে প্রজাগণের কষ্টের সীমা ছিল না, কিন্তু আগষ্ট, অক্টোবর ও নবেম্বর মাসে সুবৃষ্টি হওয়ায় সমস্ত ক্ষেত্রে রীতিমত শস্য আবাদ হইলে, সকলে মনে করিল যে, দুঃখের অবসান হইয়াছে। কিন্তু ১৮ ডিসেম্বর তারিখে মহাপ্রবল বেগে ঝড় ও অতিবৃষ্টি হইয়া দেশ জলপ্লাবিত হয়। প্রাতে ৭টার সময় পূর্ব্ব উত্তর হইতে প্রচণ্ডবেগে ঝড় ও মুষলধারে বৃষ্টি হইতে থাকে; এই রূপ বেলা ১২টা পর্য্যন্ত হইয়া থামিয়া গেলে প্রকৃতি শান্তিলাভ করে। বেলা ৫টার পর দৈবাৎ পশ্চিম দক্ষিণদিক্ হইতে পুনঃর্ব্বার প্রচণ্ডবেগে ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া একাদিক্রমে জল ঝড়

(১) Roman Missionary.

(২) Father Martin.

(৩) Fanam এক পানমের মূল্য দেড় আনা।

(৪) এক মরকালের মাপ পাকা ছয় সের।

শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত হইতে থাকে। ক্রমে ক্রমে সমস্ত দেশ একেবারে জলপ্লাবিত হইয়া যায়। রাত্রিতে এই দুর্ঘটনা উপস্থিত হইলে ঘর, বাটী ও বৃক্ষ পতিত হইতে লাগিল। গো, মহিষ, ছাগ ও মনুষ্য যে কত মরিয়া ছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। সমস্ত আবাদ নষ্ট হইয়া যায়, সেই জন্যই পর বৎসর রামনাদে অধিকতর দুর্ভিক্ষ হয়, অন্নাভাবে অনেকেই মরিয়াছিল এবং অনেকে দেশ ত্যাগ করিয়া তঞ্জাবুর ও মধুরাভিমুখে পলাইয়া আসিয়া জীবনরক্ষা করিয়াছিল। এই কষ্টের সময় ১৭১০ খৃঃ বৃদ্ধ সেতুপতি ৮০ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করিলে প্রজাদিগের দুঃখের এক শেষ হইয়াছিল।

তিনি যদিও ১৬৯৩খৃঃ জন্-ডি-ব্রিটোকে হত্যা করাইয়া যীশু-মত প্রচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন তথাপি জীবনের শেষ দশায় সেই মতাবলম্বীদিগের প্রতি কিয়ৎ পরিমাণে সদয় হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে বিবাহিতা ও অবিবাহিতা ৪৭টী পত্নী তাঁহার চিতায় আত্মসমর্পণ করিয়া সতীত্বের পরিচয় দিয়াছিল। রামনাদের বহির্ভাগে এক প্রশস্ত চিতা সজ্জিত হয়, মৃতরাজদেহ বহুমূল্য বস্ত্রাভরণে ভূষিত হইয়া চিতার উপর রক্ষিত হইলে ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রোচ্চারণ করিতে থাকিলে নিম্নভাগে অগ্নি প্রদান হইল। ক্রমে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে মৃত রাজপত্নীগণ পদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত পুষ্প ও মণিমুক্তাদি অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া চিতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। সেতুপতি যে তরবারি লইয়া যুদ্ধার্থে বহির্গত হইতেন, প্রধান রাজ্ঞী সেই তরবারি উত্তোলন

করিয়া উত্তরাধিকারীকে কহিতে লাগিলেন, আমাদিগের রাজা এই অস্ত্র কেবল বিপক্ষদলনে ব্যবহার করিতেন, তুমিও অন্য কোন উদ্দেশে ব্যবহার করিও না, প্রজার রক্তে ইহা যেন কলঙ্কিত না হয়। তাঁহার ন্যায় অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিও, তাহা হইলে তুমি অনেক দিন সুখস্বচ্ছন্দে রাজ্যভোগ করিয়া ইহ যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে। তিনি পরলোক গিয়াছেন, পৃথিবীতে এমন কিছুই নাই যাহার কারণ আমি জীবন ধারণ করিয়া থাকিতে সমর্থ হইব। অতএব তাঁহার অনুসরণ করাই শ্রেয়স্কর। এইরূপ বলিয়া কহিয়া উত্তরাধিকারীর হস্তে খড়্গ সমর্পণপূর্ব্বক ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে প্রজ্জ্বলিত চিতানলে ঝম্প প্রদান করিলেন।

পূর্ব্বোক্ত কাথনি নামে দ্বিতীয় পত্নী আপন গাত্র হইতে বহুমূল্য অলঙ্কার খুলিয়া আপন ভ্রাতা পত্তুকোট্টাইয়ের শাসনকর্ত্তাকে অর্পণ করিলে তিনি শোকে অধীর হইয়া ভগ্নীকে উক্ত কার্য্য হইতে নিবারণ করিবার উদ্দেশে ধৃত করিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিলেও তিনি সঙ্কল্প হইতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। ক্ষণমধ্যে মহাদেবের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে প্রধান রাণীর মত ঝম্প প্রদান করিয়া প্রজ্জ্বলিত চিতায় পতিত হয়েন। তখন একে একে অপর সকলেই দৃঢ়তার সহিত তাঁহার অনুধাবন করিতে লাগিলেন। কথিত আছে একটী মাত্র বিধবা পত্নী ভয়ে স্বইচ্ছায় প্রজ্জ্বলিত চিতারোহণ করিতে পারেন নাই, কাজে কাজেই তাহাকে তদুপরি ফেলিয়া দিতে হইয়াছিল।

যদিও অনেকে স্বইচ্ছায় চিতারোহণ করিয়াছিলেন তথাপি ক্ষণকাল মধ্যে উত্তাপ অসহ্য হওয়ায় তথা হইতে সরিয়া আসিবার জন্য উন্মাদিনীর ন্যায় চেষ্টা করিলেও কৃতকার্য্য হয়েন নাই। এদিকে তাঁহাদের চীৎকারে ও গোঁ-গোঁয়ানীর শব্দে গগন স্পর্শ হওয়াতে ব্রাহ্মণেরা চিতায় কলস কলস ঘৃত ঢালিয়া দিলেন। যাঁহারা পলাইয়া আসিবার চেষ্টা করিল তাঁহাদিগের মস্তকোপরি বড় বড় কাষ্ঠ ফেলিয়া দিতে লাগিল। ক্রমে গোঁ-গোঁয়ানীর শব্দ কমিয়া আসিতে থাকিল; অতঃপর প্রজ্জলিত শিখার ধূধূ শব্দ এবং কাষ্ঠ ফাটিয়া ফট্ ফট্ শব্দ ভিন্ন আর কিছুই শুনিতে পাওয়া গেল না। যথাসময়ে দেহ সকল ভষ্মীভূত হইলে ব্রাহ্মণেরা চিতার সম্মুখে আসিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করত বাহ্য প্রক্রিয়া করিতে করিতে জল ঢালিয়া অগ্নি নির্ব্বাণ করিল। দগ্ধ অস্থিভষ্ম একত্রিত করিয়া বহুমূল্য বস্ত্রে বন্ধন করিয়া রামেশ্বর দ্বীপে লইয়া যাইয়া সমুদ্র গর্ভে নিক্ষেপ করিল। পরে তথা হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক চিতার গর্ত্ত মৃত্তিকা দ্বারা ভর্ত্তি করিয়া মৃত রাজা ও রাজপত্নীদিগের স্মরণার্থ এক বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এইরূপে বৃদ্ধ কিল্‌বন্ ও তাঁহার ৪৭টী পত্নীদিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হইল।

১৭১৩ খৃঃ ফাদার মার্টিন সতী সম্বন্ধে যে পত্র লিখেন তাহাতে জানা যায়, দক্ষিণদেশে রাজবংশে রাজপত্নী ও উপপত্নীরা রাজার সহিত সহমৃতা হইতেন। তাঁহারা মনে করিতেন অতি পুরাতন রাজবংশ হইতে তাঁহারা জন্মিয়াছেন; অতএব

পূর্ব্ব প্রথানুসারে তাহারা পতির সহিত সহমৃতা হইতে বাধ্য। সহমৃতা না হইলে অপরে নিন্দা ও কুৎসা করিত। যাঁহারা স্বইচ্ছায় সহমৃতা হইত না, তাঁহাদের আত্মীয়েরা অবিরাম অনুনয় বিনয় ও ভয়প্রদর্শন দ্বারা সম্মতি লইত। ভয়ে অগ্নিতে প্রবেশ করিতে না পারিলে উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে মাদক দ্রব্য সেবন করাইয়া অজ্ঞান অবস্থায় চিতায় নিক্ষেপ করা হইত। ব্রাহ্মণ এবং অপর শূদ্রদিগের মধ্যে এ প্রদেশে সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল না, রাজবংশীয়দিগের মধ্যে সকলেই যে সহমৃতা হইতেন তাহাও নহে, পূর্ব্বে আমরা দেখাইয়াছি শোক্যনাথের পত্নী মঙ্গম্মাল সহমৃতা হয়েন নাই। অধিকন্তু অনেক দিন পর্য্যন্ত পৌত্রের হইয়া রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন এবং দেশ বিদেশে সম্মানিত হইয়াছিলেন। এখনও মধুরাপ্রদেশে তিনি প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়া রহিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে আমরা দেখাইব তাঁহার পৌত্রবধূ সহমৃতা না হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন।

কিল্‌বনের মৃত্যু হইলে উপপত্নী গর্ভজাত পুত্র বিজয় রঘুনাথ সেতুপতি হইয়া রামনাদে ১০ বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন, তিনি একজন গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকদিগের প্রতি বরাবর অত্যাচার করিয়াছিলেন। ভবানীশঙ্কর-তেবন নামে কিল্‌বনের অপর জারজ পুত্র পত্তুকোট্টৈ দুর্গের শাসনকর্ত্তার দ্বারা উত্তেজিত হইয়া তঞ্জাবুর রাজের সহিত মিলিত হইয়া সেতুপতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন।

সেতুপতি তাহাঁকে শাসন করিবার উদ্দেশে সপরিবারে অবুন্দা-ক্ষিতে আইসেন; কিন্তু কয়েক দিবস পরেই তাঁহার আবাসে মারীভয় উপস্থিত হইয়া ৮টী সন্তান ও কয়েকটী স্ত্রী গতায়ু হইলে তিনিও সেই রোগে আক্রান্ত হয়েন। তখন অনুচরেরা তাঁহাকে রামনাদে লইয়া আসিলে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। কথিত আছে তাঁহার পত্নী এবং উপপত্নীতে ৩৬০টী ছিল এবং ১০০টি সন্তান জন্মিলেও তাহার মৃত্যুকালে একটিও জীবিত ছিল না। অতএব মৃত্যুকালে কিল্‌বনের পিতার পৌত্র থাণ্ডতেবনকে উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া যান।

এদিকে পূর্ব্বোক্ত ভবানীশঙ্কর গতায়ু সেতুপতির প্রধান উপপত্নীর ভ্রাতৃকন্যাকে বিবাহ করেন, অতএব সেই উপপত্নীর সাহায্যে সেতুপতির সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তৎকালে থাণ্ডতেবন মধুরার রাজা বিজয়রাঘব শোক্যনাথের সাহায্যে ভবানীশঙ্করকে পদচ্যুত করিয়া রাজাসন হস্তগত করিলে তিনি তঞ্জাবুররাজের সাহায্য লইয়া ৪ মাস পরে রামনাদ অধিকার করত সেতুপতি ও তাহার আত্মীয়দিগকে বন্দী করিয়া হত্যা করেন এবং সেতুপতির পদে পুনঃ স্থাপিত হইয়া কয়েক বৎসর রাজ্য-শাসন করিয়াছিলেন। তিনি তঞ্জাবুররাজকে সাহায্যের বিনিময়ে পাম্‌বার নদীর উত্তর দিকের সমস্ত দেশ দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এদিকে আবার শেষবর্ণ নামক কোন পলিগারের সহিত বিবাদ করিলে সে ব্যক্তি তঞ্জাবুরে পলাইয়া যায়। বিগত সেতুপতির মাতুল কওয়া-তেবন

কোন প্রকারে প্রাণ বাঁচাইয়া তঞ্জাবুরে যাইয়া বাস করিতে-ছিলেন। শেষবর্ণ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া উভয়ে রাজার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, অতএব রাজা সুযোগ বুঝিয়া আপন দলবায়কে ভবানীশঙ্করের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ১৭২৯ খৃঃ দলবায় তাহাকে উরায়ুরের নিকট পরাজয় করিয়া বন্দি-অবস্থায় তঞ্জাবুরে লইয়া আইসেন। তঞ্জাবুরের অন্তর্গত রাজবার নদীর উত্তরের দেশ সকল আত্মসাৎ করেন এবং অবশিষ্ট দেশ সকল পাঁচভাগ করিয়া কাওয়া-তেবনকে তিনভাগ প্রদানপূর্ব্বক কুমার মুত্তু বিজয় রঘুনাথ নাম দিয়া সেতুপতি করিলেন এবং শেষবর্ণ তেবনকে দুই ভাগ দিলেন। ইনি শিবগঙ্গায় আপন রাজধানী স্থাপন করিয়া "রাজা মুত্তু বিজয় রঘুনাথ পেরিয়-উদৈ-য়ার তেবন" নাম গ্রহণ করিলেন। ইহার অধিকারে ৪টি দুর্গ ছিল বলিয়া নাল(১) কোট্টৈ উদৈয়ার নামে অভিহিত হইতেন। তিনি একটি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করেন ও তাহার নাম শিবগঙ্গাই রাখেন। উক্ত পুষ্করিণীর নাম হইতেই সহরের নামকরণ হইয়া অদ্যাপি ঘোষিত হইতেছে এবং ইহা হইতেই শিবগঙ্গা জমী-দারীর উৎপত্তি হইয়াছে।

বিজয়রাঘব ১৭৩১ খৃঃ মানবলীলা সম্বরণ করেন, তাঁহার ঔরসজাত সন্তান, ভ্রাতা বা অপর আত্মীয় কেহ উত্তরাধিকারীর যোগ্য ছিল না, সুতরাং বলিতে হইবে তাঁহার মৃত্যুতে মধুরা-পুরীর নায়করাজবংশ এক প্রকার লোপ পাইয়াছে।

(১) 'নাল' তামিল কথা। ইহার অর্থ চারি ৪।

মধুরাপুরীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইবার অব্যবহিত পরেই বিশ্বনাথ নায়ক তঞ্জাবুররাজের নিকট হইতে বল্লাম নামক দুর্গের বিনিময়ে ত্রিশিরাপল্লীর দুর্গ গ্রহণ করেন এবং উক্ত দুর্গের সংস্কার করিয়া তথায় রাজধানী সংস্থাপন করেন। মধুরা-পুরীর শাসনকর্ত্তা নামে অভিহিত হইলেও তিনি এবং তাঁহার পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তারা ত্রিশিরাপল্লীতে থাকিতেন। তিরুমল নায়কের সময় মধুরাপুরীতে রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র শোক্যনাথের সময় রাজধানী ত্রিশিরাপল্লীতে উঠিয়া আইসে। বিশ্বনাথের সময় হইতে বিজয়রাঘব শোক্যনাথের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত উভয় রাজ্য এক জনের শাসনাধীন ছিল। বিজয়রাঘবের মৃত্যুর পর হইতে ত্রিশিরাপল্লী রঙ্গভূমিতে পরিণত হয়; অতএব তাহা ত্রিশিরাপল্লীর বিবরণে দেওয়া হইবে। মধুরায় আমরা যাহা যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহার বিবরণ সংক্ষেপে লিখিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

আমরা প্রথমে সুন্দরলিঙ্গের মন্দিরে যাই। ইহার বিস্তৃত বিবরণ বর্ণন করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। পাঠক না দেখিলে সহজে দেবালয়ের প্রশস্ত প্রাঙ্গণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। ইহাতে ৯টি গোপুর আছে, তন্মধ্যে ১টি ১৫২ ফুট উচ্চ। এই দেবালয়ের প্রাকার পূর্ব্ব পশ্চিমে ৭৪৪ ফুট এবং উত্তর দক্ষিণে ৮৩৭ ফুট। কথিত আছে যে, বিশ্বনাথী বংশীয় রাজগণ বাহিরের বৃহৎ প্রাকার ও চারিটি গোপুর প্রস্তুত করিয়া দিয়া-ছিলেন। বিশ্বনাথ নায়ক নূতন করিয়া কয়েকটী মণ্ডপ নির্ম্মাণ

করিয়াছিলেন, অরিয়নায়ক সহস্র স্তম্ভ-মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। মৃত্যুঞ্জয় নামক গ্রন্থে জানা যায়, তিরুমল নায়ক গর্ভ গৃহ হইতে কপালী দেবীর মন্দিরের দেওয়াল পর্য্যন্ত নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ও তাঁহারই সময়ে এই দেবালয় উন্নতির চরম সীমায় উঠিয়াছিল।

আমরা প্রথম শিবগঙ্গ তীর্থের জলস্পর্শ করণান্তর বিশ্বেশ্বর সুন্দরলিঙ্গের ও মীনাক্ষী দেবীর দর্শন ও অর্চ্চনাদি করিয়া সহস্র স্তম্ভ-মণ্ডপ ও বসন্তমণ্ডপ নামে বৃহৎ মণ্ডপদ্বয় পরিদর্শন করি। ইহা তিরুমল নায়ক ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা দীর্ঘে ১০০ গজ প্রস্থে ৬০ ফুট। ইহার ছাদ ১২০ এক শত কুড়িটি প্রস্তরস্তম্ভের উপর নির্ম্মিত, প্রত্যেক স্তম্ভ ২০ ফুট উচ্চ এইরূপে চারি সারি দেখিলাম।

ইহার মধ্যে জল প্রবাহিত হইবার পয়ঃপ্রণালী আছে। এই মণ্ডপে সুন্দরলিঙ্গদেবের বসন্তক্রীড়া উৎসব হইয়া থাকে ইহা বৈশাখী শুক্লপঞ্চমী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত দশদিন ব্যাপিয়া মহাসমারোহে নিষ্পন্ন হয়। তৎকালে উক্ত জলপ্রণালী জলে পরিপূর্ণ থাকে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, তথাকার উত্তপ্ত বায়ুজল সংযোগে শীতল হইবে। এই বসন্ত-উৎসব মণ্ডপের থামে দশ প্রকার মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। তাহাতে তিরুমলের ও তাঁহার পূর্ব্ব নয় পুরুষের এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের ধর্ম্মপত্নীগণের মূর্ত্তি জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। সম্ভবতঃ ১৬২৪ খৃঃ হইতে ১৬২৬ খৃঃ মধ্যে কোন সময়ে

আরম্ভ হইয়া ১৬৪৬ খৃঃ অব্দের কোন সময়ে শেষ হইয়াছিল এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়।

আমরা দেবালয়ের বাসন ও অলঙ্কারাদি দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলাম। বাসনের মূল্য ৫০,০০০ হাজার ও মণি মুক্তাদির মূল্য দেড় লক্ষ টাকার অধিক হইবে। তথা হইতে তিরুমল নায়কের রাজভবন দেখিতে যাই। রাজভবনের একাংশমাত্র বিদ্যমান রহিয়াছে অপরাংশ তাঁহার পৌত্র শোক্যনাথ ভাঙ্গিয়া সেই মশলা দ্বারা ত্রিশিরাপল্লীর দুর্গের ভিতর রাজভবন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পুরাতন রাজভবন সম্প্রতি মেরামত হইয়া সেশন জজের কোর্টরূপে পরিণত হইয়াছে। এই ভবনটী দুই অংশে বিভক্ত এবং দেখিবার উপযুক্ত।

অতঃপর তথা হইতে তেপ্পনকুলম্ নামক বৃহৎ পুষ্করিণী দেখিতে যাই, ইহা রাজভবন হইতে পূর্ব্ব-উত্তর দেড় মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার প্রত্যেক দিক্ ১২০০ গজ লম্বা, চারিদিকে উত্তম গ্রেনাইট প্রস্তরের সোপান এবং সর্ব্ব উপরে এক গ্রেনাইট প্রস্তরের পেরাপেট[২]। স্থানে স্থানে দেবঘোটক, ময়ূর ও অন্যান্য পশুমূর্ত্তিতে সুশোভিত। পেরাপেটের মধ্য দিকে বেড়াইবার একটি প্রশস্ত বর্ত্ম আছে, তথায় সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে অনেকেই বায়ু সেবন করিতে গিয়া থাকে। পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে

---

(১) এই বাটীর বিবরণ Gel. Ferguson সাহেবের Note দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়।

(২) Parapet.

একটি উপদ্বীপ আছে, সেই উপদ্বীপের চতুর্দ্দিক প্রস্তর দ্বারা বাঁধান। ইহার উপর মধ্যস্থলে দ্বিসহস্র দেবালয় ও চারি কোণে ৪ চারিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারুকার্য্যবিশিষ্ট দেবমন্দির। মধ্যস্থলে রাস্তা ও রাস্তার পার্শ্বে নানাবর্ণের লতাগুল্মদ্বারা সুশোভিত।

উৎসবের সময় এক দিবস দেবালয় ও পুষ্করিণীর চারিদিকে এক লক্ষ বাতি দেওয়া হয়, সে দিন সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে সুন্দরলিঙ্গ মীনাক্ষীদেবীর সহিত আসিয়া তেপ্পনের[১] উপর চড়িয়া উপদ্বীপের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া থাকেন।

তথা হইতে ৫ মাইল দূরে তিরুপরঙ্কুন্দ্রম্ সেকন্থমলয়ের পার্শ্বদেশে এক শৈবমন্দির আছে, আমরা তাহা সন্দর্শন করিতে যাই। তথায় যাইতে যাইতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, অতএব দেবালয় পৌঁছিয়া শিবগঙ্গা নামক পুষ্করিণীতে হস্তপদাদি প্রক্ষালনপূর্ব্বক সন্ধ্যাকৃত্য সমাপন করিয়া দেবদর্শন ও অর্চ্চনাদি করিয়া পরমপরিতুষ্ট হইলাম এবং তথা হইতে আবাসে প্রত্যাগমন করিয়া রাত্রিযাপন করিলাম।

মধুরার প্রধান উৎসব বৈশাখী শুক্লপঞ্চমী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র উক্ত পৌর্ণমাসীতে ঈশ্বরের পূজা করিতেন, তাঁহার উৎসবের স্বরূপ দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত উৎসব হইয়া থাকে। এখানকার লোকের মনে ধারণা আছে যে, উক্ত পৌর্ণমাসীতে সুন্দরলিঙ্গের অর্চ্চনা করিলে

(১) একখানি কাষ্ঠবিশেষ।

সম্বৎসর অর্চ্চনার ফললাভ হয়। অতএব সেই সময় ৩০।৪০ হাজার লোক একত্র সমবেত হইয়া থাকে।

মধুরাপুরী এক্ষণে জেলার প্রধান নগর হইয়াছে, তথায় জেলার মাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর, জেলার শেসনজজ, সবর্ডিনেট জজ, মুন্সেফ, হেড আসিস্টাণ্ট কলেক্টর, পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জেলার মেডিকেল অফিসার আদি প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীর হেড-কোয়াটর হইয়াছে। পুরাতন দুর্গ এখন নাই, নগরটি বহু প্রজাবিশিষ্ট ও সমৃদ্ধিশালী এবং প্রথম শ্রেণীর মিউনিসিপল নগর। এখান হইতে গরুর গাড়ীতে রামেশ্বর পাঁচ দিনে যাওয়া যায়; পথে থাকিবার উত্তম উত্তম ছত্র আছে, পূর্ব্বের ন্যায় দস্যুভয় নাই। ইচ্ছা স্বত্বেও আমাদের সময়াভাবে রামেশ্বর দর্শন ঘটে নাই।

মধুরাপুরীতে অনেকগুলি সুবিস্তৃত বর্ত্ম হইয়াছে, নূতন ভবনের মধ্যে নূতন জেলখানা, সিবিল এবং লাইয়িং-ইন্ হাসপাতাল,[১] জেলার স্কুল,[২] এমেরিকেন প্রোটেস্টেণ্ট মিসন বোর্ডিং স্কুল[৩] দেখিবার উপযুক্ত। প্রাইমারি শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ৮টী মিউনিসিপাল স্কুল আছে। এখানকার ভাষা তামিল হইলেও অনেকেই ইংরাজী কহিয়া থাকেন।

এখানকার বায়ু শুষ্ক উষ্ণ ও সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল এখানে শীতঋতু নাই বলিলেও চলে, এমন কি পৌষমাসে সাদা

(১) Civil and Lying. in-Hospital.
(২) Zilla School.
(৩) American Protestant Mission Boarding School.

সংক্রুতের কাগিজ ব্যবহার অসুস্থ বলিয়া বোধ হইয়াছিল। বর্ষা অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। স্থান স্বাস্থ্যকর বলিয়া বোধ হইল না, সময়ে সময়ে অতিশয় জ্বর হইয়া থাকে। রামেশ্বরের যাত্রীর ভিড়ে সময়ে সময়ে বিসূচিকা আসিয়া উপস্থিত হয়।[১]

পরদিবস প্রাতে তুতকুড়ির উদ্দেশে গমন করি, অতএব সময়াভাবে দেবালয়ের সর্ব্বত্র তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে পাই নাই, সাধারণ লোকে কহিয়া থাকে মধুরাপুরী পরিদর্শন করিতে হইলে অন্তত এক সপ্তাহ আবশ্যক, তাহা আমরা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সম্পন্ন করিয়াছিলাম।

তুতকুড়ি।

২৯ ডিসেম্বর প্রাতে মেলট্রেনে ১২।১৫ মিনিটের সময় তুতকুড়ি[২] টারমিনশ ষ্টেশনে উপস্থিত হই; এইটি সমুদ্রতীরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ বন্দর। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পর্টুগিসেরা এস্থানে প্রথম আবাস স্থাপন করে। ১৬৫৮ খৃঃ তাহারা উহা অধিকার

(১) এখানকার লোকের পায়ে এক প্রকার ঘা হয়, তাহাতে সমস্ত পা পচিয়া যায়।

(২) তুতকুড়ি ইহার ইংরাজী নাম Tuticorin ইহা S. I. Rye Southern Terminus.

করিয়া লয়। তৎপরে প্রায় ১৭০০ খৃষ্টাব্দে দিনামারেরা এখানে একটি ছোট দুর্গও নির্ম্মাণ করিয়াছিল। সেই সময় তেনিবল্লীর সন্নিহিত সমুদ্র হইতে মুক্তাঝিনুক[১] ও শঙ্খ সংগ্রহের জন্য ৭শত বোট ব্যাপৃত থাকিত, এবং উক্ত কার্য্যের ভার তাহাদিগের উপর বিন্যস্ত ছিল; এই একচেটিয়া ব্যবসা তাহাদের হস্তে অনেক দিন ছিল। ইহাতে তাহাদের যথেষ্ট আয় হইত। ১৭৮২ খৃঃ ইংরাজেরা তুতকুড়ি অধিকার করিয়া লন; কিন্তু ১৭৮৫ খৃঃ উহা দিনামারদিগকে প্রত্যর্পণ করেন। ১৭৯৫ খৃঃ ইংরাজেরা ইহা পুনর্ব্বার অধিকার করিয়া ১৮১৮ খৃঃ পর্য্যন্ত আপন অধিকারে রাখিয়া দিনামারদিগকে পুনঃ প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। ১৮৫২ খৃঃ দিনামারেরা উহা ইংরাজরাজকে অর্পণ করিয়াছে; তদবধি ইংরাজ শাসনেই আছে।

এই বন্দর হইতে যাত্রীরা কলম্বো গিয়া থাকেন। জল কম বলিয়া বড় জাহাজ তীরের নিকটে আইসে না, ষ্টীমলঞ্চ করিয়া যাত্রীগণ জাহাজে উঠিয়া থাকেন।

এই স্থান হইতে মানেয়ার উপকূলে মুক্তা ঝিনুক উত্তোলনের বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। এখানে কয়েকটি তূলার কল ও সূতার কল আছে; তূলা এবং সূতার গাঁইট বাঁধা হইয়া বিলাতে রপ্তানি হইয়া থাকে।

সমুদ্রতীরবর্ত্তী বীচ্ রাস্তাটী প্রশস্ত, এই রাস্তার ধারেই বন্দর, গুদাম ও কলবাটী।

---

(১) Pearl Fishery.

আমরা একটি সূতার কল পরিদর্শন করিয়া পিয়ার উপর যাইয়া তথা হইতে বীচ্ রোডের দৃশ্য দর্শন করিয়া বাজারের মধ্য দিয়া ষ্টেশন অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হই। আমরা বাজারে কাঁচা পাকা আম্র, বাতাবি ও কমলা নেবু, কদলী প্রভৃতি নানাবিধ সুপক্ক ও মনোহর ফল বিক্রয় হইতেছে দেখিলাম। নারিকেল ও তালবৃক্ষ যথেষ্ট, অতএব তালের গুড় এবং চিনি বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। পৌষমাস হইলেও বসন্ত ঋতুর সদৃশ বসন্তবায়ু সর্ব্বদাই বহিতেছে, স্বাস্থ্যসম্বন্ধেও উত্তম, কিন্তু মিষ্ট জল অতি কম, সময় সময় পানীয় মিষ্টজলের অভাব হইয়া থাকে। সম্প্রতি আর্টিজেনকূপ খনন হইতেছে। সহরের সমুদ্র-তীরবর্ত্তী অংশ বহু প্রজাবিশিষ্ট ও সমৃদ্ধিশালী।

এখানে হিন্দুদিগের থাকিবার জন্য কয়েকটি ছত্র আছে। সাহেবদিগের জন্য বীচ্ রাস্তায় একটি উত্তম হোটেল আছে।

আমরা আহারাদি সমাপনান্তে ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ীতে শয়ন করিয়া রাত্রিযাপন করি ও পর দিবস প্রাতে সেই গাড়ী করিয়া মনিয়াচি জংসন ষ্টেশনে নামিয়া ৮।১০ মিনিটের সময় তেনিবল্লীর উদ্দেশে ট্রেনে যাত্রা করিয়া ৯।২০ মিনিটে তথায় পৌছিলাম।

তেনিবল্লী।

তেনিবল্লীর পুরাবৃত্ত অন্ধতমসাচ্ছন্ন, মধুরাপুরীর ন্যায় উহার কোন ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় নাই। তবে পাণ্ড্যরাজা-দিগের একটি শাখাজাত রাজগণ তৎপ্রদেশে কলির গত ২৪০০ হইতে ৪৫০০ অব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ২১০০ বৎসর স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগরের নায়করাজগণ প্রবল হইয়া উঠিলে তেনিবল্লীর পাণ্ড্যরাজগণ তাঁহাদিগের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া-ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিশ্বনাথ নায়ক মধুরাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তেনিবল্লী প্রদেশ আ ন বশে আনিয়াছিলেন; সেই অবধি উহা মধুরার অধীনে থাকে। ১৮০৫খৃঃ উহা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হয়। হিন্দুরাজদিগের সময়ে তেনিবল্লী-প্রদেশ অতি সমৃদ্ধিশালা ছিল; সেই সময়ে তথায় অনেকগুলি কৃষিকার্য্যোপযোগী পয়ঃপ্রণালী খনন করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে অনেকগুলি অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

বর্ত্তমান তেনিবল্লী তালুকের মধ্যে ৮৫টী বৃহৎ শিবমন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই সকল শিবমন্দিরের দেবোত্তর সম্প-ত্তির আয় ত্রিশ হাজার টাকা; দান, যৌতুক ও গচ্ছিত ধনের

সুদ সাতহাজার টাকা এবং দেবতার অলঙ্কারের মূল্য একলক্ষ দশ হাজার টাকার অধিক হইবে। ইতিহাস লেখকগণ অনুমান করেন যে, তেনিবল্লীপ্রদেশ নায়করাজাদিগের শাসনাধীন হইবার সময় হইতে অর্থাৎ খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে সৌভাগ্যের চরম সীমায় উঠিয়াছিল ও সেই সময়ে অধিকাংশ দেবালয় নির্ম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বিশ্বনাথ নায়ক তেনিবল্লী নগর পুনর্নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা মধুরার বিবরণে প্রদত্ত হইয়াছে।

ষ্টেশন হইতে তাম্রপর্ণী নদীর ঘাটে আসিয়া দেখিলাম, নদীর উপরে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির ও মণ্ডপ রহিয়াছে, এবং নদীতে বহুলোক স্নান করিতেছে। তেনিবল্লী প্রদেশে এই নদী পুণ্যতীর্থ বলিয়া কথিত আছে। আমরাও সেই পুণ্যতোয়া তাম্রপর্ণীতে স্নানাদি করিয়া বংশেশ্বর মহাদেবের দর্শন উদ্দেশে তেনিবল্লী সহরের দিকে আসিলাম। নগরটি তাম্রপর্ণীনদীর তীর হইতে দুই মাইল দূরে অবস্থিত; কথিত আছে মধুরাপুরীর বিশ্বনাথ নায়ক ১৫৬০ খৃঃ পুরাতন সহর ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া তেনিবল্লী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি বংশেশ্বর মহাদেবের মন্দির নূতন করিয়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কিম্বা সংস্কার মাত্র করিয়াছিলেন, তাহা স্থির করা কঠিন। মন্দিরের অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় সমস্তই এক সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দির প্রাঙ্গণ দুরারোহণীয় প্রস্তর প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত; ও সেই প্রাঙ্গণ দীর্ঘে ৭৫৬ ফুট এবং প্রস্থে ৫৮০ ফুট হইবে। মহাদেব

ও দেবীর আলয় পৃথক্ পৃথক্। সহস্র স্তম্ভমণ্ডপ ও বিমানমণ্ডপের কার্য্য অতি পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন; বহির্দ্বারের সম্মুখে যে কাষ্ঠময় মণ্ডপ আছে, তাহা আধুনিক ও তাহাতে কতকগুলি কদাকার মূর্ত্তি থাকিয়া কুরুচির পরিচয় দিতেছে। বংশেশ্বর মহাদেবের প্রাকারমণ্ডপের চতুঃপার্শ্বের দেওয়ালেও কাল প্রস্তরের স্তম্ভে পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্ত্তি ও দক্ষিণদেশের দেবালয়ের দেবমূর্ত্তির আদর্শ চিত্রিত রহিয়াছে।

বংশেশ্বর মহাদেবের আবির্ভাব বিষয়ে যাহা শুনিলাম তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।—এখন যে স্থানে দেবালয়, বহু পূর্ব্বে সেই স্থান বাঁশঝাড়ে পরিপূর্ণ ছিল, সেই বাঁশবনের মধ্য দিয়া গমনাগমনের একটি ক্ষুদ্র পথ ছিল। বাঁশবনের নিকটে কোন এক গোপ বাস করিত, সে প্রত্যহ দুগ্ধভার স্কন্ধে করিয়া বিক্রয়ার্থে সেই পথ দিয়া যাতায়াত করিত; পথের এক স্থানে একটি বাঁশ অবনত হইয়া পতিত হওয়ায় তাহাতে দুগ্ধভার লাগিয়া ভাঙ্গিয়া যাইতে থাকে। এইরূপে উপর্য্যুপরি কয়েক ভার দুগ্ধ নষ্ট হইলে সেই গোপ উক্ত বাঁশ কাটিয়া পথ পরিষ্কার করিবার উদ্দেশে যেমন বাঁশের উপর অস্ত্রাঘাত করিল, অমনি বংশ হইতে রুধির নির্গত হইতে লাগিল। তখন গোপ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সেই বংশমূলে এক অনাদি লিঙ্গ দেখিতে পাইল; পরে ক্রমে তথাকার রাজা এই সংবাদ শুনিয়া স্বয়ং আসিয়া সেই ঘটনা দর্শন করেন। রাজা বাঁশবন কাটাইয়া সেই অনাদি লিঙ্গের উপর মন্দির প্রস্তুত করিয়া মহাদেবকে বংশ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া বংশেশ্ব

নামকরণ করিয়া দিয়া নিত্য পূজার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। ইহা কোন্ সময় ঘটিয়াছিল তাহা জানিবার উপায় নাই।

দক্ষিণদেশে, মথুরাপুরী ও তেনিবল্লীতে দেখিলাম, প্রথম বিশ্বেশ্বরের, দেবীর এবং তৎপরে মহাদেবের পূজা হইয়া থাকে, অতএব সেই নিয়মানুসারে আমরাও দর্শন, পূজা ও অর্চ্চনাদি করিয়াছিলাম।

এখানকার মন্দিরের গঠনপ্রণালী অতি উত্তম। প্রাঙ্গণস্থিত স্তম্ভ সকল কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের এক একখানি সেবু ও তাহা হইতে মূর্ত্তি সকল খোদিত হইয়াছে।

যত দূর দেখা গেল, দক্ষিণপ্রদেশে বিষ্ণু ও ঈশ্বরালয়ের অর্চ্চকগণ সামান্যদক্ষিণায় সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন; তাঁহারা দক্ষিণার জন্য যজমানদিগকে বিরক্ত করেন না।

অর্চ্চনাদি সমাপনান্তে রেলষ্টেসনে[১] আসিলাম, পরে ২টার ট্রেনে উঠিয়া ত্রিশিরাপল্লী অভিমুখে যাত্রা করি। আমরা এই স্থানে ৪॥ চারি ঘণ্টা মাত্র ছিলাম, অতএব তাম্রপর্ণী নদীতে স্নান ও বংশেশ্বর মহাদেব দর্শন ভিন্ন আর কিছু দেখা ঘটে নাই, সময়াভাবে দেবদেবীর অলঙ্কার দেখা ঘটে নাই।

এখানকার লোকসংখ্যা ২৩২২১।

---

(১) Maniachy Junction Station of S. I. A. Tennevelly Branch.

ত্রিশিরাপল্লী।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ২৯সে ডিসেম্বর তারিখে রাত্রি ১০টার সময় ত্রিশিরাপল্লীর জংসন ষ্টেসনে আসিয়া পৌঁছিলাম। শ্রীরঙ্গমের রঙ্গনাথ স্বামীর বাৎসরিক বৈকুণ্ঠএকাদশী উৎসব উপলক্ষে এই ষ্টেসনে এতই জনতা হইয়াছিল যে, জংসন ষ্টেসন হইতে দুর্গ-ষ্টেসন যাইবার নিমিত্ত গাড়ী না পাওয়াতে অগত্যা জংসন ষ্টেসনে কোন প্রকারে রাত্রিযাপন করিতে বাধ্য হই। পর দিবস প্রাতে দুর্গ-ষ্টেসনে আসি।

১৮৮৮ খৃঃ নবেম্বর মাসে ত্রিশিরাপল্লীতে আসিয়া শ্রীরঙ্গমের রঙ্গনাথ স্বামীর ৫ম প্রাকার পর্য্যন্ত এবং রক্‌ফোর্ট ইত্যাদি দর্শন করিয়াছিলাম। এবারে মধুরাপুরী দেখিয়া এখানে আসিয়াছি, সেই নিমিত্ত তঞ্জাবুর ও মধুরাপুরীর বিবরণের পর যথাক্রমে ত্রিশিরাপল্লী, শ্রীরঙ্গম এবং জম্বুকেশ্বরের বিবরণ দেওয়া গেল।

ত্রিশিরাপল্লীর উৎপত্তির বিষয়ে একটি প্রবাদ শুনিলাম, তাহা এই ;—পুরাকালে ত্রিশিরা নামে এক রাক্ষস পর্ব্বতের গুহা মধ্যে বাস করিত, ইহার চারিদিক্ জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। উক্ত রাক্ষসের ভয়ে তথায় কেহ যাইতে পারিত না; পরে সুরবদিত্তনা

নামক কোন সাহসী বীরপুরুষ কর্ত্তৃক ত্রিশিরা রাক্ষস নিহত হয়, তদবধি ত্রিশিরাপল্লী নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

বীরপুরুষ সুরবদিত্তান ত্রিশিরা রাক্ষসকে বধ করিয়া তথাকার জঙ্গল কাটাইয়া আপন রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক আবাদ করাইয়াছিলেন। ইনি কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। এই সুরবদিত্তান ত্রিশিরা রাক্ষসের ভয় হইতে জনপদকে রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া সুব্রাহ্মণ্য নামে অভিহিত হইয়া কাবেরী নদীর উভয় তীরস্থানে শিব দেবালয়ে অদ্যাপি পূজা পাইতেছেন।

কথিত আছে, চোলরাজগণ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পঞ্চশতাব্দী হইতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। মগধের অশোক রাজার বিজয়-স্তম্ভে যে অনুশাসন খোদিত আছে, তাহাতে তাঁহাদের নাম পাওয়া যায়। উরেয়ুর[১] নামক স্থানে চোলরাজাদিগের রাজধানী ছিল, উহা ত্রিশিরাপল্লীর এক মাইল দূরে সহরস্থলীতে পরিণত হইয়া অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

যে সময়ে শ্রীরামানুজাচার্য্য শ্রীরঙ্গমে থাকিয়া বিশিষ্টাদ্বৈত মত প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময়ে করিকাল নামক জনৈক চোল ত্রিশিরাপল্লী শাসন করিত। পূর্ব্বে উক্ত[২] হইয়াছে ১০১৭ খৃঃ (৪১১৮ কলি অব্দে) শ্রীরামানুজাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ১৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি কাঞ্চীপুরে এবং তথা হইতে শ্রীরঙ্গমে

(১) Uruyur.

(২) তিরুবন্নমলয়ের বিবরণ দেখ।

অধ্যয়ন করিতে যান। তদনন্তর বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া কাঞ্চীপুরে ফিরিয়া আইসেন। তথায় স্বমত বিস্তার করিয়া তিরুপতি হইয়া পুনর্ব্বার শ্রীরঙ্গমে বিশিষ্টাদ্বৈত মত প্রচার করিতে যান; তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৫০ বৎসরের কম হইবে না। ১১৩৭ খৃঃ তিনি শ্রীরঙ্গমে মানবলীলা সম্বরণ করেন। উক্ত করিকাল ১০৬০ খৃঃ পর কোন সময়ে শ্রীরামানুজাচার্য্যের স্বমত প্রচারের বিপক্ষতা করিয়া থাকিবেন।

মধুরাপুরার সংক্ষেপ বিবরণে আমরা দেখাইয়াছি যে, সুন্দর পাণ্ড্য উরেয়ুর পোড়াইয়া দেন, ও উরেয়ুরের পূর্ব্ব শাসনকর্ত্তার পুত্র করিকালকে কুম্ভঘোণম্ স্থানের শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করেন। মিঃ টেলার সাহেব পরম্পরাগত বিবরণের সাহায্যে দেখাইয়াছেন যে, উরেয়ুর বালিবর্ষণে ধ্বংস হইলে চোলরাজধানী কুম্ভঘোণমে উঠিয়া যায়। ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, সুন্দরপাণ্ড্য দ্বারা উরেয়ুর নষ্ট হইয়া যায়। ১০৭১ খৃঃ বিজয়বাহু লঙ্কার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন; তাঁহার রাজত্ব সময়ে চোলরাজগণ সিংহল আক্রমণ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তিনিও তাঁহার পঞ্চচত্বারিংশৎ বৎসর রাজত্ব সময় ১১১৬ খৃঃ চোলরাজ্য আক্রমণ করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য না হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। পরাক্রমবাহু ১১৫৩ খৃঃ হইতে ১১৮৬ পর্য্যন্ত সিংহলরাজ্য শাসন করেন। পাণ্ড্যকুলশেখর সিংহলাধিপতি কর্ত্তৃক পরাভূত হইলে চোলরাজ পাণ্ড্যরাজকে নষ্টরাজ্য উদ্ধার করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন।

পরাক্রমবাহু প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশে চোলরাজ্য আক্রমণ করিয়া কয়েকটি দেশ অধিকার করিয়া লয়েন।

মুসলমানেরা কোন্ সময় প্রথম ত্রিশিরাপল্লী আক্রমণ করিয়াছিল তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। মধুরাপুরীর বিবরণে দেখা গিয়াছে যে, হজরৎ-সুলতান-আলি-উদ্দীন-সাহেব ১২৯০খৃঃ মধুরাপুরী জয় করিয়া আপনাদের শাসনভুক্ত করিয়াছিলেন। ১৩১০ খৃঃ দিল্লীর বাদশাহ আলাউদ্দীনের প্রধান সেনানায়ক বেল্লাল-রাজধানী দ্বারসমুদ্র লুঠ করিয়া রামেশ্বর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল এবং মধুরাপুরীকে মুসলমান শাসনাধীনে আনিয়াছিল। মুসলমানদিগের ত্রিশিরাপল্লী আক্রমণ সম্বন্ধে কোন বিশেষ বিবরণ না পাইলেও তাহারা অন্ততঃ লুঠপাটও করিয়াছিল, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে।

তঞ্জাবুর ও মধুরাপুরীর বিবরণে আমরা জ্ঞাত আছি যে, তঞ্জাবুরের শেষ রাজা বীরশেখর ত্রিশিরাপল্লী ও মধুরাপুরী আপন রাজ্যভুক্ত করিয়া লয়েন।

বিজয়নগরের সেনানায়ক কত্তিয়াননাগা নায়ক বীরশেখরকে পরাভূত করিয়া মধুরাপুরী, ত্রিশিরাপল্লী, তঞ্জাবুর অধিকার করিয়া লয়েন। বিজয়নগরের রাজা অচ্যুতরায়ালু আপন শ্যালক সেবাপ্পা নায়ককে তঞ্জাবুর ও ত্রিশিরাপল্লীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। বিশ্বনাথ নায়ক মধুরার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া স্থানীয় দুর্গ সংস্কার করিবার পর দস্যুগণ শ্রীরঙ্গম হইতে রামেশ্বর পর্য্যন্ত স্থানে প্রকাশ্যভাবে যাত্রীদিগের সর্ব্বস্ব লুঠপাট

করিতেছে শুনিতে পাইয়া তঞ্জাবুররাজকে ত্রিশিরাপল্লী দুর্গের বিনিময়ে বল্লাম নামক দুর্গ অর্পণ করিলেন, এবং তথায় আসিয়া দেখিলেন, ত্রিশিরাপল্লী মধুরাপুরী অপেক্ষা স্বাস্থ্যকর; বিশেষতঃ ত্রিশিরার দুর্গ সংস্কার করিলে মধুরাপুরী অপেক্ষা দৃঢ় ও দুর্ভেদ্য হইবে। তখন ত্রিশিরাপল্লীকে আপন রাজধানীতে পরিণত করিবার অভিপ্রায়ে ত্রিশিরাপল্লীর পুরাতন প্রাচীরের সংস্কার করিলেন। সহরের চতুর্দ্দিকে একটি নূতন করিয়া প্রাচীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহার পশ্চাৎ ভাগে গভীর পরিখা খনন করিয়া উহা দুর্ভেদ্য করিলেন। ঐ পরিখায় জল আনিবার নিমিত্ত কাবেরী নদী পর্য্যন্ত এক পয়ঃপ্রণালী কাটাইলেন। দুর্গ মধ্যে আপনার বাসোপযোগী রাজভবন নির্ম্মাণ করেন। ব্রাহ্মণদিগের থাকিবার জন্য স্বতন্ত্র বাটী ও রাস্তা; বণিক্, শিল্পকার প্রভৃতি অপর জাতির থাকিবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্থান ও রাস্তা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। দেশ বিদেশ হইতে বণিক্ ও শিল্পকর-দিগকে আনাইয়া বাস করাইলেন; সেই সঙ্গে সঙ্গে কাবেরী-নদীর উভয় তীরের জঙ্গলকাটাইয়া অপর স্থান হইতে কৃষকাদি আনাইয়া আবাদ করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কাবেরী নদীর উভয় তীরের উচ্চস্থানে বসবাস সংস্থাপন এবং জল-প্রণালী খনন করিয়া আবাদের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এইরূপে সমস্ত দেশ দস্যুশূন্য হইল। তিনি শ্রীরঙ্গমের রঙ্গনাথ স্বামীর মন্দিরের বহিঃপ্রকোষ্ঠেও গোপুর নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তাঁহার শাসনকালে ত্রিশিরাপল্লী সুখসমৃদ্ধিশালী নগর বলিয়া

পরিগণিত হইয়াছিল। তিনি কখন মধুরাপুরীতে, কখন বা ত্রিশিরাপল্লীতে থাকিতেন ; এই সময় হইতে ১৭৩৬ খৃঃ পর্যান্ত যখন ইহা চাঁদসাহেব কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়, তখন মধুরাপুরী ও ত্রিশিরাপল্লী নায়করাজাদিগের শাসনাধীনে ছিল।

মধুরাপুরীর বিবরণে ঐ সময়ের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, এ স্থানে তাহা পুনরুল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই। নায়ক রাজগণ অধিকাংশ সময় ত্রিশিরাপল্লীতে থাকিয়া রাজ্যকার্য্য করিতেন। তিরুমল নায়ক ১৬২৩ খৃঃ রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া মধুরাপুরীতে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যাইলেও ত্রিশিরাপল্লী একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। ত্রিশিরাপল্লীতে থাকিয়া আপন তত্ত্বাবধানে দুর্গের সংস্কার ও দৃঢ়তা সাধন করেন, এবং শ্রীরঙ্গমের শ্রীরঙ্গনাথ জীউর মন্দিরের উন্নতি সাধন ও বাহিরের বৃহৎ প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তাঁহার পুত্র অলকাদ্রি (মুত্তু বিরপ্প) ত্রিশিরাপল্লী দুর্গের পুনঃ সংস্কার করিয়াছিলেন। তৎপুত্র শোক্যনাথ ১৬৬১ খৃঃ রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া মধুরাপুরী পরিত্যাগপূর্ব্বক ত্রিশিরাপল্লীতে রাজধানী উঠাইয়া আনেন। নায়করাজগণ তাঁহার সময় হইতে ১৭৩১ খৃঃ পর্য্যন্ত ত্রিশিরা-পল্লীতে বাস করিয়াছিলেন।

১৭৩১ খৃঃ শেষ নায়করাজা বিজয়রাঘব মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি অপুত্রক থাকায় তাঁহার বিধবা পত্নী মীনাক্ষীদেবী বাঙ্গারু তিরুমলের পুত্র বিজয়কুমার মুত্তু তিরুমলকে দত্তক লইয়া আপনি নাবালক দত্তকপুত্রের অছি হইয়া স্মরণীয়া মঙ্গম্ম-

লের স্বরূপ রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিবার অভিপ্রায়ে আপন হস্তে শাসনভার লইয়াছিলেন। বাঙ্গারুতিরুমল প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া রাজ্য দাওয়া করিল। ইনি খ্যাতনামা তিরুমলনায়কের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার মুত্তুর প্রপৌত্র ছিলেন। ইঁহার পিতা কুমার তিরুমল রঙ্গ-কৃষ্ণমুত্তু বীরপ্পার সময়ে কয়েক দিনমাত্র যুবরাজের কার্য্য করিয়াছিলেন। যখন ইঁহার প্রপিতামহ স্বয়ং রাজ্যপ্রাপ্ত হন নাই, তখন ইঁহাকে কিছুতেই প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। দলবায় বেঙ্কটাচার্য্য আপন মনোরথ সিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে উক্ত বাঙ্গারু তিরুমলকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইলেন না। এই সময়ে আরুকডুর নবাব দোস্তআলির পুত্র সুবদার-আলি চাঁদসাহেবের সহিত দক্ষিণদিক্ লুঠপাট করিবার মানসে তঞ্জাবুর হইয়া পশ্চিমকূল পর্য্যন্ত যাইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। পূর্ব্বোক্ত দলবায় বাঙ্গারুতিরুমলের হইয়া সুবদার-আলিকে কহেন যে, যদি মীনাক্ষীদেবীকে অপসারিত করিয়া বাঙ্গারুতিরুমলকে রাজসিংহাসনে উপবেশন করাইতে পারেন, তাহা হইলে আপনাকে ৩০ ত্রিশলক্ষ টাকা দেওয়া হইবে। সুবদার-আলি সুবিধা বুঝিয়া চাঁদসাহেবের সহিত ত্রিশিরাপল্লীর দুর্গের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সহসা বলপূর্ব্বক রাণীর সৈন্যসামন্তকে পরাজয় করিয়া দুর্গ অধিকার করিতে সমর্থ বুঝিয়া উভয় পক্ষের বিবাদ মিটাইয়া দিবার ছলনায় আপন দরবারে উভয় পক্ষকে ডাকাইয়া

পাঠাইলেন। বাঙ্গারুতিরুমল সেই দরবারে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু মীনাক্ষীদেবীর পক্ষ হইতে কেহই আসিলেন না। নবাব-পুত্র স্বত্বের বিষয় একপক্ষ হইতে শুনিয়া ও পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত টাকা পাইবার অভিপ্রায়ে বাঙ্গারুতিরুমলকে রাজ্য দিবার মানসে তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন যে, মীনাক্ষীদেবী অপুত্রক থাকাপ্রযুক্ত রাজ্যাধিকারিণী হইতে পারিবেন না; তাঁহার স্বামী বর্ত্তমানে যে যে স্বত্বে স্বত্ববতী ছিলেন, এখন তিনি তাহাই ভোগ করিবেন। অপর উত্তরাধিকারী বর্ত্তমান না থাকায় বাঙ্গারুতিরুমলকে রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে এবং তাহাকে রাজসিংহাসন ছাড়িয়া দিতে হইবে: তদনন্তর সুবদারআলি বাঙ্গারুতিরুমলের নিকট হইতে ৩০ লক্ষ টাকার খত লেখাইয়া লইলেন এবং চাঁদসাহেবের উপর উক্ত হুণ্ডীর টাকা আদায় করিবার ভার অর্পণ করিয়া স্বয়ং আরুকড় গমন করিলেন।

নবাবপুত্র গমন করিলে মীনাক্ষীদেবী চাঁদসাহবকে বলিয়া পাঠান যে, যদি রাজদণ্ড বাঙ্গারুতিরুমলের পরিবর্ত্তে তাঁহারই হস্তে থাকিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে তিনি ৩০ লক্ষ টাকার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে ১ ক্রোড় টাকা দিবেন। চাঁদসাহেব অধিক টাকার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, প্রত্যুত্তরে বলিয়া পাঠান যে, "আমি নবাবপুত্রের আদেশ অবহেলা করিয়া রাণীর প্রস্তাবমত কার্য্য করিব, অতএব স্বীকৃত টাকা আমাকে দেওয়া হউক।" রাণী তদুত্তরে বলিয়া পাঠান যে, প্রতিজ্ঞা বিষয়ে

তাঁহাকে কোরাণ হস্তে শপথ করিতে হইবে যে তিনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবেন না। চাঁদসাহেব তাহাতে স্বীকৃত হইয়া রাণীর ভ্রাতার সহিত কাবেরীতটে "দলবায়" নামক মণ্ডপে আসিয়া কোরাণ হস্তে শপথ করিলেন যে, রাজ্যের শাসনভার মীনাক্ষীদেবীর হস্তে থাকিবে, আমি কখনও তাঁহার বিপক্ষতা করিব না। একজন ইতিহাসবেত্তা বলেন যে, চাঁদসাহেব কোরাণের পরিবর্ত্তে একখণ্ড ইষ্টকে ভাল বস্ত্র জড়াইয়া তাহাই হস্তে করিয়া শপথ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী কার্য্যও উক্ত বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিতেছে। সে যাহা হউক, ধনাগারে তত টাকা না থাকাপ্রযুক্ত রাণী সমস্ত মণিমুক্তাদি চাঁদসাহেবকে সমর্পণ করিলেন। চাঁদসাহেব রত্ন পাইয়া বাঙ্গারুতিরুমলকে বন্দীরূপে মীনাক্ষীদেবীর হস্তে অর্পণ করিয়া অরুকড় অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনন্তর রাণী বাঙ্গারুতিরুমলকে মধুরাপুরীর শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠান, এবং স্বয়ং ত্রিশিরাপল্লী থাকিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে থাকেন।

১৭৩৬ খৃঃ, চাঁদসাহেব ত্রিশিরাপল্লীতে আসিয়া প্রতারণা করিয়া দুর্গে প্রবেশ করেন ও রাণীকে আপন ভবনে নজরবন্দী করিয়া স্বয়ং শাসনকার্য্য গ্রহণ করেন। পরে মধুরাপুরী হস্তগত করিবার উদ্দেশে তদভিমুখে যাত্রা করেন, এবং বাঙ্গারুতিরুমল পরাজিত হইয়া শিবগঙ্গে পলায়ন করিলে চাঁদসাহেব মধুরাপুরী অধিকার করিয়া আপন ভ্রাতা বদরসাহেবকে তথাকার শাসনকার্য্যে নিযুক্ত করেন, এবং ত্রিশিরাপল্লীতে প্রত্যা-

গমন করিয়া আপনি মধুরারাজ্যের প্রকৃত শাসনকর্ত্তা বলিয়া প্রচার করেন। তখন মীনাক্ষীদেবী উদ্ধারের উপায় না দেখিয়া বিষপানে আত্মহত্যা করিলে, চাঁদসাহেব নিষ্কণ্টক হইয়াছিল।

বাঙ্গারুতিরুমল আপন ভাগ্য উদ্ধারের পুনঃ চেষ্টা করিবার মানসে সেতারায়[১] যাইয়া মহারাষ্ট্রীয় রাজার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে সেনানায়ক রঘুজী ভোংশ্লে একদল মহারাষ্ট্র বাহিনী সহিত কর্ণাটপ্রদেশে প্রবেশ করেন; অরুকড়ুর নবাব দস্তআলি তাঁহার গতিরোধ করিতে আইসেন, কিন্তু ১৭৪০ খৃঃ ২০শে মে তারিখে বেল্লুর নিকটে পরাভূত হইয়া নিহত হয়েন। সবদার-আলি পিতার নিধন বার্ত্তা শুনিয়া বেল্লুর[২] দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। চাঁদসাহেব ত্রিশিরাপল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মহারাষ্ট্রীয়-দিগের প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। রঘুজী ভোংশ্লে ত্রিশিরাপল্লী অবরোধ করিয়া ১৭৪১ খৃঃ ২৬শে মার্চ্চ তারিখে দুর্গ অধিকার-পূর্ব্বক চাঁদসাহেব ও তাঁহার পুত্রকে বন্দী করিয়া সেতারায় পাঠাইয়া দেন। অতঃপর অন্যতম সেনানায়ক মুরারি রাওকে ত্রিশিরার শাসনভার অর্পণ করিয়া ১৪ হাজার মহারাষ্ট্রীয় সেনা রাখিয়া সেতারায় প্রস্থান করেন। রঘুজী ভোংশ্লের প্রস্থান-কালীন বাঙ্গারুতিরুমল তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাজ্য প্রাপ্তির প্রার্থনা করিলে, রঘুজী ভোংশ্লে মুরারিরাওকে আদেশ করেন, বাঙ্গারুতিরুমল যদি যুদ্ধের ব্যয় ৩০ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করেন, তাহা হইলে মধুরাপুরীর রাজসিংহাসন তাঁহাকে

---

(১) Satara. (২) Vellore.

দেওয়া হইবে। মুরারিরাও ইহা কার্য্যে পরিণত করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। কারণ তিনি আপ্পাজী রাও নামে অন্যতম সেনানায়ককে মধুরাপুরীর শাসনকার্য্যে নিযুক্ত করেন।

১৭৪৩ খৃঃ নিজাম-উল-মুলক-আসফজাহ ত্রিশিরাপল্লী অবরোধ করিতে আসিলে, মুরারিরাও বেগতিক দেখিয়া দুর্গ ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। তদবধি ত্রিশিরাপল্লী ও মধুরাপুরী নিজামের আদেশে আর্কটের নবাবের অধীন হইয়া যায়।

বাঙ্গারুতিরুমল পুনরায় ভাগ্য পরীক্ষা করিবার উদ্দেশে নিজামের প্রত্যাগমন সময়ে তাঁহার শরণাপন্ন হয়েন। নিজাম তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক আশ্বাস প্রদান করিয়া সপুত্রক গোলকন্দায় আসিতে আদেশ করেন। অতঃপর অন্বর-উদ্দীনখাঁকে আর্কটের নবাবের পদে নিযুক্ত করিয়া আদেশ করেন যে, বাঙ্গারুতিরুমল যদি যুদ্ধের ব্যয় হিসাবে এখন ৩০ লক্ষ টাকা নগদ দিতে পারেন ও বাৎসরিক তত সংখ্যক টাকা পেশকাষ দিতে স্বীকৃত হন, তবে তুমি ইহাকে মধুরাপুরী অর্পণ করিবে। তখন হইতে অন্বর-উদ্দীন বাঙ্গারুতিরুমলকে সম্মানপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন ও দৈনিক ব্যয়নির্ব্বাহার্থ তাঁহাকে ১ শত টাকা ও তাঁহার পুত্রকে ৩৫০ তিনশত পঞ্চাশ টাকা বরাদ্দ করিয়া দিলেন এবং সত্বরেই মধুরাপুরী প্রত্যর্পণ করিবেন বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন, কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত করিলেন না। বাঙ্গারুতিরুমল পেন্‌সন্ বৃত্তিভোগ করিতে করিতে আর্কটেই মানবলীলা

সম্বরণ করেন। তখন তাঁহার পুত্র বিজয়কুমারি মুত্তু তিরুমল অরুকড্ পরিত্যাগ করিয়া শিবগঙ্গের অন্তর্গত বেল্লৈ-কুরিচিতে গমন করেন ও শিবগঙ্গের রাজার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ তথায় অতিবাহিত করেন।

১৭৪৮ খৃঃ নিজাম-উল্-মুলকের মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্র নাজীরজঙ্গ পিতৃপদে অধিরূঢ় হন। এই সময় চাঁদসাহেব সেতারা হইতে মুক্তিলাভ করেন। নিজামের জনৈক দৌহিত্র মোজাফর জঙ্গ, চাঁদসাহেবের ষড়যন্ত্রে নাজীরজঙ্গের প্রতিদ্বন্দী হইলে ফরাসীরাও মোজাফরজঙ্গের পক্ষ অবলম্বন করে; ইংরাজেরা অরুকড়ুর নবাব অম্বর-উদ্দীনের ও নিজাম-নাজীর-জঙ্গের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ১৭৪৯ খৃঃ ২৩জুলাই আরু-কড় হইতে ২৫ ক্রোশ দূরে অম্বুর নামক স্থানে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে অম্বর-উদ্দীন পরাভূত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহার দ্বিতীয় পুত্র মহম্মদ আলি ত্রিশিরাপল্লীতে পলায়ন করিয়া অরুকড়ুর নবাব নাম গ্রহণ করিয়া ইংরাজ গবর্ণমেন্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই সময় চাঁদসাহেব পুদি-চারিতে আসিয়া ফরাসি গবর্ণরের সহিত মিলিত হইয়া কর্ণাটিকের নবাব্ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এদিকে নাজীরজঙ্গ আপন প্রাতিদ্বন্দী মোজাফর জঙ্গকে দমন করিতে আসিয়া জিঞ্জীর সন্নিকট বিপক্ষের গুপ্তচর দ্বারা নিহত হয়। মহম্মদআলি নিজামের সাহায্যার্থ সসৈন্যে বেল্লুরাভিমুখে যাইতেছিলেন, সহসা নিজামের মৃত্যু শুনিয়া তিনি নিঃসহায় হইয়া ইংরাজ-

দিগের আশ্রয় গ্রহণ করেন, ও তাহাদের আশ্বাসে ত্রিশিরা-পল্লীর দুর্গে বাস করিতে থাকেন। কাপ্তেন কোপ ২৮০ জন গোরা এবং ৩০০ তিন শত কালা সিপাহী সেনা লইয়া মহম্মদ আলির সাহায্যার্থ তথায় উপস্থিত হন।

এই সময়ে অর্থাৎ ১৭৫১ খৃঃ আল্লাম্ খাঁ নামক কোন সেনা-নায়ক সুযোগ পাইয়া মধুরাপুরী অধিকার করিয়া লয়, কাজেই তেনীবল্লীর নিকট হইতে খবরাখবর ও রসদ পাওয়া বন্ধ হইয়া যায়, চাঁদসাহেব ত্রিশিরাপল্লীর দিকে আসিতেছে শুনিয়া সেণ্ট ডেবিড্ দুর্গের শাসনকর্ত্তা কাপ্তেন জিনজিন[১] ৬০০ শত গোরা ও ১০০০ হাজার কালা সিপাহী পাঠাইয়া দেন, চাঁদসাহেব পূর্ব্ব হইতেই বলিকন্দপুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। জিন-জিনের সহিত তথায় তাহার এক যুদ্ধ হয়, তাহাতে কাপ্তেন সাহেব পরাজিত হইয়া ত্রিশিরাপল্লীতে আসিয়া আশ্রয় লন। চাঁদসাহেব ফরাসিসৈন্যদিগের সহিত ক্রমে অগ্রসর হইয়া শ্রীরঙ্গম অধিকার করেন। তদনন্তর ত্রিশিরাপল্লী অবরোধ করেন। মহম্মদআলি টাকার অভাবে বড়ই কষ্টে পড়েন, মহিসুর-রাজের নিকট অর্থ ও সেনা সাহায্য প্রার্থনা করিয়া স্বাক্ষরিত প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠান যে, আমাকে এই আশু বিপদ হইতে উদ্ধার করিলে তাঁহাকে ত্রিশিরাপল্লী প্রদেশ অর্পণ করিবেন। মহিসুর সেননায়ক দলবায়-নন্দীরাজ ও মহারাষ্ট্রীয় সেনানায়ক মুরারিরাও, নবাবের সাহায্যার্থে আপন আপন সেনার সহিত

(১) Captain Gingin.

কৃষ্ণনারায়ণপুরের নিকট আসিয়া পৌছিলে ফরাসি সৈন্য যাইয়া তথায় তাহাদের গতিরোধ করে। তৎসংবাদ আসিলে কাপ্তেন কোপ তাহাদের সাহায্যার্থ গমন করিয়া পরাভূত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন, তদনন্তর কাপ্তেন দলটনর[১] যুদ্ধে সাহায্য করেন। নন্দীরাজ ও মুরারিরাও আপন আপন সেনার সহিত ত্রিশিরাপল্লী পর্য্যন্ত আইসেন। এদিকে তঞ্জাবুররাজ মহম্মদআলির সাহায্যার্থ আপন সেনানায়ক মঙ্কোজির সহিত ৩০০০ হাজার অশ্বারোহী ও ২০০০ হাজার পদাতিক সৈন্য পাঠান। পদুক্কোট্টাইর টণ্ডীমান ৪০০ শত অশ্বারোহী ও ৩০০ শত পদাতিক লইয়া আসেন। তদনন্তর মেজর লরেন্স সেণ্ট ডেবিদদুর্গ হইতে ৪০০ শত গোরা ও ১১০০ শত সিপাহী লইয়া ত্রিশিরাপল্লী অভিমুখে আসিতে আসিতে, ফরাসি রকের[২] সন্নিকট ফরাসিদিগকে পরাজিত ও তথা হইতে দূর করিয়া দিয়া ত্রিশিরাপল্লীর দুর্গাভ্যন্তর আসিয়া পৌছেন, অতঃপর চাঁদসাহেবকে আক্রমণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। চাঁদসাহেব তৎকালে শ্রীরঙ্গমের বিষ্ণুমন্দিরে ও ফরাসি রাজম্বুকেশ্বরের মন্দিরে ছাউনি করিয়াছিল। উভয় পক্ষের কয়েকটি সামান্য সামান্য যুদ্ধ হইয়া যায়, ক্রমে বিপক্ষদিগের রসদ আসা বন্ধ হইলে ফরাসি সেনানায়ক জম্বুকেশ্বর পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরঙ্গমের মন্দিরের ভিতর আশ্রয় লয়। তখন মেজর লরেন্স[৩] শ্রীরঙ্গমের সম্মুখ অর্থাৎ দক্ষিণ দ্বার অবরোধ করিয়া

(১) Captane Dultan. (২) French Rock.

(৩) Major Lawarence

আড্ডা করেন, ক্লাইব উত্তরদিকে কলরুণ নদীর তীরে অবস্থান করিতে থাকেন। তঞ্জাবুর সেনানায়ক মঙ্কোজী বিষ্ণুমন্দিরের পূর্ব্বদিকে সরকস পালৈয়ামের নিকট অবস্থান করেন। মহিস্থর সেনানায়ক নন্দীরাজ স্বসৈন্যে মন্দিরের পশ্চিমদিকে অবরোধ করিয়া থাকেন। এইরূপে চাঁদসাহেব মন্দিরের ভিতর অবরুদ্ধ হইয়া থাকিলে বাহির হইতে খবরাখবর ও রসদাদি আসা একেবারে বন্ধ হইল। বলিকন্দপুরে একদল ফরাসি সেনা অবস্থিতি করিতেছিল, তাহারা চাঁদসাহেবকে সাহায্য করিবার অভিপ্রায়ে তথা হইতে উত্তাতুরের[১] দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে ক্লাইব সাহেব সেই সংবাদ পাইয়া গোপনে এক শত গোরা এক হাজার সিপাহী ও দুই হাজার মহারাষ্ট্রীয় সেনা লইয়া ফরাসি সেনার গতিরোধ করিতে যান। বলিকন্দপুরের সম্মুখে একটি তুমুল যুদ্ধের পর ক্লাইব জয়লাভ করিয়া এক শত ফরাসি, ৪০০ শত সিপাহী, ৩৪০টি দেশীয় অশ্বারোহীর সহিত ফরাসি সেনানায়ককে বন্দী করেন। সিপাহী ও অশ্বারোহীদিগের অস্ত্র শস্ত্র কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে বিদায় দেন, কিন্তু ফরাসি সৈন্যদিগকে বন্দী করিয়া আপন ছাউনিতে লইয়া আইসেন। চাঁদসাহেব ফরাসিদিগের পরাভবে বহির্দেশ হইতে সাহায্য পাইবার উপায় না দেখিয়া অগত্যা তঞ্জাবুর সেনানায়ক মঙ্কোজীর সহিত সন্ধি করিবার চেষ্টা করিতে থাকিলেন। মঙ্কোজী তাহার নিকট হইতে প্রভূত ধন পাইয়া শপথ করিয়া বলিয়া পাঠান

(১) Uttatur.

যে, তিনি তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিলে জীবন রক্ষা হইবে, এদিকে সৈন্য সকল রসদাভাবে অনাহারে কষ্ট পাইতেছিল। চাঁদসাহেব মঙ্কোজীর শপথে বিশ্বাস করিয়া তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিলে মঙ্কোজী শপথ উল্লঙ্ঘন করিয়া চাঁদসাহেবকে স্বয়ং স্বহস্তে হত্যা করেন।

তদনন্তর শ্রীরঙ্গম মন্দির মধ্যস্থ ফরাসী সৈন্যেরা লরেন্স সাহেবকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, তখন মহম্মদ আলি পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা অনুসারে জম্বুকেশ্বর শ্রীরঙ্গম মহিসুর সেনানায়ক নন্দীরাজকে অর্পণ করিয়া কহেন যে, আপন বাসোপযোগী অন্য দুর্গ না পাওয়া পর্য্যন্ত তিনি স্বয়ং ত্রিশিরাপল্লীতে বাস করিবেন, এখন তাহা দিতে পারিবেন না, ইংরাজ-সেনানায়ক লরেন্স গুপ্ত সন্ধির বিষয় অবগত হইয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করেন। এইরূপে প্রথম কর্ণাটিক যুদ্ধ শেষ হয়।

প্রথমে ফরাসিদিগের পরাভব এবং চাঁদসাহেবের মৃত্যু সংবাদ পুদিচারীতে পৌছিলে ফরাসিশাসনকর্ত্তা ডুপ্লে[১] অতিশয় মনঃক্ষুণ্ণ ও দুঃখিত হয়েন। তিনি ভীত হইবার পাত্র ছিলেন না। ইউরোপ হইতে নূতন সেনা আসিলেই চাঁদসাহেবের পুত্র রেজা[২] সাহেবকে কর্ণাটিকের নবাব বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং মহিসুর ও মহারাষ্ট্রীয় সেনানায়কদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। তখন পুদিচারীর নিকট বাহুর নামক

(১) Dupler. (২) Reza.

স্থানে ইংরাজসৈন্যের সহিত ফরাসিদিগের যে যুদ্ধ হয় তাহাতে ইংরাজ সেনানায়ক মেজর লরেন্স জয় লাভ করেন।

নন্দীরাজ ফরাসিদিগের পরাভবে ডুপ্লের পক্ষ অবলম্বন করিবেন কি না এই বিষয়ে প্রথমে ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া ত্রিশিরাপল্লী দুর্গের ভিতর রসদ আসিবার বাধা দিতে থাকেন। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট উহা জানিয়া তাহাকে প্রকাশ্য শত্রুমধ্যে গণ্য করিলেন ও ত্রিশিরাপল্লীর ইংরাজ সেনানায়ককে সেই মর্ম্মে সংবাদ পাঠাইলেন। এই সময় মহিসুরসেনা শ্রীরঙ্গমের মন্দিরের উত্তরদিকের প্রাচীরের ভিতর ছাউনি করিয়াছিল, কাপ্তেন ডলটন মহিসুর সেনানায়ককে তথা হইতে দূরীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য্য হয়েন, অধিকন্তু তাহার অনেকগুলি সেনা নিহত হয়। নূতন সেনার সাহায্য পাওয়া পর্য্যন্ত ত্রিশিরাপল্লী দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইয়া সতর্কভাবে উহা রক্ষা করিতে লাগিলেন। মহিসুর রাজপ্রতিনিধি চতুর্দ্দিক্ হইতে দুর্গে রসদ আসা বন্ধ করিলেন, তিনি ভাবিয়াছিলেন দুর্গে রসদ ফুরাইলে ইংরাজ-সেনানায়ক আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইবে, দুর্গস্থ সেনানায়ক নিশ্চিন্ত ছিলেন না, তিরুবাদীতে লরেন্স সাহেব অনেক সেনার সহিত অবস্থিতি করিতেছিলেন, ডলটন সাহেব লরেন্স সাহেবের নিকট আপন অবস্থার সংবাদ পাঠাইলে ৬ই মে তারিখে লরেন্স সাহেব স্বসৈন্য ত্রিশিরপল্লীতে আসিয়া পৌঁছেন। তদনন্তর লরেন্স সাহেব নন্দীরাজকে শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু অকৃতকার্য্য হয়েন।

অতঃপর সুবর্ণ পর্ব্বতের (Golden Rock) নিকট উভয় পক্ষের একটি যুদ্ধ হয়, তাহাতে লরেন্স সাহেব জয়লাভ করিলেও বিপক্ষদিগের সেনার সংখ্যা অধিক দেখিয়া পুনর্ব্বার তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে সাহস করিলেন না। অশ্বারোহী সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে স্বয়ং তঞ্জাবুরে আসিলেন ; এদিকে বিপক্ষেরা সহরের চারিদিক্ অবরোধ করিল। একমাস পরে তঞ্জাবুর রাজার নিকট হইতে তিন হাজার অশ্বারোহী ও দুই হাজার পদাতিক ও সেণ্ট ডেবিডদুর্গ হইতে ১৭০ জন গোরা ও ৩০০ সিপাহী লইয়া, বিপক্ষেরা বাধা দেওয়া স্বত্বেও মেজর লরেন্স ত্রিশিরাপল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উভয় পক্ষের কয়েকটি যুদ্ধের পর ফকির পর্ব্বতের সন্নিকট শর্করাচলের (Sugarloaf Rock.) পার্শ্বে এক তুমুল সংগ্রাম হয়, তাহাতে ইংরাজেরা সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিয়া ফরাসিদিগের ১১টি তোপ, গোলাগুলি, তাঁবু ও রসদাদি অধিকার করিয়া লয়। সেই দিন বৈকালে লরেন্স সাহেব ফরাসিদিগের নিকট হইতে দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত উয্যকুণ্ডন তিরুমলয় (Uyyakonda-ntirumalai.) মন্দির অধিকার করিয়া লয়। তথা হইতে ফরাসি ব্লকের নিকট আসিয়া ছাউনি করেন।

১৭৫৩ খৃঃ নবেম্বর মাসের প্রথমে ফরাসিদিগের নূতন সেনা আসিলে বিপক্ষেরা রাত্রিযোগে ত্রিশিরাপল্লী অধিকার করিবার অভিপ্রায়ে ডলটন বেটারির নিকট আক্রমণ করে, কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য্য হয়। অধিকন্তু ৩৬০ জন ফরাসি-

সেনা ইংরাজদের হস্তে বন্দী হয়। ১৭৫৪ খৃঃ ফেব্রুয়ারি মাসে ইংরাজদিগের রসদ কলিয়ুর (Kaliyur.) নামক স্থানে আসিলে ১২০০০ মহিসুর ও মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহী, ৬ শত সিপাহী ৪ শত ফরাসি সেনা শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে আসিয়া উহা কাড়িয়া লয়। অতঃপর ফরাসি সেনানায়ক পুদুকোট্টাই দেশ লুঠপাট করিয়া তঞ্জাবুরাভিমুখে অগ্রসর হয়েন। মহিসুর সেনানায়ক ৩ হাজার অশ্বারোহীর সহিত কোবিলদি গ্রামের নিকট আসিয়া কোলরুণ্নদীর উপরের আবাদী বাঁধ কাটিয়া দেয়। ইতিপূর্ব্বে মহিসুর সেনাপতি নন্দীরাজের সহিত মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি মুরারিরাওর মতান্তর ঘটিয়া ছিল; অতএব তিনি (মুরারিরাও) শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করিয়া পিচন্দার কোবলের নিকট অবস্থিতি করিতেছিলেন। তথা হইতে শুনিলেন, ১৫ শত তঞ্জাবুর অশ্বারোহী সৈন্য মহিসুর সেনার বিপক্ষে যাইতেছে, ভাবিলেন উহাদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাভব করিলে রাজা ভয়ে তাহাকে নগদ টাকা দিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে কহিবেন।

অতঃপর উক্ত ১৫ শত অশ্বারোহী সেনাকে আক্রমণ করিয়া পরাভূত করেন ও নবাব মহম্মদ আলির নিকট সংবাদ পাঠান যদি তিনি তাঁহাকে নগদ তিন লক্ষ টাকা দেন, তবে রঙ্গভূমি ত্যাগ করিয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন ও ভবিষ্যতে তাঁহার, ইংরাজদিগের ও তঞ্জাবুর রাজার বিপক্ষে অস্ত্র গ্রহণ করিবেন না। মহম্মদ আলি তঞ্জাবুররাজের নিকট হইতে দেড় লক্ষ ও

আপন নিকট হইতে দেড় লক্ষ একুনে তিন লক্ষ টাকা মুরারি রাওকে দেন। তিনি টাকা পাইয়া ১৭৫৪ খৃঃ জুলাই মাসে কর্ণাটিক ত্যাগ করিয়া যান।

অতঃপর আগষ্ট মাসের শেষে ত্রিশিরাপল্লীতে ফরাসি ও ইংরাজদিগের মধ্যে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধের পর উভয় পক্ষের এক প্রকার সন্ধি হয় ও এক প্রকার যুদ্ধ বন্ধ হইয়া যায়। মহিস্থর সেনাপতির নাম সেই সন্ধিতে না থাকায় তিনি বলিয়া পাঠান যে, এই সন্ধির নিয়ম পালন করিতে বাধ্য নহেন ও ত্রিশিরাপল্লী অধিকার না করিয়া শ্রীরঙ্গম পরিত্যাগ করিবেন না। ১৭৫৫ খৃঃ এপ্রেল মাসে নিজাম্-সলাবৎ-জঙ্গ ফরাসি সেনার সাহায্যে মহিস্থরের বাকী পেশকাষ আদায় করিবার অভিপ্রায়ে মহিস্থরাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকিলে মহিস্থর সেনাপতি তৎসংবাদ পাইয়া স্বসৈন্য শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করিয়া স্বদেশ রক্ষার্থে মহিস্থরে প্রস্থান করিলে ফরাসিরা শ্রীরঙ্গম অধিকার করিয়া লয়েন।

অল্লাম খাঁ মধুরাপুরী দখল করিয়া এক বৎসর মধুরা শাসন করিয়া ১৭৫২খৃঃ প্রারম্ভে চাঁদসাহেবকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত ত্রিশিরাপল্লীতে আসিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। তিনি মধুরাপুরী ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে ময়ন নামক কোন ব্যক্তিকে মধুরার শাসনকর্ত্তা ও নবিখাঁ নামক অপর এক ব্যক্তিকে তেনিবল্লীর শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অল্লাম খাঁও চাঁদ সাহেবের মৃত্যুর পর ময়ন রামনাদ ও শিবগঙ্গাই রাজাদিগের

সাহায্যে মীনাক্ষীদেবীর দত্তকপুত্র বিজয়কুমার মুত্তু তিরুমলকে পাণ্ড্যরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া নিজে শাসনকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কয়েক মাস পরে ময়ন নবাব মহম্মদ আলির সহিত গুপ্তসন্ধি করিয়া কুমার মুত্তু তিরুমলকে আপন বাসস্থান বেল্লে-কুরিচিতে যাইতে বাধ্য করিয়া স্বয়ং মধুরা শাসন করিতে আরম্ভ করিলে রামনাদের দলবায় ময়নের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে শাসন করিবার উদ্‌যোগ করেন। ময়ন বেগতিক দেখিয়া রামনাদের বশ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক করদ হইয়া মধুরা শাসন করিতে থাকেন। ১৭৫৫খৃঃ ফরাসিদিগের সহিত যুদ্ধ এক প্রকার বন্ধ হইলে কর্ণেল হিরণ মধুরা ও তেনিবল্লী পুনরুদ্ধার করিবার উদ্দেশে ৫ শত গোরা ও ২ হাজার সিপাহী ও এক হাজার গোরা অশ্বারোহী লইয়া তদভিমুখে অগ্রসর হযেন, মধুরাপুরীতে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই ময়ন মধুরা ত্যাগ করিয়া কোবিলকুদি নামক স্থানে প্রস্থান করিলে, বিনা রক্তপাতে মধুরা অধিকার হয়। তিনি ময়নকে বন্দী করিবার অভিপ্রায়ে কোবিলকুদিতে আসিয়া শুনিলেন যে, ময়ন তথা হইতে পলায়ন করিয়াছেন, তখন তিনি মন্দিরের অভ্যন্তর রুদ্ধ দেখিয়া আগুন দিয়া তাহা পোড়াইয়া ফেলেন এবং ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেবালয় লুঠ করেন; এমন কি ধাতু নির্ম্মিত দেবমূর্ত্তি পর্য্যন্তও লইয়া যান। কর্ণেল হিরণের সহিত নবাব মহম্মদআলির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মকৃফজ খাঁ অশ্বারোহীর নায়ক হইয়া মধুরায় আসিয়াছিল, তিনি বার্ষিক ১৫ লক্ষ টাকা কর নির্দ্ধারিত করিয়া উক্ত মকৃ-

ফজখাঁকে মধুরা ও তেনিবল্লী প্রদেশ ইজারা বিলি করেন। মকফজখাঁ বরকুৎউল্লা নামক এক ব্যক্তিকে মধুরার শাসন-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি কর আদায় করিতে সক্ষম হন নাই। কোং বাহাদুরকে নির্দ্ধারিত পেশকাষ দেন নাই। দেশে শান্তিরক্ষার্থ যে সকল সিপাহী ছিল, তাহাদের বেতন না দেওয়ায় সিপাহীদগের জমাদারেরা অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তখন সেনানায়ক মহম্মদ ইস্থক্ মধুরায় শান্তি স্থাপনের উদ্দেশে ১৭৫৬ খৃঃ এপ্রেল মাসে ত্রিশিরাপল্লীর সেনানায়কের আদেশে ১ হাজার সৈন্য লইয়া মধুরায় উপস্থিত হন। মধুরার শাসন-কর্ত্তা বরকুৎউল্লা প্রথম মহম্মদ ইস্থফকে সহরের ভিতরে সসৈন্য আসিতে দিতে ইতস্ততঃ করিলেও তিনি ভিতরে আইসেন ও কয়েক দিন তথায় থাকিয়া গুদাম ও দুর্গের মেরামত কার্য্যাদি দেখিয়া দেশীয় তিন দল সেনা রাখিয়া মকফজখাঁকে সঙ্গে লইয়া তেনিবল্লী প্রদেশে যান, তথায় জুন ও জুলাই দুই মাস থাকিয়া পলিগারদিগের নিকট কর-আদায়ের বন্দোবস্ত করেন। এইরূপে তৎপ্রদেশে এক প্রকার শান্তিস্থাপন হইলে সেনানায়ক মহম্মদ ইস্থফ মকফজ খাঁকে অনুনয় করিয়া কহেন যে আপনি সসৈন্যে অরুকডু যাইয়া আপন ভ্রাতা নবাবের সহিত দেনা পাওয়া মিটাইয়া লইবার বন্দোবস্ত করুন। উক্ত প্রস্তাবে তিনি সম্মত হইয়া মধুরাপুরী পর্য্যন্ত আইসেন। তথায় বরকৎউল্লার কৌশলে ও ষড়যন্ত্রে ২ হাজার অশ্বারোহী তাঁহার আবাসগৃহ অবরোধ করিয়া কহিল যে, আমাদিগের বাকী বেতন না দিয়া

আপনি যাইতে পাইবেন না। এদিকে মধুরার দুর্গে কোং বাহাদুরের যে তিন দল সিপাহী ছিল, তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিয়া দুর্গ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইলে বরকুৎউল্লার ভ্রাতা ২ হাজার কালা সিপাহী লইয়া দুর্গের ভিতর আসিয়া পৌছিলে, রাজদ্রোহীর ধ্বজা প্রকাশ্যভাবে তুলিয়া দিয়া মকফজখাঁর রাজত্ব পুনঃস্থাপনের সাহায্য করিবার নিমিত্ত সকল পলিগারদিগকে আহ্বান করা হইল।

মহম্মদ ইসুফ মধুরার রাজদ্রোহীর সংবাদ পাইবা মাত্র সসৈন্যে তথায় আসিয়া স্কন্ধমলয়ের নিকট ১০ আগষ্ট তারিখে ছাউনি করেন। তাঁহার সহিত ১৫ শত সিপাহী ও ৬টি মাত্র কামান থাকায় সহসা দুর্গ আক্রমণ করিতে সাহসী না হইয়া ত্রিশিরাপল্লীতে কাপ্তেন কালিয়দের (Captain Calliud) নিকট সংবাদ পাঠান; কাপ্তেন কালিয়দ সংবাদ পাইবামাত্র ত্রিশিরাপল্লী হইতে মধুরাপুরী অভিমুখে যাত্রা করিয়া (Melur) মেলুর তালুকের অন্তর্গত (Nattan) নত্তন নামক স্থানে পৌছিলে মান্দ্রাজ হইতে সংবাদ আসিল যে, ফরাসিদিগের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা হইয়া গিয়াছে, অতএব তুমি আমাদিগের অনুমতি ভিন্ন ত্রিশিরাপল্লী ছাড়িয়া কোথাও যাইও না। সুতরাং তিনি তথা হইতে ত্রিশিরাপল্লী প্রত্যাবৃত্ত হয়েন ও লেপ্টেনেণ্ট রামবোল্টকে (Leut. Rambolt) মধুরা পাঠান।

তিনি তথায় আসিয়া রাজদ্রোহীদিগকে বশে আনিতে অক্ষম হইলে ও সেই সংবাদ মান্দ্রাজে পৌছিলে, মান্দ্রাজগবর্ণ-

মেণ্ট ভাবিলেন যে, ফরাসিরা রাজদ্রোহীগণের সহিত যোগ দিয়া তাহাদের সাহায্য করিতে পারে, অতএব ত্বরায় মধুরা পুনর্ব্বার অধিকার করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া কালিয়দ সাহেবকে পুনর্ব্বার অনুমতি করিলেন যে, মধুরাপুরী পুনরুদ্ধার করিবার জন্য আবশ্যকীয় সৈন্যের বন্দোবস্ত এবং স্বয়ং মধুরা যাত্রা করিয়া সত্বর তাহা অধিকার করিবার চেষ্টা কর।

১৭৫৭ খৃঃ মে মাসের প্রথমে কালিয়দ সাহেব সোপান সাহায্যে দুর্গের প্রাচীর লঙ্ঘনপূর্ব্বক দুর্গ অধিকারের চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হয়েন।

কাপ্তেন স্মিথ (Captain Ioseph Smith) ১৫০ জন গোরা ও ৭শত সিপাহী লইয়া ত্রিশিরাপল্লীর দুর্গ রক্ষা করিতেছিলেন। তৎকালে উক্ত দুর্গমধ্যে ৫ শত ফরাসিসৈন্য বন্দী ছিল। পূর্ব্ব হইতে তিনি জানিতেন যে ফরাসিসেনানায়ক ১ হাজার ইউ-রোপীয় ৩হাজার সিপাহী লইয়া তদভিমুখে আসিতেছে, অতএব পূর্ব্বেই তিনি যথাসাধ্য দুর্গ সংস্কার ও পরিখা জল পূর্ণ করিয়া রাখেন। তঞ্জাবুর ও পদুকোট্টাই রাজাদিগের নিকট সেনার সাহায্য প্রার্থনা করিলে তাহারা ৭ শত মাত্র সিপাহী পাঠাইয়া-ছিল। নন্দীরাজ মহিসুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় হইতেই শ্রীরঙ্গমের মন্দির ফরাসিদিগের অধিকারে ছিল। ফরাসিসেনা-নায়ক আসিতে আসিতে চিদম্বর অধিকার করিয়া লয়। পরে একহাজার গোরা ও তিন হাজার সিপাহী লইয়া ১৪মে তারিখে শ্রীরঙ্গমে আসিয়া পৌঁছে ও উরেইয়ুরে ছাউনি করে। কাপ্তেন

কালিয়দ উক্ত সংবাদ পাইবামাত্র অধিকাংশ সেনা মধুরায় রাখিয়া অল্প সংখ্যক মাত্র লইয়া ত্রিশিরাপল্লী যাত্রা করেন। ফরাসিসেনানায়ক তাঁহার আগমন বার্ত্তা জানিতে পারিয়া তাঁহার গতিরোধ করিবার উদ্দেশে ফকিরটোপ বাগান হইতে ফরাসিপাহাড় পর্য্যন্ত সেনা সন্নিবেশ করিয়া দক্ষিণদিক্ হইতে ত্রিশিরাপল্লীতে আসিবার পথ রক্ষা করিতে থাকেন; কালিয়দ তৎসংবাদ পাইয়া ত্রিশিরাপল্লী হইতে ১২ মাইল দূরে আবুর নামক স্থান পর্য্যন্ত আসিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে পূর্ব্বাভিমুখে পদুকোট্টায়ের বনের পার্শ্ব হইয়া হবুম্বীশ্বর নামক স্থান পর্য্যন্ত আইসেন; তথা হইতে রাত্রিযোগে ৭ মাইল ধান্যক্ষেত্র অতি-ক্রম করিয়া পর দিন প্রত্যুষেই ত্রিশিরাপল্লীর দুর্গে প্রবেশ করেন। উক্ত সংবাদ পাইবামাত্র ফরাসিসৈন্যাধ্যক্ষ সসৈন্য কাবেরীর পরপারে শ্রীরঙ্গমে আসেন ও পর দিবস কোলরূণ নদী পার হইয়া পুদিচারির দিকে হটিয়া যান।

জুলাই মাসে কাপ্তেন কালিয়দ (Captain Calliud) মধু-রায় প্রত্যাগমন করেন। ২টি ১৮ পাউণ্ডর (18 Pounder) ও চারিটি ফিল্ডপিস্ (Fieldpiece) দ্বারা কয়েক ঘণ্টা গোলা-বর্ষণ করণান্তর দুর্গের পশ্চিমদিকের বাহির ও ভিতরের প্রাকার দেওয়ালের (Rampart Wall) পারাপেট দেওয়াল (Parapet Wall) ভগ্ন করিয়া দুর্গ অধিকার করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য্য হন; সেই দিবসের অতিশয় পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য এক প্রকার ভগ্ন হয়। তিনি তিরুবালুগ্রামে যাইয়া

৪ঠা আগষ্ট পর্য্যন্ত বিশ্রাম করিতে বাধ্য হন; ইতিমধ্যে নূতন সেনা ও গোলাগুলি আসিয়া পৌঁছে। ক্রমে কয়েকটি পলিগার বিপক্ষ পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া স্বপক্ষতা অবলম্বন করে; বাহির হইতে রসদ আসা বন্ধ হইলে, দুর্গ মধ্যে আহারীয় দ্রব্যের অভাব হইয়া উঠে, তখন বর্‌কৎউল্লা কালিয়দ সাহেবকে বলিয়া পাঠান যে, তাঁহার পক্ষ ১২ লক্ষ টাকা পাইলে দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে প্রস্তুত আছেন। কাপ্তেন সাহেব উক্ত বাক্য অগ্রাহ্য করিলেন। দুর্গমধ্যে আহারীয় দ্রব্যের বিশেষ অনাটন হইয়া সেনাদিগের কষ্ট ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকায় বর্‌কৎউল্লা প্রাপ্য দাবী কমাইয়া ১লক্ষ ৭০ হাজার টাকা লইয়া দুর্গ কালিয়দ সাহেবকে অর্পণ করেন। উক্ত টাকার মধ্যে ১লক্ষ টাকা সেনাদিগের বাকী বেতন পরিশোধ করিতে ব্যয়িত হয়; বর্‌কৎউল্লা কুড়িহাজার টাকা স্বয়ং গ্রহণ করেন ও অবশিষ্ট টাকা অপর কর্ম্মচারীগণকে বণ্টন করিয়া দেন। এই সময়ে মফ্‌ফজ খাঁ তেনিবল্লী প্রদেশে ছিলেন, মহম্মদ ইসুফ তাহার সহিত সন্ধি করিবার জন্য তথায় গিয়া অকৃতকার্য্য হন। অক্টোবরমাসে ফরাসিদিগের নূতন সেনা আসিলে কাপ্তেন সাহেব মহম্মদ ইসুফকে মথুরা রক্ষার্থ রাখিয়া স্বয়ং সমস্ত গোরাসৈন্য লইয়া ত্রিশিরাপল্লীতে গমন করেন।

১৭৫৮ খৃঃ মে মাসের প্রথমে ফরাসিরা শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করিলে কালিয়দ সাহেব তাহা আপন অধিকারে আনেন। জুন মাসে ফরাসি সেনানায়ক লালি সাহেব সেণ্ট ডেবিদ দুর্গ অধিকার করেন। জুলাই মাসে তঞ্জাবুর লুঠ করিতে আসিলে অকৃত-

কার্য্য হইয়া ফিরিয়া যান। কাপ্তেন স্মিথ তুরৈয়ুর[১] দুর্গ আপন বশে আনেন; তখন মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের আদেশে মহম্মদ ইসুফ মধুরা পরিত্যাগ করিয়া ত্রিশিরাপল্লীতে আসিলে মধুরা প্রদেশে পুনরায় অশান্তি উপস্থিত হয়। এমন কি মধুরায় যে সকল সিপাহী ছিল, তাহারা অতি কষ্টে দুর্গ রক্ষা করিয়া কালযাপন করিয়াছিল; এদিকে হাইদার আলি দিন্দিগুলে আসিয়াছেন সংবাদ পাইয়া মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের আদেশে মহম্মদ ইসুফ পুনরায় মধুরায় প্রত্যাবৃত্ত হয়েন। মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট মহম্মদ ইসুফকে ১৭৯৫ খৃঃ এক বৎসরের জন্য ৫ লক্ষ টাকায় মধুরা ও তেনিবল্লীপ্রদেশ ইজারা দেন। মহম্মদ ইসুফ কল্লানদিগকে দমন করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদের কয়েকটি প্রধানকে বন্দী করিয়া প্রাণদণ্ড করায় অপর সকলে বশ্যতা স্বীকার করে।

১৭৫৯ খৃঃ জুলাই মাসে ফরাসিরা বলিকন্দপুরের তায়গার নামক দুর্গ অধিকার করিয়া অক্টোবর মাসে শ্রীরঙ্গমের মন্দির পুনঃ অধিকার করে। কিন্তু ফরাসি সেনানায়ক বন্দীবাসে (Wandiwash) কুট সাহেব কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে ফরাসিরা শ্রীরঙ্গম পরিত্যাগ করিয়া যায়।

১৭৬০ খৃঃ মে মাসে হাইদারআলি মহিশূরে সর্ব্বেসর্ব্বা হইলে লালি সাহেব তাঁহার সহিত সন্ধি করিয়া জুনমাসে তায়গার দুর্গ তাঁহাকে অর্পণ করেন। তখন দিন্দিগুলস্থ মহিশূর সেনা ত্রিশিরাপল্লীর চারিদিক্ লুঠপাঠ করিতে থাকে; অক্টোবর

(১) Turaiyur.

মাসে তাহারা বত্তিল-গুণ্ডুর দুর্গ অধিকার করিয়া লইলে মহম্মদ ইস্থফ্ তাহা পুনর্ব্বার অধিকার করেন ও স্মিথসাহেব করুর (Korur) নামক দুর্গ হস্তগত করেন।

হাইদার আলি অন্তঃশত্রু দমন করিবার জন্য মহিসুরে গমন করিলে, ১৭৬১ খৃঃ, ১৪ই জানুয়ারিতে লালি সাহেব ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ কুট সাহেবকে পুদিচারি অর্পণ করিয়া শরণাগত হইতে বাধ্য হন। মধুরা ও তেনিবল্লীর পলিগারেরা তৎসংবাদে বশ্যতা স্বীকার করিলে তথায় এক প্রকার শান্তিস্থাপন হয়। মকৃফজ খাঁ তেনিবল্লী ছাড়িয়া ইতিপূর্ব্বে অরুকহুতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। মহম্মদ ইস্থফ ক্রমে সমস্ত পলিগরকে বশে আনিয়া ত্রিবাঙ্কুরের রাজার নিকট হইতেও পেশকাষ আদায় করিয়াছিলেন; শিবগঙ্গে ও রামনাদ দেশ লুঠ করিয়া প্রভূত ধন সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেও কোং বাহাদুরকে আপন দেয় পেশকাষ প্রদান করেন নাই। ১৭৬২খৃঃশেষে তাঁহাকে দমন করিবার জন্য ইংরাজসেনা মধুরা অবরোধ করিলে, সেতুপতি, টণ্ডিমান, শিবগঙ্গের রাজা ও পলিগারেরা তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করিলেও মহম্মদ ইস্থফ একাকী নয় মাস অতি দক্ষতা ও সাহসিকতার সহিত দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু ১৭৬৩মে মাসে ষড়যন্ত্রদ্বারা আপন বিশ্বাসী ভৃত্য কর্ত্তৃক বন্দীকৃত হইয়া শত্রু হস্তে পতিত হইয়া ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণত্যাগ করেন। কথিত আছে, তিনি উক্ত দেশ অতি দক্ষতার সহিত শাসন করিয়াছিলেন। সর্ব্বদাই ন্যায়বিচার করিতেন, অপরাধীকে কখনই মার্জ্জনা করিতেন না। বাক্য দিয়া

কখনই তাহার বিপরীত আচরণ করিতেন না। কৃষি ও শিল্প-জীবির উন্নতির বিষয়ে সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখিতেন, পলিগার-দিগকে শ্রমজীবির উপর অত্যাচার করিতে দিতেন না।

এই সময়ে ফরাসিদিগের সহিত সন্ধি হইলে মহম্মদ আলি কর্ণাটিকের নবাব বলিয়া গণ্য হইলেন। মহম্মদ ইসুফের পর অবিরলখাঁ মধুরা ৬ বৎসর শাসন করিয়াছিলেন, তাঁহার শাসনকালে অথবা তাহার পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তাদিগের সময়ে বিশেষ কিছু ঘটে নাই। তাঁহার শাসন সময় হইতে ইংরাজ কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক মধুরা ও তেনিবল্লী প্রদেশে সমস্ত সেনা পরিচালিত হইতে থাকে।

হাইদার আলি ১৭৬৮খৃঃ স্বয়ং কর্ণাটিক প্রবেশ করিয়া নান-ক্কাল, করূর, ইরোড ও দিন্দিগুল হস্তগত করিয়া ত্রিশিরাপল্লী প্রদেশের ভিতর হইয়া লুঠ করিতে করিতে তঞ্জাবুর আসিয়া তঞ্জাবুররাজের নিকট ৪ লক্ষ টাকা লন। ১৭৬৯ খৃঃ মার্চ্চ মাসে মান্দ্রাজের সন্নিকটে উপস্থিত হইলে, মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট তাহার সহিত সন্ধি করেন।

১৭৮০ খৃঃ হাইদারআলি সন্ধি ভঙ্গ করিয়া ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করেন। পর বৎসর ১৭৮১ খৃঃ স্বয়ং কর্ণাটিকে আসিয়া তঞ্জাবুর, ত্রিশিরাপল্লী ও মধুরার সর্ব্বত্র লুঠপাট করেন, পরেম্বকুমের যুদ্ধের পরাভব ও সমস্ত আবাদী জমী নষ্ট করিয়া জল-প্রণালীর বাঁধ সকল কাটিয়া দেন ও কর্ণেল বেলিকে (Baillie) বন্দী করিয়া মহিসুরে পাঠাইয়া দেন। অতঃপর ত্রিশিরাপল্লীর

দুর্গ অবরোধ করেন। সর আয়ারকুট (Sir Eyre Coote) চিদম্বরের নিকট এক প্রকার পরাজিত হইয়া সসৈন্যে পিছু হটিতে থাকেন সেই সংবাদে তাঁহাকে সম্পূর্ণ পরাজয় করিবার মানসে ত্রিশিরাপল্লী ত্যাগ করিয়া তাহার অনুসরণ করেন। কিন্তু ১ জুলাই তারিখে পোর্ট-নোভোতে, যে যুদ্ধ হয় তাহাতে তিনি পরাজিত হন, ও সার আয়ারকুট সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করেন। ১৭৮২ খৃঃ হাইদার আলি পৃষ্ঠব্রণে মানবলীলা সম্বরণ করিলে, তাঁহার পুত্র টিপু কর্ণাটিক পরিত্যাগ করিয়া মহিসুরে প্রত্যাবৃত্ত হন।

১৭৮৩ খৃঃ কর্ণেল লঙ্গ (Col. Lang) দিন্দিগুল পুনঃ অধিকার করিয়া লন, কিন্তু ১৭৮৪খৃঃ জুলাই মাসে মাঙ্গোলোরে[১] সুলতান টিপুর সহিত সন্ধি হইলে দিন্দিগুল তাঁহাকে অর্পণ করা হয়। ১৭৯০ খৃঃ টিপু সুলতান্ করুরের মধ্য দিয়া আসিয়া ত্রিশিরাপল্লী প্রদেশ লুঠ করেন।

১৭৬৩ খৃঃ মহম্মদআলি কর্ণাটিকের নবাব বলিয়া স্বীকৃত হয়েন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যুদ্ধব্যয় জন্য ইংরাজদিগের নিকট তিনি ঋণী হইয়া পড়েন, তাহা পরিশোধ করিতে অক্ষম হইয়া ১৫,৭৫০৫০৲ টাকা আয়ের কয়েকটি প্রদেশ মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টকে অর্পণ করেন। হাইদার আলির সহিত যুদ্ধে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের অনেক ব্যয় হয়। উহা মহম্মদ আলি দিতে না পারিয়া, ১৭৮১ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত

(১) Mongolore.

সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া কর্ণাটিক প্রদেশের সমস্ত আয়ের এক ষষ্ঠাংশ নিত্য ব্যয়ের জন্য লইয়া ৫ বৎসরের জন্য অবশিষ্ট পেষকাশ মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টকে দিতে স্বীকার করেন। ১৭৯২ খৃঃ টিপুসুলতানের সহিত সন্ধি হইলে, নবাবের সহিত মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টের যে সন্ধি হয় তাহাতে নবাব নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি স্বীকার করেন।

(ক) মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট আপন সেনা দ্বারা কর্ণাটিক দেশ শান্তিরক্ষা করিবেন; নবাব তাহার ব্যয়স্বরূপ বাৎসরিক ৩১,৫০,০০০৲ টাকা দিবেন।

(খ) মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট নবাবের নামে পলিগারদিগের নিকট হইতে পেষকাশ আদায় করিয়া তাঁহার হিসাবে জমা দিবেন, ও বক্রী টাকা পরিশোধের নিমিত্ত কয়েকখানি প্রদেশের কর আদায়ের ভার লইবেন।

১৭৯৫ খৃঃ নবাব মহম্মদ আলির মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র উমদুত-উল্-উমরাহ নবাবের পদে অভিষিক্ত হন। তিনি পূর্ব্ব সন্ধির বাৎসরিক টাকা দিতে সমর্থ হন নাই; অধিকন্তু আপন ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ক্রমশঃ ঋণী হইতে লাগিলেন।

১৭৯৯ খৃঃ টিপুসুলতানের মৃত্যুর পর শ্রীরঙ্গপত্তন অধিকৃত হইলে অন্যান্য কাগজের মধ্যে নবাব মহম্মদআলি ও তাহার পুত্রের স্বাক্ষরিত কয়েকখানি লিপি পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে যথেষ্টরূপে সপ্রমাণিত হয় যে, নবাব ও নবাবপুত্র উভয়েই ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে টিপুসুলতানের সহিত লিপ্ত ছিল। ব্রিটিশ

গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিলেন যে, নবাব ১৭৯২খৃঃ সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন আমরা সন্ধির অবশিষ্ট নিয়মগুলি পালন করিতে বাধ্য নহি। সমস্ত কর্ণাটিকপ্রদেশ টিপুর হস্ত হইতে আমরাই অধিকার করিয়া লইয়াছি; এক্ষণে উহা আপন অধিকারে রাখিয়া নবাবের পরিবারগণের ভরণপোষণার্থে বৃত্তির নিয়ম করিয়া দিব। এই সময়ে নবাব উমদুৎ-উল্-উমরাহ মানবলীলা সম্বরণ করেন, ও তাঁহার পুত্র আলিহোসেন পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবে অসম্মত হইলে, গত নবাবের ভ্রাতুষ্পুত্র আজিম-উল্-দ্দৌলাহ পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবে স্বীকার হইলে তাঁহাকেই নবাব নাম দেওয়া হয়।

১৮০১খৃঃ ৩১ জুলাই তারিখে নূতন নবাব কর্ণাটিকের রাজস্ব ও ফৌজদারী কার্য্য ইংরাজদিগের হস্তে ন্যস্ত করিয়া বৃত্তিভোগী হইয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষরিত করেন। তদবধি আরকটুর নবাববংশীয়েরা বৃত্তিভোগ করিতেছেন।

ত্রিশিরাপল্লীর দুর্গ এখন আর নাই, দুইটি মাত্র দ্বার সাক্ষী-স্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে, রেমপার্ট (Rampart) দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পরিখার খাদ পূর্ণ করিয়া তাহার উপরে নূতন রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে। দুর্গের ভিতর পুরাতন রাজবাটী অদ্যাপি রহিয়াছে, তাহা তহসিলদারের কাছারী, মুন্‌সেফ কাছারী ও লোকেল ফণ্ড, ডিস্‌পেন্‌সরিতে পরিণত হইয়াছে।

ত্রিশিরাপল্লী দুর্গস্থ পর্ব্বত[১] থায়ুমানস্বামী-মলয় নামে অভি-হিত, পর্ব্বতে উঠিবার দক্ষিণদিকে গ্রেনাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত

(১) Rock Fort.

পাকা সোপান আছে, সোপানের উপর চাতালের বামপার্শ্বে মহাদেব থায়ুমান স্বামীর মন্দির; সম্মুখের পর্ব্বত কাটিয়া একটি ঘর প্রস্তুত হইয়াছে। কর্ণাটিক যুদ্ধের সময় উহাতে বারুদ থাকিত। দক্ষিণদিক্ দিয়া পর্ব্বতে উঠিবার পথ, উহা পর্ব্বত কর্ত্তন করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে; পর্ব্বতের শিখরদেশে পিল্লেয়ার নামক বিঘ্নেশ্বরদেবের মন্দির, এই স্থান হইতে চতুর্দ্দিকের দৃশ্য অতি মনোহর; সেই জন্য অনেক লোক বিশুদ্ধ বায়ু সেবনার্থে উপরে উঠেন। বোধ হয় এই মহাদেবের মন্দির খৃঃ একাদশ শতাব্দীর কোন সময় চোলরাজাদিগের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে।

প্রতি বৎসর ভাদ্রমাসে মহাদেবের মহোৎসব উপলক্ষে দেশ বিদেশ হইতে অনেক লোক সমবেত হইয়া থাকে। পূজা পদ্ধতি অন্যান্য মহাদেবের মন্দিরের ন্যায়। কর্ণাটিক যুদ্ধের সময় ইংরাজ কর্ম্মচারীরা (Officers) পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ স্থানে থাকিয়া শত্রুদিগের গতিবিধি পরিদর্শন করিতেন। যাঁহারা ত্রিশিরাপল্লী পরিদর্শন করিতে আইসেন, তাঁহারা পর্ব্বতের শিখরে আরোহণ করিয়া বিশুদ্ধ বায়ুসেবন ও চারিদিকের দৃশ্য দর্শনে পরম আপ্যায়িত হন, তাহার সন্দেহ নাই।

বলা বাহুল্য, আমরাও উক্ত পর্ব্বতে উঠিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলাম।

ত্রিশিরাপল্লী ইংরাজদিগের অধিকৃত হইবার সময় হইতে অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে; চারিদিকে সুপ্রশস্ত রাস্তা ও

রাস্তার পার্শ্বে সারি সারি রোপিত বৃক্ষ হইয়াছে। এইস্থানে জেলার জজ, কালেক্টর, মুন্সেফ, ডাক্তার, পুলিসসুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতি অবস্থিতি করেন। এইটি ইংরাজ সেনানিবাস বলিয়া জলের কল হইবার প্রস্তাব হইতেছে। এই স্থানে সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের প্রধান আফিস রহিয়াছে। ত্রিশিরাপল্লী গরম স্থান হইলেও, ইহার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর।

এথানে এস, পি, জি, হাইস্কুল এবং ওয়েষ্টলিয়েন স্কুল এই দুইটি মাত্র স্কুল আছে। ত্রিশিরাপল্লীতে উচ্চশিক্ষা বিদ্যালয় নাই। পূর্ব্বোক্ত প্রথম বিদ্যালয়টী এফে পর্য্যন্ত এবং অপরটিতে প্রবেশিকা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন হয়।

আমরা প্রথমে কাবেরী নদীতে স্নান করিয়া থায়ুমানস্বামী মলয়ের সর্ব্বোচ্চ স্থানে যাইয়া বিঘ্নেশ্বর দেবের পূজা করণান্তর, দেবীর দর্শন ও অর্চ্চনাদি করিয়া পরিশেষে মহাদেবের দর্শন ও অর্চ্চনাদি সমাপনান্তে পরম পরিতুষ্ট হইলাম, পরে বাসায় আসিয়া আহারান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর শ্রীরঙ্গমের দিকে যাত্রা করিলাম।

শ্রীরঙ্গম্।

১৮৭৯ খৃঃ ৩০।৩১ শে ডিসেম্বরের উৎসব উপলক্ষে আমরা শ্রীরঙ্গস্বামীর দর্শনে যাই; শ্রীরঙ্গম্ কাবেরীনদীর একটি চরদ্বীপ, এই চরের দক্ষিণদিকে যে ধারা তাহা সহ্যাদ্রি নিঃসৃতা কাবেরী এবং উত্তরদিকে যে ধারা প্রবাহিত হইতেছে তাহা কোল্লিড়ন নামে অভিহিত। কিম্বদন্তী আছে যে, কোন সময়ে বহু সংখ্যক লোক উক্ত নদী পার হইতেছিল, অকস্মাৎ বন্যা আসিলে তাহারা ভাসিয়া যাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, সেই কারণে উহা কোল্লিড়ন (অর্থাৎ যে স্থানে লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।) নামে অভিহিত এবং তাহারই অপভ্রংশ কোলরুণ। এই চরদ্বীপ অন্তরঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ।

মহিস্থরের সন্নিকট শ্রীরঙ্গপত্তন নামে কাবেরীর যে চরদ্বীপ আছে, তথায় শেষশায়ী বিগ্রহ আদিরঙ্গ নামে খ্যাত; ইহার বিবরণ শ্রীরঙ্গপত্তনে দেওয়া হইবে।

শ্রীরঙ্গে যাইতে হইলে ত্রিশিরাপল্লীর দুর্গ ষ্টেসনে নামিতে হয়; তথা হইতে পাকা রাস্তা দিয়া ৫ মাইল দূরে মূল মন্দির। নদীর উপর একটি বৃহৎ সেতু আছে।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অন্তর্গত শ্রীরঙ্গমাহাত্ম্যে শ্রীমহেশ্বর নারদ সংবাদে শ্রীরঙ্গধাম আবির্ভাব হইতে চোলমণ্ডলের অন্তর্গত

কাবেরী সৈকতে শ্রীরঙ্গের অধিষ্ঠান বিষয়ক সংক্ষেপ বিবরণ বর্ণিত আছে, পাঠকদিগের অবগতির কারণ তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সৃষ্টির আদিতে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা প্রকৃতির সাহায্যে চতুর্দ্দশ লোক সৃজন করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত ঐশ্বর্য্যের অস্থিরতা আলোচনা করিয়া ক্ষীরোদসাগরে আগমনপূর্ব্বক অদ্ভুতকর্ম্মা বিষ্ণুর পরমতপ অবলম্বন করিয়া মাধবকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। ভগবান্ কূর্ম্মরূপে আবির্ভূত হইয়া উদকস্থিত ব্রহ্মাকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! তোমার তপে তুষ্ট হইয়াছি। ব্রহ্মা অদ্ভুতকর্ম্মা কূর্ম্মরূপী বিষ্ণুকে দেখিয়া পুলকিত অন্তঃকরণে কহিলেন, হে দেব! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আপনার স্বরূপ সত্যরূপ দেখান, আপনার মৎস্য, কূর্ম্ম, বিহঙ্গ, নরাশ্বরূপ দর্শন করিয়াছি, কিন্তু পরমরূপ কখন দর্শন করি নাই। সেই পরম গুহ্য সনাতনরূপ দেখিতে অভিলাষ করি। ভগবান্ কহিলেন, অপ্রাকৃত দিব্য পরম বেদবিদিত রূপ তৎসদৃশ লোক দেখিতে অশক্ত। শত্রুদিগকে সংকল্পমাত্র সংহার করিতে সমর্থ হইলেও ভক্তদিগের উপাসনার সুবিধার জন্য আত্মাকে আত্মার দ্বারা সৃষ্টি করিয়া সর্ব্ব বৈরি সংহার করিয়া থাকি। মদ্‌ভক্তদিগের চিত্তবিনোদনের জন্য চক্ষু, ধ্যান ও সংস্পর্শ দ্বারা মৎস্য কূর্ম্ম বিহঙ্গমদিগের ন্যায় বিবিধ ক্রিয়া করিয়া থাকি অর্থাৎ মৎস্য কূর্ম্ম বিহঙ্গমেরা আপন সন্তানদিগকে যে নিয়মে পোষণ করে, আমিও সেই রূপ ভক্তদিগকে পালন করিয়া থাকি। হে ব্রহ্মন্! এই তোমাকে ব্যক্ত

অবতার রূপ প্রদর্শন করাইলাম। তুমি ভক্তদিগের যোগক্ষম ও সত্য (শ্রেষ্ঠ), পুরুষাকার প্রসিদ্ধ জন্য পুরুষাকৃতিরূপ দর্শন করাইয়াছি। হে পদ্মজ! যদ্যপি আমার পরম গুহ্যরূপ দেখিতে অভিলাষ কর, তবে আমার বীজমন্ত্র জপ করিতে করিতে সংযত হও। "ওঁ নমঃ নারায়ণায়।" ইতি অষ্টাক্ষরী মন্ত্র সংযত চিত্তে জপ করিলে সদ্যই সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। সর্ব্ব বেদমন্ত্রের মধ্যে অষ্টাক্ষরী নারায়ণ মন্ত্র সদৃশ অন্য মন্ত্র কিছুই নাই। এই মন্ত্র সর্ব্ব বিদ্যার সার এবং স্বয়ং প্রকাশিত, তুমি জগতের কারণ ও সৃষ্টি স্থিতি লয়ের হেতু, এই অষ্টাক্ষরী মন্ত্র জপ করিলে মোক্ষ পাইবে। এই মন্ত্র জপ করিলে অনায়াসে উপাস্যত্ব, উপেয়ত্ব, সাধ্যত্ব ও সিদ্ধিত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব এই মন্ত্র আমার প্রিয়তম, মদ্ভক্তেরা এই মূলমন্ত্র জপ করিয়া অতি দুর্লভ মুক্তি পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা অনষ্টক্ষর, অতপস্বী, অব্রতী ও মদ্ভক্তি-বিমুখ আমি তাহাদিগের নিকট অদৃশ্য থাকি।

কূর্ম্মরূপী জনার্দ্দন এইরূপ কহিয়া অন্তর্হিত হইলে, লোক-পিতামহ ব্রহ্মা সহস্র বৎসর অষ্টাক্ষরী মন্ত্র জপ করিলে ক্ষীরোদ সমুদ্রে শ্রীরঙ্গধাম আবির্ভূত হইল। লোকপিতা ব্রহ্মা তেজোময় জগদ্ব্যাপি শ্রীরঙ্গধাম দেখিবামাত্র হৃষ্টচিত্তে সসম্ভ্রমে উঠিয়া ছিন্ন মূল বৃক্ষের ন্যায় পদ হইতে শিরঃ পর্য্যন্ত ভূমিতে পতিত হইয়া চতুর্মুখে নমঃ নমঃ বলিতে বলিতে পুনরায় হেমদণ্ডসদৃশ অবনীতে পতিত হইয়া চতুর্বদনে চতুর্ব্বেদোক্ত স্তব করিতে লাগিলেন। পরে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া শ্রীরঙ্গধাম দেখিতে লাগিলেন,

তৎকালে তাঁহার সর্ব্ব ইন্দ্রিয় শিথিল হইয়াছিল। তখন বিষ্ণু-দাস শ্রেষ্ঠ সুনন্দ দণ্ডপাণি হস্তে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন, হে ধাতঃ! শ্রীরঙ্গ নামে বিষ্ণুর এই আয়তনধাম, আপনার তপস্যার ফল, ইহা ত্রি-অক্ষরী পরম শব্দরূপে ব্যবস্থিত।

ব্রহ্মা তৎশ্রবণে সেই ধামের সন্নিকট আসিয়া তাহাতে সুরাসুর চরাচর বিশ্ব দৃষ্টিগোচর করিলেন। উহার ঊর্দ্ধভাগে স্বর্গ, অধোভাগে মহি, মধ্যে শ্রীভুজগেন্দ্র, দ্বারদেশে জয় বিজয়, পার্শ্বে বিঘ্নপতি এবং শিখরদেশে সর্ব্ব জগৎপ্রসূতি ওঁকাররূপ দর্শন করিলেন। তদনন্তর, বিষ্ণুকে দক্ষিণহস্ত উপধানে, অন্য-হস্ত প্রসারিত, পদ্মযুগ্ম নিকুঞ্চিত, শেষোপরি অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় দেখিলেন। তাঁহার তেজে ব্রহ্মাণ্ড পরিপূরিত ও নিজাঙ্কের দ্বারা বিশ্ব স্থাপিত হইতে দেখিয়া, ব্রহ্মা বেদমন্ত্রসম্বলিত স্তব করিয়া মুকুন্দের মনস্তুষ্টি করিলে ভগবান্ মেঘগম্ভীর স্বরে কহিলেন, তোমার তপস্যায় ও স্তোত্রে পরম তুষ্ট হইয়াছি; পূর্ব্বে তোমার কৃত প্রপঞ্চ সৃষ্টিবৈচিত্র দ্বারা প্রীত হইয়াছিলাম, অতএব তোমার অভিলাষ জ্ঞাত হইয়া এই বিমান ও বিগ্রহে তোমায় দর্শন দিলাম, এখন ইহা পঞ্চকাল পূজা করিলে শত বৎসর পূজার ফল লাভ করিবে। তুমি যথাবিধানে পূজা করিতে থাক। ভগবান্ চতুর্মুখ তাঁহার আদেশে পুলকিত হইয়া বেদ বিহিত বিধানে পঞ্চকাল পূজা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে পরার্দ্ধ কাল গত হইলে অপরার্দ্ধ প্রারম্ভে বরাহ-কল্প উপস্থিত হইল; তৎকল্পে বৈবস্বত মনুর অধিকারে সত্য-

যুগে মনুপুত্র ইক্ষ্বাকু অযোধ্যাপুরীতে রাজত্ব করিতেন। তিনি ভাগবত, পঞ্চকালপরায়ণ, বেদবেদাঙ্গবেত্তা এবং নীতিশাস্ত্র-বিশারদ ছিলেন। আপনার পিতা বৈবস্বতের নিকট ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করিয়া অতি যোদ্ধা হয়েন; পরে বারাণসী বশে আনিয়া স্বরাজ্য ভুক্ত করেন। তথাকার অধিবাসীদিগকে দেব-ব্যাকুষ্ঠিত-আত্মা ও বিষয়াসক্ত চিত্ত দেখিয়া তাহাদিগের উদ্ধারের জন্য আপন গুরু অরুন্ধতিপতি বশিষ্ঠের নিকট নিবেদন করেন যে, আমার পিতা শ্রাদ্ধদেব ও পিতামহ বিবস্বান্ উভয়ে ব্রহ্মবাদী ছিলেন ও সত্যলোকে যাইয়া জনার্দ্দনের আরাধনা করিয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হয়েন। মাদৃশ ব্যক্তি সত্যলোকে যাইতে অশক্ত, তখন আমাদের পুত্র পৌত্র ও অপর সাধারণে কি প্রকারে মুক্তি পাইবে। হে গুরো! কি উপায় অবলম্বন করিলে তাহারা মুক্তি পাইতে পারে, তদ্বিষয়ে যথারীতি উপদেশ প্রদান করুন। আমি তাহা করিতে প্রস্তুত আছি। ব্রহ্মপুত্র তাঁহার প্রশ্নে তুষ্ট হইয়া বলিলেন, হে মানদ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে তদ্বিষয়ে আমি যাহা বলিতেছি তাহা অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। তপস্যা দ্বারা অতিশ্রদ্ধা হইয়া থাকে; পুরাণবেত্তা ঋষিগণ যোগ বলে জ্ঞাত আছেন যে, শ্রীরঙ্গরাজ তোমারই বংশে অবতীর্ণ হইয়া লোকরাবণ রাবণকে সবংশে সংহার করিবেন, পরে মিত্র বিভীষণকে শ্রীরঙ্গবিমান ও বিগ্রহ প্রদান করিলে, তিনি কাবেরীতীর পর্য্যন্ত লইয়া যাইবেন, অতএব আমার আশ্রমে থাকিয়া শ্রীরঙ্গনাথের আরাধনা করিতে থাক। তদনন্তর রাজা

ইক্ষ্বাকু তাঁহার নিকট অষ্টাক্ষরী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া অনন্যমনা উষ্ণবাতাতপ সহিষ্ণু, নির্দ্বন্দ্ব ও নিষ্পরিগ্রহ হইয়া গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নি মধ্যে, শিশিরে জল মধ্যে, হেমন্তে আর্দ্রবস্ত্রে ও বর্ষায় স্থণ্ডিলে থাকিয়া অষ্টাক্ষরী মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার তপোনিষ্ঠায় শতক্রতু ভয় পাইয়া প্রথম তপের বিঘ্ন উৎপাদন করিলে তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া স্বয়ং তপস্যা স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে বজ্র নিক্ষেপ করিলে, বিষ্ণুচক্র আবির্ভূত হইয়া তাহা সংহার করিয়াছিল। তখন বাসব উপায়হীন হইয়া পিতামহের নিকট যাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে পিতামহ ধ্যানে সমস্ত অবগত হইয়া বিমুগ্ধ হইলেন, পরে দেবগণ সহিত শ্রীরঙ্গধামে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কুণ্ঠিতচিত্তে শ্রীপতির সম্মুখে অবস্থিতি করিলে, ভগবান্ বিষ্ণু সমস্ত বিষয় স্মরণ করিয়া সস্মিতবদনে বলিলেন, চতুরানন! তোমার কুণ্ঠিত হইবার আবশ্যক নাই। আমি সুপ্রসিদ্ধ অযোধ্যাপুরীতে অবতীর্ণ হইবার অভিলাষ করিয়াছি, তথায় দশ যুগ থাকিয়া চোলরাজ রক্ষিত কাবেরীতীরে চন্দ্রপুষ্করিণীতটে সপ্তমন্বন্তর শয়ন অবস্থায় থাকিয়া তোমার দিবস ক্ষয় (অর্থাৎ সন্ধ্যাত্র) সময়ে তোমার সকাশে আগমন করিব; অতএব তোমার ত্রিকাল পূজার ব্যাঘাত হইবে না। অতঃপর এই বিমান ও বিগ্রহ মূর্ত্তিতে কাবেরীতীরস্থ চন্দ্রপুষ্করিণীতটে যাতায়াত করিব, তুমিও ত্রিসন্ধ্যা এই বিমান ও বিগ্রহের অর্চ্চনা করিতে পাইবে এবং অপরার্দ্ধ অবসানে মুক্তি পাইবে।

ভগবানের বাক্যে ব্রহ্মা আশ্বস্ত হইয়া হংসোপরি আরোহণ করিয়া যথায় ইক্ষ্বাকু অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ করিতেছিলেন লোক-পিতামহ তথায় উপস্থিত হইয়া প্রণবাকৃতি শ্রীরঙ্গবিমানের সহিত বিগ্রহ প্রদান করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ইক্ষ্বাকু বিমান ও বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া মস্তকোপরি ধারণ করিয়া সরযূ ও তমসার মধ্যে অযোধ্যাপুরীর উত্তর পুরদ্বার হইতে অর্দ্ধক্রোশ দূরে বিমান সহিত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া সুবৃহৎ প্রাকার ও মণ্ডপ দ্বারা সুশোভিত করিলেন। ব্রাহ্মণ, অর্চ্চক, পরিচারক ও বাহক নিযুক্ত করিলেন। বশিষ্ঠ, জাবাল, কাশ্যপ, বামদেব প্রভৃতি ঋষিগণ তথায় অবস্থিতি করিতে থাকিলেন। রাজা বশিষ্ঠের মতে নিত্য নৈমিত্তিক ও অন্যান্য শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম দ্বারা পূজা করাইতে লাগিলেন; অতঃপর শুভ ফাল্গুনমাসে সিতপক্ষে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে পুত্র পৌত্র সহিত শ্রীরঙ্গরাজের প্রথম উৎসব সমাধা করিয়াছিলেন।

তদ্বংশজাত ভূপালগণ যুগ চতুষ্টয়ব্যাপি চারি মহাযুগ শ্রীরঙ্গনাথের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। পঞ্চমহাযুগের ত্রেতাযুগে মহারাজ দশরথ পুত্র প্রাপ্ত্যর্থে অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করিয়া ভারতবর্ষের সমস্ত রাজগণকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে ধর্ম্মবর্ম্মা নামে জনৈক চোলরাজা অযোধ্যায় উপনীত হইয়া ইক্ষ্বাকুরাজের বিমান ও বিগ্রহ অবলোকন করিয়া মনে মনে আলোচনা করিলেন যে, রাজা ইক্ষ্বাকু তপস্যা করিয়া বিমান প্রাপ্ত হইয়াছেন ও তাঁহারই প্রভাবে অযোধ্যায় এত

বিভূতি হইয়াছে। এই যজ্ঞ সমাপনান্তে আমিও মহারাজের অনুজ্ঞা লইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন সময়ে ইক্ষাকু রাজার ন্যায় তপস্যা করিব, যাহাতে শ্রীরঙ্গধাম প্রাপ্ত হইতে পারি। তদনন্তর ধর্ম্মবর্ম্মা যজ্ঞ সমাপনান্তে স্বদেশ গমন করিতে করিতে কাবেরীতীরস্থ চন্দ্রপুষ্করিণীতটে তপস্যা করিতে কৃত-নিশ্চয় হইয়া তপস্বীবেশে তথায় উপনীত হইলে, তত্রস্থ মুনিগণ তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, মহারাজ! আপনার বাঞ্ছিত অসিদ্ধ কিছুই দেখিতেছি না, তবু আপনার এ বেশ ধারণের কারণ কি? তৎশ্রবণে রাজা কহিলেন, পূর্ব্বে ব্রহ্মা ও ইক্ষাকুরাজ লোকের হিতের জন্য শ্রীপতি শ্রীরঙ্গ বিমান প্রাপ্ত্যর্থে তপস্যা করিয়াছিলেন, আমিও আমার প্রজার হিতার্থ এই কাবেরীতীরে বিমান আনয়ন করিবার জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়াছি। এই কথা শুনিয়া মুনিগণ কহিলেন, হে নরপতে! আপনি তপস্যা হইতে বিরত হউন, তপস্বীর বেশ উন্মোচন করিয়া পূর্ব্ব বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। ইহার এক ক্রোশ উত্তরে রাজমার্গ সন্নিকটে তোমাদের প্রাচীন পুরীর ভূমি বিদ্যমান আছে; যাহা পূর্ব্বে মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ চক্ষুদ্বারা ভস্মীভূত করিয়াছিলেন; তাহার উত্তর সত্যসংজ্ঞা নামক স্থানে দাল্‌ভ্য এবং হিরণ্যকেশী মুনির পুণ্য আশ্রম বিদ্যমান আছে, পুলস্ত্য শিষ্য পুণ্যশীল তথায় কোন কারণবশত আইসেন, তাহার উত্তর নীলিবন নামক স্থানে ভগবান্ ভূতভাবন ব্যাঘ্রাসুর বধ করিয়া সকল দেবের সহিত দাল্‌ভ্য আশ্রমে আসিয়াছিলেন। আমরা

সকলে দাল্‌ভ্যমুনির সহিত মিলিত হইয়া বৈষ্ণবীসূক্ত দ্বারা সেই দেবদেবের অর্চনা করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলাম। হে ভগবন্! আমাদের অর্চনার সুবিধার জন্য আপনি নিত্য এইখানে বাস করুন। এইরূপে মুনিগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন। হে মুনিসত্তমগণ! তোমাদিগের তপে ও অর্চনায় প্রীত হইয়াছি। তোমাদিগের হিত কামনার জন্য কাবেরীতীরস্থ চন্দ্রপুষ্করিণীতটে অচিরে আগমন করিব। আমি রামরূপে রাঘববংশে অবতীর্ণ হইয়া দুর্বৃত্ত রাবণকে সংহার করিয়া মিত্রবর বিভীষণের বিমানে এই স্থানে আসিব, তখন কাবেরী সৈকতে অনন্তপীঠে চন্দ্রপুষ্করিণীতটে শ্রীরঙ্গধাম দর্শন পাইবে। ভগবান্ এইরূপ কহিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করেন। আমরা সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত ভগবানের অনুসরণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হই। ভগবান্ অংশুমালী আমাদের সম্বোধন করিয়া কহিলেন যে, পূর্ব্বে আমি শ্রীরঙ্গশায়ীর আরাধনা করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলাম যে আমার বংশের পুত্র পৌত্রদিগের নিকট পূজা গ্রহণ করেন। তখন দেবদেব প্রসন্ন হইয়া কহিলেন যে অযোধ্যাপুরীতে তোমার বংশে পূজিত হইয়া অন্য ভক্ত কর্ত্তৃক কাবেরীতীরে অর্চ্চিত হইব। পাপ কলিযুগে অনন্যগতি জীবের সুলভ ও নাস্তিক ব্রতীদিগের দুর্লভ হইব। তদনন্তর আদিত্য প্রমুখাৎ উক্ত ইতিহাস শ্রবণে প্রীতিলাভ করিয়া তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হই ও তদবধি এই পুণ্যতীর্থে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় বাস করিতেছি। হে ধর্ম্মবর্ম্ম! আপনিও স্বপুরীতে গমন

করিয়া ধর্ম্মানুসারে রাজ্যপালন করিতে থাকুন; অচিরে ভগবান্ হরি দাশরথি রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া রাবণকে হনন করিলে আমরা নির্ভয় হইব। ধর্ম্মপ্রবর বিভীষণ শ্রীরঙ্গবিমান আদায় করিয়া এইস্থানে আসিলে আমরা আপনার নিকট তৎসন্দেশ পাঠাইব। মুনিগণ রাজাকে এই প্রকার কহিলে তিনি কাবেরীর দক্ষিণতীরে নিচুড়া নামক পুরীতে গমন করিলেন ও ভগবানের উদ্দেশে নিত্যপূজা করিতে থাকিলেন।

সময়ে ভগবান্ হরি রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া রাবণকে নিধন করিলেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করিয়া ভারতখণ্ডের সমস্ত রাজাদিগকে আমন্ত্রণ করিলেন; সেই যজ্ঞে ধর্ম্মবর্ম্মা ও বিভীষণ উভয়েই উপস্থিত ছিলেন ও উভয়েই পূজা করিয়া ভগবানকে সন্তোষ করিয়াছিলেন। যজ্ঞ সমাপনান্তে ভক্তবৎসল অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম মীনমাসে বসন্তঋতুতে প্রাজাপত্য নক্ষত্রে ভদ্রা করণে মন্দবাসরে ঊষাকালে শুভলগ্নে মিত্রপ্রবর রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণকে ইক্ষ্বাকুবংশ কুলধন আত্মার অধিক সবীজ সপরিচ্ছদ শ্রীমৎ রঙ্গধাম প্রদান করিয়াছিলেন। বিভীষণ মহাত্মা রামকে নমস্কার করিয়া তদ্ধাম শিরোপরি করিয়া রাক্ষস দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া প্রীতমনে লঙ্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন; পথিমধ্যে আসিতে আসিতে সূর্য্য ক্রমে নভোমধ্যভাগে আসিলে অনন্তপীঠে চন্দ্রপুষ্করিণীতটে বিশ্রাম করণার্থ তথায় শ্রীরঙ্গবিমান স্থাপন করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মবর্ম্মা ব্রাহ্মণ সহ আসিয়া রাক্ষসেন্দ্রের সৎকার করিলেন। রঙ্গনাথ দেবও বিপ্র ভূপাল ও

রাক্ষস কর্ত্তৃক পূজিত হইলেন। ফাল্গুনমাসে সিতপক্ষে রোহিণী নক্ষত্রে গুরুযুক্ত কর্কটলগ্নে ব্রাহ্মণ ও আপামর সাধারণের মঙ্গল বিধানের জন্য চোলবংশোদ্ভব ধর্ম্মবর্ম্মা কর্ত্তৃক সহ্যপর্ব্বতোদ্ভবা কাবেরী-সৈকতে শ্রীরঙ্গ সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

অনন্তর বিভীষণ চন্দ্রপুষ্করিণীর সলিলে স্নান করিয়া দেবের তর্পণ করিলেন। কাবেরীর জল আনয়ন করিয়া পদ্ম, তুলসী, পুন্নাগ প্রভৃতি পুষ্প আহরণ করিয়া যথাশাস্ত্র অর্চ্চনা করিলেন; সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বেদবিহিত স্তোত্র দ্বারা দেবের স্তব করিলেন। পূজান্তে ধর্ম্মবর্ম্মা কৃতাঞ্জলিপুটে বিভীষণকে কহিলেন, হে রাক্ষসরাজ! আপনি আরও কিছু দিন এইস্থানে অবস্থান করুন। তৎশ্রবণে বিভীষণ কহিলেন, ইক্ষ্বাকুরাজা পর তিথিতে প্রথম উৎসব করিয়াছিলেন, আমি লঙ্কায় শীঘ্র যাইয়া সেই তিথিতে উৎসব সম্পন্ন করিব। তৎশ্রবণে রাজা কহিলেন, হে রাক্ষসেন্দ্র! সেই উৎসব এই কাবেরীতীরেই সম্পন্ন করুন। বিভীষণ তাহাতে সম্মত হইলে চন্দ্রপুষ্করিণীতীরে পুন্নাগবৃক্ষ-শোভিত মণ্ডপে চোলশৃঙ্গে দৈবত উৎসব আরম্ভ করিলেন; নবম দিবস উৎসবের শেষ দিবসে রাকাতিথিতে বৈষ্ণবপ্রবর বিমৎসর চোলরাজা অবভৃথ-স্নান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে খাদ্য, বসন এবং দক্ষিণাদানে সন্তোষ করিলেন।

পূরা অর্দ্ধমাস ধর্ম্মবর্ম্মা কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া রাক্ষস নাথ মিত্রোদয়ের পূর্ব্বে লঙ্কাভিমুখে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইয়া, ধর্ম্মবর্ম্মা ব্রাহ্মণ ও ঋষিদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া অতি কাতরস্বরে

কহিলেন যে, যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াও শ্রীরঙ্গধাম উঠাইতে অশক্ত হইতেছি, তাহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। অনন্তর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়াও উঠাইতে অশক্ত হইয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে দুঃখিত হইয়া বসিলেন। তখন বিভীষণ অশ্রুপূর্ণ নয়নে শ্রীরঙ্গনাথের পদমূলে পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু বলিলেন, বৎস বিভীষণ! উঠ উঠ, দেখ এই দেশ অতি মনোহর, বিশেষ সহ্যকন্যা সহিতা এই চন্দ্রপুষ্করিণী পাপনাশিনী, চোলরাজা ধর্ম্মবর্ম্মা আমার প্রতি ভক্তিমান্ এবং এই সকল মুনিগণ এইস্থানে বাস করিতেছেন; আপাততঃ এই স্থানে অধিষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, অতএব তুমি লঙ্কায় গমন কর। হে রাক্ষসরাজ! এ সম্বন্ধে একটি পুরাবৃত্ত বলিতেছি শ্রবণ কর; বিন্ধ্যপাদ হইতে মহানদী সকল উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা অবশ্যই জ্ঞাত আছে। পুরাকালে কোন এক দিন বিশ্বাবসু নামে জনৈক গন্ধর্ব্ব তথায় উপস্থিত হইয়া অগ্রে গঙ্গাকে প্রণাম করিলে, কাবেরীদেবী তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া পরস্পরের প্রাধান্য লইয়া কলহ করিতে থাকিলেন; তদনন্তর কমলযোনির সন্নিকট যাইয়া কলহের বিষয় তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলে ব্রহ্মা কহিলেন, গঙ্গাদেবীর প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে। সহ্যকন্যা তাঁহার বাক্য শুনিয়া দুঃখিতা হইয়া অনেক বৎসর পর্য্যন্ত তপস্যা করিয়া চতুরাননকে প্রসন্ন করিলে, হংসবাহন কহিলেন, হে সহ্যকন্যা! তোমাকে গঙ্গার সাম্য প্রদান করিলাম, কিন্তু আধিক্য দিতে সমর্থ নহি। সহ্যকন্যা তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া সারক্ষেত্রে

আমার প্রতিমা স্থাপন করিয়া অনেক বৎসর পর্য্যন্ত আরাধনা করিলে আমি প্রত্যক্ষ হইয়া অস্ত বর দিতেছিলাম কিন্তু সরিদ্বরা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া আমার স্তুতি করত কহিল যে, দেব! গঙ্গা বিষ্ণুপদোদ্ভবা বলিয়া আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গর্ব্ব করিলে আমি পদ্মযোনির আরাধনা করিয়া সাম্য প্রাপ্ত হইয়াছি আধিক্য পাই নাই। হে কমললোচন! সেই কারণে আপনার আরাধনা করিতেছি। আমি তখন বাধ্য হইয়া তাঁহাকে বলিলাম যে, গঙ্গা আমার পদোদ্ভবা বলিয়া শ্রেষ্ঠ, তাহাতে সন্দেহ কি? তথাচ উভয় কাবেরীর মধ্যে আমার জগৎপূজ্য শ্রীরঙ্গধাম আসিলে, আমি তথায় নিত্য অবস্থান করিব; তখন হইতে আমার নিত্য যোগহেতু তুমি গঙ্গা অপেক্ষা আধিক্য লাভ করিবে। হে রাক্ষসেন্দ্র! আমি এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম; আমি তোমার অভিমুখে শয়ন করিব, তুমি লঙ্কায় যাইয়া শ্রীরামপ্রদত্ত রাজ্য নিষ্কণ্টকে ভোগ কর, চরমে তোমার সদ্গতি হইবে।

বিভীষণ রঙ্গনাথ কর্তৃক লঙ্কা গমন করিতে আদিষ্ট হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, আপনি যেখানে থাকিবেন আমিও সেইখানে থাকিব, আপনাকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে সমর্থ নহি।

ভগবান্ কহিলেন, ভারতখণ্ড কর্ম্মভূমি, মনুষ্যের হিতাহিতের জন্য তথায় স্বরূপে আবির্ভূত হইয়াছি। হে রাক্ষসেন্দ্র! মনুষ্য ও রাক্ষস একত্রে বাস করিতে অক্ষম; শ্রীরাম তোমার

লঙ্কা ও ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছেন, তুমি তথায় যাইয়া তাহা ভোগ কর। কল্পের অবসানে আমার সহিত ব্রহ্মলোকে আসিয়া কল্প প্রারম্ভে লঙ্কায় প্রত্যাবৃত্ত হইবে। এইরূপ প্রতি কল্পাবসানে ব্রহ্মলোকে আসিয়া কল্প প্রারম্ভে লঙ্কায় প্রত্যাগমন করিয়া রাজ্যভোগ করিবে। তদনন্তর দ্বিপরার্দ্ধ অবসানে আমার সহিত প্রলয়বর্জ্জিত স্বর্গলোকে আগমন করিবে।

বিভীষণ বলিলেন, ভগবান্ রাম আয়ু, আরোগ্য ও ঐশ্বর্য্য প্রদান করিলে আমি মুক্তি প্রার্থনা করিয়াছিলাম, অতএব ভক্তবৎসল আমাকে এই শ্রীরঙ্গধাম প্রদান করেন। ইহ সংসার হইতে কি প্রকারে মুক্তি প্রাপ্ত হইব, তদ্বিষয়ে আমাকে উপদেশ প্রদান করুন।

ভগবান্ কহিলেন, হে রাক্ষসরাজ! ঋষি, মুমুক্ষু ব্যক্তি, ভোগার্থী সুরাসুর সকলেই আমার আজ্ঞা পালন ও যজ্ঞ, তপ, দান ও শুভকার্য্য দ্বারা আমার প্রীতিকর কার্য্য করিতে থাকে। হে রাক্ষসেশ্বর! তুমি আমার আজ্ঞা পালন কর, মদ্দত্ত রাজ্য ধর্ম্মানুসারে পালন কর; তুমি বা তোমার আত্মীয় স্বজন কখন যেন এ দেশে না আইসে; আমাকে সর্ব্বদা স্মরণ করিলে আমিও তোমাকে স্মরণ করিব। অপবর্গের উপায় রহস্য আমার নিকট শ্রবণ কর। সর্ব্ব কর্ম্ম ও কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া আমাকে স্মরণ করিলে বিমুক্ত হইবে।

শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া লঙ্কানাথ দেবকে প্রণাম করিয়া স্বপুরী গমন করিলেন; বিভীষণ প্রস্থান করিলে,

ধর্ম্মবর্ম্মা দ্বিজ সহ যথাকর্ত্তব্য রঙ্গনাথের পূজার সম্যক্ বিধান করিলেন। সেই সময় হইতে রঙ্গক্ষেত্র কাবেরী সৈকত ভূমিতে কল্পান্ত স্থায়ী হইয়াছে।

শ্রীরঙ্গ তীর্থের মাহাত্ম্য।

শ্রীরঙ্গ বিমানের চারিদিক্ দুই যোজন বিস্তার শ্রীরঙ্গক্ষেত্র। তন্মধ্যে বাস করিলে পাপ স্পর্শ করে না। শ্রীরঙ্গ উদ্দেশে যাত্রা ও শ্রীরঙ্গ দর্শন করিলে মানবগণ সংসার যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। তবে তথাকার নিত্যবাসীদিগের কথা আর কি বলিব।

পাপনাশিনী চন্দ্রপুষ্করিণীতে স্নান করিলে সকল অরিষ্ট বিনষ্ট হয়। বিধু (চন্দ্র) পুরাকালে কাশ্যপশাপে নিস্তেজ হইয়া শাপ হইতে বিমুক্ত হইবার উদ্দেশে তথায় আগমন করিয়া বিষ্ণুর সেবা করিয়াছিলেন। এই ক্ষেত্রে সুজাত সুগন্ধ পুন্নাগ বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। পুরাকালে চন্দ্রমাকর্ত্তৃক তাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়া বৰ্দ্ধিত হইতেছে। সেই পুন্নাগ বৃক্ষ দর্শন করিলে পাপ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়। হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলে শ্রীবান্ হওয়া যায়। জ্ঞানহীন ব্যক্তি সেই বৃক্ষ আলিঙ্গন করিলে জ্ঞানী হন। তাহার ছায়ায় দান, জপ, হোম, অর্চ্চনা এবং পিতৃপুরুষদিগের পিণ্ডদান করিলে মহৎ অক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। তথায় মহাতেজা পারাশর্য্য অবস্থিতি করেন। বিষ্ণুপার্ষদ পুষ্করাক্ষ, কমল ও কাল এই তীর্থের সর্ব্বদা রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। তথাকার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বাসুদেব নামে অভিহিত। তথায় গমনানন্তর গণনাথকে নমস্কার করিয়া আচমনপূর্ব্বক বাসুদেবের উদ্দেশে

কহিবে, হে অশেষ জগদাধার শঙ্খচক্র গদাধর দেবদেব! আপনার তীর্থ সেবন করিতে অনুজ্ঞা দিন। এইরূপ মূলমন্ত্র উচ্চারণ অথবা পুরুষ সূক্ত পাঠ করিয়া স্নান করণানন্তর বাসুদেবের নামে সন্তর্পণ করিবে। তথায় চন্দ্রমা ঋষি ও গণনাথদেবকে উদ্দেশ করিয়া স্নান করিলে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইবে। তথায় তিল দান প্রশস্ত, অধিকন্তু স্বর্ণ দান করিলে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইবে সন্দহ নাই।

উক্ত তীর্থের সম্মুখে বিল্বতীর্থ নামে অপর তীর্থ আছে, বৈরোচনি নিজকৃত অপরাধ শান্তির জন্য তপস্যাকালে তথায় বিল্ববৃক্ষ স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই বিল্ববৃক্ষ দর্শন করিলে শ্রী (সম্পদ) প্রাপ্ত হওয়া যায়। তথায় ভার্গব ঋষি তপস্যা করিয়া দেবতা চক্ররীট হইয়াছিলেন।

তদনন্তর শ্রীনিবাস তীর্থে আগমন করিবে। কুমুদ ও গণনাথ সেই তীর্থের রক্ষক। তথাকার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শ্রীনিবাস নামে অভিহিত। তথায় রজতবিশেষ ও হিরণ্য দান করিলে কেশব দাতার অপরাধ উপেক্ষা করেন।

উক্ত শ্রীনিবাসতীর্থের আগ্নেয়দেশে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জম্বুক বৃক্ষ বিদ্যমান আছে। পূর্ব্বে নীলকণ্ঠ পরমেষ্ঠী কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া অসৎ শাস্ত্র (বৌদ্ধশাস্ত্র) প্রণয়ন করিয়া মনুষ্য সমাজে প্রচার করেন। তৎকৃত পাপক্ষয়ের জন্য পরমেশ্বর এই জম্বুক বৃক্ষের সন্নিকট তপস্যা করিয়াছিলেন। তথায় অহির্বুধ্ন ঋষি, মহেশ্বর দেবতা ও সনন্দ গণনাথ রক্ষক। অচ্যুতের সন্তোষের জন্য ধান্য

প্রদান প্রশস্ত; যেহেতু ভক্তিসহকারে ধান্য প্রদান করিলে হরি দাতার অখিল অপরাধ সহ্য করেন। তথায় স্নান দান করিলে অন্নদোষ অপনোদন হয়।

উক্ত জম্বুক বৃক্ষের দক্ষিণ দিকে অশ্বত্থ বৃক্ষ বর্ত্তমান আছে, শতক্রতু অহল্যাতে গমন করিয়া তৎপাপ বিমোচনের জন্য তথায় তপস্যা করিয়াছিলেন। তথাকার ঋষি গৌতম ও দেবতা বলসূদন-অনন্ত-বাসুদেব নামে অভিহিত। নন্দ ও গণনাথ তৎতীর্থের রক্ষক; ভগবানের সন্তোষের জন্য এই তীর্থে কন্যা দান প্রশস্ত। তথায় স্নান করিলে অগম্যাগমন পাপ হইতে মুক্ত হইবে।

উক্ত তীর্থের দক্ষিণ দিকে পলাশ বৃক্ষ বিদ্যমান আছে, চন্দ্রশেখরসুত গুহ তপস্যা করিয়া শক্তিলাভ করিয়াছিলেন। গোবিন্দের সন্তোষের জন্য তথায় গোদান প্রশস্ত।

উহার প্রতীচা (পশ্চিম) দিকে পুন্নাগ বৃক্ষ বিদ্যমান আছে, হুতাশন ষট্‌কৃত্তিকা গমনানন্তর তদ্দোষশান্তির জন্য তথায় পরম দুশ্চর তপস্যা করিয়াছিলেন। তথায় মরীচি ঋষি, হব্য-বাহন দেবতা এবং সুভদ্রা রক্ষক। শ্রীপতির প্রীতির জন্য ঘৃত দান প্রশস্ত, তথায় স্নান করিলে পরদার গমন হইতে মুক্ত হইবে।

উক্ত তীর্থের উত্তর দিকে বকুল বৃক্ষ বিদ্যমান আছে। দেব-পুরোহিত বৃহস্পতি তথাকার ঋষি এবং দেবরাজ সহস্রাক্ষ দেবতা। বিষ্ণু তথায় মাধব নামে অভিহিত হইতেছেন। গণা-

ধিপ চণ্ডা ও কোপ সেই তীর্থের রক্ষক। তথায় বিষ্ণুর প্রীতির জন্য বস্ত্রদান প্রশস্ত, অধিকন্তু জল দান করিলে আয়ুর্বৃদ্ধি হয়। তথায় স্নান করিলে গো-বধ ও স্ত্রী-বধ পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

উহার উত্তর দিকে কদম্ব বৃক্ষ বিদ্যমান আছে। তথায় জনক ঋষি যাগ করিয়াছিলেন, সেই হেতু তিনি তথাকার ঋষি। পদ্মযোনি দেবতা, গরুড় ও মান রক্ষক, তথায় পিষ্টক ও অন্ন প্রদান করিলে আরোগ্য (স্বাস্থ্য) বৃদ্ধি হয়, তথায় স্নান করিলে প্রতিগ্রহকৃত পাপ শুদ্ধ হয়।

উক্ত তীর্থের উত্তর দিকে আম্রবৃক্ষ বিদ্যমান আছে। তথাকার ঋষি বশিষ্ঠ, দেবতা দিবাকর, বিষ্ণুর নাম হৃষীকেশ। মহাতেজা বিশ্বক্সেন তথাকার রক্ষক। সাম্রাজ্য বৃদ্ধির জন্য তথায় ভূমিদান প্রশস্ত। তথায় স্নান করিলে মাতৃপিতৃকৃত পাপ শুদ্ধ হয়।

সর্ব্ব তীর্থের ঋষি, দেবতা, বিষ্ণু, গণাধিপ, ব্রহ্মা, সূর্য্য, ইক্ষ্বাকু, রাঘব ও বিভীষণের উদকাঞ্জলি দ্বারা তর্পণ করিবে। হরির নামে, হরির প্রীতি ও হরির আশীষের জন্য সর্ব্বত্রই হোম, জপ, অর্চ্চন, দান, ব্রাহ্মণ-তর্পণ (ভোজন) সম্পাদন করিবে।

সর্ব্বত্র কাবেরী স্নান, বিশেষ শ্রীরঙ্গে স্নানকালে সামশাখোক্ত মন্ত্র জপ করিবে। কাবেরীর অমৃত বারিতে স্নান বা তাহা পান করিলে মানবগণ শারীরিক, মানসিক, বাচিক ও তীব্র দুষ্কৃত হইতে মুক্ত হইয়া সদ্য পবিত্রতা লাভ করিয়া থাকে।

অষ্ট বৃক্ষ শোভিত অষ্ট তীর্থে গমন করিয়া বিষ্ণু কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত শুভ চন্দ্রপুষ্করিণী দর্শন ও তাঁহার জলস্পর্শ, স্নান, পান, আচমনাদি করণানন্তর তদ্বিষয়ক কথা কহিলে বা শ্রবণ করিলে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। অন্যত্র যে কোন জলাশয়ে গমনানন্তর 'চন্দ্রপুষ্করিণী' ইহা কহিয়া স্নান করিলে চন্দ্রপুষ্করিণীতে স্নানের ফলাংশ পাওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত নয় তীর্থ এক দিবসে প্রদক্ষিণ ও স্নান করিয়া রঙ্গেশকে প্রণাম করিলে দশ পুরুষ মুক্ত হইবে। একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে নয় তীর্থে স্নান করণান্তর রঙ্গেশকে দর্শন করিলে পূর্ব্বাপর একবিংশতি বংশ মুক্ত হয়। এই নয় তীর্থে পিতৃ উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলে গয়াশ্রাদ্ধের ফললাভ হয়। ইতি পৌরাণিক বিবরণ।

কৃত্যযম নামে কোন দস্যু বনমধ্যে থাকিয়া রামেশ্বরের যাত্রীদিগের ধনসম্পত্তি লুঠ করিত। শ্রীরঙ্গনাথের প্রসাদে দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া বিষ্ণুপরায়ণ হইয়া তিরুমঙ্গয় আল্বার নামে প্রসিদ্ধ হয়েন, তৎকালে শ্রীরঙ্গ সন্নিকটে বৌদ্ধদিগের প্রসিদ্ধ মঠ ছিল। তিনি তাঁহার শিষ্যের সাহায্যে সেই মঠ অধিকার করিয়া প্রভূত রত্ন প্রাপ্ত হন ও রত্নের দ্বারা শ্রীরঙ্গদেবের সেবাদির অনেক উন্নতি করেন। ইনি শ্রীরামানুজাচার্য্যের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন।

পৌরাণিক বিবরণের পর পূর্ব্বোক্ত কিংবদন্তী তিরুমঙ্গয় আল্বারের পর হইতে ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া সুকঠিন; তবে এই মাত্র বলিতে পারা যায়, দশম শতাব্দীতে শ্রীরঙ্গ দক্ষিণদেশে সংস্কৃত চর্চ্চার কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। এইস্থানে রামানুজা-

চার্য্যের গুরুর গুরু যমুনাচার্য্য বাস করিতেন, তিনি ৪০১৭ কলি গতাব্দে অবতীর্ণ হন; তাঁহার শিষ্য মহাপূর্ণ আচার্য্য, তিনি ৪০৩৮ কলি-গতাব্দে আবির্ভূত হন; তাঁহার নিকট রামানুজাচার্য্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি (রামানুজাচার্য্য) ৪২৩৮ কলি-গতাব্দে ১২০ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় শ্রীরঙ্গে মোক্ষপ্রাপ্ত হয়েন। তিনি শ্রীরঙ্গে বিশিষ্টাদ্বৈতমত প্রচার করিয়াছিলেন।

ত্রিশিরাপল্লীর বিবরণে দেখাইয়াছি, বিশ্বনাথ নায়কন ও তিরুমল নায়কন শ্রীরঙ্গনাথ স্বামীর মন্দির বহিঃপ্রাকার ও গোপুর নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

শ্রীরঙ্গনাথ স্বামীর মন্দিরে সাতটি প্রাকার আছে। মূল মন্দির অতি সামান্য; মন্দিরের পার্শ্বে যে প্রাকার আছে তাহা দীর্ঘে ২৪০ ফুট ও প্রস্থে ১৮৬। দ্বিতীয় প্রাকার দীর্ঘে ৪২৬ ও প্রস্থে ২৯৫ ফুট। তৃতীয় প্রাকার দীর্ঘে ৭৬৭ ফুট ও প্রস্থে ৫০৩ ফুট। এই তিনটি প্রথম প্রাকারের মধ্যে ম্লেচ্ছ ও অহিন্দুদিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না।

চতুর্থ প্রাকার দীর্ঘে ১২৩৫ ফুট ও প্রস্থে ৮৪৯ ফুট; ইহাতে তিনটি গোপুর আছে, পূর্ব্বদিকের দ্বারে যে গোপুর আছে তাহার গঠনপ্রণালী অতি পরিপাটি; এই গোপুর ১৪৬॥ ফুট উচ্চ। উক্ত চতুর্থ প্রাকারের ভিতর শতস্তম্ভ মণ্ডপ আছে, মাঘমাসে বৈকুণ্ঠ একাদশী উপলক্ষে শ্রীরঙ্গনাথের উৎসবকালীন একাদশী দিবসে রঙ্গনাথ স্বামীর ভোগমূর্ত্তি এই মণ্ডপে আনীত

হইয়া থাকে। পূর্ব্বদিকের ফটক্ দিয়া প্রবেশ করিলে সহস্র স্তম্ভের নিকট আসা যায়; এখানকার কয়েকটি স্তম্ভে উত্তম উত্তম শিল্পকার্য্য খোদিত হইয়াছে। এখানে অনেকটা পতিত জমী আছে, উৎসব উপলক্ষে ঐ পতিত জমীর উপর তিনহাজার টাকা খরচ করিয়া পাণ্ডাল (আটচালা) প্রস্তুত করা হয়; এই প্রাকারের বহির্দ্দেশে এক রাস্তা আছে, উক্ত রাস্তার দুই পার্শ্বে ব্রাহ্মণদিগের বাস এবং কয়েকখানি মুদিখানার দোকান আছে।

পঞ্চম প্রাকার দীর্ঘে ১৬৫৩ ফুট, প্রস্থে ১২৭০ ফুট; ইহার চারি পার্শ্বে রাস্তা, রাস্তার ধারে ২১১ ঘর ব্রাহ্মণদিগের বাস ও কয়েকখানি দোকান আছে।

ষষ্ঠ প্রাকার দীর্ঘে ২১০৮ ফুট ও প্রস্থে ১৮৬৬ ফুট। ইহার চারিধারে প্রশস্ত রাস্তা আছে, রাস্তার ধারে ৭১৬ ঘর গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ও ৮০ ঘর ব্যবসায়ী গৃহস্থ লোকের বাস।

সপ্তম প্রাকার দীর্ঘে ৩০৭২ ফুট ও প্রস্থে ২৫১১ ফুট এবং উচ্চে ৪০ ফুট। এখানে ১০১২ ঘর অপরাপর গৃহস্থ লোকের বাস। ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম প্রাকারের চতুঃপার্শ্বে চারি দ্বারের উপর সর্ব্ব সমেত ১৫টি গোপুর আছে।

সপ্তম প্রাকারে যে কয়েকটি গোপুর আছে তাহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে। উত্তর দ্বারের গোপুরের দরজা ত্রিশিরাপল্লীর দিকে, তাহা দীর্ঘে এবং প্রস্থে ২১ ফুট ৬ ইঞ্চি ও উচ্চ ৪০ ফুট। এই দরজার ছাদ ঢাকিবার কারণ যে ১৬খানি শ্লেবপাথর আছে তাহার মধ্যে সর্ব্ব বৃহৎটি ৩৩ ফুট লম্বা প্রস্থে ৫ ফুট এবং ৭ ইঞ্চি

গভীর। সর্ব্ব ছোটখানি দীর্ঘে ৩১ ফুট, প্রস্থে ৫ ফুট, গভীরতা ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি।" এই বৃহৎ ভারী পাথর উপরে উঠাইবার জন্য যে ঢালু রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই।

শ্রীরঙ্গের কোন পাহাড় নাই, অবশ্য "ইহা কাবেরী ও কোলরুণনদীর পর পার হইতে আনা হইয়াছে। এমন বৃহৎ গ্রেনাইট প্রস্তর খনি হইতে কি প্রকারে নদীর পর পারে আনা হইয়াছিল তাহা ভাবিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়।

তঞ্জাবুর ও ত্রিশিরাপল্লীর বিবরণে দেখিয়াছি যে কর্ণাটিক যুদ্ধের সময় চাঁদসাহেব ও তাঁহার পক্ষের ফরাসীর সৈন্যগণ এই মন্দিরে সৈন্যনিবাস ও ছাউনি করিয়াছিল।

আমরা সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে শ্রীরঙ্গে আসিয়া ব্রাহ্মণপল্লী, দোকান, প্রাকার ও গোপুরাদি দর্শন করিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে আসিয়া বিষ্ণু, সন্ধ্যা-আরতি দর্শন, পূজা ও অর্চ্চনাদি করিয়া উৎসব দর্শন অভিলাষে অপেক্ষা করিয়াছিলাম। উৎসব উপলক্ষে বহুলোকের সমাগম ও জনতা হইয়াছিল, তবে কয়েকটি বন্ধুর সাহায্যে উৎসব দর্শনে সমর্থ হইয়াছিলাম। পর দিবস প্রাতে উৎসব দেখিতে পুনরায় মন্দিরে আসি, জনতা অধিক হওয়ায় মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া সময় প্রতীক্ষা করায় তালুক, তহশীলদার ও মন্দির রক্ষাকর্ত্তার সাহায্যে মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিয়া রঙ্গেশ স্বামীর দর্শন ও পূজাদি করিয়া তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হই। এই উৎসব প্রতি বৎসর তুলামাসে ২০ দিন পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, বৈকুণ্ঠ একাদশীতে শেষ হইলে সকলে

চন্দ্রপুষ্করিণী তীর্থে অবভৃথ স্নান করিয়া জন্মসার্থক মনে করিয়া থাকেন।

সর্ব্বত্র বিষ্ণুমন্দিরে দ্বাদশ সিদ্ধপুরুষ বা ভক্তের মূর্ত্তির নিত্যপূজা হইয়া থাকে; তাঁহাদিগের সঙ্ক্ষেপ বিবরণ না দিলে বিষ্ণুমন্দিরের বিবরণ সম্পূর্ণ হইবে না, অতএব তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

দ্রাবিড় নাম	সংস্কৃত নাম	তেলুগু
১। পোয়ী-আল্বার্	কাসরযোগী	মরোমণিগুলু
২। পুড়কী-আল্বার্	ভূতম্হয়ঃ	
৩। পেয়-আল্বার্	মহাদাহ্বয়ঃ	
৪। তিরুমড়িসি-আল্বার্		
৫। কুলশেখর-আল্বার্		
৬। পেরিয়-আল্বার্	শ্রীবিষ্ণুচিত্তুলু	ভট্টনাথুলু
৭। আণ্ডাল্বা-আল্বার্	শ্রীগোধা	
৮। তোণ্ডরডিপ্পড়ী-আল্বার্	ভক্তাংঘ্রীরেন্নুঃ	বিপ্রনারায়ণ
৯। তিরুপ্পন্ন-আল্বার্	যোগীবহঃ	মুনিবহঃ
১০। নাম-আল্বার্	(ক) পরান্কুশঃ। (খ) শতকোপঃ (গ) কুরুবেশঃ	
১১। তিরমঙ্গেয় আল্বার্	(ক) পরকালঃ (খ) কবিষম্ সঃ (গ) চতুষ্কবি শিখামণি (ঘ) ষট্প্রবন্ধ কবি	
১২। মধুরকবি-আল্বার্।		

উক্ত মহাত্মাদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ যথা ;—

১। পোয়্গী-আল্বার্—তণ্ডীমণ্ডলদেশের কাঞ্চীপুরের অন্তর্গত তামর-কলাম্বুর গ্রামে সমুদ্রতীরে তামরপুষ্পে তুলামাসে শ্রবণা-নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব তিনি অযোনিসম্ভব ছিলেন। তিনি চতুঃসহস্র শ্লোকাত্মক নালয়িরমপের ও সহস্র শ্লোকাত্মক গ্রন্থের অন্তর্গত বুধুলবন্দাদি নামে শতশ্লোকাত্মক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন।

২। পুড়কী-আল্বার্—তণ্ডীমণ্ডলদেশের মল্লপুরবরমের অন্ত-র্গত তিরুক্কডল্মল্লিগ্রামে সমুদ্রতীরে মাধবীকুসুমে তুলামাসে ধনিষ্ঠানক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিও অযোনিসম্ভব ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের অন্তর্গত শতসংখ্যক শ্লোকাত্মক তিরু বন্ধাদি রচনা করেন।

৩। পেয়-আল্বার্—তণ্ডীমণ্ডলদেশের অন্তর্গত মিলাপুরগ্রামে সাগরতীরে রক্তোৎপলে তুলামাসে শতভিষানক্ষত্রে অবতীর্ণ হন। তিনিও অযোনিসম্ভব এবং পরম যোগী ছিলেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের অন্তর্গত শতশ্লোকাত্মক মুন্নম্ তিরুবন্দধি রচনা করিয়াছিলেন।

৪। তিরুমড়িসি আল্বার্—তণ্ডীমণ্ডলদেশের মহিসরপুরের অন্তর্গত তিরুমড়িসি গ্রামে মকরমাসে মঘানক্ষত্রে অবতীর্ণ হন। তাঁহার পিতার নাম ভার্গবঋষি এবং মাতার নাম কনকাঙ্গী। হরিদাস নামে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে পালন করিয়াছিলেন ; তিনি পরম ঋষি ও যোগী ছিলেন। ইনি গ্রন্থের অন্তর্গত ষষ্ঠ-

নবতি শ্লোকাত্মক পেরিয়তিরু বন্দধি এবং সহস্র শ্লোকাত্মক মধু-লায়ুধমরে অন্তর্গত বিংশত্যধিকশতশ্লোকাত্মক তিরুচন্দবিরুত্তম্ রচনা করেন।

৫। কুলশেখর আল্বার্—কেরলদেশে তিরুবঞ্জীকুলগ্রামে কুম্ভমাসে পুনর্ব্বসুনক্ষত্রে আবির্ভূত হন। তাঁহার পিতার নাম দৃঢ়ব্রত মহারাজা, তিনি ক্ষত্রিয় ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সেরণি পূর্ব্বোক্ত মধলায়ুধমের অন্তর্গত অষ্টোত্তর শতশ্লোকাত্মক পেরুমলতিরুমড়ি ও সংস্কৃত মুকুন্দমালা রচনা করেন।

৬। পেরিয়-আল্বার্—পাণ্ড্যমণ্ডলদেশের অন্তর্গত শ্রীবিল্লি-পুত্তুরগ্রামে ধনুর্মাসে স্বাতিনক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মুকুন্দ-আইয়ার, মাতার নাম পদ্ম এবং ভ্রাতার নাম কুড়ন্ব-আইয়ার; তিনি শালাবৃতগোত্রোদ্ভব যজুঃশাখা বোধয়ন-সূত্র মতাবলম্বী। তাঁহার পালিতা কন্যার নাম অণ্ডাল্লা; তিনি পূর্ব্বোক্ত মধুলায়ুধমের অন্তর্গত দ্বাদশ শ্লোকাত্মক তিরুপল্লাণ্ড ও চারিশতষষ্টি শ্লোকাত্মক পেরিয় লোয়া-তিরুমুত্তি রচনা করেন।

৭। আন্দল্লা—পাণ্ড্যমণ্ডলদেশের অন্তর্গত শ্রীবিল্লিপুত্তুরে কর্কটমাসে পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ব্বোক্ত পেরিয়-আল্বার্ তাঁহাকে তুলসীবনে প্রাপ্ত হইয়া লালনপালন করিয়াছিলেন। পালিত পিতার নিকট ব্রহ্মজ্ঞান পাইয়া ব্রহ্ম-চারিণীরূপে কালযাপন করিয়াছিলেন। তিনি মধুলায়ুধমের অন্তর্গত ত্রিংশৎ শ্লোকাত্মক তিরুপাল্লৈ এবং একশত তেতাল্লিশ শ্লোকাত্মক না-তিয়ার্-তিরুমুড়ি রচনা করেন।

৮। তোণ্ডরডিপ্পড়ি-আল্বার্—চোলমণ্ডলের অন্তর্গত মণ্ডম-গুড়ি অগ্রহারে কাবেরীনদীর তীরে কলির ২৯৯ গতাব্দে ধনু-মাসে জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে আবির্ভূত হন। তাঁহার পিতা পূর্ব্বশিখা পুরশ্চূড় ব্রাহ্মণ, সর্ব্ব-বেদবিশারদ। তিনি ব্রহ্মচারী ছিলেন, দশ শ্লোকাত্মক তিরুপ্পল্লিয়লুধী এবং পঞ্চচত্বারিংশৎ শ্লোকাত্মক তিরুমলৈ রচনা করিয়াছিলেন।

৯। তিরুপ্পনি-আল্বার্—চোলমণ্ডলদেশের অন্তর্গত কাবেরী-তীরে শ্রীরঙ্গম্ ও ত্রিশিরাপল্লী সমীপে উরেয়ুর গ্রামে কলির ৩৪৩ গতাব্দে বৃশ্চিকমাসে রোহিণীনক্ষত্রে বরীবেমুতে (ধান্যগাছে) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অযোনিসম্ভব ছিলেন এবং পঞ্চমবর্ণ কর্তৃক লালিত হইয়াছিলেন; তিনি মধুলায়ুধামর অন্তর্গত দশ শ্লোকাত্মক অমলা-নাদি-বিরাণ সঙ্কলন করেন।

১০। নাম-আল্বার্—পাণ্ডামণ্ডলদেশের অন্তর্গত তাম্রপর্ণী-নদীতীরে তিরুকুরুঙ্কেগ্রামে কলির ৪৩ গতাব্দে বৃষভমাসে বিশাখানক্ষত্রে কর্কটলগ্নে শূদ্রবংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; তাঁহার পিতার নাম কারি এবং মাতার নাম উদয়া-নঙ্গয়ার। তিনি তিন্তড়ী (তেঁতুল) বৃক্ষগহ্বরে অনেক দিন মহাযোগীরূপে বাস করিয়াছিলেন। পঞ্চত্রিংশৎ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার তিরোভাব হইয়াছিল। তিনি শত-শ্লোকাত্মক তিরুবিরত্তম্, সপ্ত-শ্লোকাত্মক তিরুবাশিরিয়ম্, সপ্তাশীতি-শ্লোকাত্মক পেরিয়-তিরুবন্ধাদি ও দ্বি-অধিক-একাদশশত-শ্লোকাত্মক তিরুবারীমেল্লী রচনা করিয়াছিলেন।

১১। তিরুমঙ্গৈয়-আল্বার্—চোলমণ্ডলদেশের কাবেরী সাগর সঙ্গমতটে তিরুক্কুরলুরু গ্রামে কলির ৩৯৮ গতাব্দে বৃশ্চিকমাসে কৃত্তিকানক্ষত্রে পৌর্ণমাসীতে শূদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমাবস্থায় রাহাজনি করিয়া দিনাতিপাত করিতেন, পরে পরম বৈষ্ণব ও ভক্ত হয়েন। তিনি চতুষ্কবিশিখামণি ষট্প্রবন্ধ কবি ছিলেন। তিনি চতুরশীতি অধিক সহস্র শ্লোকাত্মক পেরিয়-তিরুমুল্লি, বিংশতি-শ্লোকাত্মক তিরুক্কুরুন্তাণ্ডাথাম্, ত্রিংশৎ শ্লোকাত্মক তিরুনিন্তুণ্ডাণ্ডাথাম্; ষট্চত্বারিংশৎ শ্লোকাত্মক সির্য্যা-তিরুমণ্ডল, ষড়শীতি দ্বিশত-শ্লোকাত্মক পেরিয়তিরুমণ্ডল এবং বৃহৎ শ্লোকাত্মক তিরুবেল্লুক্কুত্তরক্য রচনা করিয়াছিলেন।

১২। মধুরকবি-আল্বার্—পাণ্ড্যমণ্ডলদেশে তাম্রপর্ণীনদীতীরে তিরুকল্লুরুগ্রামে কলির ১২১ গতাব্দে মেষমাসে চিত্রানক্ষত্রে আবির্ভূত হন। তিনি পূর্ব্বশিখা ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি একাদশ শ্লোকাত্মক করিন্নুচেরত্তাম্ব্ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন।

জম্বুকেশ্বর।

আমরা শ্রীরঙ্গস্বামীর উৎসব দর্শন করিয়া মধ্যাহ্নের সময় জম্বুকেশ্বরের মন্দির দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। এই মন্দির বিষ্ণু মন্দির হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে অবস্থিত।

শ্রীরঙ্গমাহাত্ম্যের অন্তর্গত নবতীর্থের মধ্যে ইহা একটি অন্যতম তীর্থ। এখানে মহাদেবের পঞ্চভৌতিক মূর্ত্তির অন্যতম অপ্‌মূর্ত্তি বিরাজমান।

মূলমন্দিরের বহির্ভাগে একটি ক্ষুদ্র কূপ হইতে সর্ব্বদাই অল্প অল্প জল উঠিতেছে। মন্দিরের মেজে কূপের জল অপেক্ষা এক ফুট নিম্ন, অতএব মন্দিরের ভিতরে সর্ব্বদাই এক ফুট জল রহিয়াছে। যতদূর বুঝিলাম, তাহাতে বোধ হইল কূপটি একটি সামান্য "আর্টিজন" ভিন্ন অপর কিছুই নহে। কূপটি খনন করিবার সময় এমন একটি স্তর ভেদ করিয়াছে, যাহা হইতে জল সর্ব্বদাই উপরে উঠিতেছে। এইস্থানে আপনা আপনি জল উঠিতে দেখিয়া, অনেকেই সহজে বিশ্বাস করিয়াছিল যে, ঈশ্বর জলরূপী হইয়া প্রবাহিত হইতেছেন। তাহাতে বোধ হইল যে পুরাকালে আর্টিজন কূপ অতি বিরল ছিল।

মন্দিরের পার্শ্বে একটি পুরাতন জম্বুকবৃক্ষ আছে। রঙ্গমাহাত্ম্য মতে এই জম্বুকবৃক্ষের তলায় ঈশ্বর স্বয়ং তপস্যা করিয়াছিলেন।

এই মন্দিরের গঠনপ্রণালী অতি উত্তম। বোধ হয় এক সময়ে সমস্ত মন্দির নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে, ডাক্তার ফার্‌গোসন্ সাহেবের মতে এই মন্দির ১৬০০ খৃঃ প্রারম্ভে নির্ম্মাণ হইয়াছে। কিন্তু আমরা তাহা স্বীকার করিতে পারি না। শ্রীরামানুজ কর্ত্তৃক শ্রীরঙ্গমে বিষ্ণুপূজা প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে চোলরাজাদিগের শাসন সময়ে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে।

এই মন্দিরের চারিটি উচ্চ প্রাকার আছে, প্রথম প্রাকার দীর্ঘে ১২৩ ফুট, প্রস্থে ১২৬ ফুট ও ৩০ ফুট উচ্চ। দ্বিতীয় প্রাকার ২০৬ ফুট দীর্ঘ, ১৯৭ ফুট প্রস্থ ও ৩৫ ফুট উচ্চ। ইহার প্রবেশ দ্বারে ৬৫ফুট উচ্চ গোপুর এবং প্রাঙ্গণে কয়েকটি মণ্ডপ আছে। তৃতীয় প্রাকারটি ৭১৫ ফুট দীর্ঘ ৬০০ ফুট প্রস্থ ও ৩০ ফুট উচ্চ। ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে দুইটি দরজা ও উভয় দরজাতে গোপুর আছে, ইহাদিগের মধ্যে একটি ৭৩ ফুট ও অপরটি ১০০ ফুট উচ্চ। এই প্রাকারের প্রাঙ্গণে একটী পুষ্করিণী ও নারিকেল বাগান আছে। শুনিলাম বৎসরান্তে বিষ্ণুর উৎসব মূর্ত্তি এই প্রাঙ্গণস্থ পুষ্করিণীর নিকট আসিয়া থাকে। চতুর্থ প্রাকারটি ২৪৩৬ ফুট দীর্ঘ, ১৪৯৩ ফুট প্রস্থ ৩৫ ফুট উচ্চ ও ৬ ফুট প্রশস্ত। ইহার প্রাঙ্গণের মধ্যে সহস্র স্তম্ভমণ্ডপ বিদ্যমান রহিয়াছে। যদিও সহস্রটি স্তম্ভ নাই বটে তথাপি মণ্ডপের মধ্যে ৭৯৬টি এবং মণ্ডপের সম্মুখে ১৪২টি, সর্ব্বসমেত ৯৩৮টি স্তম্ভ গণিয়া পাওয়া যায়।

এই মন্দিরের অনেক স্তম্ভে অনুশাসন খোদা রহিয়াছে, তাহার একটির তারিখ ১৪০০ শালিবাহন শক, সেই হিসাবে এই মন্দির চারিশত বৎসরের অধিক। মন্দিরের ব্যয়ার্থে যে ভূসম্পত্তি আছে তাহা ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট অধিকার করিয়া বাৎসরিক ব্যয়ার্থ ৯০৫০৲ টাকা প্রদান করেন। মন্দিরের বারান্দায় দক্ষিণদেশের ভিন্ন ভিন্ন দেবালয়ের মূর্ত্তি এবং রামায়ণের চিত্র সকল চিত্রিত রহিয়াছে। শ্রান্তযুক্ত আগন্তুকগণ প্রাকার-প্রদক্ষিণ করিতে করিতে সেই সকল মূর্ত্তি দর্শন করিয়া শ্রান্তির অনেক লাঘব অনুভব করেন। মন্দিরের দ্বারের সম্মুখে কয়েকটি শীল করা কলশ রহিয়াছে, আগন্তুকগণ তাহাতে যথাশক্তি দান করিয়া থাকে ও সেই টাকা মন্দিরের ব্যয় হিসাবে জমা হইয়া থাকে। অর্চ্চনার সময় যে দক্ষিণা দেওয়া হয় তাহা অর্চ্চকেরা লইয়া থাকে। দেবের পূজাপদ্ধতি অন্য অন্য ঈশ্বরমন্দির সদৃশ। আমরা দেবের অষ্টোত্তর শতনামের অর্চ্চনা করণান্তর কর্পূরালোকে দেবদর্শন করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হই।

উপসংহার।

সময় অল্পতাবশতঃ আমরা সকল স্থানেই দেবার্চ্চনা ভিন্ন অপর কিছুই দেখিতে সমর্থ হই নাই। যে কয়েকটি দেবালয় দেখিলাম, তাহার সকল গুলিরই পূজার বন্দোবস্ত উত্তম। সকল দেবালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ভূসম্পত্তি অথবা অন্যরূপ সম্পত্তি আছে। অর্চ্চকেরা মাসিক বৃত্তিভোগী, অতএব তাঁহারা দর্শকদিগকে পীড়ন করেন না, সামান্য দক্ষিণা-প্রাপ্তেই সন্তুষ্ট হন।

সকল মন্দিরেই ত্রিসন্ধ্যা বেদগানের বন্দোবস্ত আছে। আগন্তুকেরা মূলপূজার সময় উপস্থিত থাকিলে প্রসাদ পাইয়া থাকে।

দক্ষিণদেশের বিবাহসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। স্মৃতির মতে মাতৃপক্ষে পঞ্চমী ও পিতৃপক্ষে সপ্তমী কন্যাকেও বিবাহ করা নিষেধ-সত্ত্বেও দ্রাবিড় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কন্যা সংগ্রহের প্রথা বিশেষ দেখিলাম। ১ম, যদি পিতৃষ্বসার কন্যা থাকে তাহারই সহিত বিবাহ হইলে সেই বিবাহ শ্রেষ্ঠ বা প্রথম শ্রেণীর বিবাহ মধ্যে গণ্য হয়। ২য়, তদভাবে মাতুলকন্যা থাকিলে তাহারই সহিত বিবাহ হইবে ও সেই বিবাহ দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইবে। ৩য়, পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার কন্যাভাবে অপর কন্যার সহিত বিবাহ হইলে তাহা নিকৃষ্ট বিবাহের মধ্যে গণ্য হয়।

বঙ্গদেশের সৎশূদ্রেরা নবশাক অর্থাৎ নয় জাতিতে বিভক্ত হইয়া যেরূপ পরস্পরের মধ্যে আহারাদি বা আদান প্রদান করে না, এ প্রদেশে ব্রাহ্মণেরা সেইরূপ নিয়োগী, স্মার্ত্ত, লিঙ্গায়ৎ, বড়গলৈ, তেঙ্গলৈ ও মাধ্ব এই ছয়শ্রেণী বিভক্ত হইয়া পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান বা আহারাদি করে না; সেই কারণবশতঃ স্বমতের ব্রাহ্মণ অল্পসংখ্যক হওয়ায় পিতৃষ্বসা অথবা মাতুলকন্যার সহিত বিবাহ হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে এরূপ সংঘটন হইলে লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে হয়। কিন্তু দেশাচার ভেদে উক্ত প্রকার বিবাহ এ প্রদেশে সুপ্রশস্ত বলিয়া গণ্য।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

তিলক।

সম্প্রতি শ্রীমৎ পরমহংস বাল সুব্রমনীয় ব্রহ্মস্বামী বিজয়-খড়ায় আসিয়া তিলক ধারণের যে গূঢ় ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, পাঠকদিগের অবগতির জন্য তাহা সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল।

১ম। রামানুজ মতাবলম্বী শ্রীবৈষ্ণবদিগের তিলক দুই পার্শ্বে শুভ্রবর্ণ উর্দ্ধরেখা ও মধ্যস্থলে লাল বা পীতবর্ণের উর্দ্ধরেখা আর নিম্নের অর্দ্ধ গোলাকৃতি শুভ্ররেখা, দুই পার্শ্বের শুভ্ররেখাকে পরস্পর যোজনা করিয়া দিতেছে। যে দ্রব্য হইতে মধ্যস্থলের উর্দ্ধ রেখা প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা শ্রীচূর্ণ নামে অভিহিত। অতএব উহা প্রকৃতির অনুরূপ। উভয় পার্শ্বের শুভ্ররেখাদ্বয় জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ; প্রকৃতি মধ্যস্থলে থাকিয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে পৃথক্ করিয়া দিতেছে অর্থাৎ জীবাত্মা প্রকৃতির মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া পরমাত্মাকে জানিতে পারিতেছে না, কিন্তু চিৎরূপ নিম্নের অর্দ্ধ গোলাকৃতি শুভ্ররেখা পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলন করিয়া দিতেছে। অতএব চিৎ বা জ্ঞানের সাহায্যে জীবাত্মা প্রকৃতির মোহ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমাত্মাকে জানিতে পারিতেছে। বিশিষ্টাদ্বৈত তিলকে তত্ত্বত্রয় অর্থাৎ জীবাত্মা পরমাত্মা ও প্রকৃতির পৃথক্ পৃথক্ অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিয়া দিতেছে।

২য়। মাধ্বাচারীরা গোপীচন্দনের উর্দ্ধরেখা ব্যবহার করে। গোপীচন্দনের বর্ণ স্বর্ণসদৃশ অর্থাৎ শুভ্র ও পীতবর্ণের সমষ্টি। পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে শুভ্রবর্ণ পরমাত্মা ও জীবাত্মা এবং পীতবর্ণ প্রকৃতির স্বরূপ জ্ঞাপক। অতএব শুক্ল ও পীতের সংযোজনে

পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন ও তাহা হইতে বিশ্বের উদ্ভব জ্ঞাপন করিতেছে। উপনিষদে ঈশ্বর দেহীর অন্তরে পীতবর্ণের ঊর্দ্ধ জ্যোতিরূপে বিদ্যমান বলিয়া কথিত। গোপীচন্দনেরও ঠিক সেই বর্ণ।

৩য়। স্মার্ত্তদিগের মত চিহ্ন ত্রিপুণ্ড্রক নামে কথিত। শিবোপাসকেরা এই তিলক ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাতে বিশ্বের স্থূল ও সূক্ষ্মাবস্থা ও জীবের মোক্ষের গূঢ় তত্ত্ব বিশেষ রূপে বিবৃত হইয়াছে। আমরা তাহা তিন প্রকারে দেখিব। (ক) বিভূতি ও বিভূতি প্রস্তুতের নিয়ম, (খ) বিভূতি ধারণের নিয়ম; (গ) ত্রিপুণ্ড্রকের গূঢ় তত্ত্ব।

(ক) গোময় ভূমিতে পড়িবার পূর্ব্বে হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিয়া তাহা বর্ত্তুলাকারে সূর্য্য তাপে শুষ্ক করা হয়। তাহা শুষ্ক হইলে ঘৃতসংযোগে মন্ত্রপূত করিয়া প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে প্রদান করা হয়। উহা উত্তমরূপে দগ্ধ হইলে শুক্লবর্ণ হইয়া থাকে, অন্য কোন বর্ণের সংশ্রব থাকে না।

উপনিষদে জীবাত্মা পশু নামে কথিত এবং তাহারা পশুত্বে অর্থাৎ জড়ত্বে আবদ্ধ। অতএব ঈশ্বর পশুপতি অর্থাৎ পশু বা জীবাত্মাদিগের অধিপতি নামে কথিত। গোময় জীবাত্মার জড়ত্ব বা অজ্ঞানতার জ্ঞাপক।

গোময় বর্ত্তুল মায়াবিমুগ্ধ জীবাত্মা সদৃশ। উহা সূর্য্যতাপে শুকাইবার কারণ এই যে জ্ঞানরূপ সূর্য্যালোকের সাহায্যে জীবাত্মার অজ্ঞানতাকে দূরীভূত করেন। গোময় বর্ত্তুল ঘৃত-সংযোগে অগ্নিতে আহুতি দিবার অর্থ এই যে, অজ্ঞানতা হইতে বিমুক্ত হইতে হইলে জীবাত্মা পরব্রহ্মরূপ বিরাট্ অগ্নিতে আত্ম-সমর্পণ করিবে। বর্ত্তুল দগ্ধ হইয়া সম্পূর্ণ শুভ্রবর্ণ হওয়াতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, জীবাত্মা পরমাত্মায় লয় প্রাপ্ত হইলে কর্ম্মবন্ধ দগ্ধ হয় ও জীবাত্মার পার্থক্য নষ্ট হইয়া শুদ্ধ ব্রহ্মের

অংশীভূত হইয়া যায়, প্রত্যেক জীবাত্মা জ্ঞানরূপ সূর্য্যকিরণে শুদ্ধ হইলে পরব্রহ্মে আত্মসমর্পণ করিবে ও অজ্ঞানতা হইতে বিমুক্ত হইয়া পরব্রহ্মে বিলীন হইবে।

(খ) বিভূতি ধারণ করিবার পূর্ব্বে ধারক বাম হস্তে বিভূতি লইয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া তাহা পরিশুদ্ধ করিবে। পরে মস্তক হইতে পাদ পর্য্যন্ত উহা ম্রক্ষণ করিবে। উহা জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রথমে কপালে ত্রিপুণ্ড্রক ধারণ করিবে, তৎপরে সমস্ত শরীর তিন তিন রেখায় পরিশোভিত করে।

ইহার অর্থ কি? মস্তক হইতে পদ পর্য্যন্ত বিভূতি ম্রক্ষণে জ্ঞাপন করিতেছে যে পরব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপি আর বিভূতি জলসংযোগে জানাইতেছে যে ব্রহ্মপ্রকৃতি বা শক্তির সহিত মিলিত হইয়া পরিদৃশ্যমান বিশ্ব সৃষ্টি করেন। আর প্রকৃতিও ব্রহ্মার মিলন সম্পন্ন হইলে প্রথম ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই মূর্ত্তি-ত্রয় সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। এই জাতীয় চিহ্নের ভিতর আমরা দেখিতে পাই ১ম জীবত্ব, ২য় কেমন করিয়া অজ্ঞান তিমির হইতে মুক্তি পাইতে পারা যায়, ৩য় পরব্রহ্মের স্বরূপ, ৪র্থ জীবা-ত্মার স্বরূপ, ৫ম মোক্ষপ্রাপ্তির সময়ে জীবাত্মার অবস্থা, ৬ষ্ঠ পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন, ৭ম ত্রিমূর্ত্তির আবির্ভাব।

উপনিষদে এই ত্রিপুণ্ড্রকের অর্থ (ক) ক্রিয়াশক্তি, ইচ্ছা-শক্তি ও জ্ঞানশক্তি নামে তিন শক্তি। (খ) পার্থিব, নাক্ষত্রিক ও পারমার্থিক নামে অগ্নিত্রয়। (গ) ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই ত্রিমূর্ত্তি, অথবা (ঘ) সত্য, রজঃ, তম নামে তিন গুণ অথবা (ঙ) স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই লোকত্রয়। (চ) প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়ং-কাল। (ছ) ঋক্, যজুঃ, সাম বেদত্রয়। যাঁহারা ত্রিপুণ্ড্রক ধারণ করেন তাঁহারা রুদ্রাক্ষমালা ব্যবহার করেন। যদিও অনেকেই মালা ব্যবহার করেন বটে কিন্তু একটী রুদ্রাক্ষমালা ধারণের বিধি আছে এবং উহা মৃত্যুতারক নামে অভিহিত। ইহাতে

প্রতীয়মান হইতেছে যে, বহির্দৃশ্য হইতে আত্মাকে অনাহত চক্রে আবদ্ধ করিতে পারিলে আত্মা মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়।

স্মার্ত্ত ও লিঙ্গায়ৎ উভয়ই মহালিঙ্গ পূজা করিয়া থাকে। পরমহংস বাল স্তুবমনীয় স্বামী মহালিঙ্গের বিষয় যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহারও কিয়দংশ দেওয়া হইল। লিঙ্গ অর্থে কি বুঝিতে হইবে? লিগ্ অর্থে জানা অর্থাৎ লিঙ্গ অর্থে জ্ঞান বা ঈশ্বর জ্ঞান, ইহার গূঢ়ার্থ নিম্নের উদ্ধৃত শ্লোকে প্রতীয়মান হইবে।

পশ্যন্তি তৎপরং ব্রহ্ম যত্তল্লিঙ্গমিতি শ্রুতিঃ॥ ১॥

শ্রীকূর্ম্মপুরাণে ২য় অংশে একাদশ অধ্যায়ে ৯৪ শ্লোক।

পরমানন্দাত্মকং লিঙ্গং কেবলং সন্নিরঞ্জনম্।
জ্ঞানাত্মকং সর্ব্বগতং যোগীনাং প্রতিসংস্থিতম্॥

শ্রীকূর্ম্মপুরাণে ১ম অংশে চতুর্বিংশতি অধ্যায়ে ১০৩ শ্লোক।

লিঙ্গং তল্লিঙ্গনাদ্ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণঃ পরমং বপুঃ।

শ্রীলিঙ্গপুরাণে ১ম অংশে ১৯ অধ্যায়ে ১৫ শ্লোক।

লিঙ্গম্ সাক্ষাৎ মহেশ্বরঃ।

শ্রীঅগ্নিপুরাণে ৫৩ অধ্যায়ে ৩ শ্লোক।

লিঙ্গাদিলক্ষণং বক্ষে কমলোদ্ভব তৎশৃণু।
ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাংশেষু বর্দ্ধমান য মুচ্যতে॥

শ্রীলিঙ্গপুরাণে ২য় অংশে ৪৭ অধ্যায়ে ৬ শ্লোক।

লিঙ্গমেকতমং শৈলং ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মকম্॥

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে প্রতীয়মান হইতেছে যে পরব্রহ্ম ভৌতিক মূর্ত্তির জ্ঞাপক।

শৈবেরা যে মূর্ত্তি উপাসনা করে, তাহা মহালিঙ্গ নামে কথিত। উহা দুই অংশে বিভক্ত বেদি ও লিঙ্গ। বেদি আবার দুই অংশে বিভক্ত মূলপীঠ ও ঊর্দ্ধ পীঠ। মহালিঙ্গের তিন অংশ

এক পরব্রহ্ম প্রকৃতির সহিত মিলনে ত্রিমূর্ত্তির উৎপত্তি জ্ঞাপন করিয়া দিতেছে।, মূলপীঠ ব্রহ্ম বা ক্রিয়াশক্তিজ্ঞাপক। ঊর্দ্ধ পীঠ বিষ্ণু বা স্থিতিশক্তির জ্ঞাপক। লিঙ্গ রুদ্র বা সংহার শক্তির জ্ঞাপক।

লিঙ্গপুরাণে ১ম অংশে ৭০ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে।

মূলে ব্রহ্ম তথা মধ্যে বিষ্ণুস্ত্রিভুবনেশ্বরঃ।
রুদ্রোপরি মহাদেবঃ প্রণবাক্ষ সদাশিবঃ॥

শ্রীলিঙ্গপুরাণে ২য় অংশে ৪৭ অধ্যায়ে ১১ শ্লোকে।

মূলে ব্রহ্মা বসতি ভগবান্ মধ্যভাগে চ বিষ্ণুঃ
সর্ব্বেশানঃ পশুপতিঃ রজোরুদ্রমূর্ত্তির্বরেণ্যঃ।
তস্মাল্লিঙ্গং গুরুতরতরং স্থাপয়েৎ পূজয়েদ্বা॥

শ্রীমৎস্যপুরাণে ২৬১ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোক।

মাহেশ্বরং ত্রিভাগস্ত ঊর্দ্ধং বৃত্তস্ত যৎস্থিতম্।
অধস্তাদ্‌ব্রহ্মভাগস্ত চতুরস্রো বিধীয়তে॥
অষ্টাস্রো বৈষ্ণবো ভাগো মধ্যস্তস্য উদাহৃতঃ;
এবম্প্রমানযুক্তঞ্চ লিঙ্গং বৃদ্ধিপ্রদং ভবেৎ॥

লিঙ্গ যোগীর মস্তক জ্ঞাপক। মহালিঙ্গ যোগীর সমাধিবস্থার সর্ব্বাঙ্গ পরিজ্ঞাপক। ঊর্দ্ধ পীঠ যোগীর ধড় ও হস্ত পদ্মাসনে ন্যস্ত; যোগীর কটিদেশ পীঠদ্বয়ের মধ্যস্থ সংকীর্ণ স্থান। পদ্মাসনাবদ্ধ পদদ্বয় মূল পীঠের অভিব্যঞ্জক বলিয়া জানিতে হইবে।

---

৯৯ পৃষ্ঠায় অষ্টম পংক্তির পর হইতে।

২০ কুড়ি জন দীক্ষিত ২০ দিন ধরিয়া মন্দিরের দৈনিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। তৎপরে অপর কুড়ি জন দীক্ষিত এইরূপে কুড়ি দিন কার্য্য করে। এইরূপে সকলে পর্য্যায়ক্রমে কার্য্য করিয়া থাকে। সাধারণ সময়ে যাহারা ব্রতী থাকে, তাহারাই পূজার দ্রব্য ও দক্ষিণা পাইয়া থাকে। কিন্তু বিশেষ কোন

উৎসব উপলক্ষে যাহা কিছু সংগৃহীত হয় সে সমস্ত সকল দীক্ষিতেরা মিলিয়া বণ্টন করিয়া লয়। এই দেবালয়ের দেবত্তর সম্পত্তি না থাকিলেও দীক্ষিতেরা সাধারণের দাতব্য ও বলি প্রদানের উপর নির্ভর করিয়া স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করে। তাহারা পালাক্রমে দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া সকল বর্দ্ধিষ্ণু লোকের নিকট শুল্ক সংগ্রহ করিয়া থাকে ও নটেশ্বরের সম্মুখে দাতার নামে বলি প্রদান করিয়া থাকে। যে বাটীতে কোন দীক্ষিত পূর্ব্ব হইতে যাতায়াত করিয়া শুল্ক আদায় করে, সে বাটীতে অন্য দীক্ষিত কদাচ যায় না। কোন বিশেষ গৃহস্থের কল্যাণে বলি দেওয়া দীক্ষিতদিগের পুরুষানুক্রমে পিতা হইতে সন্তানের অধিকারে আইসে। আর যাহারা শুল্ক দিয়া থাকে, তাহাদিগের কল্যাণে সংকল্প ও পুষ্প মন্ত্র উচ্চারিত হইবার সময় তাহাদিগের নামও উচ্চারিত হইয়া থাকে। এ পর্য্যন্ত কোন দীক্ষিত আপন পুত্রকে ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রেরণ করে নাই এবং তাহাদিগেরও মধ্যে কেহই ইংরাজী অবগত নহে।